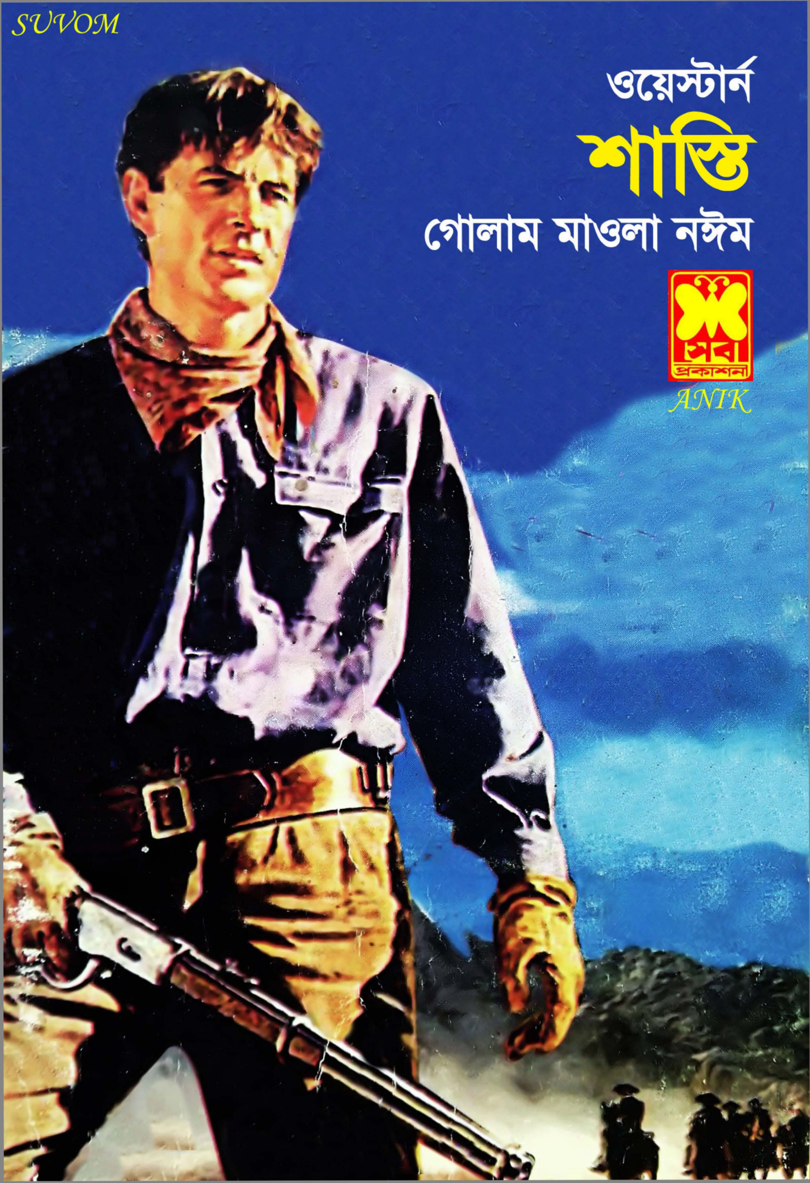
SUVOM
ওয়েস্টার্ন
শাস্তি
গোলাম মাওলা নঈম
সেবা
প্রকাশনী
ANIK

ওয়েস্টার্ন

শাস্তি

গোলাম মাওলা নঈম

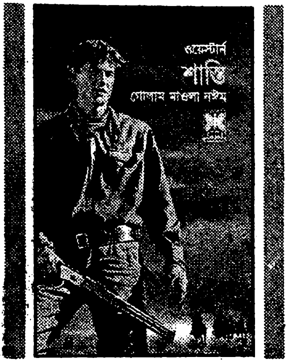

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ওয়েস্টার্ন

শাস্তি

গোলাম মাওলা নঈম

কাজটা নেওয়ার সময় কার্ল রিডল ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে নাভিশ্বাস উঠবে ওর। পনেরো বছর আগে হারিয়ে যাওয়া দুটো মেয়েকে খুঁজে বের করতে হবে। একজনকে উদ্ধার করে এনে পৌঁছে দেওয়া মাত্র খুনের মিথ্যে অভিযোগ ঘাড়ে নিয়ে পালাতে হলো ওকে। পিছু ধাওয়া করল বক্স এইচ ফোরম্যানের চেলাচামুণ্ডারা। জান বাজি রেখে ছুটল কার্ল, রেনেতা শহর থেকে অন্য মেয়েটাকে নিয়ে আবারও পালাতে হলো। এবার দু'জনের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ উঠেছে। পিছু নিয়েছে পঞ্চাশজনের পাসি। কার্ল জানে না আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়ছে ওর জাতশত্রু কর্নেল হিরাম শাটন, যাকে চার বছর ধরে গোটা পশ্চিমে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়িয়েছে ও। হীন চক্রান্তের শিকার হতে যাচ্ছে অসহায় দুটো মেয়ে। কার্লকে ধরা মাত্র লটকে দেবে ফাঁসিতে, তা হলে আর কোন বাধাই থাকে না শত্রুদের সামনে। মেয়ে দুটোকে বাঁচাতে হলে টিকে থাকতে হবে ওকে, বুঝল কার্ল, কিন্তু জানে না কীভাবে...

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

ISBN 984-16-8284-2

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৭

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ভিক্টর নীল

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
মোবাইল: ০১১-৯০-৪৯০০৩০
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail:sebaprok@citechco.net

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

SHASTI
A Western Novel
By: Golam Mawla Naeem

তেষট্টি টাকা

উৎসর্গঃ

লিরা, তোমাকে–

দেরিতে হলেও

জন্মদিনে ক্ষুদ্র শুভেচ্ছা

ওয়েস্টার্ন

শাস্তি

গোলাম মাওলা নঈম

Edited By:

Sohag Paul Suvo

Group:
https://www.facebook.com/groups/ BanglaPDF.net

Website
http://www.banglapdf.net/

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান, হার্ডি স্লোন, ভূমিদস্যু। **খোন্দকার আলী আশরাফ:** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **গ্রিম রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার। **আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমান:** শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামান:** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল।
আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।
কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন-১, সমন-২, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুণ্ঠন, উত্তপ্ত কারাগার, খলনায়ক, পরবাসী, অধিকার, শক্তপাল্লা, শিকড়। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈম:** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা, হরণ, পতন, শর্ত, অপঘাত, উত্তরসূরি, খুনে শহর, তালাশ, মুখোশ, চালবাজ, দম্ভ, ঘাতক, ঘায়েল, আসামী, অহঙ্কার, দূরের পাহাড়-১, দূরের পাহাড়-২, নরকে, শকুন, দাপট, বিপত্তি, রক্ষা, ছোবল খেসারত। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রতিঘাত, খুনের দায়, যমদূত। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ, লিপ্সা, অপমান, অপচেষ্টা। **আবু মাহদী:** পাঞ্চার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস। **সুস্ময় আচার্য:** অপবাদ। **সায়েম সোলায়মান:** সঙ্কট, অবরুদ্ধ শহর, পরিবর্তন।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এক

মরে যাওয়া এক অর্থে বেঁচে যাওয়াই। মৃত মানুষের মত সুখী কে আছে? মৃত্যু সব দুর্ভোগ, দায়িত্ব বা পিছুটান থেকে মুক্তি দেয় মানুষকে। আইনের লোক খুঁজবে না, কেউ আর কখনও পিছু ধাওয়া করবে না।

তিক্ত হাসি ফুটল কার্ল রিডলের ঠোঁটের কোণে। জীবন সত্যি উপভোগ্য, কিন্তু কখনও কখনও দুর্বিষহও হয়ে উঠতে পারে। ওর ক্ষেত্রে তাই হয়েছে; এতটাই যে এখন মৃত মানুষের সুখ-দুঃখ নিয়ে ভাবার বিলাসিতা হয়েছে।

নিচু উপত্যকা ধরে ঢিমেতালে এগোচ্ছে কুচকুচে কালো স্ট্যালিয়ন। তাড়া নেই কার্লের, বরং যথেষ্ট সময় আছে হাতে। আকস্মিক কিছু না-ঘটলে আশা করা যায় সময়মত গন্তব্যে পৌঁছে যাবে।

সময় নিয়ে সিগারেট রোল করল ও। পাহাড় থেকে ধেয়ে আসা বাতাসে ওটা ধরাতে বেশ কসরত করতে হলো। দিনের প্রথম সিগারেট স্যাডলে বসে খেতে হচ্ছে বলে কিঞ্চিৎ আফসোস হচ্ছে। তবে তারপরও ফুরফুরে মেজাজে রয়েছে কার্ল। সকালে পত্রিকায় একটা খবর পড়ার পর থেকে মন ভাল হয়ে গেছে। পিট বেনেট নাগালের বাইরে চলে গেছে, এটাই ওর স্বস্তির কারণ।

উত্তরের ছোট্ট এক শহরে চারটে গুলি খেয়ে খুন হয়েছে পিট বেনেট। লোকটার সঙ্গে বিশেষ একটা লেনদেন ছিল কার্লের। টানা তিন মাস তাকে খুঁজে হয়রান হয়েছে, কিন্তু কোন হদিশ পায়নি।

আর গতকাল সবাইকে ফাঁকি দিয়ে কবরে লম্বা ঘুম দিয়েছে ব্যাটা।

মন থেকে বেনেটকে ক্ষমা করে দিল কার্ল। মৃত মানুষের সঙ্গে শত্রুতা জিইয়ে রাখতে নেই।

সামান্য অন্যমনস্ক হলেও চোখ দুটো সবসময়ই চঞ্চল ওর, সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে চারপাশে। না-রেখে উপায় আছে? কখন কোন্ বিপদ এসে উপস্থিত হয়!

দূরের পাহাড়ের কাছে আলোর ঝিলিক চোখে পড়ল হঠাৎ। কার্ল জানে ওটা ধাতব কিছুতে সূর্যের আলোর প্রতিফলন, ফিল্ড গ্লাস হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

ত্যক্ত বোধ করল কার্ল। এই সাতসকালে ঝামেলা! চায়নি, অথচ ঠিক হাজির হয়ে গেছে। কিছু মানুষ সবসময়ই দুর্ভাগ্যের শিকার, ঝামেলা বা বিপদ তাদের নিত্যসঙ্গী। আরাম-আয়েশ বা সুখ কী জিনিস এরা জানে না।

কার্ল আসছে, এটা কারও জানার কথা নয়। কিন্তু জেনে গেছে কেউ। দুনিয়ায় অসম্ভব বলে কিছু নেই, কথাটা এমনিতে বলে না।

ফুরফুরে ভাবটা মন থেকে উধাও হয়ে গেল, সতর্কতার সঙ্গে বিতৃষ্ণা ও অসন্তোষ বোধ করছে কার্ল। একদণ্ড শান্তিতে থাকতে দেবে না ওকে?

আগের কাজ আগে, তেতো মনে ভাবল কার্ল রিডল। গন্তব্যে পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে ওর। কথা দিয়েছিল, কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে সময়মত পৌঁছতে পারবে না। কী আর করা!

লম্বা কোটের প্রান্ত সরিয়ে দিয়ে পিস্তলটা পরখ করল ও। প্রয়োজনে চোখের নিমেষে ড্র করবে। স্যাডল স্ক্যাবার্ডে রাইফেল তো আছেই। একই গতিতে এগিয়ে চলল, আচরণে বোঝা গেল না সামনের পাহাড়ে সন্দেহজনক কারও উপস্থিতি টের পেয়েছে।

কয়েকশো গজ এগোনোর পর বাতাসে ধুলোর ক্ষীণ গন্ধ পেল কার্ল। ভুরু কুঁচকে ধুলো ওঠার কারণ অনুমান করল। সম্ভবত ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড় থেকে নামছে কেউ। খুরের খটাখট শব্দ ক্রমে

এগিয়ে আসছে।

উপত্যকায় হঠাৎ ডানে বাঁক নিয়েছে ট্রেইল। বাঁকের ওপাশে রয়েছে অদৃশ্য ঘোড়সওয়ার।

হঠাৎ থেমে গেল খুরের শব্দ। ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। নিরীহ কেউ হতে পারে, হয়তো এমনিতে থেমেছে, কিন্তু সতর্ক থাকার পক্ষপাতী কার্ল। ভুল করে পরিণামে কবরে যেতে চায় না। ফিল্ড গ্লাসে আলোর প্রতিফলনই ওর মত সন্দেহবাতিক মানুষের জন্য যথেষ্ট। শত্রু, মিত্র বা নিরপেক্ষ, যাই হোক, সতর্ক থাকতে দোষ নেই।

চাপা অস্বস্তি বোধ করছে কার্ল। যদি ফাঁদ হয়ে থাকে এটা? কয়েক গজ এগোলে লুকিয়ে থাকা শত্রুর মুখোমুখি পড়ে যাবে। ওর আসার খবর শত্রুদের কাছে গোপন নেই ধরে নেওয়াই ভাল। চাইলে উল্টো ঘুরে তুফান বেগে ঘোড়া ছোটাতে পারে। কিন্তু চিন্তাটা সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিল কার্ল। দৃঢ় হয়ে গেল চোয়ালের পেশি, পরস্পরের উপর চেপে বসল ঠোঁট। একরোখা লোক বলে বদনাম আছে ওর। লোকে যে এমনিতে বলে তা নয়। সত্যি জেদ চেপে গেছে।

কপালে যাই থাক, নিজের পথ থেকে বিচ্যুত হবে না ও।

আরও বিশ গজ এগোল। হঠাৎ নাক তুলে ডাক ছাড়ল ওর স্ট্যালিয়ন। ফর্‌র্‌র্‌। কান খাড়া হয়ে গেছে ওটার। অচেনা মানুষের গন্ধ পেয়েছে।

স্যাডল ক্যান্টারের উপর ডান হাত রাখল কার্ল, মুহূর্তের ব্যবধানে অস্ত্র তুলে নিতে তৈরি। চাইলে রাইফেল বা পিস্তল, যে-কোনটাই তুলে নিতে পারবে। কোন্‌টা নেবে, সেটা নির্ভর করবে পরিস্থিতির উপর। বাম হাতে লাগাম।

'দাঁড়াও!'

হিসাবে সামান্য হেরফের হয়ে গেছে। আরও কয়েক গজ সামনে লোকটার মুখোমুখি হওয়ার আশা করেছিল কার্ল। কিন্তু

ব্যাটা ঠিক ওর ডান পাশে পাহাড়ী চাতালে ঘাপটি মেরে ছিল এতক্ষণ।

রাশ টানল কার্ল, চোখের কোণ দিয়ে পাথরের আড়াল থেকে লোকটাকে বেরিয়ে আসতে দেখতে পেল। হাতে প্রকাণ্ড ওয়েব্‌লি স্কট। একচুল নড়ছে না ওটার নল।

'নামটা জানতে পারি, চাঁদ?' কর্কশ কণ্ঠ।

'আগে তোমারটা শুনি,' অমায়িক হেসে বলল কার্ল।

খ্যাকখ্যাক করে হাসল সে, যেন খুব মজাদার কিছু বলেছে কার্ল। নিতান্ত অবহেলার সঙ্গে অস্ত্র হাতবদল করল। 'নাম শুনে হয়তো ভড়কে যাবে! কেউ কেউ তো ভয়ে পেচ্ছাব করে দেয়! শোনার যখন এত শখ, বলছি...লোকে আমাকে টেক্সাস বাউডি নামে ডাকে।'

স্যাডলে সামান্য নড়েচড়ে বসল কার্ল, শিরদাঁড়ায় শীতল শিহরণ অনুভব করছে। এক চোখ কানা দেখে চেনা উচিত ছিল টেক্সাস বাউডিকে। কীসের ধান্ধায় এতদূর এসেছে বাউডি? মুখ বুজে বিস্ময় হজম করল ও।

'কী হে, ট্রাউজার ভিজিয়ে ফেলোনি তো?' টেক্সান বাউন্টি হান্টারের কণ্ঠে রসিকতা।

'আরে নাহ্। সামান্য অবাক হয়েছি। যাচ্ছিলাম বক্স-এইচ আউটফিটে, কিন্তু পথে তোমার মত বিখ্যাত লোকের সঙ্গে দেখা হবে সেটা কে জানত!'

'ওখানে কী কাজ তোমার শুনি?'

'আমার নামটা বলা হয়নি,' মনে করিয়ে দেওয়ার সুরে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল কার্ল।

'তাই তো। খুব অন্যায় হয়ে গেছে! আমার মত ভারী একটা নাম নিশ্চয়ই নেই তোমার?' গর্বের সুরে জানতে চাইল বাউডি।

'লোকে অবশ্য আমাকে কোন উপাধি দেয়নি। বাপ-মার দেওয়া নামটাই সম্বল। কার্ল রিডল।'

নামটা বাউডির কাছে অপরিচিত নয়। চট করে বদলে গেল সে। এতক্ষণ অবহেলা ভরে ধরে রেখেছিল পিস্তলটা, এবার শক্ত মুঠোয় চেপে ধরল। ট্রিগারে চলে গেছে আঙুল, নিশপিশ করছে টিপে দেওয়ার জন্য।

'কী বুঝছ?' সুর বদলে গেছে বাউডির, এখন আর তামাশা করছে না, বরং পুরোপুরি সিরিয়াস।

'এখনও বেঁচে আছি!' হেঁয়ালির সুরে জবাব দিল কার্ল।

বোল্ট টানার শব্দটা কার্লের কান এড়াল না। ঠিক পিছনে রাইফেল কক্ করেছে কেউ। বিপদ এবার ষোলোআনা। সামনে বাউডি, পিছনে আরেক আততায়ী। সাঁড়াশির মত ফাঁদে আটকে ফেলেছে ওকে।

ঝড়ের বেগে ভাবনা চলছে কার্লের মাথায়। কী করা উচিত?

কখনও কখনও শত্রুকে চমকে দিতে পারলে পরিস্থিতি নিজের অনুকূলে আনা যায়। কিন্তু এখানে তা হবে না। শত্রুরা তৈরি হয়ে ছিল, বরং ওকেই চমকে দিয়েছে। তাই অস্বাভাবিক কিছু একটা করতে হবে যা ঘুণাক্ষরেও আশা করছে না ওরা। তবে যাই করুক কার্ল, ষোলোআনা ঝুঁকি রয়েছে।

বেঘোরে প্রাণ হারানোর চেয়ে বরং ঝুঁকি নেওয়া শ্রেয়...

ডান বুটের স্পার আলতোভাবে ঘোড়ার পাছায় বুলাল কার্ল, সঙ্কেত পেয়ে গেল অবলা প্রাণীটা। বহুদিন ধরে ওর সঙ্গে আছে, জানে মনিব কী চাইছে। টানটান হয়ে গেল ওটার দেহ, স্যাডলের নীচে সবল পেশির নড়াচড়া স্পষ্ট অনুভব করতে পারল কার্ল।

এদিকে চওড়া হলো টেক্সাস বাউডির হাসি। মুহূর্ত খানেক...

আচমকা স্যাডলে ঝুঁকে পড়ল কার্ল, শরীর মিশিয়ে ফেলল ক্যান্টারের সঙ্গে। একই মুহূর্তে লাফ দিল ওর ঘোড়া।

দুটো অস্ত্র প্রায় একইসঙ্গে গর্জে উঠল। ওয়েবলি স্কট আর রেমিংটন। মুহূর্ত খানেক আগেও রাইফেলের টার্গেট হিসাবে ছিল কার্লের মাথা, কিন্তু আচমকা মাথা নিচু করে ফেলায় কয়েক হাত

দূরে দাঁড়ানো টেক্সাস বাউডির চওড়া বুক হয়ে গেল পরিবর্তিত টার্গেট। ঘটনার আকস্মিকতায় হেরফের অনুধাবন করতে ব্যর্থ হলো দুই আততায়ী, তাই বিপদ সামলানোর সুযোগও তারা পেল না। পরিণতি: মুহূর্তে বুক ছ্যাঁদা হয়ে গেল বাউডির, দড়াম করে মাটির উপর আছড়ে পড়ল। চোখে সীমাহীন বিস্ময় লেগে আছে এখনও, কী ঘটেছে পুরোপুরি বুঝতে পারেনি।

পাহাড়ী ঢালের গোড়ায় ছিল পিছনের লোকটা, সামান্য উঁচুতে। বাউডির গুলি যে একেবারে কাজে আসেনি, তা নয়; বরং কার্লের না-দেখা শত্রুর ঘোড়ার শরীরে গিয়ে বিঁধেছে। ভাগ্য এই লোকটারও নিয়তি নির্ধারণ করে দিল।

গুলি খেয়ে লাফিয়ে উঠল ঘোড়াটা, আতঙ্কে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিল। আচমকা ছুটেছে বলে তাল সামলাতে পারল না সওয়ার, স্যাডলে ঝাঁকি খেল দেহ। সহজাত প্রবৃত্তি বশে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করল সে, নিজের অজান্তে হাত থেকে ছেড়ে দিল রাইফেল, পমেলের উপর রাখা লাগাম তুলে নিল।

অবশ্য এতেও শেষ রক্ষা হলো না। প্রচণ্ড ঝাঁকিতে স্যাডল থেকে ছিটকে পড়ল তার দেহ। পড়ে যাওয়ার সময় স্টিরাপে আটকে গেল এক পা। টেনে-হিঁচড়ে তাকে নিয়ে চলে গেল উদ্‌ভ্রান্ত ঘোড়াটা।

রেঞ্জের মধ্যে আছে ঘোড়াটা। ওটার যন্ত্রণা কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে কার্ল। পিস্তল বের করে সযত্নে একটা গুলি করল। জায়গামত লাগল। আচমকা ব্রেক কষল ঘোড়াটা, যেন পিছন থেকে কেউ টেনে ধরেছে, তারপর হুড়মুড় করে কাত হয়ে পড়ল মাটিতে। জান বাঁচাতে সরে যাচ্ছিল দ্বিতীয় আততায়ী, স্টিরাপে আটকে পড়া পা মুক্ত তো করতেই পারেনি, উল্টো ঢলে পড়া ঘোড়ার শরীরের নীচে চাপা পড়ে গেল পা-টা।

স্ট্যালিয়নকে হাঁটিয়ে নিয়ে এগোল কার্ল, কাত হয়ে পড়ে থাকা ঘোড়ার পাশে এসে স্যাডল ছাড়ল।

দ্বিতীয় আততায়ীর এক পা এখনও আটকে আছে স্টিরাপে। মুখ থুবড়ে পড়ে আছে লোকটা। বুটের ঠেলায় শরীরটা চিৎ করল কার্ল। লোকটার উপর দৃষ্টি পড়া মাত্র অজান্তে শিউরে উঠল। সারা শরীর রক্তাক্ত হয়ে গেছে, পাথুরে জমির সঙ্গে সংঘর্ষে থেঁতলে গেছে মুখের ডান পাশ; উধাও হয়ে গেছে বলা চলে। মাথার খুলির সাদা হাড়গোড় বেরিয়ে পড়েছে।

নিচু হয়ে কান পাতল কার্ল। বিড়বিড় করে কী যেন বলছে লোকটা, মনোযোগ দিয়ে শুনল ও।

'তুমি যে বেঁচে আছ, সে-কথা জানে না উইল!'

'উইল কে?' জানতে চাইল কার্ল।

'বলেছিল একজন আসছে, কিন্তু সেই লোক যে তুমি, তা তো বলেনি আমাদের!' কিছুটা অভিযোগ আর কিছুটা অসন্তোষের সুরে বলল লোকটা, হাপরের মত ওঠা-নামা করছে বুক। মুখের কোণ দিয়ে কয়েক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে বেরিয়ে এল। আরও কী যেন বলল সে, কিন্তু কণ্ঠস্বর এত ক্ষীণ হয়ে এসেছে যে বুঝতে পারল না কার্ল।

'উইল কে?' চড়া স্বরে জানতে চাইল ও। কয়েকবারই জিজ্ঞেস করল, কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল, কিন্তু কাজ হলো না।

খোলা চোখে শূন্য দৃষ্টি লোকটার, দুনিয়ার কোন কিছুর ঊর্ধ্বে চলে গেছে। বিস্ফারিত চোখের পাতা বুজিয়ে দিল কার্ল। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল ও। এই সংঘর্ষ, বিদ্বেষ আর খুনোখুনি ভাল লাগছে না! কবে যে এর শেষ হবে!

বাউডির কারণে অযথা কিছু সময় নষ্ট হয়েছে। পুষিয়ে নিতে জোর কদমে ঘোড়া ছোটাল কার্ল।

পাহাড়ী চড়াই পেরিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তর চোখে পড়ল। সারা মাঠ জুড়ে সবুজ ঘাস দামাল বাতাসে ঢেউ খেলছে। একটু দূরে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের বুক চিরে চলে গেছে রেল রোড। রাজহাঁসের মত শুভ্র একটা রেল-কার চোখে পড়ল, গায়ে সোনালি হরফে লেখা

‘‘Bessie’’ শব্দটা জ্বলজ্বল করছে।

যাক, শেষপর্যন্ত গন্তব্যে পৌঁছতে পেরেছে! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কার্ল।

ধীর কদমে এগোল স্ট্যালিয়ন। হাত থেকে লাগাম ছেড়ে দিয়েছে কার্ল, পমেলের কাছে ডান হাত, চাইলেই স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল বা হোলস্টার থেকে পিস্তল তুলে নিতে পারবে। সতর্ক ও, জানে সাবধানের মার নেই।

রেল-কারের কাছাকাছি চলে এসেছে, এ-সময় এঞ্জিনরুম থেকে উঁকি দিল সুদর্শন এক যুবক।

সামান্য নড করল কার্ল, আরও কয়েক গজ এগিয়ে মৃদু স্বরে একটা শব্দ উচ্চারণ করল: ‘ “*বল্ট*” ’।

মাথা সামান্য কাত করল যুবক, মুখে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। ‘ভিতরে যাও, উনি অপেক্ষা করছেন।’ কথা শেষ করে দেরি করল না সে, মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

স্যাডল ছাড়ল কার্ল। পলকের জন্য চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি চালাল। দৃষ্টিসীমায় নেই কেউ। ঘোড়ার লাগাম বাঁধার ঝামেলায় গেল না, জানে স্ট্যালিয়নটা ওর নির্দেশ ছাড়া এখান থেকে নড়বে না। রেল-কারের তিনটে ধাপ টপকে উঠে এল। চার হাত চওড়া করিডরে পা রাখতে থমকে দাঁড়াল।

‘এসো,’ ডানের কামরা থেকে ভেসে এল গম্ভীর একটা কণ্ঠ।

দরজার ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, অনুমান করল কার্ল, দশাসই এক দানব না-হয়ে যায় না।

ভিতরে পা রাখল কার্ল।

সুপরিসর, গোছানো এবং বিলাসবহুল কামরা। ভ্রাম্যমাণ অফিস বলা চলে। এক পাশে কাচের টেবিল, পুরু চামড়ার গদিঅলা চেয়ার, সুদৃশ্য গ্লাস কেবিনেটে নানা ব্র্যান্ডের পানীয় সাজিয়ে রাখা। অন্য পাশে সোফা। দেয়ালে পেইন্টিং ঝুলছে। জানালায় দামী কাপড়ের মিহি পর্দা।

সত্যি এক দানব দাঁড়িয়ে আছে দরজার পাশে। কোটিপতি দানব। মেঝে কাঁপিয়ে টেবিলের দিকে চলে গেল সে। দেয়াল-লাগোয়া রিভল্ভিং চেয়ারে ভারী শরীর এলিয়ে দিয়ে ফিরল কার্লের দিকে।

জেফারসন হলিস্টারকে খুঁটিয়ে দেখল কার্ল। এত ধনী, প্রভাবশালী কোন মানুষকে কাছ থেকে দেখছে এই প্রথম। ওর এক বন্ধু, ডিমস মার্শ মধ্যস্থতা করেছিল। প্রথমে রাজি ছিল না কার্ল, তবে টাকার অঙ্কটা শুনে আর মানা করতে পারেনি। যত ঝুঁকিই থাকুক, কাজটা করে দেবে—এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে মার্শকে।

হলিস্টারদের শেষ বংশধর জেফারসন হলিস্টার। প্রতিবেশী রল্টদের সঙ্গে সাত বছরের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে বেশিরভাগ আত্মীয় ও অধীন কর্মচারীদের হারিয়ে ফেলে সে। হলিস্টার আর রল্টরা একে অন্যকে নিশ্চিহ্ন করার হিংস্র খেলায় মেতে ওঠে প্রায় একুশ বছর আগে, সামান্য একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে। তারপর থেকে চলতে থাকে ডুয়েল, চোরাগোপ্তা হামলা, অপহরণ আর অ্যাম্বুশের ঘটনা। দুই পক্ষই নিজেদের লোক হারাতে থাকে। খুন-জখমের ঘটনা যত বাড়ে, তাদের বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা ততই বাড়তে থাকে।

শেষ লড়াই চলছিল প্রায় এক যুগ আগে। জেফ হলিস্টারকে মরণকামড় দিতে চেয়েছিল রল্টরা, জানত তাকে খুন করতে পারলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে হলিস্টাররা, ওদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মত আর কেউ থাকবে না। কিন্তু সফল হয়নি ওরা। একেবারে ব্যর্থ হয়েছে, তাও বলা যাবে না; কারণ হলিস্টারদের প্রতিরোধের মুখে লেজ গুটিয়ে পালাতে বাধ্য হয় ওরা, কিন্তু যাওয়ার সময় সুযোগ বুঝে তুলে নিয়ে যায় হলিস্টারের দুই নাতনিকে।

কোটিপতির বিশ্বাস এখনও তার দুই নাতনি বেঁচে আছে। ডিমস মার্শ তা-ই বলেছে কার্লকে। মেয়ে দুটোকে খুঁজে বের করতে হবে। শুধু খুঁজে পেলেই হবে না, উদ্ধার করে এনে বহাল

তবিয়তে পৌঁছে দিতে হবে হলিস্টারের জিম্মায়।

একটা ব্যাপার খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে কার্লের কাছে। মেয়ে দুটো এখন জেফারসন হলিস্টারের উত্তরাধিকারী।

পুরো ব্যাপারটা প্রায় অবাস্তব ঠেকছে কার্লের কাছে। সেই কবে হারিয়ে গেছে ছোট্ট দুটো মেয়ে, আদৌ বেঁচে আছে কি-না কে জানে! কোন সূত্র নেই, অথচ খুঁজে বের করতে হবে। মুমূর্ষু মানুষের অন্তিম ইচ্ছের মত, অলীক কল্পনা! কিন্তু জেফ হলিস্টার বলে কথা। শুধু তার মত মানুষই এমন অসম্ভব কোন স্বপ্নকে সফল করতে পারে, যে-মানুষটি ছোট্ট একটা স্প্রেড থেকে আজ টাকার কুমীরে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে তার মত প্রভাবশালী লোক খুব কমই আছে। এমন একজন লোক শুধু বিশ্বাসকে পুঁজি করে মাঠে নামতে পারে না বা কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করতে পারে না। সম্ভবত নাতনিদের অস্তিত্বের নিরেট কোন প্রমাণ বা আভাস পেয়েছে সে।

প্রথম শুনে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল কার্ল, পুরোদস্তুর পাগল ঠাউরেছে জেফারসন হলিস্টারকে। কিন্তু প্রস্তাবটা পুরো শুনতে সিরিয়াস না-হয়ে পারেনি। মেয়ে দুটোকে যদি ফিরিয়ে আনতে পারে, তা হলে তো কথাই নেই, কিন্তু ব্যর্থ হলেও পুরো টাকা পাবে কার্ল। শর্ত একটাই: জবান খোলা যাবে না। কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও বা কখনও জানতে না-পারে যে জেফারসন হলিস্টার অপহৃত দুই নাতনিকে খুঁজছে।

কোটিপতিকে খুঁটিয়ে দেখার ফাঁকে বন্ধু মার্শের বলা কথাগুলো মনে পড়ল কার্লের। বুড়ো বলা চলে তাকে, বয়সের ছাপ শরীরে না-পড়লেও চোখের কোণে ভাঁজ আর চামড়ার কুঞ্চন দেখে বোঝা যায় যথেষ্ট বয়স হয়েছে। এমনিতে দেখে অবশ্য ষাটোর্ধ্ব মনে হয়, যদিও আশি ছাড়িয়ে গেছে হলিস্টার। মুখ নির্বিকার। এত ধনী একজন লোকের পক্ষে আত্মম্ভরী, কর্তৃত্বপরায়ণ এবং দাম্ভিক হওয়াই স্বাভাবিক; কিংবা বুড়ো বয়সে আত্মীয়হীন ও নিঃসঙ্গ বলে

বিষণ্ন বা হতাশাগ্রস্ত হতে পারত। কিন্তু কোনটাই নয় সে। সামান্য বিকার নেই মুখে, পুরোপুরি পেশাদার ব্যবসায়ীর মুখ। চোখ জোড়া নিষ্প্রাণ, দেখে বোঝা যায় না মনে কী ভাবনা চলছে।

'আমিই জেফ হলিস্টার,' মৃদু, গম্ভীর স্বরে পরিচয়টা নিশ্চিত করল কোটিপতি।

তারপর একেবারে সুনসান নীরবতা নেমে এল ঘরে। কার্লের কিছু বলার নেই, তাই চুপ করে আছে। কেবিনেট থেকে বোতল আর গ্লাস নামিয়ে পরিবেশন করল কোটিপতি, গ্লাসটা ঠেলে দিল কার্লের দিকে।

নির্জলা রাই হুইস্কি। সানন্দে গ্রহণ করল কার্ল। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে, খরখরে গলা ভেজানোর জন্য একটা ড্রিঙ্কই দরকার ছিল এখন।

নীরবে সময় বয়ে চলল, কেউ কিছু বলছে না। ঝাড়া মিনিট পাঁচেক পর ফের নীরবতা ভাঙল হলিস্টার।

'পাসওয়ার্ডটা কেমন?' আলাপী সুরে জানতে চাইল সে, কিন্তু কণ্ঠ নিরাবেগ।

'রল্ট? একটু অদ্ভুত!'

'শব্দটা আমার কাছে বিষের মত! তারপরও মনে রেখেছি কেন, জানো? শব্দটা কেউ যেন আর কখনও উচ্চারণ করতে না-পারে।'

'শব্দটা ড্রাইভার ছাড়া কেউ জানে, মি. হলিস্টার?'

ছোট্ট করে মাথা নাড়ল বুড়ো।

'আর আমার এখানে আসার কথা?'

'না। শুধু দু'জন জানে তোমার কথা—আমি আর ড্রাইভার। খুবই বিশ্বস্ত ও।'

মনে মনে এক চোট হাসল কার্ল। আর কেউ জানে না, এটা মাথা কেটে বললেও বিশ্বাস করবে না ও। পিছনে ফেলে আসা অ্যাম্বুশের তাৎপর্য একটাই—ওর মিশন সম্পর্কে অবগত শত্রুরা। দুই অ্যাম্বুশার বেঁচে নেই বটে, কিন্তু আসল লোক—অর্থাৎ উইল

ঠিকই জানে।

স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য বজায় রাখল কার্ল, বাউডির কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছে না। মৃদু স্বরে বলল, 'পৌঁছতে খানিক দেরি হয়ে গেল।'

'কী আর করা! আরেকটু আগে এলে বিশদ আলাপ করা যেত। মিলারের এখনই আসার কথা।'

'মিলার কে?'

'ঘাঘু এক অভিনেতা,' এই প্রথম হাসল বুড়ো, চোখের তারায় কৌতুক ফুটে উঠল। হাসিটা প্রাণখোলা। 'পেশায়ও অভিনেতা। সে-ই পুরানো একটা রুমাল নিয়ে এসে বলল আমার দুই নাতনিই বেঁচে আছে। প্রথমে বিশ্বাস করিনি, তবে এখন কেন যেন মনে হচ্ছে হয়তো সত্যি বেঁচে আছে ওরা। আমার তো ছেলে-পুলে নেই, সম্ভবত এ-জন্যই দুরাশা জেনেও আশান্বিত হয়েছি।'

'মিলারের পুরো নাম কি?'

'জো মিলার,' ভুরু কোঁচকাল কোটিপতি। 'বয়স হয়েছে তো, প্রায় সব ব্যাপারেই আমি এখন ফোরম্যানের উপর নির্ভর করি। কিন্তু এই ব্যাপারটায় কারও পরামর্শ গ্রাহ্য না-করে পুরানো বন্ধুর কথা শুনেছি। মার্শের মতে এই কাজে গোয়েন্দা বা আইনের লোক নয়, বরং এমন লোক দরকার যার দু'দিকেই যোগাযোগ আছে। কারণ মেয়েদের উদ্ধার করতে গেলে হয়তো আইনের বাইরেও যেতে হতে পারে তোমাকে...'

'মি. হলিস্টার, আমাকে নিয়োগ দেওয়ার ব্যাপারটা কি তোমার ফোরম্যান জানে?'

'নাহ্, কাজ দিয়ে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছি ওকে।'

'কেন?'

ভুরু কোঁচকাল কোটিপতি। এত প্রশ্ন কেউ কখনও করে না তাকে। বিরক্তি চেপে রাখার চেষ্টা করল না সে। 'খুব সহজ কারণ, আমি চাই না বাড়তি লোকজন ব্যাপারটা জেনে যাক।'

ফের মনে মনে হাসল কার্ল। ব্যাপারটা যে কতটা গোপন রয়েছে, হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে ও।

'কাজ সেরে ফিরে আসতে দু'দিন লাগবে শবারের' মৃদু স্বরে বলল জেফারসন হলিস্টার, নিজেকে সামলে নিয়েছে। 'এর মধ্যে জাল গুটিয়ে ফেলবে তুমি।'

আরও কিছু বলতে গিয়েছিল সে, কিন্তু ঘোড়ার খুরের শব্দে নিজেকে নিরস্ত করল।

চেয়ার ছেড়ে দ্রুত পায়ে জানালার কাছে চলে গেল কার্ল, পর্দা ফাঁক করে বাইরে উঁকি দিল। রেল-কারের কাছাকাছি চলে এসেছে ঘোড়সওয়ার। রঙিন, ঝলমলে পোশাক পরা এক ক্লাউন।

'ওরই নাম মিলার,' জানাল কোটিপতি। 'তুমি বরং পাশের ঘরে লুকিয়ে থাকো। তোমার কথা ওর না-জানাই ভাল। আমাদের কথা চুপচাপ শুনে যেয়ো।'

দুই

চট করে পাশের দরজা দিয়ে অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করল কার্ল রিডল। দরজা ভিড়িয়ে দিতে অন্ধকার গ্রাস করল ওকে, একটু পর চোখ সয়ে আসতে আবছাভাবে দেখতে পেল আসলে স্টোররুম এটা। যাবতীয় মালপত্র গুছিয়ে রাখা। শেল্ফে নানান ব্র্যান্ডের পানীয়। হাত বাড়িয়ে একটা তুলে নিল কার্ল, কর্ক খুলে গলায় ঢালল। গলায় ওটার স্বাদ অনুভব করে বুঝল যে হুইস্কি। দুই ঢোক গেলার পর টের পেল ক্লান্তি কেটে যাচ্ছে।

'কত বছর হয়ে গেল...!' মূল কামরা থেকে জেফারসন

হলিস্টারের গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এল।

এগিয়ে গিয়ে দরজার কবাট সামান্য টেনে ধরে সেই ফাঁকে চোখ রাখল কার্ল। প্রমাণ সাইজের একটা ছবি দেখছে কোটিপতি বুড়ো। ছবিতে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে ফুটফুটে দুটো মেয়ে, বড়জোর পাঁচ-ছয় হবে বয়স। দু'জনের চেহারায় আশ্চর্য মিল, হুবহু বলা চলে। সম্ভবত যমজ।

'ওরা হারিয়ে যাওয়ার পর বহু জায়গায় খুঁজেছি, ব্যর্থ হয়ে একসময় আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। এখন মনে হচ্ছে, এদেরকে দেখব বলেই মরিনি। তুমি যদি সত্যি বলে থাকো, তা হলে কিছু দিনের মধ্যে আমার অপেক্ষা শেষ হবে।'

'সত্যি কথাই বলছি, মি. হলিস্টার,' সরু গোঁফে তা দিয়ে বলল ক্লাউন, শীর্ণদেহী সে, গাল-চাপা ভাঙাচোরা চেহারা; কোটরে বসে গেছে চোখ। মুখে চওড়া হাসি, আচরণে বিনয়ের অবতার। 'আপনার সামনে এনে যেদিন হাজির করব ওদের, তখন দেখবেন কতটা সত্যবাদী আমি। মি. হলিস্টার, আর যা-ই হোক অন্তত আপনার সঙ্গে মিথ্যাচার বা তামাশা করা যায় না।'

'জানি না ওদেরকে এনে দেওয়ার পিছনে তোমার স্বার্থটা কী,' মৃদু স্বরে খেই ধরল কোটিপতি, কণ্ঠে সামান্য আবেগও নেই। 'সেটা যাই হোক, ওরা যদি সত্যি আমার নাতনি হয়ে থাকে তা হলে তোমাকে খুশি করে দেব।'

খুশিতে চকচক করে উঠল ক্লাউনের চোখ। চাহনিতে লোভ ফুটে উঠল।

'কিন্তু অন্য কাউকে এনে যদি আমার নাতনি বলে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করো, আগেই বলে দিচ্ছি পরিণামটা খুবই ভয়ঙ্কর হবে। খোদ নরকে গিয়েও এতটা শাস্তি পাবে না।'

মুখের হাসিটা ধরে রাখল জো মিলার, তবে চেষ্টাকৃত বলে বিকৃত দেখাল। কোটিপতির কথায় ভয় পেয়েছে।

'আপনার সঙ্গে প্রতারণা করছি না, মি. হলিস্টার,' সমীহের

সুরে বলল সে। 'এটুকু বিশ্বাস দয়া করে আমার উপর রাখুন। হলফ করে বলছি, যাদের চিনি দু'জনেই আপনার নাতনি।'

আনমনে মাথা ঝাঁকাল বুড়ো। 'সেটা হলে আমিই সবচেয়ে বেশি খুশি হব।'

ক্লাউনকে খুঁটিয়ে দেখা হয়ে গেছে কার্লের। ওর ধারণা মিথ্যে বলছে না মিলার।

ড্রয়ার খুলে এক মুঠো সোনার মুদ্রা বের করল কোটিপতি, না-গুনেই সবগুলো ছুঁড়ে দিল মিলারের দিকে। আনন্দ আর বিনয়ে বিগলিত হয়ে গেছে ক্লাউন, কাঁপা হাতে সবক'টা গুনল সে, তারপর একে একে চালান করল নিজের পকেটে।

'মিলার,' নিচু স্বরে জানতে চাইল হলিস্টার, কণ্ঠ খানিক তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে। 'শেষমেষ প্রমাণ করতে পারবে তো যে ওরা আমার নাতনি?'

'আপনাকে একটা রুমাল এনে দিয়েছি, মি. হলিস্টার, ওতে ছোট্ট করে নাম লেখা...'

'প্রমাণ হিসাবে ওটা যথেষ্ট নয়।'

'বাস্তবতা আপনাকেও মানতে হবে, মি. হলিস্টার। এত বছর হয়ে গেল, সেই কবে ওরা অপহৃত হয়েছে। এখন স্বয়ং আপনিও ওদের সামনে দাঁড়িয়ে যদি বলেন: আমি তোমাদের দাদা, ওরা নিশ্চয়ই সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে আপনাকে জড়িয়ে ধরবে না?'

'বলে যাও।'

'আপনি কি চট করে প্রমাণ করতে পারবেন যে আপনি ওদের দাদা?' নাটকীয় ঢঙে বলে গেল অভিনেতা। 'জানি রুমালটা যথেষ্ট নয়, তাই আরও নিরেট কিছু হাজির করব।'

'সেটা কী, জানতে পারি?'

'ফের যেদিন আসব, সঙ্গে আরও একজনকে নিয়ে আসব। তার সঙ্গে কথা বললে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

'সেটা কবে হবে, শুনি? আর কেই-বা লোকটা?'

একটু ধৈর্য ধরতেই হবে, স্যার! নিয়ে এলে দেখতে পাবেন, ওর পরিচয় জানতে পারবেন।'

উঠে দাঁড়াল জো মিলার। পকেট থেকে বহুল ব্যবহৃত নোংরা রুমাল বের করে নাক ঝাড়ল, তারপর দরজার দিকে পা বাড়াল।

'আমার ফোরম্যান উইল শবারকে চেনো?' জানতে চাইল বুড়ো।

'চিনি, স্যার! না-চিনে উপায় আছে? ওর মত ভাল চাবুক যে কেউ চালাতে পারে না!'

'শুনে রাখো, কথার নড়চড় হলে কিন্তু তোমাকে ওর হাতে তুলে দেব,' হুমকি, অথচ একেবারে নিস্পৃহ কণ্ঠ কোটিপতির। 'আর কর্নেল শার্টনের কথাও মনে রেখো। বুদ্ধির দরকার হলে উইল বরাবর কর্নেলের পরামর্শ নেয়।'

শিউরে উঠল জো মিলার, মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। আতঙ্ক চেপে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করল, রুমাল বের করে নাক ঝাড়ার অভিনয় করল আবার।

ভয় ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে লোকটার মনে, দেখে সন্তুষ্ট হলো জেফারসন হলিস্টার।

'কথা দিচ্ছি, সাতদিনের মধ্যে হাজির করব আপনার দুই নাতনিকে,' কাঁপা স্বরে প্রতিশ্রুতি দিল জো মিলার। সামান্য হাসল সে। 'দয়া করে আমার উপর বিশ্বাস রাখুন!'

শেষ কথাটা প্রায় মিনতির মত শোনাল। ঘুরে বেরিয়ে গেল সে, এক মুহূর্তও দেরি করল না। হয়তো কর্নেল শার্টন আর উইল শবারের ভূত তাড়া করেছে তাকে।

খুরের শব্দ উঠল বাইরে। দ্রুত ছুটছে ক্লাউন। ম্লান হতে হতে একসময় মিলিয়ে গেল খুরের শব্দ।

বোতলটা হাতে নিয়ে মূল রুমে ঢুকল কার্ল। আগের মতই চেয়ারে গা এলিয়ে বসে আছে কোটিপতি, তবে কপালে সামান্য ভাঁজ দেখে বোঝা যাচ্ছে কী যেন ভাবছে। কার্লের হাতে বোতলটা

দেখল কি-না কে জানে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না. অবশ্য দামী পানীয়ের পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে কোটিপতির। একটা বেহাত হয়ে গেলে নাখোশ হওয়ার কথা নয়।

অযোগ্য হাতে পড়েছে, এই যা, আনমনে ভাবল কার্ল: তবে এ-নিয়ে আমল দিতে নারাজ। হুইস্কির বিনিময়ে ওকে না-হয় কিছু টাকা কমই দিক। আসল কথা হচ্ছে, ড্রিঙ্ক দরকার ছিল ওর. প্রয়োজন মিটিয়েছে। সেটা কীভাবে মিটল তা বড় ব্যাপার নয়।

'শুনেছ সব কথা?' জানতে চাইল হলিস্টার।

নির্লিপ্ত মুখে চেয়ারে বসে পড়ল কার্ল। ছোট্ট একটা চুমুক দিল বোতলে, হাতের চেটো দিয়ে মুখ মুছে বলল, 'শুনেছি। কর্নেল শাটনের প্রসঙ্গ উঠেছিল বোধহয়?'

'কর্নেলকে চেনো তুমি?'

'হ্যাঁ।'

কোলের উপর দৃষ্টি নেমে এল কার্লের, অজান্তে পেটে চলে গেল হাত। গভীর একটা ক্ষত আছে ওখানে। কর্নেল হিরাম শাটনের বদান্যতায় জুটিয়েছে। মাঝে মধ্যে ক্ষতে হাত বুলিয়ে এক ধরনের সুখ পায় কার্ল। বুনো আনন্দ। দাউ দাউ করে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে ওঠে বুকে। কর্নেল শাটনকে "যথাযোগ্য মর্যাদা"য় শাস্তি দেওয়ার স্পৃহাটা চাঙা করে নেয় এভাবেই।

কর্নেল শাটন ভয়ঙ্কর এক দানবের নাম। স্বচক্ষে কর্নেলের বীভৎসতা দেখেছে কার্ল, একটা প্রমাণ নিজেই বয়ে চলেছে। খুবই নৃশংস, নিষ্ঠুর এবং বেপরোয়া মানুষ। খোদ ইবলিশও বোধহয় এই লোকটাকে এড়িয়ে চলে।

কার্লের নীরবতার অন্য অর্থ করল কোটিপতি, ক্ষীণ বিতৃষ্ণার সঙ্গে বলল, 'তোমার সঙ্গে কর্নেল শাটনের পার্থক্য তো আমি দেখি না! এক গোয়ালের গরু। মার্শ তোমার সম্পর্কে যা বলেছে তার অর্ধেকও যদি সত্যি হয়, কর্নেলকে তোমার তুলনায় শিশু বলা চলে।'

তোষামোদ তো নয়ই, বরং এক ধরনের কটাক্ষ এটা। এটুকু বোঝার মত বুদ্ধি কার্লের মগজে রয়েছে। তবে এসব গ্রাহ্য করা বহু আগেই ছেড়ে দিয়েছে ও। বিলাসবহুল কামরায় বসে একজন ভবঘুরে বা সাধারণ মানুষের কঠিন জীবন সংগ্রাম উপলব্ধি করতে পারবে না জেফারসন হলিস্টার। জীবনের অর্থ তার কাছে সম্পূর্ণ অন্যরকম।

দৃষ্টি তুলে কোটিপতির চোখে রাখল কার্ল। 'মি. হলিস্টার, তোমার ফোরম্যান উইল শবার সম্পর্কে জানতে চাই।'

'দূর! এসবের কিছুই জানে না ও।'

নিঃশব্দে হাসল কার্ল।

'রল্টদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় দুই নাতনিকে আলাদা আলাদা জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। ডরোথি আর অ্যাঞ্জেলিনা। ডোরার যাওয়ার কথা ছিল কাম্বারল্যান্ড, অ্যাঞ্জি যেত টুকসনে। ওদেরকে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে রল্টদের দিকে মনোযোগ দিলাম, কিন্তু দু'দিন পর খবর এল দু'জনেই রাস্তায় চুরি হয়ে গেছে। রল্টদের সামলাতে এত ব্যস্ত ছিলাম যে কয়েকটা দিন এমনিতে চলে গেল, খোঁজ-খবর করতে পারিনি।

'যুদ্ধ থামার পর অনেক খোঁজ নিলাম, কিন্তু কোথাও ওদের খবর পেলাম না। ধরে নিয়েছিলাম দু'জনেই মারা গেছে। তারপর, সেদিন মিলার এসে একটা রুমাল দেখাল। বলল ওরা নাকি এই অঞ্চলে আছে।'

আরও বোধহয় কিছু বলার ছিল কোটিপতির, কিন্তু থেমে গেছে। নিঃশ্বাস ঘনঘন হয়ে গেছে তার, চোখ দিয়ে অশ্রুর ঝর্না নেমেছে। কান্না লুকানোর কোন চেষ্টাই করল না সে। সাধারণ একজন মানুষের মতই ব্যথিত ও স্পর্শকাতর মনে হচ্ছে তাকে। দেড় যুগ পর নিজের রক্তের সন্ধান পেয়ে আবেগ সামলাতে পারছে না মানুষটা।

'ওরা যদি এই এলাকায় থেকে থাকে, আমি ওদের ঠিক হাজির

করব তোমার সামনে, মি. হলিস্টার,' কোটিপতিকে আশ্বস্ত করল কার্ল। 'কিন্তু সবকিছু জানা না-থাকলে কাজে অসুবিধা হবে আমার। আগাগোড়া না-জানলে…'

'সবই তো খুলে বলেছি।'

'সবই বলেছ, শুধু তোমার ফোরম্যান উইল শবার বাদ গেছে। আচ্ছা, কর্নেল শাটনের এমন যোগ্য শিষ্য থাকতে আমাকে বেছে নিলে কেন?'

চুপ করে থাকল জেফারসন হলিস্টার। কান্না থেমে গেছে, নিজেকে সামলেও নিয়েছে। স্বভাবসুলভ নির্লিপ্ততা চলে এসেছে চেহারায়। চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে নির্জলা দৃষ্টি মেলে তাকাল কার্লের দিকে, সামনে বসা নিষ্ঠুর চেহারার যুবকের ভিতরটা দেখে নেওয়ার প্রয়াস পেল।

রোদপোড়া মুখ, ধূসর চোখ; অভিব্যক্তির ছিটেফোঁটাও নেই চাহনিতে। ডান গালে অগভীর একটা ক্ষত চেহারায় কাঠিন্য এনে দিয়েছে। দেখেই বোঝা যায়, প্রয়োজনে নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত দেখাতে পারে এই যুবক।

ড্রয়ার থেকে সিগার-কেস বের করে ধরাল কোটিপতি। দামী তামাকের গন্ধে ভরে গেল ঘর। মৃদু হেসে বলল, 'ঠিকই ধরেছ উইল শবার সম্পর্কে বলিনি তোমাকে। এদ্দিন জানতাম আমার দুই নাতনি মারা গেছে। ওরা ছাড়া দুনিয়ায় আর কোন আত্মীয় নেই আমার, থাকলেও জানি না। মৃত্যু একদিন আসবে, তাই ভাবতাম কে হবে আমার উত্তরাধিকারী। আমার সম্পত্তির বেশিরভাগ অংশ অবশ্য কয়েকটা প্রতিষ্ঠানকে দান করা আছে, সময়ে পেয়ে যাবে ওরা। ওভাবেই উইল তৈরি করা আছে। সম্পত্তির এক অংশ পাবে আমার কর্মচারীরা, যার মধ্যে উইল শবারের কথা না-বললেই নয়। ছেলেটা কয়েক বছর ধরে আছে আমার সঙ্গে। বিশ্বস্ত, বিনয়ী এবং আন্তরিক। ভেবেছি আমার প্রতি ওর আন্তরিকতার বিনিময়ে ওকে একটা অংশ দিয়ে যাব।

'মনে মনে এমনই ঠিক করেছিলাম। কিন্তু মিলার এসে সব গোলমাল করে দিল। নাতনিরা আমার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী, যদি সত্যি বেঁচে থাকে ওরা; স্বভাবতই উইলের ব্যাপারটা বাতিল হয়ে গেছে। তবে আমার নাতনিদের কথা বা উইলে ওকে দেওয়া অংশ, এর কোনটাই জানে না সে। অনুমান করে নিতে পারে।'

'কতটা বিশ্বাস করো ওকে?'

'অনেকটা। বয়স হয়েছে আমার, আগের মত ছোটাছুটি করতে পারি না। আমার হয়ে উইলই সবকিছু দেখাশোনা করে। ...হ্যাঁ, এবার তোমার প্রশ্নের জবাব। জানতে চেয়েছ কেন ওকে দায়িত্বটা দেইনি। উত্তর হচ্ছে: আমি চাই উইল আজীবন বিশ্বস্ত থাকুক। বেঈমানি করার কোন সুযোগ ওকে আমি দিতে চাই না। দুই নাতনির কথা জানতে পারলে হয়তো বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা জাগতে পারে ওর মাথায়, সেক্ষেত্রে বেঈমানি করে বসলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।'

'তারমানে,' বোতলে আবার ছোট্ট চুমুক দিল কার্ল। 'তুমি ওকে পুরোপুরি বিশ্বাস করো না।'

সামান্য অপ্রতিভ দেখাল বুড়োকে, তবে দ্রুতই সামলে নিল। 'বিশ্বাস ব্যাপারটা আপেক্ষিক। তোমার কথাই ধরো, তোমাকে পুরো বিশ্বাস করছি। কারণ নাতনিদের খুঁজতে তোমাকে ভাড়া করেছি আমি–কথাটা বলে বেড়ালেও হালে পানি পাবে না, আমি স্রেফ অস্বীকার করব। আর শবার আমার নিজের লোক। ওর উপর আমার ততখানি আস্থা, যতটা রাখলে আমার জন্য হুমকি বা বিপদ হয়ে দাঁড়াবে না সে।'

বুড়োর দর্শন অদ্ভুত বটে, তবে ততটা বোধহয় কার্যকরী নয়। অন্তত কার্ল অতটা আস্থা রাখতে পারছে না। ম্যানেজারের হাঁড়ির খবর জানা নেই কোটিপতির। বরং উল্টোটা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি–তলে তলে হয়তো ঘোঁট পাকাচ্ছে উইল শবার। নইলে কেন কার্লের জন্য ফাঁদ পাতবে? যাকে জীবনে কখনও দেখেনি যার

নামও শোনেনি, তাকে মেরে কী স্বার্থ হাসিল হবে?

স্বার্থ একটাই হতে পারে–আপাতত–শবার হয়তো চায় না হলিস্টারের দুই নাতনিকে খুঁজে পাক কেউ। আশঙ্কাটা কতটা সত্যি সময়েই জানা যাবে, আনমনে ভাবল কার্ল।

'দুই নাতনিকে ফিরে পেলে নতুন একটা উইল তৈরি করব। তবে অতটা অবিবেচক নই আমি, শবারকেও কিছু দিয়ে যাব।'

শবারের বোধহয় ভিন্ন কোন আইডিয়া আছে, আনমনে ভাবল কার্ল। 'মার্শ বলেছিল পারিশ্রমিক হিসাবে দশ হাজার ডলার পাব আমি,' ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল ও।

'হ্যাঁ, পুরো দশ হাজারই পাবে।

হ্যাট তুলে নিল কার্ল।

মোড়ানো ছবিটা টেবিলের উপর দিয়ে ওর দিকে ঠেলে দিল বুড়ো। 'এটা তোমার কাছে রাখো। এখন অবশ্য ওরা ছোট নেই। পুরোপুরি লেডি বনে গেছে। তবুও...ছবিটা সঙ্গে থাকলে হয়তো চেহারা মিলিয়ে দেখতে পারবে। অতটা বোধহয় দরকার হবে না, ওদের দেখলেই বুঝতে পারবে অভিজাত বংশের মেয়ে। রক্তের প্রভাব আছে না!'

একটু বোধহয় বাড়াবাড়ি হয়ে গেল, অদৃষ্টবাদীর মত ভাবল কার্ল। মেয়ে দুটো কোথায় কোন অবস্থায় আছে, কে জানে! বরং উল্টোটাই বেশিরভাগ সময় সত্যি–বাস্তবতা আর পারিপার্শ্বিকতার কারণে বনেদী আভিজাত্য হারিয়ে ফেলে মানুষ।

'এতক্ষণে নিশ্চয়ই অনেকটা পথ এগিয়ে গেছে মিলার,' দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বলল কার্ল। 'ভাবছি ওর ট্রেইল অনুসরণ করব।'

চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এল বুড়ো। আবারও আবেগপ্রবণ হয়ে গেল সে; কাছে এসে কার্লের একটা হাত চেপে ধরল। 'আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত অপেক্ষা করব। আশা করি সফল হবে তুমি। আর হ্যাঁ, এরপর সরাসরি বাথানে চলে যাবে। শুধু গোপনীয়তার জন্য

এই জায়গাটা বেছে নিয়েছিলাম।'

'যদি বেঁচে থাকে ওরা, তা হলে মঙ্গলবারের মধ্যে ওদের নিয়ে বাথানে উপস্থিত হব।'

করিডরে বেরিয়ে এল কার্ল। দু'পাশে একবার দৃষ্টি চালাল। ড্রাইভারকে দেখতে পেল না কোথাও, সম্ভবত এঞ্জিনরুমে আছে সে।

রেল-কার থেকে নেমে দ্রুত পায়ে ঘোড়ার কাছে চলে এল কার্ল, সঙ্গে আনা হুইস্কির বোতলটা স্যাডলব্যাগে ঢুকিয়ে ঘোড়ার পিঠে চাপল। তারপর দুলকি চালে ছুটিয়ে দিল স্ট্যালিয়নকে।

জানালা দিয়ে কার্ল রিডলকে স্যাডলে চাপতে দেখল জেফ হলিস্টার। এত বছর পর নিজের রক্তের কাউকে দেখবে, ভাবলেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছে শরীরে। বারবার আবেগপ্রবণ হয়ে উঠছে। আহ্, নোরার মেয়ে! নিশ্চয়ই দেখতে অপূর্ব হয়েছে ওরা? ছোটবেলায় যা ফুটফুটে ছিল!

মনে স্নেহ আর অন্ধ আবেগ নিয়ে নিষ্ঠুর এক যুবককে ক্রমে দিগন্তের দিকে মিলিয়ে যেতে দেখতে পেল হলিস্টার। অনিশ্চিত পথে যাত্রা করেছে যুবক, কেবল ঈশ্বরই জানেন সে সফল হয়ে ফিরতে পারবে কি-না। কিন্তু হলিস্টার মনে-প্রাণে চাইছে মানুষ হিসাবে কার্ল রিডল যত খারাপ বা ভয়ঙ্করই হোক, এই একটা কাজে যেন সফল হয় সে।

*

দু'দিন পর দুর্গম প্রান্তর পেরিয়ে পাহাড়ের কোলে ছোট্ট এক ঝর্নার পাড়ে থামল কার্ল রিডল। মাইলকে মাইল জুড়ে ঢেউ খেলানো ন্যাড়া পাহাড়ের সারি, ঢালে কদাচিৎ গুল্ম বা লতা-পাতা জন্মেছে। ঘাস বলতে গেলে নেই। এমন রুক্ষ প্রান্তর কমই দেখা যায়। পাহাড়সারির ওপাশে বিস্তীর্ণ মরুভূমি।

সকাল থেকে টানা ছুটেছে কার্ল। ক্লান্ত লাগছে বলে থেমেছে। বিশ্রাম নেওয়ার ফাঁকে গোসল করে নেওয়া যাবে। এমন চমৎকার

পানি তো সবসময় মেলে না!

কাপড় খুলে ঝর্নার লাগোয়া ছোট্ট জলাশয়ে নেমে পড়ল ও। স্বচ্ছ টলটলে পানিতে গা জুড়িয়ে গেল। ক্যান্টিন দুটো আগেই ভরে নিয়েছে, ইচ্ছেমত পানি খেয়ে তেষ্টাও মিটিয়েছে। বলা যায় না আবার কখন বা কোথায় পানি পাবে। সামনের এলাকা ওর অচেনা। দু'দিন ধরে অন্ধের মত অনুসরণ করছে জো মিলারের ট্রেইল, সে যেদিকে গেছে সেদিকেই যাচ্ছে কার্ল।

অন্ধ অনুসরণের ফলাফল কখনোই শুভ হয় না, কথাটা মনে পড়তে তিক্ত মনে হাসল কার্ল। তবে নাচার ও। সাতদিনের মধ্যে জেফ হলিস্টারের দুই নাতনিকে খুঁজে বের করতে হলে মিলারই একমাত্র সূত্র। সে যদি নরকে যায় তা হলে কার্লও যাবে। আঠার মত লেগে থাকবে তার ট্রেইলে। বলা যায় না, হয়তো মেয়ে দুটোর কাছে কার্লকে নিয়ে যাবে সে। নিজের অজান্তে।

এলাকা অচেনা, যাকে অনুসরণ করছে তার সম্পর্কে জানে না কিংবা কোথায় যাচ্ছে তাও জানে না–তিন কারণে অন্ধ অনুসরণ বলা যায় ওর অভিযানকে। মুশকিল হলো এ-ধরনের অ্যাডভেঞ্চারের পরিণতি কখনও কখনও মারাত্মক বিপদ ডেকে আনে। যাকে অনুসরণ করা হয়, সে একসময় টের পেয়ে যায় এবং অনুসরণকারীকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হলো অ্যাম্বুশ। আর যাই হোক, কোন অ্যাম্বুশে পড়ে জান খোয়াতে রাজি নয় কার্ল। দশ হাজার টাকা আয়ের সম্ভাবনাকে শুধু সম্ভাবনা থাকতে দিতে নারাজ ও, বরং সত্যিকার অর্থে টাকাটা রোজগার করতে চায়। এ-ধরনের সুযোগ জীবনে দ্বিতীয়বার আসে না।

অনিশ্চয়তা আছে, তবে উদ্বিগ্ন নয় কার্ল। এমন পরিস্থিতি ওর জন্য নতুন নয়। বিপদও ওর বহু পুরানো বন্ধু। ঝুঁকি আছে, তবে জো মিলারের অজান্তে ঠিক তার কাছে পৌঁছে যেতে সক্ষম হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী কার্ল: যদি না অন্য কেউ নাক গলায়। কার্লের

ভয় এখানেই। তৃতীয় একটা পক্ষ নিশ্চয়ই আছে। থাকতে বাধ্য। নইলে কেন খামোকা অ্যাম্বুশে পড়বে ও?

এই তৃতীয় শক্তির ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। কোন ভাবে এদের ফাঁদে পড়া যাবে না আর। মিলারকে নিয়ে খুব একটা চিন্তা করছে না। উদ্দেশ্য যেহেতু একই-প্রয়োজনে সন্ধি করে নিতে পারবে। তা ছাড়া, লোকটাকে লোভী মনে হয়েছে ওর। লোভী মানুষকে সহজে কিনে নেওয়া যায়।

স্ট্যালিয়নেরও সাধ হয়েছে গোসল করবে। পানি খেতে খেতে জলাশয়ে নেমে গেল ওটা। স্মিত হাসল কার্ল, ডুব দেওয়ার আগে আরেকবার চারপাশ আর ফেলে আসা ট্রেইলে দৃষ্টি চালাল। যদিও সতর্ক কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে বরং এখন কিছুটা অপ্রস্তুত অবস্থায় রয়েছে ও, চাইলেই ছুটতে পারবে না বা লুকিয়ে পড়তে পারবে না। অস্ত্রও রয়েছে কয়েক হাত দূরে। তবে পানিতে নামার আগে কয়েক মাইলের মধ্যে কেউ নেই নিশ্চিত হয়ে নিয়েছে ও।

তারপরও সতর্ক কার্ল। কারণ সতর্ক মানুষ বেশিদিন বাঁচে।

মিনিট বিশেক পর আবার ট্রেইলে উঠল কার্ল।

যতটা দুর্গম প্রান্তর পেরিয়ে এসেছে, যদ্দূর জানে, সামনে আরও দুর্গম এলাকা। ক্যানিয়ন, পর্বত, উপত্যকা, গিরিশৃঙ্গ আর গ্র্যানিট অঞ্চল মিলে তিনশো বর্গমাইল এলাকাকে রুক্ষ ও দুর্ভেদ্য করে তুলেছে। পাহাড়ী গোলকধাঁধায় ওঅটরহোল খুঁজে পাওয়া দূরে থাক ট্রেইল ঠাহর করাই মুশকিল। এখানেই ঘাঁটি গেড়েছে কুখ্যাত গরুচোর জ্যাক ফ্রোম। রিও গ্র্যান্ড থেকে সুদূর মিসিসিপি পর্যন্ত এক নামে সবাই চেনে ফ্রোমকে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাসলার। গরু চুরির জন্য দক্ষ ও সুসংগঠিত একটা বাহিনী গড়ে তুলেছে দুর্গম এই অঞ্চলে। ল-অফিসারদের কাছে এটা 'হেল'স হোল" নামে পরিচিত। আজ পর্যন্ত কোন ল-ম্যান এখানে সুবিধা করতে পারেনি। কারণটা সহজে অনুমেয়: এখানে দুটো শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হয় তাদের-প্রকৃতি আর ফ্রোম বাহিনী-একসঙ্গে দুই

পরাশক্তির সঙ্গে লড়ে সুবিধা করা মুশকিল।

জো মিলার আসলে কে? চলার পথে বারবারই ভেবেছে কার্ল, কিন্তু হিসাব মেলাতে পারেনি। সামান্য একজন অভিনেতা কেন বিপদসঙ্কুল পাড়ি দিয়ে "হেল'স হোলে" যাচ্ছে? জ্যাক ফ্রোমের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তো? জো মিলার কি ফ্রোমের চ্যালা? কোটিপতিকে ঠকিয়ে বিশাল অঙ্কের টাকা কামাই করে নিতে চায়? নকল দুটো মেয়েকে পাঠিয়ে দেবে, যারা হবে হলিস্টারের সমস্ত সম্পত্তির উত্তারাধিকারিণী, তারপর হলিস্টারকে বিদায় করে দিলে সমস্ত সম্পত্তির মালিক হয়ে যাবে ফ্রোম বা মিলার?

অতি কল্পনা, কিন্তু এমন কিছু হলেও অবাক হবে না কার্ল। দুনিয়ায় ল-ম্যানদের চেয়ে বরং অপরাধীদের মস্তিষ্কই বেশি উর্বর, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছোটখাট ভুল আর মাত্রাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণে ধরা পড়ে তারা।

তুখোড় অভিনেতা! রেল-কারে বুড়ো হলিস্টারের সঙ্গে জো মিলারের আলাপ মনে পড়তে সমীহের সঙ্গে ভাবল কার্ল। খুবই সহজ-সরল মনে হয়েছিল লোকটাকে, না-জানি কী ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র করেছে সে!

হয়তো আদপে এমন কিছু নয়, জো মিলার বোধহয় নির্দোষ; কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছে না কার্ল। দু'দিন ধরে লোকটার ট্রেইল অনুসরণ করছে, তার সম্পর্কে খুঁটিনাটি কয়েকটা তথ্য জানতে পেরেছে। এটা স্পষ্ট বুঝেছে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে "হেল'স হোলে" যাচ্ছে লোকটা।

ভালমানুষের ওই নরকে যাওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ খুব কমই থাকে।

কার্লের বদ্ধমূল ধারণা জ্যাক ফ্রোমের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রয়েছে মিলারের। সেটা হতে পারে ব্যবসায়িক, কিংবা...

থুথু ছিটাল কার্ল। একটু একটু করে দুনিয়াটাকে ঘৃণা করতে শিখেছে ও। পৃথিবী আর এখানকার মানুষের চেহারা চিনে নিতে

কষ্ট হয়নি যুদ্ধের সময়। তাই জো মিলারের মত ঠগ কিংবা কর্নেল শাটনের মত হিংস্র, নির্মম ও প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষের অস্তিত্ব বিচলিত করে না ওকে। কার্ল জানে দুনিয়ায় খারাপ মানুষের সংখ্যাই বেশি। ঝোপ বুঝে সবাই কোপ মারে। একই লোকের মধ্যে দ্বৈত সত্তা দেখা যায়–কখনও সে কপট ভদ্রলোক, আবার কখনও চরম নিষ্ঠুর এবং হিংস্র হয়ে ওঠে। পরিবেশ ও পরিস্থিতি সবকিছুর নিয়ামক, এমনকী মানুষের আচরণের ক্ষেত্রেও।

এত ঘৃণা নিয়েও বেঁচে আছে কার্ল রিডল। বেঁচে থাকতে চায়। একজন মানুষের জন্য। তার সঙ্গে কিছু লেনদেন বাকি রয়ে গেছে ওর। লোকটার নাম কর্নেল হিরাম শাটন। জীবনে খুব বেশি চাওয়া নেই ওর, শুধু আরও একবার মুখোমুখি হতে চায় কর্নেল শাটনের।

তিন

"হেল'স হোলে"র আউট-পোস্ট চোখে পড়লেই বুকের ভিতরটা শুকিয়ে যায় জো মিলারের, শক্ত মুঠোয় ধরা লাগাম আলগা হয়ে পড়ে। কয়েকবারই এসেছে, কিন্তু একবারও এর ব্যতিক্রম হয়নি। আজও তাই ঘটছে। শিরদাঁড়া বরাবর শীতল শিহরণ নীচে নেমে যাচ্ছে, পেটে অস্বস্তি দানা বাঁধছে।

জ্যাক ফ্রোমের আস্তানায় বরাবর আধ-মরা হয়েই প্রবেশ করে জো মিলার।

যুদ্ধের সময় জল্লাদ হিসাবে খুব নাম কামিয়েছিল ফ্রোম। এত নিষ্ঠুর খুনী আর দেখেনি জো। বিপ্লবী শত্রুদের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র দয়া দেখাত না। এমনও হয়েছে, বন্দির পাঁজর কেটে ভিতর থেকে

হৃৎপিণ্ড বের করে এনেছে সে, উল্লাসে অট্টহাসি দিয়েছে।

পুরোদস্তুর বিকৃত রুচির এক ম্যানিয়াক। হিংস্র উন্মাদ।

অচিরে নাকি আবার যুদ্ধ বাধবে। প্রস্তুতি হিসাবে অস্ত্রপাতি কিনে মজুদ করেছে ফ্রোম। পাহাড়ে কোথাও লুকানো আছে সব অস্ত্র।

মনের ভিতর এসব কথা নাড়া-চাড়া করতে করতে আউট-পোস্ট পেরোল জো মিলার। অনুভব করছে সরু ধারায় ঘাম বইছে সুটের ভিতর। ক্লান্ত ঘোড়াটা কয়েক কদম এগোতে লাল-চুলো ভন মরগানের সাথে দেখা হয়ে গেল।

'কী হে, অভিনেতা?' চওড়া হাসিতে ওকে অভ্যর্থনা জানাল ভন।

গম্ভীর মানুষ বলে বদনাম আছে লোকটার, তাই তাকে দাঁত কেলিয়ে হাসতে দেখে অবাক হলো জো। 'খুব খুশি মনে হচ্ছে?'

'সকালে একজনের কবর খুঁড়লাম যে!'

কবর খুঁড়ে কেউ খুশি হতে পারে, এটা ভন মরগানকে না-দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। মনে মনে লোকটার চোদ্দগোষ্ঠি উদ্ধার করে কয়েকটা গাল বকল জো, তারপর জানতে চাইল: 'কে মরল?'

'মিসেস ফ্রোম।'

'সে কী!' মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল জো-র মুখ।

'কী হে, চাঁদবদন অমন কালো হয়ে গেল কোন্ দুঃখে?'

ঠোঁট শুকিয়ে গেছে। তবে উত্তর না-দেওয়ার কারণ শুকনো ঠোঁট নয়, বরং কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না জো। চিন্তা-ভাবনা সব জট পাকিয়ে গেছে মাথায়।

হলিস্টারের আত্মীয়ার কাছ থেকে অ্যাঞ্জেলিনা হলিস্টারকে ওই বুড়িই ছিনিয়ে এনেছিল। একমাত্র মিসেস ফ্রোমই কোটিপতির সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারত সব বৃত্তান্ত। তা ছাড়া, নাট্যদলের অভিনেত্রী ডরোথি এই ক্যাম্পে পড়ে থাকা অ্যাঞ্জেলিনার বোন—এ

তথ্যটা বুড়ির কাছ থেকে পাওয়া। বুড়ি মরে যাওয়ায় এখন...

সবকিছু লেজেগোবরে হয়ে গেছে। জো-র মনে হচ্ছে মাথার ভিতর আগুন লেগেছে, ভাঁপ বেরোচ্ছে দুই কান দিয়ে। কোন কিছু সুস্থিরভাবে ভাবতে পারছে না।

'এখন ওই ছুঁড়িকে বিয়ে করছে বস,' সোৎসাহে জানাল ভন। 'বুড়ি নেই বলে বাধা দেওয়ারও কেউ নেই। খাসা এক ভোজের আয়োজন করা হয়েছে ক্যাম্পে।'

মাথায় বাজ পড়ল জো-র। পড়িমরি করে ঘোড়া ছোটাল সে।

ওর সমস্ত আশা, স্বপ্ন এক ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে যাচ্ছে জ্যাক ফ্রোম!

আউট-পোস্ট থেকে প্রায় সিকি মাইল দূরে ফ্রোমের প্রাসাদ। বিশাল বাড়ি। নিরাপত্তার বিচারে পরিকল্পিতভাবে গড়া, সৌন্দর্যের ব্যাপারটা প্রাধান্য দেওয়া হয়নি বলে জৌলুস নেই চেহারায়। চমৎকার পাথরের সংযোজন বাড়িটাকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। রুক্ষ পাহাড়ী এলাকায় পাথুরে বাড়ি, দেখে প্রাচীন আমলের মরমন বসতি মনে হতে পারে; তবে বাস্তবে এখানে বাস করে তল্লাটের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ এক আউটল বাহিনী।

বাড়ির সামনে স্যাডল ছাড়ল জো। হিচিং রেইলের সঙ্গে ঘোড়ার লাগাম বেঁধে সিঁড়ি ভেঙে পোর্চে উঠে এল।

'খুব ভাল দিনে এসেছ,' গম্ভীর ভরাট একটা কণ্ঠ ভেসে এল পাশ থেকে।

ঝট করে ফিরে তাকাল জো। বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে জ্যাক ফ্রোম। হাতে বাইবেল পরনে কালো সুট, বো টাই, পালিশ করা বুট। ঝাড়া কয়েক মুহূর্ত হাঁ করে তাকিয়ে থাকল জো।

'খুব অবাক হলে যে! পথে কি শোনোনি যে আমার বউ পটল তুলেছে?'

নিজের অজান্তে ঢোক গিলল জো। 'শু-শুনেছি।'

খ্যাকখ্যাক করে হাসল ফ্রোম, বিশাল শরীর দুলে উঠল। টাকে

আলো পড়ায় চিকচিক করছে। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল সে, চোখ বুজে বিড়বিড় করে মন্ত্র আওড়াতে শুরু করল।

ইতিউতি তাকাল জো। অ্যাঞ্জেলিনাকে খুঁজছে।

'ওকেই বিয়ে করছি,' ভারী, আমুদে স্বরে বলল ফ্রোম।

চমকে উঠল জো মিলার। *ঘটনা কী, ব্যাটা আবার মন পড়তে শুরু করল কবে থেকে?* যেই না অ্যাঞ্জেলিনার কথা ভেবেছে, অমনি প্রসঙ্গটা উঠে এল! ওর মনের কথা যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে ফ্রোম, এখানে দাঁড়িয়ে কলজে ছিঁড়ে ফেলবে।

'হে-হে-হে!' সঙের মত বেঁজায় খুশির একটা হাসি ছাড়ল জো মিল্যার। 'বিয়ে তো? খুব ভাল কথা! আনন্দের ব্যাপার। কিন্তু অ্যাঞ্জেলিনাকে তোমার মেয়ে বলে জানতাম, এখন…'

'এখন সেই অ্যাঞ্জেলিনাই আমার বউ হতে যাচ্ছে,' জো-র মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জুড়ে দিল ফ্রোম।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল জো, মুখে কথা সরছে না। কেউ যেন ঠোঁট সেলাই করে দিয়েছে। বেফাঁস কিছু বলা মানেই নিশ্চিত মৃত্যু। হিংস্র কয়োট আর জ্যাক ফ্রোমের মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

পরিস্থিতি যেহেতু বদলে গেছে, কৌশলও বদলাতে হবে, আনমনে ভাবল জো। 'তোমার গরুগুলোর ভাল দাম পাওয়া গেছে,' ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল ও। 'বেচবে নাকি?'

'দু'দিন পরে বেচলে ক্ষতি কী? গরুও পালাবে না, ক্রেতারাও ভেগে যাবে না। এখন একটা কাজ করে দাও তো, জো।'

ভয়ে গলা শুকিয়ে আসছে জো-র। ফ্রোমের কাজ মানে খোদ শয়তানের সঙ্গে সাক্ষাৎ। না জানি কী কাজ দেয়! মনে মনে যিশুর নাম জপ করতে শুরু করল ও। এদিকে ঘামের ধারা বয়ে চলেছে পেটে-পিঠে।

'রাতটা এখানে থেকে যাও। সকালে একবার শহরে যেয়ো। গির্জার প্রিস্টকে নিয়ে আসবে এখানে। আমার বিয়ে পড়িয়ে দেবে।'

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল জো, তারপর দ্রুত সটকে পড়ল সাক্ষাৎ শয়তানের সামনে থেকে। কোন্ কামরায় ঢুকেছে একটুও খেয়াল করেনি, স্রেফ ফ্রোমের চোখের সামনে না-থাকলেই হলো!

সন্ধে পর্যন্ত বাকি সময়টা অস্থিরতা ও উদ্বেগের মধ্যে কাটল জো মিলারের। কপালের ফের আর কাকে বলে! যে-ই না সবকিছু গুছিয়ে এনেছিল, ঠিক তখনই ভাগ্য বেঁকে বসেছে! মরার আর সময় পেল না বুড়ি! দশদিন পর মরলে এমন কি ক্ষতি হত?

হতাশায় গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে ইচ্ছে করছে। ভাগ্যকে গাল দিতে পারলে হয়তো শান্তি পেত। কেন বারবার ভাগ্য শুধু ওকেই ঠকায়? দুনিয়ায় কি আর কোন হতভাগা নেই?

খেতে গিয়ে জো টের পেল সবকিছু বিস্বাদ লাগছে। গলা দিয়ে নামছে না। অগত্যা তিন গ্লাস পানি খেয়ে বিশ্রামখানায় চলে এল ও।

কয়েক ঘণ্টা হলো এসেছে, কিন্তু অ্যাঞ্জেলিনার দেখা পায়নি। কোন্ চুলোয় আছে কে জানে! ত্যক্ত হয়ে ভাবল জো। কাউকে জিজ্ঞেসও করেনি, শেষে যদি সন্দিহান হয়ে উঠে জ্যাক ফ্রোম। হারামীটা খুবই সন্দেহপ্রবণ। নিজের হাতকেও বোধহয় বিশ্বাস করে না।

শরীর জুড়ে ক্লান্তি, কিন্তু শোওয়ার পরও ঘুম এল না। চোখ মেলে অন্ধকার সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থাকল। যেভাবে হোক অ্যাঞ্জেলিনাকে উদ্ধার করতে হবে, এবং আজ রাতের মধ্যে। মেয়েটাকে জীবন্ত উদ্ধার করতে হলে একজোড়া ডানা গজানো চাই। একশো সৈন্যের সাহায্য নিয়ে হয়তো উদ্ধার করা সম্ভব, হতাশায় মাথা নাড়ল জো, কিন্তু সেক্ষেত্রে শুধু পাওয়া যাবে মেয়েটার লাশ। হলিস্টারের জীবন্ত উত্তরাধিকারীকে নয়।

বুড়ি আর সময় পেল না! নিজে তো মরলই, ওকেও মেরে গেল। তেলে-ভাজা জীবন্ত সার্ডিন মাছের মত সারারাত বিছানায় ছটফট করতে থাকল জো মিলার।

আউট-পোস্টের লোকটার বুদ্ধিশুদ্ধি কম বোধহয়, প্রাসাদের দিকে এগোনোর সময় আনমনে ভাবল কার্ল রিডল। ঘোড়া কেনার গল্প বলে তাকে পটাতে সমস্যা হয়নি ওর। কার্ল যাই বলেছে, বিশ্বাস করেছে লাল-চুলো।

প্রাসাদে যাওয়ার একাধিক পথ রয়েছে, জানে কার্ল। এখানে আসার আগে উল্টোদিকের পাহাড় থেকে ফিল্ড গ্লাসের সাহায্যে পুরো লে-আউট দেখে নিয়েছিল। পালানোর বন্দোবস্ত না-করে শত্রুর ঘরে ঢুকতে নেই।

একটু কোণাকুণি আরেকটা পথ এসে মিশেছে এটার সঙ্গে। প্রাসাদের পাশে এক চিলতে বন আর ঝর্না থেকে এসেছে পথটা। খানিক নিচু জায়গাটা। ধাপ বেয়ে একটা মেয়েকে উঠে আসতে দেখে থমকে দাঁড়াল কার্ল।

মেয়েটার হাতে দুটো মাঝারি সাইজের বালতি। কাদা লেগে পা নোংরা হয়ে গেছে। গায়ে জীর্ণ পোশাক। অবিন্যস্ত চুল। বিষণ্ন, মলিন মুখ। শুধু প্রাণচাঞ্চল্য রয়েছে নীল দুটো চোখে।

'হাউডি, ম্যা'ম,' টুপির কিনারা ছুঁয়ে সম্ভাষণ জানাল কার্ল।

স্মিত হাসল মেয়েটা, সামান্যই।

বালতি দুটো নেওয়ার জন্য হাত বাড়াল কার্ল। কিন্তু মাথা নেড়ে নিষেধ করল মেয়েটা। পানি-ভরা বালতির ভার আর ঢাল বেয়ে উঠার কারণে সামান্য হাঁপাচ্ছে।

প্রত্যাখ্যানটা গ্রাহ্য করল না কার্ল, প্রায় জোর করে মেয়েটির হাত থেকে বালতি দুটো নিয়ে নিল। বাড়ির দিকে এগোল এবার। ত্রস্তা হরিণীর মত ওর পিছু নিল মেয়েটা।

কয়েক কদম এগোনোর পর পিছন থেকে প্রতিবাদ করল: 'ওগুলো আমার কাছে দাও,' মিষ্টি কণ্ঠ মেয়েটার। 'বাবা দেখলে মারবে আমাকে।'

থমকে দাঁড়াল কার্ল। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়িয়ে মেয়েটার

মুখোমুখি হলো। 'কেন মারবে?'

'আমার কাজটা তুমি করে দিলে, তাই।'

মেয়েটার গালে কালশিটে দাগের তাৎপর্য এবার বোঝা গেল। শীতল ক্রোধ অনুভব করল কার্ল। ওর কাছে মানুষের সংজ্ঞা: যে মেয়েমানুষ আর ঘোড়ার সঙ্গে ভাল আচরণ করে।

'ও তোমার কেমন বাবা যে সামান্য কারণে মেয়ের গায়ে হাত তোলে?'

'জ্যাক ফ্রোম আমার পালক বাবা।'

ঝিলিক খেলে গেল কার্লের চোখের তারায়, প্রবল উত্তেজনায় ওর হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হলো। বালতি থেকে ছলকে পড়ল পানি। 'তুমি তা হলে অ্যাঞ্জেলিনা!' ফিসফিস করে বলল কার্ল।

'আমার নাম জানো তুমি!' মুক্তোর মত ঝকঝকে দাঁত মেলে হাসল মেয়েটি, চোখের তারায় বিস্ময়।

চার

আঙিনা পর্যন্ত কয়েক কদম পথ। তেমন কোন কথা হলো না ওদের মধ্যে। অ্যাঞ্জেলিনা আবার আড়ষ্ট হয়ে গেছে। বোঝা গেল বাপের ভয় আচ্ছন্ন করে রেখেছে ওকে।

কার্ল বালতি দুটো বারান্দায় নামিয়ে রাখার পর ওগুলো তুলে নিয়ে দ্রুত কোণের একটা কামরায় অদৃশ্য হয়ে গেল মেয়েটি।

'নিজের চরকায় তেল দেওয়া লোক পছন্দ করি আমি,' ভারী একটা কণ্ঠ পাশ থেকে শুনতে পেল কার্ল। 'কারণ আমি নিজেও তাই করি।'

খোঁচা অগ্রাহ্য করে পাশ ফিরল কার্ল। বড়সড় হলঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে টেকো এক দানব। পরিপাটি পোশাক পরনে। রুক্ষ, কঠিন মুখ। পেটা দেহ, কোথাও এতটুকু বাড়তি মেদ নেই। দানবের মত শক্তি ধরে লোকটা, অনুমান করল কার্ল। পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন পড়ল না, স্রেফ শারীরিক গঠন আর কর্তৃত্বপরায়ণ কণ্ঠই যথেষ্ট—এই লোক জ্যাক ফ্রোম।

টেকো মাথার নীচে সবুজ চোখজোড়ায় দৃষ্টি পড়তে ঘৃণা ছড়িয়ে পড়ল কার্লের শরীরে। বুঝে গেল খুবই নীচ এবং হিংস্র একজন মানুষের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।

'কয়েকটা ঘোড়া কিনতে এসেছি আমি,' সরাসরি কাজের কথায় চলে এল ও।

'ঘোড়া কিনতে না খুঁজতে এসেছ?' প্রায় খেঁকিয়ে উঠল সে।

'আমার ঘোড়া চুরি যায়নি যে খুঁজতে আসব।'

'বেশ। টাকা-পয়সা সঙ্গে এনেছ?'

'না।'

কৌতুক বোধ করল জ্যাক ফ্রোম। 'তা হলে কীভাবে কিনবে?'

'কটনউডের ধারে ঘোড়া পৌঁছে দেবে তুমি আর আমার লোক দেবে ঘোড়ার দাম।'

নিঃশব্দে হাসল আউটল, তবে হাসিতে আমোদ নেই। 'এসো, ভিতরে এসে বসো। এক রাউন্ড গলায় ঢালতে ঢালতে তোমার কথা শুনব। এমন আজব খদ্দের সারা জীবনেও পাইনি।'

সাজানো-গোছানো একটা বড় কামরায় এসে বসল ওরা। মোম পালিশ করা মেঝে বেশ পিচ্ছিল। কে জানে, এই কাজটাও হয়তো মেয়েকে দিয়ে করিয়েছে কুখ্যাত রাসলারটা।

ড্রয়ার থেকে বোতল আর গ্লাস বের করে ড্রিঙ্ক পরিবেশন করল জ্যাক ফ্রোম।

'মেয়েটার গালে চড় কষেছ তুমি?' ড্রিঙ্কে চুমুক দিয়ে জানতে চাইল কার্ল।

নিমেষে ঠাণ্ডা হয়ে গেল ফ্রোম। শীতল বিদ্বেষের সঙ্গে দেখল কার্লকে, খেঁকিয়ে উঠল: 'তুমি কে হে, বলো তো?

'আমি তোমার মত বিখ্যাত কোন খুনে নই, নাম বললে চিনতে পারবে না।'

কার্লের ঔদ্ধত্যে ক্রোধ অনুভব করল হোল-সর্দার। মুঠো পাকিয়ে ধাঁই করে বসিয়ে দিল টেবিলের উপর। ককিয়ে উঠল প্রকাণ্ড টেবিল, গ্লাস থেকে ছলকে পড়ল পানীয়, আর বোতলটা কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছিল, হাত বাড়িয়ে ওটার পতন ঠেকাল কার্ল।

'অ্যাঞ্জেলিনাকে চেনো তুমি, মি. ফ্রোম?' কিছুই যেন হয়নি, নির্বিকার সুরে জানতে চাইল কার্ল। পকেট থেকে তামাক আর কাগজ বের করে সময় নিয়ে সিগারেট রোল করল। 'তুমি কি জানো যে ও কোটিপতি জেফারসন হলিস্টারের নাতনি?'

'কে বলল?' সুর পাল্টাল না দানবের।

'মিলার তোমাকে বলেনি? ওর কাছে শুনলাম। দুনিয়ার সবাই জানে, আর তুমি জানো না!'

'মিলারকে চেনো তুমি?'

'না-চেনার কী আছে? ওই জোকারটা তোমাকে কিছু বলেনি?'

'তাই নাকি!' বাঁকা হাসি ফুটল জ্যাক ফ্রোমের ঠোঁটে, চোখের তারায় অশুভ ঝিলিক খেলে গেল।

'তুমি কি জানো, অ্যাঞ্জেলিনার আরেক বোন ডরোথি কোথায় আছে?'

'ডরোথি! খাইছে! গরু কিনতে এসে কী আবোল-তাবোল বকতে শুরু করেছ! মাথাটা আমার গুলিয়ে দেবে নাকি? ডরোথি আবার অ্যাঞ্জেলিনার বোন হয় কী করে?'

'কেন, সে কি তোমার চেয়েও নিকৃষ্ট?'

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে কার্লকে দেখল জ্যাক ফ্রোম, পারলে যেন চিবিয়ে খেয়ে ফেলে। নিজেকে সামলে নিল সে, পিশাচের মত ঠাণ্ডা চাহনিতে দেখল ওকে।

'উঁহুঁ, ডরোথি বড় উৎকৃষ্ট! ডেনভার স্টেজের সবচেয়ে সুন্দরী, সরেস অভিনেত্রী। মিলারের থিয়েটারের মেয়ে। পনেরো বছর আগে আমার বউই বেচে দিয়েছিল ওকে।'

লক্ষণটা ভাল লাগছে না কার্লের, ভিতরে ভিতরে শঙ্কিত ও। চট করে সব খবর একসঙ্গে পেয়ে যাচ্ছে। বলতে গেলে কোন কষ্ট করতে হয়নি। মিলারকে অনুসরণ করে পেয়ে গেল অ্যাঞ্জেলিনার খবর, মেয়েটাকে নিজের চোখে দেখেছেও। আর এখন পেল ডরোথির খবর। অথচ এদের খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গিয়েছিল কোটিপতি জেফ হলিস্টার।

এমন সৌভাগ্য ওর সারা জীবনেও হয়নি। সামান্য রুটি-রুজির ব্যবস্থা করতে ওকে ঘাম ঝরাতে হয়, দুটো ডলার আয় করতে হাড়ভাঙা খাটুনি করা লাগে কিংবা ঝুঁকি নিতে হয়। অদৃষ্টে বিশ্বাস করে না কার্ল, তবুও কেন যেন মনে হচ্ছে বিধাতা ওর সঙ্গে নির্মম একটা খেলা খেলছেন। খবর পেয়েছে বটে, কিন্তু আসল কাজ–অর্থাৎ মেয়ে দুটোকে উদ্ধার করে দাদার সামনে উপস্থিত করতে নিশ্চয়ই ওর হাড়-মাংস আলাদা হয়ে যাবে।

সামনে কঠিন সময়, অন্তস্তল থেকে উপলব্ধি করতে পারছে ও।

'খোঁজ দেওয়ার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।'

'কী ব্যাপার! এখনই উঠবে নাকি? তোমার না ঘোড়া কেনার কথা? সবচেয়ে বড় কথা, মিলারের সঙ্গে আমার খেলাটা দেখবে না?'

'কীসের খেলা?'

যুদ্ধের কথা মনে পড়ল জ্যাক ফ্রোমের। আহ্, কী আনন্দই না পেত! বড় প্রিয় ছিল বন্দিকে শাস্তি দেওয়ার এই কায়দাটা। 'একজন মানুষকে উল্টো করে ঝুলিয়ে কুড়াল দিয়ে তার বুক চিরে হৃৎপিণ্ড বের করায় কী যে আনন্দ, কিংবা মানুষের আর্তনাদ কত ভয়ঙ্কর আর দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে, না-দেখলে বুঝবে না। বহুদিন পর বোধহয় একটা সুযোগ এল!'

ভিতরে ভিতরে শিউরে উঠল কার্ল, কিন্তু মুখে তার প্রকাশ হতে দিল না। 'আমার হাতে সময় কম,' টানটান স্বরে বলল ও। 'অ্যাঞ্জেলিনাকে নিয়ে এখুনি রওনা দিতে হবে।'

সরু চোখে ওকে দেখল জ্যাক ফ্রোম, তারপর ঠা-ঠা করে হাসতে শুরু করল। 'বড় মজার মানুষ তুমি হে! এখান থেকে অ্যাঞ্জেলিনাকে নিয়ে যেতে চাও। মিলারও একই ধান্ধায় ছিল। আমার বউটাকে হাত করে প্রায় কিনে ফেলেছিল। টিকটিকির সমান সাহসও নেই, অথচ সেও চায় অ্যাঞ্জেলিনাকে!'

'হ্যাঁ, ও হয়তো পারবে না, তবে আমি পারব।'

'আর হাসিয়ো না! একদিনে যথেষ্ট হয়েছে।'

'তুমি স্বেচ্ছায় যেতে না-দিলে জোর করে নিয়ে যাব,' নিস্পৃহ স্বরে জানিয়ে দিল কার্ল।

হাসতে ভুলে গেল জ্যাক ফ্রোম। স্থির চোখে তাকিয়ে আছে কার্লের দিকে, এখন বুঝতে পারছে সামনে বসা যুবকের মুখের কথা নয় এসব, কথাটা কাজে প্রমাণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে সে।

গম্ভীর হয়ে গেল ফ্রোমের মুখ, ভিতরে ভিতরে শীতল ক্রোধে ফুটছে। মনে পড়ল এ-মুহূর্তে নিরস্ত্র সে। মৃত বউয়ের সম্মানে আজকের জন্য অস্ত্র রাখেনি সঙ্গে। তবে স্বাভাবিক সতর্কতাবোধ বিস্মৃত হওয়ার আরেকটা কারণ—কাটখোট্টা বউ মারা যাওয়ার পর সুন্দরী ডবকা নতুন বউ পাচ্ছে, এই আনন্দে ভাসছিল। অচেনা লোককে সশস্ত্র অবস্থায় লিভিংরুমে এনে বসিয়েছে। আর সে-ই কি-না...

'মি. ফ্রোম, লক্ষ্মীছেলের মত চুপচাপ বসে থাকো,' তীক্ষ্ণ স্বরে নির্দেশ দিল কার্ল। 'আর হ্যাঁ, হাত দুটো টেবিলের উপর থেকে ভুলেও সরিয়ো না। তোমার মত কয়োটকে গুলি করতে একটুও বুক কাঁপবে না আমার। মনে রেখো, তুমি আমার মাসতুতো ভাই নও যে খাতির করব।'

সামান্য হাসল জ্যাক ফ্রোম। সঙ্গে অস্ত্র নেই বটে, কিন্তু টেবিলের ড্রয়ারে বেশ কয়েকটাই আছে। ছুরি, কুড়াল, বাড়তি পিস্তল। যে-কোন একটা হলেও চলবে। তবে আপাতত সময় নষ্ট করতে হবে, আর সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে। ছোকরাকে দেখে বোঝা যায় চালু মাল। সহজে ধাপ্পা দেওয়া যাবে না। যা করার বুঝে শুনে করতে হবে, হুট করে কিছু করতে গেলে চরম মাশুল গুনতে হতে পারে।

'জানি অনেক লোকজন আছে তোমার। একটা ডাক দিলে অন্তত পাঁচজন ছুটে আসবে। যদি আশা করে থাকো ওরা আমাকে বাধা দেবে, তা হলে ভুল করছ, মি. ফ্রোম। কেন জানো? কারণ অ্যাঞ্জেলিনার সঙ্গে তোমাকেও জিম্মি করে নিয়ে যাব। দুশ্চিন্তা কোরো না, পাহাড়ের ওপাশে গিয়ে ছেড়ে দেব তোমাকে।'

'দেখো, স্ট্রেঞ্জার, তুমি বোধহয় জানো না কীসের মধ্যে জড়িয়ে যাচ্ছ...'

'জানি আমি, এবং বুঝে-শুনেই এসেছি। লেকচার দিতে হবে না। তুমি যে একটা অস্ত্র হাতে পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে যাচ্ছ, তা খুব বুঝতে পারছি। সামান্য বেচাল করলে গুলি খাবে। সময় নষ্ট করার দরকার নেই, এবার অ্যাঞ্জেলিনাকে ডাকো।'

সামান্য হাসল জ্যাক ফ্রোম। যথেষ্ট দৃঢ়তা রয়েছে মানুষটার, নইলে কি আর এমন সাম্রাজ্য শাসন করতে পারে? পরিস্থিতি অনুকূলে নেই, বুঝে গেছে সে, কিন্তু তারপরও এতটুকু দমল না। বেশ খুশি-খুশি গলায় হাঁক দিল ফ্রোমঃ 'অ্যাঞ্জেলিনা!'

কামরার পিছন দিকের একটা দরজা খুলে গেল একটু পর, ভিতরে পা রাখল অ্যাঞ্জেলিনা। শঙ্কিত দৃষ্টিতে বাপকে দেখল সে, খানিকটা বিস্মিতও, কারণ কোন অচেনা লোকের সামনে এভাবে তাকে কখনও ডাকে না জ্যাক ফ্রোম। লোকটার সামনেই বোধহয় আজ মারবে ওকে, আতঙ্কিত মনে ভাবল অ্যাঞ্জেলিনা। বালতি বয়ে আনার মাশুলটা ওকেই দিতে হবে, বরাবর যেমন অন্যের পাপের

বোঝা ওকে টানতে হয়।

'এই ছোকরা তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে চায়,' ব্যঙ্গের সুরে বলল ফ্রোম। 'যাবে?'

এই সুরটা অ্যাঞ্জেলিনার চেনা। বহুদিন ধরে আছে এখানে, জ্যাক ফ্রোমের ইচ্ছা-অনিচ্ছা খুব ভালভাবে বুঝতে পারে। ভয়ে ফ্রোমের কাছাকাছি সরে এল ও, মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে; ডাগর চোখে বিস্ফারিত চাহনি। স্খলিত পায়ে এগিয়ে গেল ও, বাপের গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

এমন একটা সুযোগই চাইছিল ফ্রোম। বিদ্যুৎ খেলে গেল তার হাতে। একসঙ্গে কয়েকটা কাজ করল। পা দিয়ে পিছনে ঠেলে দিল রিভল্‌ভিং চেয়ার, বাম হাতে চুলের গোছা ধরে অ্যাঞ্জেলিনাকে নিয়ে এল নিজের সামনে; আর ডান হাতে ড্রয়ার হাতড়ে তুলে নিল একটা ছুরি। সময় পায়নি, যেটা হাতে লেগেছে তাই তুলে নিয়েছে।

'অস্ত্রটা ফেলে দাও, দোস্ত,' অ্যাঞ্জেলিনার গলায় ছুরির কিনারা চেপে ধরল ফ্রোম।

দশাসই শরীরের তুলনায় যথেষ্ট ক্ষিপ্র লোকটা। কার্ল জানত পাশার দান উল্টে দেওয়ার চেষ্টা করবে ফ্রোম, কিন্তু অবলা একটা মেয়েকে নিজের হীন স্বার্থে ব্যবহার করবে ভাবেনি। নোংরা চাল, তবে কার্যকরী। ইতোমধ্যে পিস্তল উঠে এসেছিল ওর হাতে, তবে ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। জ্যাক ফ্রোমকে মেরে কী হবে যদি অ্যাঞ্জেলিনাকে এখান থেকে জীবিত বের করে নিয়ে যেতেই না পারে?

'ওর গলা চিরে ফেলি, তাই চাও তুমি?' তীক্ষ্ণ স্বরে তাগাদা দিল আউটল।

কথাটা বিশ্বাস না-করার উপায় নেই। জ্যাক ফ্রোম নামের পিশাচটার পক্ষে সবই সম্ভব। অ্যাঞ্জেলিনাকে জবাই করতে একটুও কাঁপবে না তার হাত।

পিস্তলটা মুঠি থেকে ছেড়ে দিল কার্ল।

মিনিট পূর্ণ হওয়ার আগেই ফ্রোমের তিন স্যাঙাৎ ঢুকল ঘরে। কী করতে হবে বলে দিতে হলো না, বসের উদ্যত ছুরি দেখেই জেনে গেল ওরা। দু'হাত বাঁধা হলো কার্লের, দু'দিক থেকে টেনে ধরল দু'জন—ল্যারি আর ম্যাথু। সুযোগ নিতে কার্পণ্য করল না ম্যাথু, ঝটপট দুটো জবর ঘুসি বসিয়ে দিল কার্লের মাথায় আর ঘাড়ে; ভাবখানা যেন তাকে মেরেছে কার্ল।

দু'জনে মিলে এবার নির্দয়ভাবে মারতে শুরু করল কার্লকে। দূর থেকে দৃশ্যটা উপভোগ করছে জ্যাক ফ্রোম, মিটিমিটি হাসি তার ঠোঁটের কোণে। চুল ছেড়ে দিয়ে অ্যাঞ্জেলিনার কোমর জড়িয়ে ধরেছে এখন। ভয়ে কিছু বলছে না মেয়েটি, আতঙ্কিত দৃষ্টিতে দেখছে অচেনা লোকটির উপর তিনজনের কুৎসিত নিষ্ঠুর আক্রমণ।

বাধা দেওয়ার সুযোগই পাচ্ছে না কার্ল। একের পর এক আঘাত আসছে। মিনিট কয়েক পর জ্ঞান হারাতে ক্ষান্ত দিল তিন বীরপুরুষ, সরোষে একজন লাথি হাঁকাল অজ্ঞান কার্লের পাঁজরে।

কতক্ষণ অচেতন ছিল কার্ল, বলতে পারবে না; কিন্তু তীক্ষ্ণ আর্তনাদে চেতনা ফিরল ওর। চোখ মেলে দেখল ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে অ্যাঞ্জেলিনার বাহু থেকে। কার্লকে জাগানোর ভাল ফন্দি এঁটেছে জ্যাক ফ্রোম।

'চোখ বুজলেই ওর বাহুতে খোঁচা দেব এটা দিয়ে,' উল্লসিত স্বরে হুমকি দিল ফ্রোম, চোখের তারায় কুৎসিত আনন্দ। ছুরি তুলে আবার চালানোর ভঙ্গি করল, অ্যাঞ্জেলিনাকে আতঙ্কে পিছিয়ে যেতে দেখে খরখরে স্বরে হেসে উঠল। 'অত ভয় পাচ্ছ কেন, কচি সোনা! তোমাকে কি আমি কষ্ট দিতে পারি? এই হারামীটাই যত নষ্টের গোড়া। ওকে টাইট দেওয়ার জন্য তোমাকে সামান্য যন্ত্রণা দিতে হচ্ছে। ও কিছু না, দু'দিনে সেরে যাবে।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে, অ্যাঞ্জেলিনাকে পিছনে ফেলে কার্লের দিকে এগিয়ে এল। সামনে এসে লাথি হাঁকাল। মেক্সিকান

স্পারের তীব্র খোঁচা পেটে অনুভব করল কার্ল। ওর মনে হলো পেট ফুটো হয়ে গেছে, প্রচণ্ড যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ল পুরো পেটে।

আবার অত্যাচার শুরু হলো, এবং এভাবেই চলতে থাকল। বেধড়ক মার খেয়ে যখনই অজ্ঞান হলো কার্ল, অ্যাঞ্জেলিনার তীক্ষ্ণ চিৎকারে চেতনা ফিরে পেল।

বীভৎস চেহারা পেয়েছে কার্লের মুখ। চুইয়ে রক্ত ঝরছে, মাংসপেশি থেঁতলে গেছে কয়েক জায়গায়, নাক বেঁকে গেছে। নাকের পাটা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। ফের জ্ঞান ফিরে পেয়ে মুখ খুলতে থুথুর সঙ্গে একদলা রক্ত বেরিয়ে এল। স্বাভাবিক চেতনাবোধ প্রায় লোপ পেতে বসেছে ওর। দৃষ্টি ঝাপসা, মাথায় লাগাতার দপদপে যন্ত্রণা হচ্ছে, যেন হাতুড়ি পিটাচ্ছে কেউ। শরীরে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে ব্যথা অনুভব করছে না।

আর মাত্র দুটো লাথি আশা করে কার্ল। মাথায় বসিয়ে দিলে ল্যাঠা চুকে যাবে। সমস্ত যন্ত্রণা আর দুর্ভোগের ঊর্ধ্বে চলে যাবে ও। কিন্তু আনন্দ মাটি হয়ে যাবে বলে তা করছে না শয়তানগুলো, চায় আরও কিছুক্ষণ টিকে থাকুক কার্ল, ওদেরকে সুযোগ দিক।

ইতোমধ্যে কার্লের ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে জ্যাক ফ্রোম। ধীর পায়ে গানর‌্যাকের দিকে এগোল সে, ওখানেই রাখা আছে পিস্তল আর গানবেল্ট।

ল্যারি বা ম্যাথুর মুখ দেখে মনে হচ্ছে বেজায় হতাশ হয়েছে ওরা। কার্লের কাছ থেকে প্রতিরোধ আশা করেছিল, অথচ বলতে গেলে কোন বাধাই দেয়নি সে। একতরফা খেলা কি জমে? বন্দি যত তড়পাবে বা বাধা দেবে, অত্যাচার করে ততই না আনন্দ!

'একটু বসতে দেবে?' অপ্রকৃতিস্থের মত মাথা নাড়ল কার্ল, অনুনয় ফুটল কণ্ঠে। বুঝতে পারছে আগামী কয়েকটা মুহূর্ত ওর জীবনের শেষ সময়।

'শুধু শুধু বসবে কেন,' খরখরে স্বরে হেসে উঠল ল্যারি জোন্স। 'কবর খুঁড়তে লোক পাঠিয়ে দিয়েছি। একবারে ঘুমিয়ে পড়ো সেই

ভাল হবে।'

ম্যাথু হগার্ডের ঢিলেমির পুরো সুযোগ নিল কার্ল। শরীর বাঁকিয়ে ডিগবাজি খেল ও, তারপর এক লাফে সিধে হয়ে দাঁড়াল দুই স্যাঙাতের সামনে। বিস্ফারিত চোখে ওর কাণ্ড দেখছে দু'জন। একেবারে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে, বিহ্বল।

সবার বিস্ময়ের সুযোগ নিল কার্ল। উঠে দাঁড়ানোর শেষ মুহূর্তে দড়াম করে লাথি হাঁকাল ম্যাথুর হাঁটুতে। অস্ফুট স্বরে ককিয়ে উঠল ম্যাথু হগার্ড, ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে।

হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা ছিল কার্লের, ডিগবাজি করার সময় কায়দা করেছে ও—কৌশলের ফলে দু'হাত বাঁধা অবস্থায় সামনে চলে এসেছে। দু'হাত সজোরে চালাল ও, গদার মত। ভোঁতা শব্দ হলো ম্যাথুর মুখের সঙ্গে সংঘর্ষে। পা হড়কে গেছে যেন, এমনভাবে পিছিয়ে গেল লোকটা, মুখ দিয়ে বিজাতীয় একটা শব্দ করল। তারপর দড়াম করে আছড়ে পড়ল মেঝেয়।

ততক্ষণে বসে নেই কার্ল। স্বাভাবিক রিফ্লেক্সবশত পিছিয়ে যাচ্ছিল ল্যারি জোন্স। কখন তার হোলস্টার থেকে পিস্তল তুলে নিল কার্ল, টেরই পেল না লোকটা।

এদিকে উঠে বসেছে ম্যাথু হগার্ড, সারা মুখ রক্তে সয়লাব। রোখ চেপে গেছে তার, হিংস্র চাহনিতে দেখল কার্লকে; হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে ফেলেছে। নিশানা করবে, এ-সময় কপালে তৃতীয় নয়ন তৈরি হলো কার্লের গুলিতে। দুনিয়ার বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকল সে, হাঁটু ভেঙে পড়ল প্রথমে, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ল পিচ্ছিল মেঝেয়।

সঙ্গে পিস্তল নেই, সুতরাং জান বাঁচানোর জন্য গানর‍্যাকের দিকে ছুটল ল্যারি জোন্স। মাঝপথে তাকে আটকাল কার্ল। ওর পাঠানো পরপর দুটো গুলি লোকটার পায়ের পেশিতে বিঁধল। তীব্র আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল ল্যারি।

তৃতীয় লোকটা ছিল একটু ডান দিকে। ম্যাথু আর ল্যারিকে

নিয়ে ব্যস্ত ছিল বলে তার দিকে মনোযোগ দিতে পারেনি কার্ল। সুযোগটা নিতে দেরি করল না ভেন্স কোহ্‌ল নামের লোকটা। সপাটে লাথি হাঁকাল সে, কার্লের হাত থেকে ছুটে গেল পিস্তল।

উপায়ান্তর না-দেখে ঝাঁপ দিল কার্ল, গড়িয়ে টেবিলের এপাশে সরে এল। ঝটিতি উঠে বসল ও, তারপর এক টানে ড্রয়ার খুলে ফেলল। বেশ কয়েকটা অস্ত্র রয়েছে। ছুরি, কুড়াল, ক্ষুর...

চট করে কুড়ালটা তুলে নিল কার্ল।

তর সয়নি ভেন্স কোহ্‌লের। কার্ল ঝাঁপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে-ও অনুগামী হয়েছে। ছুটে আসা দেহের আড়াআড়ি কুড়াল চালাল কার্ল, মাংস ভেদ করার ভোঁতা শব্দটা কানে কুৎসিত শোনা গেল। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ভেন্স, দু'হাতে পেট চেপে ধরে বসে পড়ল। গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে।

গানর‍্যাকের কাছে গর্জে উঠল একটা পয়েন্ট ফোর-ফাইভ। মুখ বের করে উঁকি দিচ্ছিল কার্ল, অল্পের জন্য রক্ষা পেল। চুলে সিঁথি কেটে চলে গেল তপ্ত সীসা। ঝট করে পিছিয়ে এল ও।

একের পর এক গুলি করছে জ্যাক ফ্রোম। হুড়মুড় করে ভেঙে গেল টেবিলের কাচ। পুরু মেহগনির কাঠের কারণে এখনও অক্ষত রয়ে গেছে কার্ল। তবে বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না, কারণ কিছুটা পাশে সরে গেছে ফ্রোম, সতর্ক ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে।

সময় ফুরিয়ে আসছে, বুঝল কার্ল। পড়ে থাকা ভেন্স কোহ্‌লের পেট থেকে এক টানে খুলে নিল কুড়ালটা, তারপর ইতি-উতি তাকাল। কয়েক হাত দূরে পড়ে আছে একটা কোল্ট, সম্ভবত যেটা ওর হাত থেকে ছুটে গিয়েছিল। চাইলেও ওটা তুলে নিতে পারবে না, তা হলে খোলা জায়গায় ওকে পেয়ে যাবে ফ্রোম। অগত্যা...কুড়ালটাই ভরসা।

কান দুটো খাড়া করল কার্ল, পদশব্দ শুনে বুঝল চুপিসারে এগিয়ে আসছে জ্যাক ফ্রোম...

শ্রবণশক্তিকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিল কার্ল, বুঝতে পারছে যে-

ভাবে হোক আগে-ভাগে জ্যাক ফ্রোমের অবস্থান অনুমান করতে হবে, নইলে এ-যাত্রা টিকতে পারবে না। এমনিতে শরীর বিধ্বস্ত, তায় লোকটার হাতে পিস্তল রয়েছে। বিশ গজ দূর থেকে একটা বুলেট খরচ করলেই হবে। এখন যা অবস্থা, কার্লকে নিয়ে কোন খেলা খেলার মূডে নেই সে। দেখামাত্র গুলি করবে।

সুতরাং লোকটা ওকে দেখার বা কাছে আসার আগেই হামলা করতে হবে, ভাবছে কার্ল, কিন্তু উপায় খুঁজে পাচ্ছে না...

ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলছে ওর মাথায়। হাতের চেটো দিয়ে কপাল আর মুখ মুছল। বিক্ষত কপাল থেকে রক্ত এসে পড়েছে চোখে, ক্ষণিকের জন্য অন্ধ করে দিল ওকে।

বুক ধুকপুক করছে ওর, মনে আশঙ্কা এই বুঝি একটা বুলেট ছুটে আসে!

শরীরের সমস্ত যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে মনোযোগ তীক্ষ্ণ করল ও। সব মিলিয়ে মিনিট দুয়েক পেরিয়েছে। বাইরে থেকে নিশ্চয়ই গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছে অন্য আউটলরা, এখানে আসতে দেরি হবে না তাদের। কার্ল জানে শেষপর্যন্ত পারবে না, কিন্তু নিজের সঙ্গে জ্যাক ফ্রোমকে নিয়ে যেতে চায়। তা হলে কিছুটা হলেও শান্তি পাবে।

অন্যরা আসার আগেই কাজটা সারতে হবে, নইলে সুযোগ পাবে না। তা ছাড়া, হঠাৎ মনে পড়ল, ফ্রোম ছাড়া আরও একজন আছে, পা দুটো বিক্ষত হলেও গুলি চালাতে পারবে সে। লোকটার নাম বোধহয় ল্যারি জোন্স।

বাম দিকে! হঠাৎ টের পেল কার্ল, বাম দিক দিয়ে এগিয়ে আসছে শয়তানটা! বড়জোর বিশ ফুট দূরে আছে। এখন আর এলোপাতাড়ি গুলি করছে না, বরং কাছে এসে নিশ্চিত হয়ে একটা গুলি করার ধান্ধায় রয়েছে।

বুদ্ধিটা হঠাৎ এল মাথায়। *মন্দ নয়,* ঝড়ের বেগে নিজের সম্ভাবনা বিচার করল কার্ল। অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করার চেয়ে ঢের ভাল। কিছুটা হলেও সম্ভাবনা রয়েছে ওর। তবে সফল হবে

কি-না সেটা নির্ভর করছে দক্ষতা আর অনুমানের উপর। জ্যাক ফ্রোমের অবস্থান যদি ওর অনুমিত জায়গায় না-হয়, তা হলে এটাই ওর জীবনের শেষ ইচ্ছে হবে...

আবারও সমস্ত মনোযোগ এই ঘরের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করল কার্ল, দূরের শোরগোলকে আমল দিল না। সেটা পরে দেখা যাবে, আগে তো বর্তমান বিপদ কাটুক।

হ্যাঁ, জ্যাক ফ্রোমের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে! হাত বাড়িয়ে পাশে পড়ে থাকা চেয়ারটা তুলে নিল কার্ল, তারপর লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিল। অন্য হাতে ঠিক পায়ের কাছে মেঝেয় এনে রাখল কুড়ালটা। জুয়া খেলতে যাচ্ছে ও, সময়ের সামান্য হেরফের হলে চরম সর্বনাশ হবে কিন্তু এটাও একমাত্র ভরসা...

ঝট করে উঠে দাঁড়াল কার্ল, এবং দৃষ্টি পড়তে দশ হাত দূরে দেখতে পেল দশাসই শরীরের জ্যাক ফ্রোমকে। সেও জানত কার্ল টেবিলের পিছনে আছে, তবে ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি অমন করে হঠাৎ উঠে দাঁড়াবে। সামান্য চমকই দরকার ছিল কার্লের। সজোরে ছুঁড়ে দিল চেয়ারটা।

কী ছুটে আসছে, শেষ মুহূর্তে দেখতে পেল ফ্রোম। এড়ানোর চেষ্টা করেও পারল না সে। বুকের উপর গিয়ে পড়ল ওটা। অস্ফুট স্বরে ককিয়ে উঠল। বুক থেকে বেরিয়ে গেল সমস্ত বাতাস। টেবিল বরাবর তাকাতে দেখল ভোজবাজির মত অদৃশ্য হয়ে গেছে কার্ল, টেবিলের ওপাশে লুকিয়ে পড়েছে।

দাঁতে দাঁত পিষল জ্যাক ফ্রোম। হারামীর বাচ্চার আজই শেষ দিন! আর দু'কদম গেলে দেখতে পাবে, তখন স্রেফ একটা বুলেট খরচ করতে হবে।

এক পা এগিয়েছে, তখনই আবার উঠে দাঁড়াল কার্ল। কী থেকে কী হলো বুঝতে পারল না ফ্রোম। পিস্তল নিশানা করাই ছিল, ট্রিগার টেনে দিল সে। ঠিক আগ মুহূর্তে কার্লের হাতে কী যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল, তারপর গলায় তীব্র ব্যথা অনুভব করল। একী!

খালি খালি লাগছে কেন বুক? গলা থেকে সারা বুকে মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ল তীব্র ব্যথা। গলগল করে গরম কী যেন বেরোচ্ছে!

অব্যর্থ লক্ষ্যে আঘাত হেনেছে কার্লের ছুঁড়ে দেওয়া কুড়ালটা, জ্যাক ফ্রোমের গলা স্রেফ দু'ভাগ হয়ে গেল। টুঁ শব্দ করার আগেই মারা গেল সে। ধড়াস করে আছড়ে পড়ল ভারী শরীরটা, পুরো ঘরের মেঝে কেঁপে উঠল।

ঝাড়া কয়েক মিনিট ঠায় বসে থাকল কার্ল, ক্লান্তিতে পর্যুদস্ত। ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর। উঠতে ইচ্ছে করছে না ওর, যা হয় হবে। এক ধরনের অনীহায় পেয়ে বসেছে। স্রেফ মনের জোরে এতক্ষণ টিকে ছিল। কিন্তু এখন, বেধড়ক পিটুনি আর মানসিক উদ্বেগের ধকল হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

এখান থেকে সরে পড়া দরকার। যে-কোন মুহূর্তে চলে আসতে পারে কেউ। এখনও যে কেন আসেনি, সেটাই বিস্ময়ের ব্যাপার।

ল্যারি রয়ে গেছে, হঠাৎ মনে পড়ল কার্লের, লোকটার একটা গতি করা দরকার...

ইতি-উতি তাকাল ও, কিন্তু কোথাও দেখতে পেল না তাকে। পাশাপাশি রক্তের দুটো ধারা পিছন দরজা দিয়ে বাইরে চলে গেছে। কার্ল অনুমান করল কোন এক ফাঁকে সটকে পড়েছে ল্যারি জোন্স। আহত পা নিয়ে শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার সাধ হয়নি তার।

ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে চমকে উঠল কার্ল। একটু খেয়াল করার পর নিশ্চিন্ত হলো। খুরের শব্দ ক্রমে দূরে চলে যাচ্ছে। স্মিত হাসল ও, সম্ভবত পালিয়ে যাচ্ছে ল্যারি বা অন্য কেউ।

এবার নিজের দিকে খেয়াল দিল ও। ক্ষতের শুশ্রূষা না-হলেও অন্তত হাত-মুখ ধোওয়া দরকার। টেবিলের উপর রাখা হুইস্কির বোতলটা ফ্রোমের গুলিতে ভেঙে গেছে। ড্রয়ার হাতড়ে আরেকটা বের করল কার্ল, কর্ক খুলে গলায় ঢালল পানীয়। তরল আগুন গলা পুড়িয়ে নেমে গেল পাকস্থলিতে।

নিঃশ্বাস প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে ওর, কিন্তু সামান্য নড়াচড়াতে শরীরে তীব্র ব্যথা অনুভব করছে। বড় করে নিঃশ্বাস নিতে গেলে বুকে যন্ত্রণা হচ্ছে। কার্লের আশঙ্কা পাঁজরের দু'একটা হাড়ে না-ভাঙলেও অন্তত চিড় ধরেছে।

আঙিনায় কারও ছায়া পড়ল। চট করে এক পাশে সরে গেল ও, নড়তে গিয়ে অসহ্য ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল উরুতে, কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করল। পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে লোকটা, ডান হাতের লম্বা ছায়া দেখে বোঝা গেল হাতে পিস্তল রয়েছে।

সরে গিয়ে দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেল কার্ল। ভুরু কুঁচকে তাকাল ছায়াটার দিকে। কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগছে কাঠামো, সম্ভবত...কোন মেয়ে।

অ্যাঞ্জেলিনা হতে পারে।

'অ্যাঞ্জেলিনা?' নিচু স্বরে ডাক দিল ও।

থমকে দাঁড়াল ছায়াটা। 'কে?'

'আমি কার্ল রিডল। তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। বিকালেই তো দেখা হলো আমাদের।'

কণ্ঠ শুনে আগেই বুঝেছে অ্যাঞ্জেলিনা, এবার পরিচয় পেয়ে নিশ্চিন্ত হলো। ওর স্বস্তির নিঃশ্বাসটা দশ হাত দূর থেকে স্পষ্ট শুনতে পেল কার্ল।

'কী অবস্থা তোমার?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল মেয়েটা, দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে।

'যেমন থাকার কথা,' স্মিত হাসতে গিয়ে কার্ল টের পেল ঠোঁট ফুলে গেছে, ব্যথা লাগছে। 'বাইরে লাল-চুলো লোকটা আছে?'

'ঠিক বলতে পারব না। আসলে বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য সকাল থেকে নানা কাজ দিয়ে ওদেরকে এদিক-ওদিক পাঠিয়েছে বাবা...'

'একটু আগে এতিম হয়ে গেছ তুমি!' আমুদে স্বরে বলল কার্ল। 'জঘন্য লোকটাকে আর বাবা ডাকতে হবে না তোমার।'

'এতিম আমি ছোটবেলা থেকে ছিলাম,' নিস্পৃহ স্বরে জবাব

দিল অ্যাঞ্জেলিনা।

কাছে এসে কার্লের অবস্থা দেখে শিউরে উঠল ও। 'ঈশ্বর! কী অবস্থা করেছে ওরা তোমার! এমন পাষণ্ড মানুষ আর দেখিনি আমি! পাশের ঘরে চলো, তোমার ক্ষতের যত্ন নেওয়া দরকার।'

'মোট ক'জন লোক থাকে এখানে?' কাজের প্রশ্ন করল কার্ল।

'ঠিক ক'জন আমি নিজেও জানি না। আসলে বেশিরভাগ লোক আসা-যাওয়ার মধ্যে থাকে। কোনদিন হয়তো পাঁচজন, আবার কখনও বিশজনও থাকে। সঠিক বলা মুশকিল। আর আমার তো এই ঘরে আসা সবসময়ই বারণ। রান্নাঘরের কাজ শেষ করতে দিন ফুরিয়ে যায়। শুধু ওই মহিলা থাকায় এখানে টিকতে পেরেছি, নইলে অনেক আগেই আমাকে মেরে ফেলত ওরা।'

'এখন ক'জন আছে, বলতে পারো?'

'মনে হয় না খুব বেশি আছে। বড়জোর পাঁচ-সাত জন। ডুনেডিনে একটা দাঁও মারতে গেছে আটজন। সঙ্গে গরুর পাল নিয়ে আসবে তো, কালকের আগে ফিরবে না ওরা।'

'চলো, দেরি করা ঠিক হবে না।'

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল মেয়েটা। 'এখান থেকে কোথাও যাব না আমি! কার কাছেই বা যাব, আমার তো কেউ নেই!'

কীভাবে মেয়েটাকে সান্ত্বনা দেবে বুঝতে পারছে না কার্ল। হাত বাড়িয়ে শুধু দুই কাঁধ চেপে ধরল। 'শোনো, মেয়ে। এখানে বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। দেরি করলে হয়তো পালানোর সুযোগটা হাত ফস্কে চলে যাবে। জলদি তৈরি হয়ে নাও, নেওয়ার মত যা কিছু আছে নিয়ে বাইরে গেটের কাছে চলে এসো।'

'আমি...আমি...'

'জানি না কী অবস্থায় এতদিন ছিলে তুমি, কিন্তু আমার ধারণা জ্যাক ফ্রোম না-থাকায় ওর স্যাঙাৎরা তোমাকে পেলে খুশি হবে। আর যাই হোক, আজকের আগে বোধহয় তোমার দিকে কু দৃষ্টিতে তাকায়নি ফ্রোম।'

অশ্রুসজল চোখে মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা, নিজেকে সামলে নিয়েছে। 'কিন্তু আমি তো তোমাকে চিনিই না!'

'এটুকু ঝুঁকি নিতেই হবে।'

সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করল না অ্যাঞ্জেলিনা। মানুষটার চেহারায় যত কাঠিন্যই থাকুক, আচরণ আর কথাবার্তায় এক ধরনের মমতা ও নির্ভরতা পাওয়া যায়। সামান্য এই জিনিসটা এখানে কখনও পায়নি।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিল ও। 'বেশিক্ষণ লাগবে না আমার। যাব আর আসব, তুমি বরং এই চেয়ারটায় বসো। আমি দেখছি তোমার জন্য খাবার আর ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করতে পারি কি-না। টুকিটাকি কয়েকটা জিনিস থাকার কথা।'

কার্লকে প্রতিবাদ করার সুযোগ না-দিয়ে চলে গেল মেয়েটা। ঠিক দুই মিনিট পর ফিরে এল। গরম এক বাটি দুধ আর কয়েকটা বিস্কুট এনেছে। বিনা বাক্যব্যয়ে খেতে শুরু করল কার্ল। এদিকে ওর ক্ষত পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল অ্যাঞ্জেলিনা। গরম পানি, ভেষজ মলম আর নরম কাপড় নিয়ে এসেছে। পানি দিয়ে ধুয়ে মলম লাগাল ক্ষতে, তারপর যেখানে প্রয়োজন কাপড় জড়িয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধল।

খুবই দ্রুত কাজ সারল অ্যাঞ্জেলিনা, খেয়াল করল কার্ল। সব মিলিয়ে বড়জোর পাঁচ মিনিট লাগল। মেয়েটা জানে কী করতে হবে। সম্ভবত এ-ধরনের কাজের অভিজ্ঞতা আছে ওর।

মিনিট বিশেক পর গেটের কাছে এসে ঘোড়ায় চড়ল ওরা। কোনরকম বাধা ছাড়া পৌঁছতে পেরে অবাকই হলো কার্ল, আঁচ করল নেতার মৃত্যুর খবর পেয়ে গুটিকয়েক লোক যা ছিল, সবাই নিরাপদ দূরত্বে সরে পড়েছে।

তাতে লাভ বৈ ক্ষতি হয়নি ওদের, সন্তুষ্টির সঙ্গে ভাবল কার্ল। একটা ব্যাপার স্বীকার করতেই হবে, হেল'স হোলে ভাগ্য ওর পক্ষে ছিল, নইলে জীবন নিয়ে ফিরতে পারত না। শুধু কি ফিরে আসছে?

উঁহুঁ, বরং ওর উদ্দেশ্যও পুরোপুরি সফল হয়েছে। অ্যাঞ্জেলিনাকে উদ্ধার করেছে এবং ওর বোনের খবরও পেয়েছে। এতটা অগ্রগতি কার্ল নিজেও আশা করেনি।

পাঁচ

ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়েছে জো মিলার। জ্যাক ফ্রোম আর তার স্যাঙাৎদের ভূত তাড়া করছে ওকে। পিছন পিছন ধাওয়া করছে বীভৎস তিনটা লাশ।

লাল-চুলো মরগান আর ল্যাংড়া জোন্সকে ফেলেই ভেগেছে ও।

আজ জ্যাক ফ্রোমের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। রেভারেন্ডকে নিয়ে আসতে ভোরে শহরের উদ্দেশে রওনা দেয় মিলার, কিন্তু মাঝপথে গিয়ে ফন্দি আঁটে সে। বিয়ে ঠেকানোর আর কোন উপায় না-পেয়ে শেষমেশ এটাই ওর মনে ধরে। বিয়ে হয়ে যাওয়া মানে চিরজীবনের জন্য অ্যাঞ্জেলিনাকে হারানো। পকেটে সোনার ঈগলগুলো সাহস যুগিয়েছিল ওকে, ঝুঁকিটা তাই নির্দ্বিধায় নিয়েছে।

এরপর হেল'স হোলে ফিরে আসে মিলার। বুদ্ধি করেছিল জ্যাক ফ্রোমকে বলবে রেভারেন্ডকে পাওয়া যায়নি। আপাতত বিয়ে ঠেকানোর উপায় ছিল এটাই। অন্তত কয়েকটা দিন সময় পাওয়া যেত হাতে।

শূন্য আউটপোস্ট পেরোনোর সময় গুলির শব্দ কানে আসে ওর। লাল-চুলো ডনকে পোস্টে না-দেখে সন্দিহান হয়ে উঠে জো। কতবার এল এখানে, কিন্তু এমন তো কখনও হয়নি! নিশ্চয়ই কোন ঘাপলা আছে। মূল রাস্তা এড়িয়ে ভিন্ন রাস্তা দিয়ে প্রাসাদে প্রবেশ

করল সে। এই পথটা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা বা আউটল ছাড়া অন্য কেউ চেনে না।

জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে অচেনা লোকটার সঙ্গে চারজনের লড়াইয়ের শেষাংশ প্রত্যক্ষ করল জো। কোন মানুষকে এতটা মরিয়া বা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে দেখেনি ও। বেধড়ক পিটুনি খেয়ে বিধ্বস্ত অবস্থা ছিল লোকটার, কিন্তু মোক্ষম সময়ে অসামান্য দৃঢ়তা আর নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছে সে, মরিয়া হয়ে লড়েছে। প্রায় অবিশ্বাস্য! এমন চোখধাঁধানো ক্ষিপ্রতা বা বুনো উন্মত্ততা স্বয়ং জ্যাক ফ্রোমের মধ্যেও ছিল না। কত অল্প সময়ের মধ্যে তিনজন মানুষ খুন হয়ে গেল, অথচ লোকটা ছিল একা এবং কোণঠাসা!

নিজের প্রাণ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল জো মিলার। নিশ্চিত ছিল না ওর সঙ্গে ফ্রোমের সম্পর্কের ব্যাপারে জানে কি-না আগন্তুক। কিন্তু ঝুঁকি নেওয়ার সাহস হয়নি ওর। কে জানে, হয়তো ওকে দেখে গুলি করেও বসতে পারে।

তিন-তিনটা মৃত্যু! এত কাছ থেকে কখনও মৃত্যু দেখেনি সে, জানটা খাঁচা ছাড়ার উপক্রম হয়েছে। প্রায় এক ছুটে ঘোড়ার কাছে এসে পৌঁছায় জো, তারপর পড়িমরি করে ছুটতে থাকে। খেয়াল করেনি ওর আগে আগে ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়েছে ল্যারি জোন্স।

খোলা প্রেয়ারিতে আসতে পেরে ধড়ে প্রাণ ফিরে পেল জো। আতঙ্ক কিছুটা কমে যাওয়ার পর ঘোড়ার গতি কমাল ও, ট্রেইলের চারপাশে অনুসন্ধানী দৃষ্টি চালাল। লুকিয়ে থাকার মত যুৎসই জায়গা পেয়ে ঘোড়া থামাল।

স্যাডল ছেড়ে ক্লান্ত ঘোড়াটাকে ঝোপের পিছনে এনে রাখল সে, ট্রেইল থেকে দেখা যাবে না। তারপর পাথরের পিছনে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকল। হেল'স হোল থেকে বেরিয়ে এই পথ দিয়ে যাবে আগন্তুক। দেখা যাক, কখন আসে সে।

মনটা হেল'স হোলে পড়ে আছে জো-র। অ্যাঞ্জেলিনাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছে। মেয়েটাকে নিয়ে আসতে পারলে নিশ্চিন্ত হতে

পারত, কিন্তু কী আর করা! ভয়ঙ্কর ওই যুবকের সামনে দাঁড়ানোর মত বুকের পাটা নেই ওর।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। ট্রেইলে দেখা গেল দু'জন ঘোড়সওয়ারকে। অ্যাঞ্জেলিনাকে দেখে বুকের খাঁচা থেকে কলজে বেরিয়ে আসার দশা হলো ওর। জ্যাক ফ্রোমের সঙ্গে সঙ্গে ওকেও খুন করতে যাচ্ছে আগন্তুক! অ্যাঞ্জেলিনাকে কেড়ে নিয়ে ওকে পথে বসিয়ে গেল লোকটা! আশাভঙ্গের বেদনায় মুষড়ে পড়ল জো।

পাহাড় আর খোলা প্রেয়ারিতে বিকাল গড়াচ্ছে, পশ্চিমাকাশে চলে গেছে সূর্য। অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসল জো। একটা রাইফেল যদি থাকত সঙ্গে! আফসোস করল ও, এক গুলিতে উড়িয়ে দিত আগন্তুকের মাথা, তারপর অ্যাঞ্জেলিনাকে নিয়ে কেটে পড়ত!

চিন্তাটা সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিল জো। উঁহু, সম্ভব নয়। একে রাইফেল নেই, তায় লোকটা সেয়ানা মাল। বিধ্বস্ত শরীরেও ট্রেইলের চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে সে। কীভাবে যেন ওর উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে, সন্দিহান দৃষ্টিতে নজর রাখছে পাহাড় আর ট্রেইলে, ডান হাতের মুঠিতে রয়েছে রাইফেল।

ভূতের আসর হয়েছে নাকি লোকটার উপর? নইলে কীভাবে ওর উপস্থিতি টের পেল?

ভয় আর শঙ্কায় ঘামতে শুরু করল জো মিলার। এমন নিষ্ঠুর লোক কখনও দেখেনি। অতীতে যে কী পাপ করেছিল, ভয়ঙ্কর সব মানুষের সামনে পড়তে হচ্ছে ওকে! সৃষ্টিকর্তার বিচার কেমন অদ্ভুত! আরে বাবা, সে হচ্ছে একজন অভিনেতা, পুরোদস্তুর নিরীহ মানুষ, জীবনে ক'বার অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে, সেটা কর গুনে গুনে বলে দিতে পারবে। অথচ ওঠ-বস করতে হচ্ছে জ্যাক ফ্রোমের মত কুখ্যাত আউটল আর অচেনা এই লোকের সঙ্গে।

আগন্তুক দৃষ্টিসীমা ছাড়িয়ে চলে যেতে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল জো-র। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিল। বিপদ কেটে গেছে বটে, কিন্তু অ্যাঞ্জেলিনাকেও হারিয়ে ফেলল! আহা রে, অল্পের জন্য হাত ফস্কে

বেরিয়ে গেল কয়েক হাজার ডলার!

নিজেকে সর্বস্বান্ত মনে হচ্ছে জো মিলারের। স্থাণুর মত বসে থাকল একই জায়গায়। হতাশায় তেতো হয়ে গেছে মনটা। কেন বারবার এমন দুর্ভাগ্যের শিকার হতে হয় ওকে? প্রথমে মরল বুড়ি, তারপর কোত্থেকে এসে অ্যাঞ্জেলিনাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল ওই আগন্তুক। দুনিয়াতে বোধহয় ওর মত দুর্ভাগা আর কেউ নেই।

তিক্ত মনে উঠে দাঁড়াল সে, তারপর ঘোড়ায় চড়ে শহরের পথ ধরল।

পরদিন সন্ধ্যার পরপরই ছোট্ট শহর েনেতায় পৌঁছল জো। শহর বললে অতিরিক্ত হয়ে যায়। দুটো সেলুন, কয়েকটা স্টোর, বোর্ডিং হাউস, রেস্তোরাঁ, স্টেবল আর নাপিতের দোকান। বড়জোর একশো জন লোক থাকে। আশপাশে বেশ কয়েকটা বাথান রয়েছে বলে এখনও টিকে রয়েছে শহরটা। রাত বাড়ার সঙ্গে জমজমাট হয়ে ওঠে সেলুন দুটো।

সেলুনে ঢুকল জো মিলার। এক কোণে দু'জন খদ্দের বসে আছে, এছাড়া আর কেউ নেই সেলুনে। নিরিবিলিতে ভালই হলো, পেটে হুইস্কি ঢালতে পারলে মাথাটা ভাল চলে ওর।

বারটেন্ডারের কাছ থেকে বোতল আর গ্লাস নিয়ে কোণের এক টেবিলে এসে বসল জো। কয়েক ঢোক গেলার পর অনুভব করল ভয় বা আতঙ্ক কেটে যাচ্ছে, ক্রমে হারানো সাহস এবং উদ্যম ফিরে পাচ্ছে।

'কী ব্যাপার, জো, হুইস্কি দিয়ে গোসল সারবে নাকি?' মিষ্টি কণ্ঠে জানতে চাইল ডরোথি।

চমকে মুখ তুলে তাকাল জো। পিয়ানোর সামনে বসে এক দৃষ্টিতে ওকে মাপছে ডরোথি। শূন্য চাহনিতে মেয়েটিকে কয়েক সেকেন্ড দেখল জো, তারপর সলজ্জ ভঙ্গিতে হাসল। একই মুহূর্তে হতাশা কাটিয়ে প্রেরণাও বোধ করল। একজন নেই তো কী হয়েছে, ডরোথি আছে! অ্যাঞ্জেলিনার বোন। জেফ হলিস্টারের কাছ

থেকে না-হয় অর্ধেক পাওনাই নেবে। সেটাও কম নয়।

অ্যাঞ্জেলিনা হাত ফস্কে বেরিয়ে যাওয়ায় এখন ডরোথিই ওর একমাত্র অবলম্বন। ডরোথিই ওর নির্ভরতা। প্রায় এক যুগ আগে মিসেস ফ্রোমের কাছ থেকে কেনার পর একে নিজের খরচে মানুষ করেছে, থিয়েটারের এক নম্বর অভিনেত্রী বানিয়েছে। উপকার ফিরিয়ে দেওয়ার পালা এখন। কিছুই করতে হবে না ডরোথিকে। জেফ হলিস্টারের কাছে গেলে বরং ওরই লাভ। বিলাসবহুল জীবন যাপন করতে পারবে, পেটের দায়ে নোংরা মানুষের মনোরঞ্জন করতে হবে না। উপভোগ্য কাঙ্ক্ষিত এক বিলাসী জীবনের সন্ধান পাবে ডরোথি, আর সে পাবে নতুনভাবে জীবন শুরু করার মত প্রয়োজনীয় টাকা।

'ক্রিমসন' থিয়েটারে জন্ম জো মিলারের। প্রধান নায়িকা ছিল ওর মা। এখন সে-জায়গা দখল করে নিয়েছে ডরোথি। ছোট্ট ডরোথিকে মিসেস ফ্রোমের কাছ থেকে কিনে নিয়েছিল মিলারের মা। একটা মেয়ের শখ ছিল তার।

'ক্রিমসন' থিয়েটার তখন ছিল ডেনভারে। একসঙ্গে বেড়ে উঠে ডরোথি আর জো। কখনও কখনও ছেলেবেলার গল্প করত ডরোথি, সবকিছু ওরও মনে ছিল না। হলিস্টার বাথানের ভাসা ভাসা স্মৃতি। এখনও শোনায় জোকে। তবে প্রথম প্রথম ডরোথির কথায় কান দিত না জো, কারও প্যাঁচাল শোনার ফুরসতই মিলত না ওর।

মাস কয়েক আগে রেনেতায় আসার পর জেফ হলিস্টারের নাম শোনে জো। জানতে পারে পারিবারিক লড়াইয়ের সময় দুই নাতনি হারিয়ে যাওয়ার কথা। নাতনিদের একজনের নাম ছিল ডরোথি। এই ডরোথিই সেই ডরোথি কি-না, নিশ্চিত করার মানুষ ছিল কেবল মিসেস ফ্রোম। মহিলাকে খুঁজতে গিয়ে জান বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল জো-র। হেল'স হোলে ঢোকা কি এত সহজ? প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করেছিল ও। হোলে গিয়ে নিশ্চিত হলো ডরোথি আর অ্যাঞ্জেলিনার পরিচয় সম্পর্কে।

ফিরে এসে বুদ্ধি আঁটতে থাকে ও। কৌশলে ডরোথির কাছ থেকে জেনে নেয় এনগ্রেভ করা একটা লকেট আছে ওর কাছে। মা-বাবার ছবি খোদাই করা। প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট। নিঃসন্দেহ হলো জো। কিন্তু এসবের কোন কিছুই ডরোথি জানতে পারেনি।

ফ্রোমের অজান্তে তার বউয়ের সঙ্গে ফন্দি আঁটে সে। দুই বোনকে ফিরিয়ে দিয়ে আখের গুছিয়ে নিতে পারলে মন্দ কী! জ্যাক ফ্রোম নিজেই লাভের টাকা পুরোটা মেরে দেবে বলে তাকে জানায়নি ওরা।

সবকিছু ঠিকঠাক মত চলছিল। হলিস্টারের সঙ্গে দেখা করল জো। পরিকল্পনা করেছিল চারদিন পর মিসেস ফ্রোমকে নিয়ে যাবে কোটিপতির সামনে এবং চড়া একটা অঙ্ক দাবি করবে। কিন্তু বুড়ি মরে গিয়ে ঘটল যত বিপত্তি। পরিকল্পনাটা কেঁচে গেল। মরার উপর খাঁড়ার ঘা হিসাবে এখন এসে জুটেছে তৃতীয় এক শক্তি। কোত্থেকে উড়ে এসে কেড়ে নিয়ে গেল অ্যাঞ্জেলিনাকে। মনে হয় না মেয়েটাকে আবার কখনও হাত করা যাবে।

গ্লাসের তলানিটুকু গলায় ঢেলে তৃপ্তির ঢেকুর তুলল জো, অতীত পিছনে ফেলে বর্তমানে মনোযোগ দিল। চেয়ার ছেড়ে পিয়ানোর দিকে এগোল ও। প্রতি সন্ধ্যায় পিয়ানোয় সুর তোলে ডরোথি, থিয়েটারে অভিনয় ছাড়াও বাড়তি রোজগারের জন্য গান গায়।

জো-কে হুইস্কি অফার করতে দেখে অবাক হলো ডরোথি। গাঁটের পয়সা এভাবে খরচ করতে তাকে দেখেনি বললে চলে। তবে কিছুটা খুশিও হলো ও।

ভাই-বোনের মত মানুষ হয়েছে ওরা, তবে তারপরও একটা দূরত্ব সবসময়ই ছিল। মিলারের দিক থেকে। ডরোথি আর কোন সম্পর্কে আগ্রহী নয়, কিন্তু স্পষ্ট করে না-বললেও জো-র বোধহয় অন্য ইচ্ছে, মেয়েলি প্রবৃত্তি থেকে বুঝতে পারে ডরোথি। মনে মনে ক্ষুব্ধ সে, হয়তো প্রত্যাশার সঙ্গে প্রাপ্তির সমন্বয় ঘটেনি বলে; কিন্তু

এ-নিয়ে তেমন গ্রাহ্য করে না ডরোথি। মানুষ হিসাবে জো মিলার খারাপ নয়, আবার "বিশেষ চোখে"ও দেখার মত নয়।

'দু-চারদিনের মধ্যে এখানকার পাট চুকিয়ে ফেলব আমরা,' খাটো স্বরে বলল জো। 'গোছগাছ সেরে রেখো।'

'আর যাকে হোক, জো, অন্তত আমাকে মিথ্যে বোলো না,' পিয়ানোর রিডে অলস আঙুল চালানোর সময় অনুযোগ করল ডরোথি।

'মিথ্যে বলছি না, হানি! থিয়েটার ছেড়ে তোমাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যাব যে সত্যি চমকে যাবে।'

'না, জো। থিয়েটার আমার রক্তে মিশে আছে।'

'তোমার রক্তে যে কী মিশে আছে, তুমি নিজেও জানো না!'

কথাটার তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করল ডরোথি, কিন্তু হেঁয়ালি মনে হলো ওর কাছে। ভুরু কুঁচকে তাকাল মিলারের দিকে। হ্যাঁ, বরাবরের মত আজও মাতাল হয়ে গেছে জো, এবং তখন যা হয়, আবোল-তাবোল বকতে শুরু করেছে। মুশকিল হলো এই সময়ে ভদ্রতাজ্ঞান হারিয়ে ফেলে সে, কী বলছে বা কী করছে পরে নিজেও মনে করতে পারে না।

'দয়া করে বাসায় গিয়ে লম্বা একটা ঘুম দাও,' কিছুটা কঠিন গলায় বলল ডরোথি। 'তুমি নিজেও জানো না কী বলছ! আর আমাকে গাইতে দাও। তুমি এখানে থাকলে বিরক্ত হবে খদ্দেররা। তাতে আমাদের দু'জনেরই কামাই কমে যাবে।'

জো জানে ব্যতিক্রম হলে রেগে যাবে ডরোথি। অন্য সময় হলে পাত্তা দিত না, কিন্তু এখানে বেচাল কিছু করতে গেলে মার খেতে হবে। এই শহরে ফুটো পয়সারও দাম নেই ওর। সন্ধ্যার পর রাত নয়টা পর্যন্ত পাঁড় মাতালরা পয়সার বিনিময়ে ডরোথির গান শোনে, ওর পরিচয় কেবল ডরোথির ম্যানেজার। ব্যস, এই। গান-বাজনায় ব্যাঘাত ঘটলে ম্যানেজার বলে ওকে খাতির করবে না, উল্টো খেপে যেতে পারে কেউ। মাতাল মানুষকে বিশ্বাস নেই।

এ-সময়ে ওর কাজ—ডরোথির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। তবে ইদানীং তাও করতে হয় না, কারণ বিশালদেহী দুই বারটেন্ডারই যথেষ্ট। দু'জনেই ডরোথির ভক্ত। কাউহ্যান্ড বা ভবঘুরেদের ডরোথির কাছে ভিড়তে দেয় না। গান শুনবে কিংবা টাকা দেবে, ভাল কথা, সুহাসিনীর দিকে তাকিয়ে হাসতেও বাধা নেই; কিন্তু কাছে যাওয়া যাবে না।

আধ-খালি বোতলটা নিয়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে এল জো। স্খলিত পায়ে শহরের শেষ মাথায় নিজের শ্যাকের দিকে এগোল। যা ধকল গেছে আজ! একদিনের জন্য যথেষ্ট। ঠিকই বলেছে ডরোথি, লম্বা একটা ঘুম দরকার। ইতিকর্তব্য স্থির করে নিয়েছে ও, সকালে ঘুম থেকে উঠেই জেফারসন হলিস্টারের বাথানে চলে যাবে। ডরোথির কথা জানাবে কোটিপতিকে।

*

ভোর হওয়ার পরপরই রওনা দিয়েছে জো মিলার, তাই সূর্য ওঠার পর অনেকটা পথ পেরিয়ে এল। হলিস্টার র‍্যাঞ্চের দিকে যতই এগোচ্ছে, মনে ভয় আর আশঙ্কার পরিমাণ তত বেড়ে চলেছে। বারবার মানসপটে ভেসে উঠছে অদম্য সেই যুবকের নিষ্ঠুর মুখ। ব্যাটার সামনে পড়তে হবে না তো? তা হলেই সেরেছে!

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে জো, অন্তত ওই লোকের সামনে যেন পড়তে না হয়। এমন বেপরোয়া খুনে লোক আর দেখেনি ও!

সূর্য ওঠার ঘণ্টাখানেক পর একটা ঝর্নার পাড়ে থামল জো। ভয়ের কারণে খিদে মরে গেছে, তেতো হয়ে গেছে মন। কিন্তু কিছু মুখে দেওয়া উচিত, নইলে পরে কষ্ট হবে। ক্ষুধা জিনিসটা সইতে পারে না ও। আর পেটের কারণেই এত কিছু—ছোটাছুটি, হয়রানি, দুর্ভোগ...

প্যাক খুলে শুকনো মাংস ও রুটি খেল জো। সুযোগ বুঝে ঝর্নার লাগোয়া ঘাসের গালিচার সদ্ব্যবহার করছে ঘোড়াটা। বেশ ধকল গেছে ওটার উপর দিয়ে। রাতটা বিশ্রামে কাটালেও এখনও

সতেজ হতে পারেনি। অত তাড়া নেই যখন, একটু বেশি সময় এখানে কাটালে দম নেওয়ার ফুরসত পাবে ঘোড়াটা।

নতুন এক দুশ্চিন্তা ঢুকেছে জো-র মাথায়–থিয়েটারের একটা মেয়েকে কি মেনে নেবে কোটিপতি জেফ হলিস্টার? অ্যাঞ্জেলিনা থাকলে অবশ্য সমস্যা আরও প্রকট হত। আউটল জ্যাক ফ্রোমের আশ্রয়ে ছিল নাতনি–এটা নিশ্চয়ই হজম করতে পারত না বুড়ো। সে যাই হোক, অন্তত খারাপ সংবাদটা ওকে দিতে হবে না।

সময় নিয়ে সিগারেট রোল করল জো, মনে মনে ভাবছে কী বলবে কোটিপতিকে। সম্ভাব্য কথোপথন অনুশীলন করে নিল কিছুক্ষণ।

মিনিট বিশ পর ঘোড়ায় চেপে আবার ছুটল জো। ক্যানিয়ন ছাড়িয়ে খোলা জায়গায় আসার পর ব্যাপারটা চোখে পড়ল ওর। পিছনে ফেউ লেগেছে। চার ঘোড়সওয়ার। উদ্বেগ বেড়ে গেল, বুক ধুকপুক করছে।

যিশু, রক্ষা কোরো!

জ্যাক ফ্রোমের খুনী বোধহয় দলবল নিয়ে ছুটে আসছে।

বুকে ড্রাম বাজাচ্ছে জংলীরা; গতকালের আতঙ্ক আবার ভর করল, পাঁচ মিনিটের মধ্যে খুন হয়ে যাবে সে। এত লোভী না-হলে কি চলত না? মনে মনে নিজেকে গাল দিল জো মিলার। বাস্টার্ড!

একেবারে কাছে চলে এসেছে লোকগুলো।

জান নিয়ে ছুটে পালানোর চেষ্টা করল সে, নির্দয়ভাবে স্পার দাবাল, কিন্তু লাভ হলো না। দূরত্ব কমছে শুধু! ওদের ঘোড়াগুলো ওরটার চেয়ে ঢের তেজী। মনে মনে শঙ্কিত জো–দূর থেকে গুলি করবে না তো? বুকে সাহস সঞ্চয় করে ঘাড়ের উপর দিয়ে পিছন ফিরে তাকাল, ধক্ করে উঠল কলজে। আর ত্রিশ গজ দূরে ওরা!

হঠাৎ ব্যাপারটা চোখে পড়ল। খুনে সেই লোকটা নেই এদের মধ্যে। তারমানে অন্য কেউ। যাহ্, শুধু শুধু ভয় পেল এতক্ষণ! নেহাত বোকা না-হলে সেধে এমন হয়রানি হয় কেউ?

ঘোড়ার গতি কামিয়ে ফেলল জো। এমনিতেও অবশ্য ওকে ধরে ফেলত এরা। খুনে লোকটা দলে নেই বলে কিছুটা হলেও স্বস্তি পাচ্ছে। দেখা যাক্, এরা কী চায়। সবাই যে শত্রু হবে, তা ভাবা ঠিক নয়, নিজেকে প্রবোধ দিল জো। তা ছাড়া, বগলের হোলস্টারে একটা পিস্তল আছে ওর। একেবারে আনাড়ি নয় ও, আবার দক্ষও নয়, কিন্তু প্রয়োজন হলে ব্যবহার করবে।

দলটাকে যাওয়ার রাস্তা করে দিতে ট্রেইলের একপাশে সরে গেল জো মিলার, কিন্তু কাছে এসে ধুলো উড়িয়ে থেমে গেল চারজনই। প্রায় ঘিরে ফেলল ওকে। দামী সুট পরা একজন কয়েক কদম আগে বাড়াল ঘোড়াকে, জো-র কয়েক হাতের মধ্যে এসে ঘোড়া থামাল।

'আমার নাম উইল শবার,' মৃদু স্বরে বলল সে।

ভিতরে ভিতরে চমকে উঠল জো। এই হারামীটা ওর পিছু নিয়েছে কেন? কোটিপতির সঙ্গে তো বেঈমানি করেনি ও, তা হলে কেন লেলিয়ে দিয়েছে এদের? অ্যাঞ্জেলিনাকে উদ্ধার করতে পারেনি, শুধু এই দোষে ওর উপর চড়াও হওয়া কি ঠিক হয়েছে?

অভিনেতা হিসাবে চালু বলে সুনাম আছে জো মিলারের, তাই নিজেকে সামলে নিতে সক্ষম হলো। মনের ভাবনা প্রকাশ পেল না, অন্তত তাই ধারণা ওর। চোস্ত হাসি দিয়ে বলল, 'আমি জো মিলার।'

'বিখ্যাত ক্রিমসন থিয়েটারের মালিক তুমি, তোমাকে কে না চেনে!'

'শুনে খুশি হলাম।'

'এদিকে যাচ্ছ কোথায় শুনি? বক্স-এইচ র‍্যাঞ্চে?'

সতর্ক হয়ে গেল জো। সুবেশী লোকটার মতলব সুবিধার মনে হচ্ছে না। তা ছাড়া, উইল শবার সম্পর্কে ভালই জানা আছে ওর। কোটিপতিও এর ভয় দেখিয়েছিল ওকে। ভয়ঙ্কর লোক হিসাবে আশপাশে খ্যাতি রয়েছে শবারের।

'হ্যাঁ, মি. হলিস্টারের র‍্যাঞ্চে যাচ্ছিলাম,' অজান্তে কেঁপে উঠল জো-র কণ্ঠ।

'এর আগেও একবার ওর সঙ্গে দেখা করেছ তুমি,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল শবার। 'রেডরকে। ঠিক চারদিন আগে।'

নিরুত্তর থাকল জো। বলবেই বা কী? বুকে ঝড় বইছে। এমন মহা বিপদে পড়বে জানলে ঘুণাক্ষরেও হলিস্টারের দুই নাতনিকে খুঁজে বের করার দুঃসাহস করত না। ভয়ঙ্কর কিছু মানুষের সঙ্গে ওর চলাফেরা করতে হচ্ছে—জ্যাক ফ্রোম, অচেনা লোকটা, আর এখন উইল শবার...কারও চেয়ে কেউ কম সরেস নয়।

'তোমার কাছে কয়েকটা বিষয় জানার ছিল,' আমুদে স্বরে বলল উইল শবার, ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি ঝুলছে। 'রেডরকে যেদিন গেছ তুমি, ট্রেইলে আমার দু'জন লোক খুন হয়েছিল। বাউডি আর লেবেট।'

'আমার সাথে এমন কারও দেখাই হয়নি,' দৃঢ় স্বরে বলার চেষ্টা করল জো।

'কিন্তু তারপরও খুন হয়েছে ওরা!'

'আমি কিছুই জানি না!'

নিষ্ঠুর হাসি খেলে গেল শবারের ঠোঁটে, চোখে জ্বলন্ত চাহনি। 'মানছি বাউডিকে খুন করার হিম্মত নেই তোমার। আমি জানতে চাই তোমার সঙ্গের সেই লোকটা কে যার হাতে ওরা খুন হলো?'

'আমি জানি না!'

'নিশ্চয়ই এটাও জানো না যে ওই একই লোক জেফের দুই নাতনিকে খুঁজতে বেরিয়েছে?'

শিরদাঁড়ায় শীতল ঘামের অস্তিত্ব অনুভব করল জো। এমনিতে চটপটে সে, অথচ এখন দুনিয়ার ভয় আর আড়ষ্টতা ভর করেছে জিভে। তোতলামিতে পেয়ে বসল। 'আ-আমি জ-জানি না!'

খ্যাকখ্যাক করে হেসে উঠল শবারের তিন সঙ্গী। পুরোটাই জো মিলারের অভিনয় মনে করে দারুণ মজা পাচ্ছে ওরা।

ইতোমধ্যে ঘটনা পরিষ্কার হয়ে গেছে জো মিলারের কাছে। ওর বিশ্বাস উইল শবারের দুই স্যাঙাতের হত্যাকারী আর কেউ নয়, সেই খুনেটা। বলেও দিতে পারে, কিন্তু কেউ বোধহয় বিশ্বাস করবে না। যেমন মাথা কুটে বললেও বিশ্বাস করবে না গতকাল খুন হয়ে গেছে দুর্ধর্ষ জ্যাক ফ্রোম। হেল'স হোল থেকে অ্যাঞ্জেলিনাকে নিয়ে বহাল তবিয়তে বেরিয়ে এসেছে ভয়ঙ্কর সেই লোকটা।

অগত্যা চুপ করে থাকল জো।

'একটা কথা, জো,' আলাপী সুরে জানতে চাইল শবার। 'জেফ হলিস্টারকে না-চিনিয়ে তুমি আমাকে চিনিয়ে দিতে পারো না মেয়ে দুটোকে?'

কোন কিছুই গোপন নেই এই লোকের কাছে! এর তাৎপর্য একটাই—উইল শবার আরও বেশি বিপজ্জনক। নিখাদ আতঙ্ক অনুভব করছে জো, মন চাইছে ঘোড়াটা ছুটিয়ে দেয় ঊর্ধ্বশ্বাসে। কিন্তু জানে সফল হতে পারবে না।

'মি. শবার, তোমার কথা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না,' নিরীহ সুরে বলল জো।

'বুঝবে, নিশ্চয়ই বুঝবে! সময় হোক, দেখবে সব মনে পড়ে যাচ্ছে। কর্নেল হিরাম শার্টনের নাম শুনেছ? যুদ্ধের সময় খুব নাম করেছিল। ওঁর কাছ থেকে চাবুক চালানো শিখেছি। বিদ্যেটা বহুদিন ঝালাই করা হয় না।'

আর সময় পাবে না, বুঝে গেছে জো। মরিয়া চেষ্টা চালাল ও. বগলের হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করার প্রয়াস পেল, কিন্তু নিখাদ অসহায়ত্বের সঙ্গে টের পেল কোত্থেকে ছুটে আসা একটা ল্যাসো দুই বাহু সমেত জড়িয়ে ফেলেছে ওকে। এক ঝাঁকিতে ওকে স্যাডল থেকে মাটিতে নামিয়ে আনল শবারের এক সঙ্গী। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল জো মিলার। ঘুণাক্ষরেও টের পেল না ওর দুর্ভোগের শুরু হয়েছে মাত্র।

ছয়

টানা তিন ঘণ্টা ছোটার পর ঘোড়া থামাল কার্ল রিডল। আরও কিছুক্ষণ চলা যেত, কিন্তু আশ্রয় নেওয়ার মত যুৎসই জায়গা নাও পেতে পারে, এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে।

বিপদ কেটে গেছে বলেই হয়তো, স্বস্তি লাগছে ওর, হুইস্কির প্রভাবও হতে পারে। এখন আর আগের মত ক্লান্ত লাগছে না। প্রেয়ারির মুক্ত বাতাসের ভূমিকাও থাকতে পারে, কিংবা মেয়েটার দেওয়া ভেষজ ঔষধের। আসলে কোনটা তা খোঁজার ঝামেলায় গেল না কার্ল, বরং ব্যাপারটা উপভোগ করার বিলাসিতা দিল নিজেকে। কারণ যাই হোক, ভাল লাগছে, চলতে পারছে, এটাই হচ্ছে আসল কথা।

একটা ক্রীকের ধারে থেমেছে ওরা। স্বচ্ছ টলটলে পানি বইছে ক্রীকে। দু'ধারে উইলো, অ্যাসপেন আর স্প্রুসের বন। তেপান্তর পেরিয়ে এই ঘন সবুজ প্রকৃতি দেখে মুগ্ধ হওয়ারই কথা, দেখে চোখ দুটো জুড়িয়ে নিচ্ছে অ্যাঞ্জেলিনা। হেল'স হোল থেকে বেরোনোর সুযোগ খুব কমই পেয়েছে, নামমাত্র কয়েকবার, তাও সঙ্গে মিসেস ফ্রোম বা অন্য কেউ ছিল, প্রকৃতি বা আশপাশে কী আছে দেখার কিংবা উপভোগ করার সুযোগ ছিল না ওর।

সারা গা ধুলোয় মাখামাখি। পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার। স্যাডল ব্যাগ হাতড়ে এক টুকরো সাবান খুঁজে পেল কার্ল, মেয়েটার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'ভয়ের কিছু নেই, চাঁদের আলো ফুটবে একটু পর। রেকি করতে পাহাড়ের ওদিকে যাচ্ছি আমি। বলা যায় না

কেউ হয়তো আমাদের পিছু নিয়ে আসছে।'

ফিল্ড গ্লাস আর রাইফেল হাতে এগোল ও। কী মনে করে থমকে দাঁড়াল। 'শোনো?

'বলো,' উৎসুক ভঙ্গিতে ওর দিকে তাকাল অ্যাঞ্জেলিনা, নিজের স্বাধীনতা উপভোগ করছে। গত এক যুগ এমন একটা বিকাল বা সন্ধ্যা কখনও আসেনি ওর জীবনে। হাড়ভাঙা খাটুনির পরও বকুনি খেতে হবে না, প্রায় এটো খাবার খেতে হবে না, শক্ত খটখটে বিছানায় ঘুমাতে হবে না...

'একটা কথা না-বললেই নয়,' মৃদু স্বরে বলল কার্ল। 'কখনও কখনও অতীতকে মনে রাখতে হয়, আবার কখনও ভুলে যেতে পারলেই মঙ্গল। তোমার ক্ষেত্রে বোধহয় দ্বিতীয়টা ঠিক। আর যাই হোক, জ্যাক ফ্রোম তোমার বাবা বা হেল'স হোলে ছিলে, এমন কিছু বলে ফেলো না কাউকে।'

বাধ্য মেয়ের মত মাথা ঝাঁকাল অ্যাঞ্জেলিনা। হ্যাঁ, ভুলতে ও-ও চায়, কিন্তু জানে ব্যাপারটা এত সহজ হবে না।

কার্ল চলে যেতে ব্যাগ থেকে কাপড় বের করে ঝর্নার দিকে এগোল ও।

বিকালটা ওর কাছে দারুণ লেগেছে। উদ্দাম ছুটে চলার মধ্যে এক ধরনের আনন্দ রয়েছে। উল্টোদিক থেকে ধেয়ে আসা বাতাস চুল এলোমেলো করে দিচ্ছিল, বারবার চোখে-মুখে এসে পড়ছিল অবাধ্য চুল; বড় ভাল লাগছিল অ্যাঞ্জেলিনার। প্রায় অচেনা-অজানা একজন মানুষ, কিন্তু তার উপর নির্ভর করে চলে এসেছে; প্রথমে খানিকটা দ্বিধা হলেও সময় যত গড়িয়েছে ততই মানুষটার উপর নির্ভরতা বেড়ে গেছে। কোথায় যাচ্ছে জানে না ও, কিন্তু সামান্য উদ্বেগও বোধ করেনি, বরং মনে হয়েছে এই মানুষটি পাশে থাকলে নরকে যেতেও দ্বিধা থাকবে না ওর। বিপদ ঝামেলা, ভয় কিংবা কষ্ট...কোনটাই আসবে না।

বড় ভাল লাগছিল অ্যাঞ্জেলিনার, ফেলে আসা তিক্ত জীবনের

কথা ভেবে প্রায়ই আনমনা হয়ে যাচ্ছিল। কত কষ্টই না করেছে, অথচ বিনিময়ে ন্যূনতম সম্মানটুকু পায়নি। সামান্য কারণে ওকে মারধর করেছে, বকুনি দিয়েছে বাপ-মা তুলে, ভুখা রাত কাটাতে বাধ্য করেছে...

এখন অবশ্য অত খারাপ লাগছে না। মুক্তির আনন্দ ওর সারা সত্তা জুড়ে। এই অদ্ভুত মানুষটা ওকে দৈত্যপুরী থেকে ছিনিয়ে এনেছে। মানুষটার প্রতি তাই কৃতজ্ঞতার শেষ নেই অ্যাঞ্জেলিনার। বুঝতে পারছে সারা পৃথিবীতে আত্মীয় বা শুভাকাঙ্ক্ষী বলতে অন্তত একজন আছে—কঠিন চেহারার স্বল্পভাষী এই যুবক। ওর সমস্ত দায়িত্ব স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছে সে।

হেল'স হোলে থাকার সময় কখনও কখনও মাঝরাত পর্যন্ত কষ্টে কাঁদত অ্যাঞ্জেলিনা, হাহাকার করত ওর বুকের ভিতরটা, ঈশ্বরের কাছে মৃত্যু প্রার্থনা করত। ঈশ্বরের উপর অভিমানও হয়েছিল কেন দুর্ভোগ শেষ হয় না, কেন ওকে স্বর্গে নিয়ে যান না তিনি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে, ঈশ্বরের ইচ্ছে ছিল অন্যরকম। তিনি এক আগন্তুককে পাঠাবেন বলেই ওকে ধৈর্য ধরতে হয়েছে। বেপরোয়া দুর্ধর্ষ এক যুবক পাষাণপুরী থেকে উদ্ধার করেছে ওকে, নিয়ে যাচ্ছে সুন্দর এক পৃথিবীতে, যেখানে আর দশটা মেয়ের মত সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে পারবে ও।

*

ঝাড়া মিনিট বিশেক ধরে চারপাশ তন্নতন্ন করে খুঁজল কার্ল রিডল, নিশ্চিন্ত হলো ধারে-কাছে কেউ নেই। কেউ অনুসরণ করেনি ওদের।

মাথায় এক রাশ দুশ্চিন্তা ওর। অ্যাঞ্জেলিনাকে নিয়ে ভাবছে। অনেক কিছু ওকে শিখিয়ে নেওয়া দরকার। জেফারসন হলিস্টার যদি জানতে পারে এই মেয়ে হেল'স হোলে ছিল, হয়তো হার্টফেল করবে বুড়ো, বিশেষ করে জ্যাক ফ্রোমের কথা জানতে পারলে। অ্যাঞ্জেলিনার জানা দরকার আসলে কী পরিচয় ওর। এখনই বলে

দিতে পারত, সেক্ষেত্রে ঘাবড়ে যাবে মেয়েটা, হয়তো হুট করে পালিয়ে যাবে কোন দিকে।

তাই ওকে মানসিক প্রস্তুতির সময় দিচ্ছে কার্ল। সুযোগ পেলে সহজ করে বুঝিয়ে দেবে। অ্যাঞ্জেলিনার আচরণ বা কথাবার্তাও সংশোধন করা দরকার। শুদ্ধ বলতে পারে না বললেই চলে, এক ধরনের আড়ষ্টতা থাকে সবসময়। আচরণে বনেদী একজন লেডির ছাপ নেই। পোশাক তো নেই-ই। সময় লাগবে ওগুলো শিখতে।

জেফ হলিস্টারের সামনে অ্যাঞ্জেলিনাকে উপস্থিত করার আগে যথেষ্ট খাটুনি যাবে ওর, বুঝতে পারছে কার্ল। যতটা সম্ভব ঘষে-মেজে নিতে হবে মেয়েটাকে।

ক্যাম্পে ফিরে এসে রান্নার আয়োজনে বসল কার্ল। সঙ্গে যৎসামান্য খাবার যা আছে তাতে চলে যাবে আজ রাতটা। কাল লোকালয়ে পৌঁছে যাবে ওরা। খাবার নিয়ে সমস্যা হবে না তখন।

মেয়েটা এখনও ফেরেনি। সম্ভবত এই প্রথম নিরবিচ্ছিন্নভাবে অনেকটা সময় একা কাটানোর সুযোগ হয়েছে অ্যাঞ্জেলিনার, চুটিয়ে উপভোগ করছে মুক্তির আনন্দ। এটাই স্বাভাবিক।

নিজের জন্য বেডরোল ছাড়াও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে অ্যাঞ্জেলিনা। চিরুনি, আয়না, মামুলি প্রসাধন...ইত্যাদি।

সন্ধ্যা থেকে এটা-ওটা নিয়ে আলাপ করছে অ্যাঞ্জেলিনা, যখন যেটা মনে আসছে জানতে চাইছে। খাওয়া সেরে যার যার বেডরোলে পা গুটিয়ে বসল ওরা, শরীর জড়িয়ে নিয়েছে কম্বলে। বেশ শীত পড়ছে। একটু দূরে জ্বলতে থাকা আগুনটা যে খুব উষ্ণতা বিলাচ্ছে তা নয়, বরং ঘোড়া দুটোর নিরাপত্তার জন্য ওই আয়োজন, নইলে কয়োট বা ক্যুগার জ্বালাতন করবে সারারাত।

হেল'স হোলে কেমন জীবন কাটিয়েছে অ্যাঞ্জেলিনা, ইতোমধ্যে জানা হয়ে গেছে কার্লের। বলেছে গরম পানিতে জীবনে ক'বার গোসল করেছে, বছরে ক'টা কাপড় পেত, কয় বেলা পেট পুরে খাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে...

আলাপের ফাঁকে জেফারসন হলিস্টারের গল্প করল কার্ল, তারপর একসময় জানিয়ে দিল অ্যাঞ্জেলিনা আসলে কোটিপতির হারিয়ে যাওয়া নাতনি, এবং একটা বোনও আছে ওর। তার পরিচয় জেনেছে কার্ল। দু'জনকে উদ্ধার করার জন্য হেল'স হোলে গিয়েছিল ও। কোটিপতি বুড়োর সম্পদ আর অভিজাত জীবন সম্পর্কে অ্যাঞ্জেলিনাকে একটা ধারণা দিল।

নীরব বিস্ময় নিয়ে শুনে গেল অ্যাঞ্জেলিনা, একেবারে গম্ভীর হয়ে গেছে। ঠায় বসে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর শিউরে উঠল। পাহাড় থেকে ধেয়ে আসা ঠাণ্ডা বাতাস না কার্লের বলা গল্পের চমৎকারিত্ব–কোন্‌টার কারণে বোঝা গেল না।

চাঁদ উঠেছে আকাশে, মায়াবী আলো উপচে পড়ছে প্রেয়ারিতে। দূরে চাঁদের উদ্দেশে ফরিয়াদ জানাল একটা কয়োট। চমকে পাহাড়ের দিকে তাকাল অ্যাঞ্জেলিনা, তারপর বেডরোল ছেড়ে আগুনের কাছে গিয়ে বসল। দু'হাত বাড়িয়ে দিল উষ্ণতার আশায়। সোনালি চুলে আগুনের কোমল আভা ঝিলমিল করছে, দূর থেকে দেখল কার্ল।

'মি. হলিস্টারের ওখানে আমি যাব না,' অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল মেয়েটা।

উঠে বসল কার্ল। 'কেন যাবে না?'

'জানি না,' দু'হাতে মুখ ঢাকল অ্যাঞ্জেলিনা।

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কার্ল, মেয়েটির চিন্তা-ভাবনা বোঝার চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুই ঢুকল না মাথায়। কারণ যাই হোক, ওর বোধগম্যের বাইরে। মেয়েমানুষ এমনিতে ওর কাছে রহস্যময়, আর এই মেয়েটা অন্য দশজনের মত নয়–ওর চেনা-জানা মেয়েদের চেয়ে ভিন্ন ধাতে গড়া, ভিন্ন পরিবেশে মানুষ হয়েছে। চেনা মানুষদের সঙ্গে এর আচরণ বা চিন্তা-ধারা যে মিলবে না, এটাই স্বাভাবিক।

'বেশ, ইচ্ছে না-হলে যাবে না,' দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বলল

কার্ল, বেডরোলে বিছিয়ে দিল ক্লান্ত দেহ। রাত কম হয়নি। ভোরে ছোটার আগে যতটা সম্ভব বিশ্রাম নেওয়া উচিত।

ফ্যাকাসে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল ও কিছুক্ষণ, মনে মনে অ্যাঞ্জেলিনার মানসিকতা বোঝার প্রয়াস পেল, কিন্তু কাজ হলো না। ঝিমুনি লাগছে, ক্লান্তিতে বন্ধ হয়ে আসছে দু'চোখ। খসখস শব্দে চোখ মেলে তাকাল ও, দেখল আগুনে কয়েকটা কাঠি যোগ করেছে অ্যাঞ্জেলিনা।

'ঘুমিয়ে পড়ো,' মৃদু স্বরে বলল ও। 'সকালে উঠেই রওনা দিতে হবে।'

'কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে?' কাঁপা স্বরে জানতে চাইল অ্যাঞ্জেলিনা, শঙ্কা লুকাতে পারেনি।

'তুমি কোথায় যেতে চাও?'

'তোমার সঙ্গে নেবে আমাকে? আর কেউ তো নেই আমার।'

'ঠিক আছে। এবার লক্ষ্মী মেয়ের মত ঘুমিয়ে পড়ো।'

ছোট্ট করে মাথা কাত করল অ্যাঞ্জেলিনা, আগুনে আরও দুটো কাঠি যোগ করে শুয়ে পড়ল। শোওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়েও পড়ল।

*

সূর্য যখন পশ্চিমাকাশে হেলে পড়েছে, তখন রেনেতায় প্রবেশ করল ওরা। তিনটা কারণে শহরে এসেছে কার্ল। এক: অ্যাঞ্জেলিনার জন্য নতুন কিছু কাপড় কিনতে হবে, দুই: একটা বাকবোর্ড ভাড়া করতে হবে, এবং তিন: ডরোথির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে।

শহরের শুরুতে উঁচু রিমের কাছাকাছি এসে অ্যাঞ্জেলিনার রোয়ানটাকে ছেড়ে দিয়েছে। জ্যাক ফ্রোস্টের ব্র্যান্ড আছে ঘোড়াটায়, ওটা নিয়ে শহরে ঢোকা বিপজ্জনক হতে পারে ভেবে দু'জনে একই ঘোড়ায় চেপেছে। কার্ল আশা করছে পথ চিনে নিজস্ব ডেরায় ফিরে যেতে পারবে ঘোড়াটা। অবশ্য না-ফিরলেও বা কী?

প্রথমে দর্জির দোকানে ঢুকল ওরা। ভেলভেট আর রেশমি

কাপড়ের ফরমাশ দিল। খুব বেশি দামী নয়, কিন্তু এগুলোই অ্যাঞ্জেলিনার জন্য অনেক দামী। খুশিতে চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল মেয়েটার। ঢিলেঢালা কাপড়গুলো অ্যাঞ্জেলিনার সাইজে আনতে সামান্য মেরামতের প্রয়োজন।

মেয়েটিকে ওখানে রেখে বেরিয়ে এল কার্ল। আস্তাবলে গিয়ে দু'দিনের জন্য একটা বাকবোর্ড ভাড়া করল, তারপর মুদি দোকান থেকে প্রয়োজনীয় সাপ্লাই কিনল। গল্প করার ফাঁকে দোকানির কাছ থেকে ডরোথির ঠিকানা জেনে নিল। মালপত্র বাকবোর্ডে রেখে দ্রুত পা চালিয়ে সেলুনের দিকে এগোল ও।

সুইং ডোর খুলে ভিতরে প্রবেশ করল কার্ল, পলকের নজরে দেখে নিল ভিতরটা। বেশ পরিসর, সুবিন্যস্ত আয়োজন। এক পাশে ড্যান্স ফ্লোরে বিশাল পিয়ানোর পিছনে বসে আছে অপরূপা একটি মেয়ে। বড়জোর বাইশ-তেইশ হবে বয়স। চোখ ধাঁধানো সুন্দরী। চেহারার আদল দেখে বোঝা গেল মেয়েটা অ্যাঞ্জেলিনার বোন না হয়ে যায় না, দারুণ মিল রয়েছে দু'জনের মধ্যে। রেশমি কারুকাজ করা সাটিনের লাল টকটকে ব্লাউজ, সোনালি চুল আর কালো ভেলভেটের লম্বা স্কার্টে অপূর্ব লাগছে মেয়েটিকে।

বড়জোর পাঁচ-ছয়জন খদ্দের রয়েছে সেলুনে। বেশিরভাগ গোবেচারা টাইপের কাউহ্যান্ড বা ভবঘুরে। এক পাশে পোকার টেবিল রয়েছে, তবে কেউ খেলছে না। সলিটেয়ার খেলছে ছুঁচো চেহারার ডিলার লোকটা।

কাউন্টারের কাছে চলে এল কার্ল, একটা টুলে বসে বিয়ারের ফরমাশ দিল।

দড়াম করে খুলে গেল সেলুনের দরজা। অন্যদের মত ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল না কার্ল, বরং বিয়ারের গ্লাস থেকে মনোযোগ না-সরিয়ে আড়চোখে বারের পিছনে দেয়ালে লাগানো আয়নার দিকে তাকাল। সুঠামদেহী এক লোক ঢুকেছে. চেহারা দেখেই বোঝা যায় ঝামেলাবাজ।

গায়ে পড়ে লাগার জন্য কিছু মানুষের পয়দা হয় পৃথিবীতে। পশ্চিমের ছোট্ট শহর রেনেতায় তেমনই একজন হ্যান্স ভার্ডন। জুয়ার আড্ডার কমিশন নেওয়া, দুর্বলের উপর পেশির শক্তি দেখানো আর ডরোথির মত সুন্দরীদের বিরক্ত করাই ওর স্বভাব।

ভিতরে ঢুকে কোমরে হাত রেখে চারপাশে দৃষ্টি চালাল সে, ভাবখানা যেন সেলুনের মালিক এসেছে, দেখে নিচ্ছে সবকিছু ঠিকঠাক আছে কি-না। ডরোথির উপর চোখ পড়তে সরু ঠোঁট বাঁকিয়ে শিস বাজাল, ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল, তারপর মেঝেয় খটখট শব্দ তুলে কাউন্টারের দিকে এগিয়ে এল। বুটে কাদা লেগে ছিল, মেঝেয় কাদা-মাখা বুটের ছাপ পড়ল।

বারটেন্ডার বোধহয় কারও জন্য গ্লাসে পানীয় নিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তার হাত থেকে খপ করে গ্লাসটা কেড়ে নিল ভার্ডন, এক ঢোকে পুরোটা পেটে চালান করে দিয়ে এমন হাসি উপহার দিল যেন মহৎ একটা কাজ করেছে এইমাত্র।

হ্যান্স ভার্ডন এখানে নিয়মিত চরিত্র, প্রায় সবাই জানে তার সম্পর্কে। ফাউ হুইস্কি খেয়ে ফেলার পরও বিকার দেখা গেল না বারটেন্ডারের মুখে। ভার্ডন বোধহয় চাচ্ছিল কেউ প্রতিবাদ করুক, বারটেন্ডার বা অন্য কেউ; কিন্তু আদপে কোন খদ্দের বা অন্যরা ভ্রূক্ষেপই করছে না। রেগে গিয়ে ধাঁই করে কাউন্টারে একটা কিল বসিয়ে দিল সে, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে এক এক করে সবাইকে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল। পিয়ানো বাজাতে ব্যস্ত ডরোথির উপর চোখ পড়তে অশ্লীল ভঙ্গিতে আবার শিস বাজাল সে, তারপর খটখট শব্দ তুলে এগোল ড্যান্স ফ্লোরের দিকে।

'শুয়োরের বাচ্চা!' নিচু স্বরে পিছন থেকে গাল দিল বারটেন্ডার।

হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল পিয়ানোর সুর। ড্যান্স ফ্লোরে চলে গেছে ভার্ডন, ঠিক ডরোথির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কুৎসিত হাসি তার ঠোঁটের কোণে।

'বিয়ে না-করে মিলারের সঙ্গে আর কয়টা রাত কাটাবে, সুন্দরী?' কাটা কাটা স্বরে জানতে চাইল ভার্ডন।

চড়টা আসতে দেরি হলো না। ঠাস্ করে পড়ল ভার্ডনের গালে। পুরো সেলুন স্তব্ধ হয়ে গেল, একটা পিন পড়লেও শব্দ শোনা যাবে। সবার মনে শঙ্কা–বিশ্রী একটা ঘটনা দেখতে হবে।

কিন্তু ঘটনা ঘটার আগেই বাধ সাধল অচেনা এক যুবক।

'মিস্টার!'

ডাক শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ভার্ডন, ত্যক্ত হয়েছে। পলকের দেখায় বুঝে ফেলল আগে এই লোককে পেরিয়ে যেতে হবে, নইলে ইজ্জত থাকবে না। তাতে অবশ্য ক্ষতি নেই, আনমনে ভাবল সে, বরং বেয়াদবটাকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে ওর কর্তৃত্ব এবং ওজনও বেড়ে যাবে। লোকটার জন্য করুণা হচ্ছে। আহা রে, নারীর অসম্মান দেখে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে! ঘুণাক্ষরেও জানে না এজন্য চরম মাশুল দিতে হবে। বেদম মার খেলে টের পাবে অন্যের ব্যাপারে নাক গলানোর মজা।

না-জানি কোত্থেকে এসেছে! কিন্তু একটা ব্যাপার নিশ্চিত জানে ভার্ডন, ব্যাটা আজরাইলের ডাক পেয়েছে।

'তুমি কে হে?' খেঁকিয়ে উঠল ভার্ডন।

'তোমার মতই বেজন্মা, তবে মেয়েমানুষের সামনে বাহাদুরি দেখাই না,' শান্ত, নির্লিপ্ত স্বরে জবাব দিল কার্ল।

'আমাকে চেনো তুমি?'

'নিশ্চয়ই চিনি। তোমার মত কয়েকটাকে পাঠিয়েও দিয়েছি।'

'কোথায়?'

'ওদের কাছে যাবে নাকি? নরকে।'

মুহূর্তে বদলে গেল ভার্ডনের চেহারা, রাগে কুৎসিত হয়ে গেছে। জ্বলে উঠল চোখজোড়া। শরীরের পাশে ঝুলছে দু'হাত, হোলস্টারের কাছাকাছি। বরাবরের মত সেলুনে ঢোকার আগেই ফিতা সরিয়ে দিয়েছে।

ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে কার্ল, হ্যান্স ভার্ডনের চোখে চোখ। বিদ্রূপ আর তাচ্ছিল্য ওর চাহনিতে। উস্কে দিতে চাইছে না কার্ল, বরং চায় ভার্ডন পিছিয়ে যাক। তা হলে অযথা খুনখারাবিতে জড়িয়ে পড়তে হবে না।

কার্ল যত এগোল, ততই ভড়কে গেল হ্যান্স ভার্ডন। পিছিয়ে যেতে উদ্যত হলো সে, দু'জনের মধ্যে দূরত্ব বাড়াতে চায়, কিন্তু পাছে কাপুরুষত্ব প্রকাশ পেয়ে যাবে বলে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হলো।

ভার্ডনের সমস্যাটা কোথায় বুঝতে পারছে কার্ল। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত নয় সে, জানে প্রতিদ্বন্দ্বী দূরে থাকাই নিরাপদ। অল্প রেঞ্জের ডুয়েলে বেশিরভাগ সময় দু'জনেই গুলিবিদ্ধ হয় বা মারা পড়ে।

আরও কয়েক পা এগোল কার্ল।

এবার সত্যি সত্যি নার্ভাস বোধ করল ভার্ডন। ঢোক গিলল সে, কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল। মনের ভাবনা এখন আর চেপে রাখতে পারছে না, মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। জুত হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল সে, পা ফাঁক করে রেখেছে, হোলস্টার ছুঁইছুঁই করছে ডান হাত।

দুর্বল চরিত্রের মানুষের ক্ষেত্রে যা হয়–মরিয়া চেষ্টায় পিস্তল তুলে নেয়, ওদের ধারণা এটাই সমুচিত জবাব। ঠিক তাই করতে যাচ্ছে হ্যান্স ভার্ডন।

বিদ্যুৎ খেলে গেল লোকটার হাতে। কার্ল জানত এমন কিছু হবে, তাই সময়মত তৎপর হয়েছে। ভার্ডনের চোখের চাহনি বদলে যেতে ঝটিতি আগে বাড়ল ও, দু'জনের মধ্যকার দূরত্বটুকু নিমেষে পেরিয়ে এল। একইসঙ্গে জবর ঘুসি চালাল, ভার্ডনের নাকে গিয়ে ল্যান্ড করল ওটা। থ্যাচ করে শব্দ হলো, রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষায় থাকা সেলুনের সমস্ত দর্শক শব্দটা স্পষ্ট শুনতে পেল।

পিছনে ঝাঁকি খেল ভার্ডনের দেহ, টলমল পায়ে সামলে নিল

সে। বিদ্যুৎ গতিতে এল দ্বিতীয় আঘাত। সবুট লাথি হাঁকাল কার্ল। পিছনে হেলে পড়ায় হাঁটুয় না-লেগে সামান্য উপরে লাগল লাথিটা, কিন্তু তাতেই কাজ হয়ে গেল। আর্ত চিৎকার করে জায়গায় বসে পড়ল ভার্ডন, যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত হয়ে গেছে। পিস্তল বের করার চেষ্টায় অনেক আগেই ইস্তফা দিয়েছে।

হাত বাড়িয়ে ভার্ডনের চুল খামচে ধরল কার্ল, ডান হাঁটু উঠিয়ে এনে লোকটার চিবুকে আঘাত করল। অঁক করে বিজাতীয় একটা আওয়াজ করল সে, অসহায় শিকারে পরিণত হয়েছে। পাল্টা মার দেবে কি, নিজেকে সামলে নেওয়ার ফুরসতই পাচ্ছে না।

চাইলে পিস্তলের বাঁট দিয়ে বাড়ি মেরে লোকটাকে অজ্ঞান করে দিতে পারে কার্ল, কিন্তু ওর ইচ্ছে অন্যরকম। খানিকটা শিক্ষা পাওয়া উচিত হ্যান্স ভার্ডনের, নইলে শিগ্‌গিরই আবার চড়াও হতে শুরু করবে অন্যদের উপর।

আরও মিনিট খানেক হাত আর পায়ের ব্যবহার দেখাল কার্ল, তারপর ছেড়ে দিল ভার্ডনকে। সংজ্ঞাহীন দেহটা লুটিয়ে পড়ল সেলুনের মেঝেয়। বীভৎস চেহারা হয়েছে ভার্ডনের। নির্বিকার মুখে কাউন্টারে আগের জায়গায় চলে এল কার্ল, আধ-খাওয়া বিয়ারের গ্লাস তুলে চুমুক দিল।

নিস্তব্ধ সেলুন এইমাত্র ঘটে যাওয়া ঘটনার বিস্ময় হজম করছে। কেউ কিছু বলছে না, চেপে রাখা নিঃশ্বাস ধীরে ধীরে ছাড়ল। মিনিট খানেক পর স্বাভাবিক হয়ে গেল পরিবেশ, একসঙ্গে সবাই কথা বলায় মৃদু শোরগোল উঠল। নিজের টুলে বসেছে ডরোথি, কিন্তু এখনও রিডে হাত দেয়নি। আগন্তুকের দিকে ওর দৃষ্টি।

শূন্য গ্লাস নামিয়ে রাখল কার্ল, দৃষ্টি তুলতে দেখল সামনে দাঁড়িয়ে আছে বারটেন্ডার। লোকটার চোখে-মুখে পরিতৃপ্তি আর সন্তুষ্টি। 'ধন্যবাদ, মিস্টার,' ফিসফিস করে বলল সে। 'হারামীটা বহুত জ্বালিয়েছে! ওকে মার খেতে দেখে সব দুঃখ ভুলে গেছি।'

উত্তরে স্মিত হাসল কার্ল। পকেট থেকে কয়েন বের করল।

'ড্রিঙ্কটা সৌজন্যমূলক মনে করলে খুব খুশি হব,' অনুনয় ঝরে পড়ল লোকটার কণ্ঠে। 'প্লীজ!'

মাথা ঝাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল কার্ল। ড্রিঙ্কের চাহিদা শেষ যখন, এবার চলে যেতে পারে। অ্যাঞ্জেলিনা নিশ্চয়ই অপেক্ষায় থেকে অধৈর্য হয়ে পড়েছে। আজকের আগে বোধহয় কোন শহরে যায়নি মেয়েটা, স্বভাবতই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বে।

ডরোথির দিকে তাকাল কার্ল, বিস্ময়ের সঙ্গে দেখল এজন্যই অপেক্ষা করছিল মেয়েটি। চোখের ইশারায় ওকে ডাকল সে।

মৃদু পায়ে এগিয়ে গেল ও, ড্যান্স ফ্লোরে উঠে পিয়ানোর সামনে চলে গেল।

'ধন্যবাদ, মিস্টার...' কৃতজ্ঞ স্বরে বলল ডরোথি।

'কার্ল রিডল।'

'ধন্যবাদ, মি. রিডল!' প্রাণখোলা হাসল ডরোথি, তারপর নিচু স্বরে বলল, 'আবার কি দেখা হতে পারে আমাদের?'

প্রস্তাবটা ডরোথির পক্ষ থেকে আসায় খুশি হলো কার্ল, নইলে হয়তো ডরোথির সঙ্গে কথা বলার জন্য ঝামেলা পোহাতে হত। 'বেশ তো।'

'ঘণ্টা খানেক পর আমার ছুটি হবে। সাপারটা আমার ওখানে করলে খুশি হব,' নির্জলা আন্তরিকতা মেয়েটির কণ্ঠে। 'শহরের শেষ মাথায় ক্যারাভান দেখতে পাবে। বড় ওয়্যাগনটা আমার।'

'ইয়ে...আমার সঙ্গে যে আরেকজন আছে!'

'অসুবিধা নেই! ওকেও নিয়ে এসো।'

*

দর্জির দোকানে এসে অ্যাঞ্জেলিনাকে দেখে বিষম খাওয়ার দশা হলো কার্লের। মাত্র একটা কাপড় আমূল বদলে দিয়েছে মেয়েটিকে। আকর্ষণীয়, মোহময়ী ও অপূর্ব লাগছে। পরিবর্তনটা অ্যাঞ্জেলিনাও টের পেয়েছে। কার্লের মুগ্ধ চাহনি ওর দৃষ্টি এড়ায়নি।

মনে মনে খুশি হলো।

অনুভূতিটা ওর জন্য নতুন। আজকের আগে জানত না কারও বাহ্যিক চেহারা বা পোশাকে অন্য কেউ চমৎকৃত হতে পারে, এবং পরিণতিতে নিজেও আত্মতৃপ্তি পেতে পারে। জীবনের এসব সূক্ষ্ম অনুভূতি অজানা ছিল ওর, তাই এর প্রভাবটা হলো অভূতপূর্ব। আনন্দে চোখ ভিজে গেল। চেষ্টা করল নিজেকে সামলে নিতে, কিন্তু সফল হলো না। এক যুগের কঠিন রুক্ষ জীবনযাপনের পর এই দুটো দিনে ছোট ছোট আবেগময় ঘটনা ঘটছে, আর প্রতিটি ওর সারা সত্তায় দোলা দিয়ে যাচ্ছে।

জীবন বড় অদ্ভুত! কত বিচিত্র!

সবিস্ময়ে অ্যাঞ্জেলিনাকে দেখছিল কার্ল, মেয়েটির হঠাৎ আবেগতাড়িত হওয়ার কারণ বোধগম্য হচ্ছে না ওর। শেষে চেষ্টায় ইস্তফা দিয়ে দোকানির দিকে ফিরল, দাম চুকিয়ে বেরিয়ে এল দোকান থেকে।

বাইরে পোর্চে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট রোল করল ও। দুই বোনকে নিয়ে ভাবছে। বেশ দ্রুতই ঘটছে ঘটনা। ভাগ্যের যথেষ্ট সাহায্য পাচ্ছে কার্ল। একটু বেশি বলা চলে। দুই বোন যখন মুখোমুখি হবে এবং পরস্পরের পরিচয় জানতে পারবে–দৃশ্যটা কল্পনা করল। কেমন লাগবে ওদের? প্রাথমিক উচ্ছ্বাস শেষে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদবে, নাকি স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থেকে চমক হজম করবে? কত বিচিত্র অনুভূতি ক্রিয়া করবে মনে! আগাম অনুমান করা কঠিন। কখনও কখনও বিস্ময় সইতে পারে না মানুষ, মেনেও নিতে চায় না। ওদের ক্ষেত্রে তা হবে না তো?

'চলো!' পাশে অ্যাঞ্জেলিনার উৎফুল্ল স্বরে সংবিৎ ফিরে পেল কার্ল।

রাতটা শহরে কাটানোর ইচ্ছে ছিল কার্লের, কিন্তু মেয়েদের থাকার মত কোন হোটেল বা বোর্ডিং হাউস দেখতে পায়নি। ভরসাও পাচ্ছে না। এখানে থাকার চেয়ে বরং গতরাতের মত

খোলা আকাশের নীচে ঘুমানোই ভাল। শহর থেকে একটু দূরে সরে গেলে হবে, তা হলে সেলুনের কোলাহল ওদের বিরক্ত করতে পারবে না।

শুধু পোশাক হলে চলবে না, একজন পরিপূর্ণ লেডি হতে টুকিটাকি আরও কয়েকটা জিনিস থাকা লাগে। জেফারসন হলিস্টারের সামনে অ্যাঞ্জেলিনাকে উপস্থিত করার আগে যতটা সম্ভব বনেদী চেহারা দিতে হবে মেয়েটিকে। সেজন্য দু'একটা অলঙ্কার, বাহারী হ্যাট, পার্স, জুতো...সবই দরকার।

'চলো,' পাশ ফিরে ফুটপাত ধরে এগোল কার্ল।

'কোথায় যাবে?'

'আরও কয়েকটা জিনিস কিনতে হবে। ওগুলো পেলে ভাল লাগবে তোমার।'

আগ্রহ ভরে অনুসরণ করল অ্যাঞ্জেলিনা। নিজের মধ্যে এই পরিবর্তন ওর মন্দ লাগছে না। কেমন যেন স্বপ্নের মত! ঠিক বিশ্বাস হয় না। দর্জির দোকানে আয়নায় নিজেকে দেখে নিজেই অভিভূত হয়ে পড়েছিল। সন্দেহ হয়েছিল হয়তো ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছে, কিন্তু চিমটি কেটে সন্দেহ নিরসন করেছে।

সত্যি ঘটছে সব, শেষে পুলকের সঙ্গে উপলব্ধি করেছে ও। এই বদলে যাওয়া, মুক্ত জীবন, নতুন পোশাক, স্বতঃস্ফূর্ততা...সবই একজন মানুষের কল্যাণে। সবকিছুর সঙ্গে অ্যাঞ্জেলিনার মনে দুর্ভাবনাও জুড়ে বসেছে–কীভাবে এই মানুষটার ঋণ শোধ করবে?

কার্ল রিডলের মত সদয়, হৃদয়বান এবং সাহসী মানুষ খুব কমই দেখেছে ও। দেখার সুযোগও হয়নি। ছেলেবেলার প্রায় সমস্ত স্মৃতি অস্পষ্ট। হেল'স হোলে থাকার সময় নোংরা মানুষদের দেখতে হত। তাদের কাছে কার্লের মত সদয় আচরণ প্রত্যাশা করা দূরে থাক, বরং মানুষ যে জ্যাক ফ্রোমদের চেয়ে অন্যরকমও হতে পারে এটাই জানা ছিল না অ্যাঞ্জেলিনার। ওর ধারণা ছিল পৃথিবীর তাবৎ মানুষই এমন–রুক্ষ কঠিন জীবনে অভ্যস্ত, স্বার্থপর,

শান্তি

বদমেজাজী এবং সংঘর্ষপ্রিয়। পান থেকে চুন খসলে মারপিট শুরু করে, সামান্য কারণে একজন আরেকজনকে মেরে ফেলে।

*

শহরের শেষ প্রান্তে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে চারটা ওয়্যাগন। বড়টায় আলো জ্বলছে। পিছন দিকে পর্দা সরানো বলে চৌকো আলো এসে পড়েছে রাস্তায়। ওয়্যাগনের পিছনে বাকবোর্ড থামাল কার্ল, লাফিয়ে মাটিতে পা রাখল। হাত বাড়িয়ে নামতে সাহায্য করল অ্যাঞ্জেলিনাকে।

অস্পষ্ট আলোর মধ্যেও মেয়েটির চোখে জিজ্ঞাসা দেখতে পেল কার্ল, তবে কিছু বলল না। একটু পরেই জানতে পারবে যখন, বাড়তি শব্দ খরচ করার কী দরকার!

দরজার কাছে এসে সাড়া দিল ও।

ওদের অভ্যর্থনা জানাল ডরোথি। সেও সেজেছে। সন্ধ্যার পোশাক বদলে সাদা ব্লাউজ আর গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা স্কার্ট পরেছে। সামান্য প্রসাধন মেয়েটির রূপ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। কার্ল খেয়াল করল গান গাওয়ার সময় এরচেয়ে কম সেজেছিল ডরোথি। পুরুষদের চোখে না-পড়ার চেষ্টা। কার্লের ধারণা, এতে সাফল্যের সম্ভাবনা খুবই কম। মেয়েটি এমনিতে যথেষ্ট আকর্ষণীয়া।

পরস্পরকে দেখল ওরা—কখনও বিস্ময় নিয়ে, কখনও সমীহ আর অনুমোদনের চাহনিতে, কখনও নারীসুলভ কৌতূহল নিয়ে। কারও স্বতঃস্ফূর্ততা যাতে হারিয়ে না-যায়, দ্রুত পরিচয় করিয়ে দিল কার্ল। স্মিত হেসে একে অন্যকে শুভেচ্ছা জানাল ওরা। তবে খানিকটা আড়ষ্ট দেখাল অ্যাঞ্জেলিনাকে, এ-ধরনের সৌজন্যতা ওর শেখা হয়নি। সপ্রতিভ বলে চট করে সামলে নিতেও সময় লাগল না।

টেবিলে খাবার সাজানোই ছিল। গরম সুপ, স্টু, হ্যাম, রুটি, মাংস আর কার্লের জন্য বিয়ার। খিদে থাকা সত্ত্বেও কম খেল

অ্যাঞ্জেলিনা, সম্ভবত এতেই অভ্যস্ত ও। কিন্তু কার্ল বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খেল।

খাওয়ার ফাঁকে গল্প করছে মেয়েরা। দু'জনে না-বলে বরং বলা উচিত ডরোথি বলে যাচ্ছে আর মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনে যাচ্ছে অ্যাঞ্জেলিনা। হেল'স হোলের সীমিত ও আবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে ছিল ওর বসবাস, দুনিয়া সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না; ডরোথি ওর সামনে অন্য এক ভুবন উন্মোচন করেছে। আগ্রহ আর উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে অ্যাঞ্জেলিনার চোখজোড়া। কখনও এটা-সেটা জানতে চাইছে, প্রশ্নগুলো যে খুব বুদ্ধিদীপ্ত তা বলা যাবে না।

বেশিরভাগ সময় নীরবে খেল কার্ল, মেয়ে দুটোকে অন্তরঙ্গ হওয়ার সুযোগ দিচ্ছে। খাওয়ার পর কফির পালা। অ্যাঞ্জেলিনার প্রাথমিক উত্তেজনা শেষ হয়ে যেতে মূল প্রসঙ্গ উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিল ও। 'ডরোথি, ছোটবেলায় তুমি চুরি গেছিলে, মনে আছে?' কফিতে চুমুক দিয়ে জানতে চাইল।

চমকে উঠল মেয়েটি। আয়ত চোখে বিস্ফারিত দৃষ্টি; মুখে কথা যোগাচ্ছে না।

'ছোট্ট একটা বোন ছিল তোমার। দু'বছরের ছোট। ওর নাম ছিল অ্যাঞ্জেলিনা।'

ঘরে যেন বোমা ফেটেছে। বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়ে গেল মেয়ে দুটো, অনড় বসে আছে, অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে একে অন্যের দিকে। ওদের চাহনিতে নানা আবেগের খেলা প্রত্যক্ষ করল কার্ল—আনন্দ, বেদনা, সহানুভূতি, প্রিয়জনকে ফিরে পাওয়ার উচ্ছ্বাস, পরস্পরকে অনুমোদন...

'রল্টদের সঙ্গে তোমাদের পারিবারিক শত্রুতা ছিল। ওদের সঙ্গে সংঘর্ষে মারা যায় তোমাদের মা-বাবা। যুদ্ধ যখন তুমুল, তোমাদের দাদা ভাবল দুই নাতনিকে দূরে সরিয়ে দেওয়া ভাল, কারণ তখন এরাই ছিল তার একমাত্র আত্মীয়। সব ব্যবস্থা করল সে, কিন্তু কীভাবে যেন জেনে গেল রল্টরা। পাল্টা মেয়ে দুটোকে

অপহরণ করার জন্য কুখ্যাত জ্যাক ফ্রোমের বউকে ভাড়া করল ওরা।

'নিরাপদ জায়গায় যাওয়ার পথে অপহৃত হয়ে গেলে তোমরা। পরে কোন কারণে রল্টরা কথা রাখেনি, কিংবা হয়তো এটাই ছিল চুক্তির অংশ–অভিজাত ঘরের দুটো মেয়ে অবহেলার সঙ্গে নিতান্ত সাধারণ পরিবেশে বড় হবে। ফ্রোমের বউ একজনকে বেচে দিল, অন্যজনকে নিজের কাছে রাখল। মেয়ে দুটোর কারও সঙ্গে কারও যোগাযোগ থাকল না। আলাদা আলাদা জায়গায় বড় হলো ওরা।'

সিগারেট রোল করল কার্ল, দুই বোনকে বিস্ময় হজম করার সুযোগ দিচ্ছে। সরে এসে পাশাপাশি বসেছে ওরা, একে অন্যের হাত আঁকড়ে ধরে আছে। মাঝে মধ্যে মুগ্ধতা আর সন্তুষ্টি নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে।

'বউ মরে যাওয়ার পর অ্যাঞ্জেলিনাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল জ্যাক ফ্রোম,' খেই ধরল কার্ল। 'তার আগেই ওকে নিয়ে এসেছি। কী জানো, তোমাদের খুঁজে বের করার দায়িত্ব নিয়েছিলাম আমি। এ-পর্যন্ত অর্ধেক সফল হয়েছি। তোমাদেরকে আসল ঠিকানায় পৌঁছে দিতে পারলে আমার দায়িত্ব শেষ হবে। তোমাদের দাদাও এত বছর পর স্বজনকে ফিরে পেয়ে নিশ্চিন্ত হবে।'

'কে আমাদের দাদা?' তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল ডরোথি।

'জেফারসন হলিস্টার।'

ঝাড়া কয়েক সেকেন্ড কার্লের দিকে তাকিয়ে থাকল মেয়েটি, চোখে নির্জলা অবিশ্বাস। 'ঠাট্টা করছ তুমি!'

'ওখানে গেলেই বুঝবে ঠাট্টা করছি না সত্যি বলছি। হলিস্টার সাম্রাজ্যের দুই রাজকন্যা হয়ে যাবে তোমরা!' শেষ কথাটা হালকা সুরে বলল কার্ল।

নিজের কোলে রাখা হাতের উপর নেমে গেল ডরোথির দৃষ্টি, ভুরু কুঁচকে ভাবল কী যেন। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দ্বৈরথ চলছে ওর মনে, বুঝতে পারল কার্ল।

পকেট থেকে রোল করা ছবিটা বের করে এগিয়ে দিল কার্ল। 'মিলারকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো,' ডরোথির সংশয় দূর করতে শেষ অস্ত্রটা ব্যবহার করল ও। 'আমার ধারণা একই গল্প ওর কাছ থেকে শুনতে পাবে। আর হ্যাঁ, এরকম আরেকটা ছবি ওর কাছেও আছে। জেফারসন হলিস্টার দিয়েছে।' ছবিটা মেলে ধরল কার্ল।

কৌতূহল আর আগ্রহ নিয়ে ছবিটার উপর ঝুঁকে পড়ল দুই বোন।

সাত

অ্যারিজোনার দিনগুলোর কথা প্রায়ই মনে পড়ে উইল শবারের। কর্নেল শাটনের সঙ্গে থেকে অনেক কিছু শিখেছে। বল্গাহীন ফুর্তি, রোমাঞ্চ আর আয়েশের মধ্যে কাটত একেকটা দিন। কখনোই একঘেয়ে বা উত্তেজনাহীন মনে হয়নি। কর্নেল শাটনের সঙ্গে থাকা মানেই নির্মল আনন্দ আর ফুর্তির সুযোগ। কর্নেলের জাতশত্রুও এই কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করবে।

অনেকদিন পর পুরানো বিদ্যা ঝালাই করার সুযোগ পেয়ে খুশি শবার। রক্তে উন্মাদনা জেগেছে ওর, বারবার ভাবছে কীভাবে শুরু করবে, ঠিক কোন্ অবস্থায় শেষ করবে। ব্যাপারটা যত দীর্ঘায়িত হবে ততই মজা পাবে ওরা।

উপত্যকায় পৌঁছে হাত তুলে সঙ্গীদের থামার ইঙ্গিত করল উইল শবার। যাকে নিয়ে এই আয়োজন অর্থাৎ জো মিলারকে একবার আড়চোখে দেখে নিল।

ইতোমধ্যে নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে মিলার। গায়ের সঙ্গে প্রায় লেপ্টে আছে উইল শবারের দুই সঙ্গী একজনের হাতে

ওর ঘোড়ার লাগাম। পাঁচ মাইল দূরে হলিস্টার র‍্যাঞ্চ। খুব একটা দূরত্ব নয়, ভেবে খানিকটা নিশ্চিন্ত হলো জো, নিজেকে সাহস যোগাল, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও জানে না ওকে নিয়ে ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা এঁটেছে উইল শবার।

আশপাশ ভাল করে দেখে নিয়ে নিশ্চিন্ত হলো উইল। যথেষ্ট আড়াল রয়েছে, ধারে-কাছে কেউ নেইও। জো মিলারকে শায়েস্তা করার কাজ নিরুপদ্রবে করা যাবে।

'ওকে নামিয়ে দাও,' হাঙ্ক লুইসকে নির্দেশ দিল উইল।

ল্যাসো ধরে হেঁচকা টান দিতে স্যাডলচ্যুত হলো অভিনেতা। ধপাস করে মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে, একটা পা স্টিরাপে আটকে যাওয়ায় উল্টো টান পড়ল শরীরে। মরার উপর খাঁড়ার ঘা হিসাবে মাটিতে থেঁতলে গেল নাক, গলগল করে রক্ত ঝরতে শুরু করল। নিতান্ত অসহায়ত্বে ফুঁপিয়ে উঠল জো, বুঝে ফেলেছে আপাতত জেফ হলিস্টারের র‍্যাঞ্চে যাওয়া হচ্ছে না। সম্ভবত ওকে বেধড়ক পিটিয়ে ট্রেইলে ফেলে যাবে এরা।

স্যাডলে বসেই ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে দিল লুইস, তারপর জো-র একটা পা ধরে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এল শবারের সামনে। বুটের ডগা দিয়ে ঠেলে মিলারকে চিৎ করল উইল। পকেট হাতড়ে সবকিছু বের করল—রুমাল, কিছু কাগজ, মুদ্রা, দুটো সবুজ নোট, থিয়েটারের টিকেট...এবং একটা লকেট! ওটা উল্টেপাল্টে দেখার পর দু'কান পর্যন্ত বিস্তৃত হলো উইলের হাসি।

'এটা ডরোথির না?' অমায়িক ভঙ্গিতে প্রশ্নটা করল সে, ঘুরে নিজের ঘোড়ার কাছে চলে গেল। স্যাডলব্যাগ হাতড়ে দাড়ি কামানোর একটা ক্ষুর বের করল। সূর্যের আলোয় ঝিলিক মেরে উঠল তীক্ষ্ণধার ফলা। সন্তুষ্ট হলো সে।

পিছমোড়া করে বাঁধা থাকায় ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে জো-র, তবুও উঠে বসল। 'আজকের ঘটনা যদি জেফ হলিস্টার জানতে পারে,' ক্ষুব্ধ স্বরে হুমকি দিল সে। 'তোমার কপালে খারাবি আছে, শবার!'

'তুমি আসলে শুধু ক্লাউনই নও, বোকাও!' হো হো করে হেসে উঠল উইল, সঙ্গে যোগ দিল অন্যরা।

এগিয়ে এসে হাঁটু মুড়ে অভিনেতার সামনে বসল উইল। ঝট করে মেলে ধরল ক্ষুরটা, সূর্যের আলোয় প্রতিফলিত হলো তীক্ষ্ণ ফলা। ভয়ে চোখ বুজে ফেলল জো।

'একটা কথা স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, মিস্টার ক্লাউন, তোমার কাছে কিছু প্রশ্নের উত্তর চাইব। সাফ সাফ জবাব দেবে। দেরি হলে বা ধানাইপানাই করলে কী হবে, সেটা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না? চাইলে দেরি করতে পারো, আপত্তি নেই আমার, বরং খুশিই হব আমরা। বেশ লাগছে তোমার সঙ্গে খুনসুটি করতে!'

কিছু বলল না জো, এখনও চোখ বুজে আছে।

চিবুকের সঙ্গে ক্ষুরের ছোঁয়া বসাল উইল, অভিনেতাকে শিউরে উঠতে দেখে হাসি ফুটল মুখে। আস্তে করে ক্ষুরটা নীচের দিকে নামিয়ে আনল। অস্ফুট শব্দ করল জো, চোখ মেলে দেখতে পেল চিবুক থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

দুই গালে ক্ষুরের কারিশমা দেখাল উইল। রক্তাক্ত দুটো ক্রস চিহ্ন ফুটে উঠেছে। কাপড় সরিয়ে পেট উন্মুক্ত করল সে, তারপর পেটে ক্ষুরের পোঁচ দিয়ে "জোকার" শব্দটা লিখল। অল্পক্ষণের মধ্যে রক্তাক্ত হয়ে গেল অক্ষরগুলো।

ইতোমধ্যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে জো। চেতনা হারানোর আগে সমানে চেঁচাচ্ছিল আর হাত-পা ছুঁড়ছিল, কিন্তু উইলের দুই সঙ্গী চেপে ধরায় ঠায় পড়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে।

অভিনেতা অচেতন হয়ে যাওয়ায় খেপে গেল উইল শবার। এ তো দেখি মেয়েমানুষেরও অধম! এত অল্পতে এই দশা, আসল কাজ শুরু করলে না-জানি কী হবে!

বিশ মিনিট পর জ্ঞান ফিরে পেল জো। চেরা ক্ষতে অসহ্য জ্বলুনি পাগল করে তুলল ওকে। ভয়ানক ক্রোধে মরিয়া হয়ে উঠল সে। ভিতরে ভিতরে প্রতিরোধ স্পৃহা তৈরি হলো।

চুল ধরে ওকে উইলের সামনে বসিয়ে দিল হাঙ্ক লুইস।

'এবার প্রশ্নোত্তরের পালা,' মুখে শয়তানি হাসি ফুটিয়ে বলল উইল। 'শুরু করি, কেমন?'

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল জো, উপলব্ধি করছে নিতান্ত অসহায় ও, কিছুই করার নেই।

'অ্যাঞ্জেলিনা এখন কোথায়?'

চুপ করে থাকল জো। মিনিট খানেক পর উইলকে ক্ষুর তুলতে দেখে দ্রুত বলল, 'আমি জানি না। সত্যি জানি না!'

খরখরে স্বরে হেসে উঠল উইল শবার। গলা খাদে নামিয়ে বলল, 'ডরোথির ঠিকানা ভুলে যাওনি তো? মেয়েটা বিছানায় বেশ খাসা, তাই না?' পরম যত্নে জো-র তলপেট থেকে ক্ষুরটা আরও নীচে নামিয়ে আনল সে, জো-র পৌরুষ ছুঁইছুঁই করছে।

সারা দেহ কেঁপে উঠল জো-র।

'কোথায় পাব অ্যাঞ্জেলিনাকে?' পুনরাবৃত্তি করল উইল।

চোখ থেকে হড়হড় করে জলের ধারা নেমে এল, অজান্তে ঢোক গিলল জো মিলার। 'দাঁড়াও, ভাই! বলছি, একটু সামলে নেওয়ার সময় দাও!'

হতাশ হলো উইল। ভেবেছিল কিছুতে মুখ খুলবে না ক্লাউন, আর সেই অজুহাতে ক্ষুরের শিল্প দেখাতে পারবে। 'আমার ধৈর্য কম, জোকার!' বিদ্রূপ করল ও।

লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিল জো। 'হেল'স হোলে ফ্রোমের আস্তানায় ছিল অ্যাঞ্জেলিনা। গতকাল ভয়ঙ্কর এক লোক এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে ওকে...'

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই হো হো করে হাসতে শুরু করল চারজন। হাসি আর থামে না। বোকার মত তাকিয়ে থাকল জো। বুঝতে পারছে না কথাটা এত অবিশ্বাস করার কী আছে।

'ফ্রোমের আস্তানা থেকে অ্যাঞ্জেলিনাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে এক লোক,' ঠোঁট সরু করে মেয়েলি গলায় কথাটার পুনরাবৃত্তি

করল উইল, শুনে হেসে উঠল তার স্যাঙাৎরা, যেন খুব মজার কৌতুক করেছে বস্। 'তুমি একটা আস্ত আহম্মক, জো মিলার! বললে আর কথাটা বিশ্বাস করব আমরা? জ্যাক ফ্রোমের আস্তানা থেকে কবে কে কোন জিনিসটা ছিনিয়ে আনতে পেরেছে?'

'বিশ্বাস করা না-করা তোমাদের ব্যাপার, কিন্তু নিজের চোখে যা দেখেছি, তাই বলেছি আমি।'

পলকে ক্ষুরটা ঝলসে উঠল উইলের হাতে। ঘ্যাঁচ করে বসিয়ে দিল জো-র অরক্ষিত গলায়। গুঙিয়ে উঠল অভিনেতা। কলকল করে রক্তের স্রোত নেমে আসছে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলত জো, কিন্তু স্রেফ মৃত্যুভয় সচেতন রাখল ওকে। থরথর করে কেঁপে উঠল পুরো দেহ।

'দোহাই তোমার, উইল! বিশ্বাস না-হলে নিজের চোখে গিয়ে দেখে এসো। শকুন ছিঁড়ে খাচ্ছে ফ্রোমের লাশ!'

এবার আর হাসল না সে। বাদামি চোখে রক্ত জমছে একটু একটু করে, ক্রূর একটা হাসি ঝুলছে ঠোঁটের কোণে। নাভির নীচে ক্ষুরটা নামিয়ে আনল সে। 'মিলার, ইচ্ছে করলে মৃত্যুটাকে সহজ করতে পারো তুমি!'

'ঈশ্বরের দিব্যি কেটে বলছি! যিশুর কসম...'

'আবার ধাপ্পা দিচ্ছ!' গর্জে উঠল উইল শবার। ঘ্যাঁচ করে ক্ষুর চালাল সে, মুহূর্তে শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেল জো মিলারের পৌরুষ। করুণ স্বরের তীব্র আর্তনাদটা বাতাস কাঁপিয়ে দিল, এমনকী কঠিন হৃদয়ের হাঙ্ক লুইসও অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে, মুহূর্তে রক্তের একটা পুকুর তৈরি হয়ে গেল জো-র দুই ঊরুর মাঝখানে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে জো, চোখের কোণ বেয়ে অনর্গল অশ্রুধারা বইছে। এখন আর কোন কিছু প্রত্যাশা করছে না, বরং চাইছে যত দ্রুত সম্ভব সবকিছু শেষ হয়ে যাক। তা হলেই বোধহয় শান্তি পাবে ও।

নিরুপায় হয়ে চোখ বুজল অসহায় জো মিলার। মানুষগুলোর উন্মত্ত উল্লাস দেখতে ঘৃণা লাগছে ওর।

*

খাড়া দুপুরে জ্ঞান ফিরে এল জো মিলারের। খুব দুর্বল লাগছে। আর তেষ্টা! তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাওয়ার দশা। কিছুক্ষণ ঠায় পড়ে থাকল ও, শক্তি সঞ্চয় করছে। তারপর উঠতে গিয়ে টের পেল নড়তে পারছে না। পাথুরে চাতালে বেঁধে রাখা হয়েছে ওকে। শুধু হাত নয়, এবার পাও বেঁধেছে শয়তানগুলো।

অক্ষম রাগে চোখে পানি এসে গেল ওর। মানুষ এমন নিষ্ঠুর হতে পারে! উইল শবারের এমন কী ক্ষতি করেছে ও? কেন এই প্রতিহিংসা, বিদ্বেষ আর রক্তপাত? শবারের মত মানুষ না-থাকলে কি দুনিয়া চলত না?

এক চিলতে কাপড়ও নেই ওর দেহে। প্রখর উত্তাপে দরদর করে ঘামছে ও, ঘামের স্পর্শে অনর্গল জ্বলছে ক্ষতগুলো। নাভির নীচে কোন অনুভূতি নেই। উঁহুঁ, অনুভূতি আছে–তীব্র যন্ত্রণা; এতটাই যে অন্য সবকিছু গুরুত্বহীন মনে হচ্ছে। গলায় তীক্ষ্ণ পোঁচ দেওয়ার পরও কীভাবে এখনও বেঁচে আছে, বুঝতে পারছে না জো। সম্ভবত মাংসই কেটেছে বেশি, নইলে এতক্ষণে ঠিক নরকে হাজির হয়ে যেত।

মাথা ঝিমঝিম করছে ওর, ফাঁকা লাগছে বুকের ভিতরটা। মৃত্যুর আগে কি এমন অনুভূতি হয় মানুষের? নিঃশব্দে কাঁদছে ও, অশ্রুর ধারা বইছে চোখের কোণ বেয়ে। পাথুরে মাটিতে পড়া মাত্র শুকিয়ে যাচ্ছে।

ক্ষুর ফেলে চাবুক তুলে নিয়েছে উইল শবার। এই কাজটা খুব উপভোগ করে ও। স্বয়ং ওস্তাদ, অর্থাৎ কর্নেল শাটনও ওর হাতের প্রশংসা না-করে পারেনি।

জো-র বুকের উপর সবুট একটা পা রেখে খানিক অপেক্ষা করল সে, উদ্দেশ্য বন্দিকে আতঙ্কিত করা। কিন্তু সমস্ত অনুভূতির ঊর্ধ্বে চলে গেছে জো, এখন আর কোন কিছুতে কিছু আসে-যায় না ওর।

সপাং করে চাবুক চালাল উইল। দুই পায়ের সন্ধিস্থলের মাংস তুলে নিল চাবুক। কুঁকড়ে গেল জো-র দেহ। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলল প্রলম্বিত আর্তনাদ।

'এখনও সত্যি কথা বলবে না?' উল্লসিত স্বরে জানতে চাইল উইল, সন্তুষ্টির সঙ্গে জো মিলারের আলাদা হয়ে যাওয়া অণ্ডকোষ দুটো দেখল। নিখুঁতভাবে আলাদা হয়ে গেছে, অথচ তলপেট বা ঊরুতে সামান্য আঁচড়ও লাগেনি। সাবাস, নিজেকে বাহ্‌বা দিল সে, এভাবে না-চালালে কি আর চাবুক বলে এটাকে?

'দোহাই তোমার, উইল! সত্যি বলছি আমি...' বিড়বিড় করল জো। 'ডরোথি রেনেতায় আছে। আর অ্যাঞ্জেলিনাকে নিয়ে গেছে সেই লোকটা...'

সপাং করে আবার ঝলসে উঠল চাবুক। তলপেটে কামড় বসাল এবার। গলা ফাটিয়ে আর্তনাদ করল জো মিলার। একটু পর ম্লান হয়ে এল আর্তনাদ, করুণ সুর পেল। মৃদু মৃদু কাঁপছে দেহটা।

আবার চাবুক চালাল উইল শবার। বন্দির আর্তনাদ থেমে গেলে রাগ হয় ওর। নিখুঁত মুন্সিয়ানার সঙ্গে পরপর কয়েকবার চাবুক চালাল, তারপর সন্তুষ্টির চোখে ফলাফল পর্যবেক্ষণ করল। জো মিলারের তলপেটে ছোটখাট একটা গর্ত তৈরি হয়ে গেছে, ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে মূত্রথলি।

এবার শেষ আঘাতটা হানল। ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল মূত্রথলি। ভিতর থেকে বাতাস বেরিয়ে আসার শব্দ হলো। এক ফোঁটা মূত্র নেই, আগেই বেরিয়ে গেছে। মূত্রথলি ফাটার শব্দটা হাসি ফোটাল উল্লসিত শবারের মুখে।

ঘুরে সঙ্গীদের দিকে ফিরল সে, একে একে তিনজনকে দেখল। সবার মুখে সমীহ। এত নিখুঁত কাজ আর দেখেনি ওরা। গর্বে ফুলে উঠল উইলের বুক। মনে মনে আফসোস হচ্ছে—ইশ্‌শ্‌, কর্নেল শাটন যদি ওর কারিশমা দেখত!

আট

সকাল সকাল রওনা দিয়েছে কার্ল রিডল। ওর সঙ্গে অ্যাঞ্জেলিনা রয়েছে। বাকবোর্ডে করে বক্স-এইচে যাচ্ছে ওরা।

এখনই দাদার সামনে উপস্থিত হতে রাজি হয়নি ডরোথি। বেঁকে বসেছিল অ্যাঞ্জেলিনাও, তবে বুঝিয়ে-শুনিয়ে ওকে রাজি করিয়েছে ডরোথি।

অভিনয় কিংবা সেলুনে আধ-মাতাল নোংরা মানুষের সামনে গান গাওয়ার এই জীবন ডরোথিরও ভাল লাগে না। দায়িত্ববোধ ওকে আটকে রেখেছে রেনেতায়। ক্রিমসন থিয়েটারকে পথে বসিয়ে যেতে মন সায় দেয়নি। ঠিক করেছে জো মিলার ফিরে এলে ইস্তফা দেবে ও, তারপর হলিস্টার র‍্যাঞ্চে যাবে।

দাদার অগাধ সম্পত্তি বা আয়েশী জীবনের লোভে নয়, বরং নির্ঝঞ্ঝাট জীবন চায় বলে যাবে ও। আর যাই হোক সামাজিক মর্যাদা বা নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ওকে দিতে পারবে না মিলার। মেয়ে মাত্রই নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। ওর মত থিয়েটারের মেয়ে হলে তো কথাই নেই, ভোগ-বিলাসের বস্তু ভাবে সবাই।

সিদ্ধান্তটা কাল রাতেই কার্লকে জানিয়ে দিয়েছে ও। এখন শুধু মিলারের ফিরে আসার অপেক্ষা। সবকিছু চুকিয়ে দিয়ে চলে যেতে পারবে মা-বাবার ভিটেয়, যেখানে অপেক্ষা করছে ওর প্রিয়জন।

রাতটা ডরোথির সঙ্গে কাটিয়েছে অ্যাঞ্জেলিনা। দুই বোন মিলে রাত জেগে গল্প করেছে, ছেলেবেলায় নিজেদের বাড়িতে কাটানো স্মৃতি রোমন্থন করেছে। কখনও কেঁদে বুক ভাসিয়েছে, কখনও

হেসেছে, আবার কখনও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবে পুলকিত ও রোমাঞ্চিত হয়েছে।

সূর্য মাথার উপর ওঠার আগেই রিমরক পেরিয়ে এল কার্লরা। ট্রেইলের পাশে ঝর্নায় থেমে দুপুরের খাওয়া সেরে নিয়েছে। মিনিট বিশ পর আবার যাত্রা করল। সন্ধ্যার আগেই লারামি ক্রেসিঙে পৌঁছতে চায় কার্ল, তা হলে আর আশ্রয় নিয়ে ভাবতে হবে না। ঘোড়া দুটোও যথেষ্ট বিশ্রাম ও দানাপানি পাবে।

কথাপ্রসঙ্গে যতটা সম্ভব অ্যাঞ্জেলিনাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিচ্ছে কার্ল। বুঝতে পারছে ডরোথির সঙ্গে আরও দুটো দিন মেয়েটাকে রাখতে পারলে ভাল হত, দ্রুত শিখে নিতে পারত অ্যাঞ্জেলিনা। কিন্তু আপাতত সেই সুযোগ নেই। জ্যাক ফ্রোমের প্রসঙ্গ যাতে না-ওঠে বারবার অনুরোধ করেছে অ্যাঞ্জেলিনাকে।

প্রায় নীরবই থাকছে মেয়েটা। কারণটা বুঝতে পারছে না কার্ল। ঘোড়ার প্রতি কদমে সুন্দর ও সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, অথচ একইসঙ্গে ম্লান হয়ে যাচ্ছে অ্যাঞ্জেলিনা। হয়তো এতে অনিশ্চয়তাটুকু রয়েছে বলেই, অনুমান করল কার্ল, দাদা কি মেনে নেবে ওকে? তিক্ত অতীত বের হয়ে যাবে না তো?

'আমরা যে ডরোথির ওখান থেকে আসছি, এ-কথাও বলা যাবে না তোমার দাদাকে,' হঠাৎ মনে করিয়ে দিল কার্ল।

'কেন?' অসহিষ্ণু সুরে জানতে চাইল অ্যাঞ্জেলিনা।

'ডরোথি থিয়েটারের মেয়ে জানলে অস্বীকার করতে পারে তোমার দাদা।'

'আগে-পরে যখনই হোক, একদিন তো জেনেই যাবে! সত্য ঠিকই প্রকাশ পায়। উনি জানতে পারবেন আমি ছিলাম হেল'স হোলে আর ডরোথি থিয়েটারের মেয়ে। ক'দিন লুকিয়ে রাখবে তুমি?'

'একবার স্বীকৃতি পেয়ে গেলে তার অতীত নিয়ে কেউ আর টানাহেঁচড়া করে না।'

'কী জানি! অত কিছু বুঝি না আমি!' অনীহার সুরে বলল মেয়েটি। বোঝা গেল এ-প্রসঙ্গে আলাপ করতে নারাজ।

নিজস্ব ভাবনায় ব্যস্ত মেয়েটা। কী ভাবছে শুধু সে আর ঈশ্বরই জানেন। কথা বাড়াল না কার্ল। ট্রেইলের দিকে মনোযোগ দিল।

*

সন্ধ্যার পরপরই লারামি ক্রসিঙে পৌঁছল ওরা।

লারামি ক্রসিং মূলত একটা ফ্রেইটিং পোস্ট। নানান কিসিমের লোকের আনাগোনা এখানে। কেউ ব্যবসায়ী, কেউ ভবঘুরে, কেউ ফেরারী, কেউ আউটল। আইনের লোকও আসে কখনও কখনও, তবে ছদ্মবেশে। বিশ মাইলের মধ্যে কয়েকটা র‍্যাঞ্চ থাকায় কিছু কাউহ্যান্ড বা ক্যাটলম্যানদেরও দেখা যায়। তবে সাধারণ মানুষ অস্থির এই শহরটাকে পারতপক্ষে এড়িয়ে চলে।

লারামি ক্রসিং পেরিয়ে আরও মাইল দুয়েক এগিয়ে ক্যাম্প করল কার্ল। ট্রেইল থেকে একটু দূরে আড়াল আছে এমন জায়গায় ক্যাম্প করেছে। কাছাকাছি একটা ঝর্না রয়েছে। পানি বা ঘোড়ার জন্য ঘাসের সমস্যা হবে না।

এখান থেকে হলিস্টার র‍্যাঞ্চ বেশি দূরে নয়। বড়জোর ঘণ্টা দুয়েক লাগবে যেতে।

খাওয়ার পর আগুনের কাছে বসে গল্প জুড়ে দিল দু'জন। কার্ল খেয়াল করল সারাদিন প্রায় নীরব কাটালেও এখন আগের স্বতঃস্ফূর্ততা ফিরে পেয়েছে অ্যাঞ্জেলিনা। কারণে-অকারণে হেসে গড়িয়ে পড়ছে, কার্লের কোন কথা পছন্দ না-হলে বাচ্চা মেয়ের মত ভেঙচি কাটছে, ভ্রূকুটি করছে কিংবা মুখ বাঁকাচ্ছে। উপভোগ করছে মেয়েটা। হয়তো কিছুক্ষণের জন্য নিজের সমস্যাগুলো ভুলে গেছে।

'একটা প্ল্যান করেছি,' মিটিমিটি হাসি অ্যাঞ্জেলিনার ঠোঁটে।

'খুলে বলো।'

'মনে হচ্ছে সবকিছু ঠিকঠাক মত ঘটবে। শিগ্‌গিরই বড়লোক

হয়ে যাব আমি। তারপর তোমাকে কিনে ফেলব। আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে সারাক্ষণ।'

ভুরু কুঁচকে যাচ্ছিল, নিজেকে সামলে নিল কার্ল। বুঝতে পেরেছে তামাশা করছে অ্যাঞ্জেলিনা। ব্যাপারটায় খুশি হলো ও। তামাশা বা মজা করা কী জিনিস, জানা ছিল না মেয়েটার। 'কত দিয়ে কিনবে আমাকে?' পাল্টা হালকা সুরে জানতে চাইল ও।

'ফুটো পয়সা!'

'তোমাদের দুই বোনকে খুঁজে দেওয়ার জন্য পারিশ্রমিক পাব দশ হাজার, সেই তুলনায় নেহাত কম!' মুখ বাঁকিয়ে বলল কার্ল।

'আচ্ছা, এত টাকা দিয়ে কী করবে তুমি?' কিশোরীসুলভ কৌতূহল অ্যাঞ্জেলিনার কণ্ঠে।

'দুনিয়ার এ-মাথা থেকে ও-মাথা চষে বেড়াব।'

'ঘুরতে বেরোবে?'

'না। একজনকে খুঁজব।'

'মেয়েমানুষ?'

'নাহ্। এক বেজন্মাকে খুঁজে বের করব।'

থমকে গেল অ্যাঞ্জেলিনা, হাঁসি মুছে গেছে। গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ দেখল কার্লকে, তারপর নিচু স্বরে জানতে চাইল: 'কে লোকটা?'

'চিনবে না তুমি।' কঠিন হয়ে গেছে কার্লের চোয়াল দুটো, মানসপটে ভেসে উঠেছে নৃশংস একটা মুখ।

'বলেই দেখো, চিনতেও পারি! ভুলে যাচ্ছ কেন আমি হেল'স হোলে ছিলাম? দুনিয়ার সব মন্দ লোক যেত ওখানে।'

ঠিকই বলেছে মেয়েটা।

'কর্নেল হিরাম শাটন।'

চমকে উঠল অ্যাঞ্জেলিনা। নাম শুনে নয়, চমকেছে কার্লের মুখের পরিবর্তন দেখে। নামটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে ওর চোখের চাহনি। শীতল ক্রোধ আর অপরিসীম ঘৃণা দুই

চোখে। ঠোঁটে নিষ্ঠুর, প্রত্যয়ের হাসি। দেখে অজান্তে শিউরে উঠল অ্যাঞ্জেলিনা।

'লোকটাকে বোধহয় ঘৃণা করো তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'কারণটা বলবে আমাকে?'

কী যেন ভাবল কার্ল, তারপর মাথা নাড়ল। 'উঁহুঁ, এখন নয় পরে হয়তো বলব কখনও। কষ্টের গল্প বলে তোমার আনন্দ মাটি করা ঠিক হবে না।'

'তাই মনে হচ্ছে তোমার?'

পরিবেশটা আড়ষ্ট হয়ে গেছে, টের পেল কার্ল। দ্রুত নিজেকে সামলে নিল ও, সহজ হওয়ার জন্য বিব্রত ভঙ্গিতে হাসল। 'তুমি বড়লোক হয়ে গেলে টাকা-পয়সা নিয়ে ভাবতে হবে না আমার,' দ্রুত বলল ও। 'বিপদে পড়লে ধার দেবে না?'

'তুমি কি ছুরি যে ধার দেব?' হেসে উঠল অ্যাঞ্জেলিনা।

এবার কার্লের হাসির পালা। 'না-পাওয়া পর্যন্ত তোমার বাড়ির দরজা থেকে সরাতে পারবে না আমাকে।' উঠে আড়মোড়া ভাঙল ও। 'শুয়ে পড়ো। সারাদিন কম ধকল যায়নি। সকালে গিয়েই তো পরীক্ষা দিতে হবে। ভালয় ভালয় পাশ করলেই হয়!'

নয়

কোটিপতির র‍্যাঞ্চ বলে কথা। দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন স্বপ্নের বাড়ি। পশ্চিমে অনেক জায়গায় ঘুরেছে কার্ল, কিন্তু এত আলীশান র‍্যাঞ্চ হাউস কোথাও দেখেনি। পাহাড়ের কোলে শুভ্র

পাথরের তৈরি বাড়িটা যেন বাঁধানো ছবি। অপূর্ব লাগছে দেখতে।

সামনে ফুলের বাগান। হরেক রকমের ফুল আর সব্জি চাষ করা হয়েছে। মাঝখানের সুপরিসর আইল হয়ে পোর্চের কাছে পৌঁছল ওরা। অন্য কোন র‍্যাঞ্চে যা দেখা যায়, হিচিং রেইলগুলো কাঠের তৈরি হয়ে থাকে; কিন্তু এখানে পেতলের রেইল। ঝকঝকে পালিশ করা। বাড়ির প্রতিটি জায়গায় আভিজাত্য আর বিলাসিতার নিদর্শন।

মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে বাড়িটা দেখছে অ্যাঞ্জেলিনা। ছেলেবেলার স্মৃতি হাতড়াল ও, কিন্তু কিছুই মনে পড়ল না। অথচ চেনা চেনা লাগছে। নিজের বাড়িতে ফিরে আসার মত অনুভূতি হচ্ছে ওর।

বাড়ি না-বলে প্রাসাদ বলা উচিত। এন্তার কটনউডের ঝাড় বাড়িটার সৌন্দর্য বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। পোর্চের সিলিঙের সঙ্গে ঝুলন্ত ঝাড়বাতি দেখে বিষম খেল ওরা, বিস্ময় আরও ব্যাপক হলো ওক কাঠের প্যানেলে ভেলভেটের কারুকাজ দেখে।

দোরগোড়ায় সটান দাঁড়িয়ে ওদের অভ্যর্থনা জানাল বেন লুডলো। সুঠামদেহী, রোদপোড়া চেহারার এক যুবক। সাধারণ কাউহ্যান্ডের পোশাক তার পরনে। কাজে বেরিয়ে যাচ্ছিল, তখনই ওদেরকে আসতে দেখেছে সে। চট করে ভিতরে গিয়ে বস্-কে জানিয়ে আবার ফিরে এসেছে এখানে। বসের নির্দেশ, এদের চোস্ত অভ্যর্থনা জানাতে হবে। কারণটা বোধগম্য না-হলেও নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে লুডলো।

মোম পালিশ করা মেঝে মাড়িয়ে যেতে অস্বস্তি হচ্ছে কার্লের, কিন্তু গম্ভীর মুখে লুডলোকে অনুসরণ করল। বেশ কয়েকটা ঘর পেরিয়ে আসার পর মেহগনি কাঠের বিশাল এক দরজার সামনে এসে থামল লোকটা। দরজা আলতো মেলে ধরে বলল, 'ভিতরে বস্ অপেক্ষা করছেন।'

অ্যাঞ্জেলিনার বিস্ময় এখন বিহ্বলতায় রূপ নিয়েছে। যন্ত্রের মত অনুসরণ করছে পুরুষ দু'জনকে। আড়চোখে ওকে একবার

দেখল কার্ল, অবস্থা সুবিধার নয় ভেবে অ্যাঞ্জেলিনাকে সাহস দিতে একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে মৃদু চাপ দিল। বিব্রত হাসল অ্যাঞ্জেলিনা। হাতটা ধরে রেখেই ভিতরে ঢুকল কার্ল।

গদিঅলা আরামদায়ক চেয়ারে শরীর ডুবিয়ে বসে ছিল জেফ হলিস্টার। সৌম্য চেহারার একজন মানুষ, চেহারায় আভিজাত্য আর ব্যক্তিত্ব ঠিকরে পড়ে। চুল-দাড়ি সাদা হয়ে গেছে, কিন্তু দেহ এখনও যথেষ্ট সুঠাম।

জেফারসন হলিস্টারের বিলাসবহুল স্টাডিরুম এটা। অফিস হিসাবেও এটাকে ব্যবহার করে কোটিপতি। ছবির মত সুন্দরভাবে গোছানো ঘর। দামী সুদৃশ্য কারুকাজ করা আসবাবপত্র। এমনকী চেয়ারগুলোও বোধহয় ইয়োরোপ থেকে আনা হয়েছে। সবকিছুতে টাকার গন্ধ।

হাভানা চুরুটের গন্ধ কার্লের নাকে বাজল। টেবিলে রাখা স্বচ্ছ ক্রিস্টালের অ্যাশট্রেয় ছাই ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল কোটিপতি, এতক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে দেখছিল অ্যাঞ্জেলিনাকে। বেশ লম্বা সে। বয়স হলে মানুষের উচ্চতা কয়েক ইঞ্চি কমে যায়, কিন্তু এখনও যা আছে, জেফ হলিস্টারের চোখে চোখ রাখতে মাথা তুলে তাকাতে হলো অ্যাঞ্জেলিনাকে।

বয়স হয়েছে, ধবধবে সাদা চুল বা চোখের কোণে অসংখ্য বলিরেখা সত্ত্বেও সুপুরুষ বলতে হবে তাকে।

'ওর নাম অ্যাঞ্জেলিনা,' মৃদু স্বরে বলল কার্ল।

ধীর কদমে এগিয়ে এল জেফারসন হলিস্টার। জরাগ্রস্ত নয়, বরং আবেগের কারণে গতি শ্লথ হয়ে গেছে তার। জহুরির চোখে মাপছে নাতনিকে। 'আমার ছেলের বউয়ের সঙ্গে ওর চেহারার মিল খুঁজে পাচ্ছি,' মৃদু স্বরে বলল সে, গলায় উচ্ছ্বাস নেই।

সামনে এসে নাতনিকে বুকে টেনে নিল হলিস্টার। অনেকক্ষণ এভাবে কেটে যাওয়ার পর দুই কদম পিছিয়ে গিয়ে অ্যাঞ্জেলিনাকে দেখল, এবার হাসি হাসি মুখে।

'জানি তোমাকে অনেক কষ্টের মধ্যে কাটাতে হয়েছে,' গম্ভীর সুরে বলল কোটিপতি। 'আমাদের বংশের মেয়ে বলেই ফিরে আসতে পেরেছ। সেজন্য আমি গর্বিত।'

বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। একটা কথাও কানে গেছে বলে মনে হলো না কার্লের। শুরুটা চলনসই, এবার শেষটা ভাল হলেই রক্ষা। অ্যাঞ্জেলিনার উপর থেকে বুড়োর দৃষ্টি সরানো দরকার ভেবে ও বলল, 'আমার কিন্তু অর্ধেক টাকা পাওনা হয়ে গেছে।'

হো হো করে হেসে উঠল কোটিপতি, যেন কৌতুক করেছে কার্ল। 'অর্ধেক কেন, পুরো টাকাই নেবে তুমি।'

'উঁহুঁ, ডরোথিকে তোমার কাছে পৌঁছে দিয়ে পুরোটা নেব, মি. হলিস্টার।'

'ভাল কথা। ডরোথির কোন খোঁজ পেলে?' ব্যাকুল কণ্ঠ।

'পেয়েছি।'

'কোথায় ও?'

'দুঃখিত, এখনই বলা যাবে না। ওকে নিয়ে এলেই কি ভাল হয় না সবদিক থেকে? তাই তো কথা ছিল।'

মাথা ঝাঁকিয়ে টেবিলের ওপাশে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসে পড়ল বুড়ো, ইশারায় ওদের বসতে বলল। কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকল সে, তারপর আরেকটা চুরুট ধরিয়ে বলল, 'মনে মনে খুবই আশাবাদী ছিলাম আমি, ধরেই নিয়েছিলাম ওদের খুঁজে পাবে তুমি। তাই উকিলকে ডেকে পাঠিয়েছি। নতুন উইল তৈরির কাজ প্রায় শেষ। এখন কেবল স্বাক্ষর করার ঝামেলা।' কী যেন ভাবল সে, তারপর চুরুটে টান দিয়ে খেই ধরল। 'আমি বুড়ো মানুষ, এই আছি তো এই নেই। তাই যত জলদি সম্ভব ডরোথিকে নিয়ে এসো।'

'যথাসাধ্য চেষ্টা করব, মি. হলিস্টার,' প্রতিশ্রুতি দিল কার্ল।

'লুডলোকে বলা আছে, যাওয়ার সময় ওর কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিয়ো।' অ্যাঞ্জেলিনার দিকে তাকাল বুড়ো, চাহনিতে মমতা ঝরে পড়ছে। 'যা, বুড়ি, ভিতরে যা। লুডলো তোকে ঘর দেখিয়ে

দেবে। বিকালে চা-টা একসঙ্গে খাব। গোসল সেরে ঝটপট তৈরি হয়ে নে। পোশাক নিয়ে চিন্তা করিস না, বেশ কয়েকটা আনিয়ে রেখেছি আমি। যেটা খুশি পরতে পারিস।'

'আমার একটা কথা আছে,' বলল অ্যাঞ্জেলিনা।

'বলে ফেলো,' আগ্রহ নিয়ে তাকাল জেফ হলিস্টার।

ধক্ করে উঠল কার্লের বুক। অ্যাঞ্জেলিনার কণ্ঠ শুনেই বুঝেছে বেফাঁস কিছু বলবে। প্রমাদ গুনল ও।

'জ্যাক ফ্রোমের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই? ওর আস্তানায় মানুষ হয়েছি আমি। আমাকে গ্রহণ করার আগে ব্যাপারটা তোমার জানা উচিত বলে মনে করছি।'

চেয়ারে স্থির হয়ে গেল বুড়োর শরীর, বেকুবের মত তাকিয়ে থাকল নাতনির দিকে। এদিকে বাজ পড়েছে কার্লের মাথায়। এত শিখিয়ে-পড়িয়ে শেষে কি-না এই! সাংঘাতিক ভুল করল মেয়েটা।

ঝাড়া তিন মিনিট পর কথা বলল বুড়ো, মুখ থমথমে হয়ে গেছে। কণ্ঠেও আগের মত আবেগ বা স্নেহ নেই, বরং হতাশায় সামান্য কেঁপে গেল। 'এ-কথা শুনে ভীষণ লজ্জিত আর অপমানিত মনে হচ্ছে নিজেকে। আমার নাতনি কি-না বড় হয়েছে এমন জঘন্য একটা চোরের আশ্রয়ে! কাউকে কখনও বলতেও পারব না!'

'দোষটা অ্যাঞ্জেলিনার নয়, এটা নিশ্চয়ই স্বীকার করবে?'

'থামো তুমি!' গর্জে উঠল কোটিপতি।

'উত্তেজিত হওয়ার দরকার নেই, মিস্টার হলিস্টার,' শান্ত স্বরে বলল অ্যাঞ্জেলিনা। 'আমি চলে যাচ্ছি।'

'আবার কোন্ নরকে যাবে শুনি?' রাগে লাল হয়ে গেছে বুড়োর মুখ।

উঠতে উদ্যত হয়েছিল অ্যাঞ্জেলিনা, কোটিপতির চোখে কড়া দৃষ্টি দেখে ক্ষান্ত হলো।

'বেশ শুনলাম তোমার কথা,' এবার অনেক শান্ত শোনাল জেফ হলিস্টারের কণ্ঠ, নিজেকে সামলে নিয়েছে। 'আর কিছু বলবে?'

'না।'

'একটা ব্যাপারে তোমার প্রশংসা করতেই হয়,' সমীহের সুরে বলল সে। 'তোমার উদ্দেশ্য সৎ। সত্য চেপে রেখে আমার বিশ্বাস বা সরলতার সুযোগ নিতে চাওনি। খবরটা শুনে খারাপ লাগলেও এতে অন্তত কিছুটা শান্তি পেয়েছি। নিশ্চিত হলাম আদপে তোমার শরীরে হলিস্টারদের রক্ত বইছে। আর যাই হোক, হলিস্টাররা কখনও কেউ কাউকে ঠকায় না। ধন্যবাদ।

এখনই কোথাও যাচ্ছ না তুমি। তোমার সঙ্গে আরও কথা আছে আমার। সন্ধ্যায় আলাপ করব। বাইরে লুডলো আছে, ওকে বললেই তোমার ঘর দেখিয়ে দেবে।'

অ্যাঞ্জেলিনা বেরিয়ে যেতে কার্লের দিকে ফিরল বুড়ো, কঠিন হয়ে গেছে চাহনি। 'সবকিছু খুলে বলো, মিথ্যে বা মনগড়া কিছু বলবে না। আসলে কীভাবে মানুষ হয়েছে ও?'

*

খোশমেজাজে র‍্যাঞ্চে ফিরছে উইল শবার। বহুদিন পর এমন মজা করল। ক্লাউনটা ভীতুর ডিম হলে কী হবে, অনেকক্ষণই টিকে ছিল। বন্দি যত বেশি সময় টিকতে পারে, অত্যাচার করে ততই আনন্দ। ব্যাটা চিৎকার করতেও জানত! মিলার যত চেঁচিয়েছে, ততই ওর রক্ত টগবগ করে ফুটেছে, আনন্দ পেয়েছে।

শুরুতে ব্যাপারটা সবার জন্যই আনন্দদায়ক ছিল, কিন্তু শেষ পর্যায়ে বীভৎস হয়ে গিয়েছিল। উইল জানে ওর তিন স্যাঙাতের কেউ কেউ পুরোটা হজম করতে পারেনি। ওদের কাছে হয়তো বাড়াবাড়িও মনে হয়ে থাকবে। কিন্তু এ-নিয়ে তেমন গ্রাহ্য করল না উইল। এটা ওদের জন্য একটা শিক্ষাও বটে। তিনজনই জেনে গেছে উইল শবারের সঙ্গে বেঈমানি করার পরিণাম।

রোজকার মত র‍্যাঞ্চের মূল ফটকে দাঁড়িয়ে পুরো প্রাসাদটা দেখল সে। বুকটা ভরে গেল আফসোসে। বুড়োটা মরছে না, তাই বঞ্চিতই রয়ে যাচ্ছে ও।

চেষ্টার ত্রুটি করেনি। বুড়োর দ্রুত কিন্তু স্বাভাবিক মৃত্যু সম্পন্ন করার জন্য যা যা দরকার সবই করেছে। রান্নার কাজে লাগিয়েছে ডেনভারের সেরা বাবুর্চিকে। প্রতি বেলা তৈলাক্ত ও মুখরোচক খাবার গিলছে বুড়ো। মাস ফুরালেই বস্তা বস্তা চুরুট আনছে হাভানা থেকে, কোটিপতিও দিন-রাত সমানে ফুঁকে চলেছে। হৃদরোগ তো আগে থেকেই আছে, আর এখন কয়েকটা চুরুট আর তৈলাক্ত খাবার মিলে মাস তিনেক পর বাজিমাত হয়ে যাবে।

তিন কাউহ্যান্ডকে বাঙ্কহাউসে পাঠিয়ে দিয়ে এসবই ভাবছিল সে। চটকা ভাঙল বেন লুডলোকে এগিয়ে আসতে দেখে।

'বস্ কী করছেন, বেন?' দ্রুত জানতে চাইল ও।

'বিশ্রাম নিচ্ছেন।'

'খুব জরুরি দরকার ছিল ওঁর সঙ্গে।'

'বিরক্ত করতে নিষেধ করেছেন এখন।'

'দয়া করে ওঁকে বলবে যে বিকালে আমি দেখা করতে চাই? বেশ কয়েকটা ব্যাপারে আলাপ করা দরকার ছিল।'

চিন্তিত দেখাল লুডলোকে। 'বিকালে তো সময় দিতে পারবেন না! উকিলকে নিয়ে বসবেন বস্।'

'কেন?' ভিতরে ভিতরে চমকে উঠল উইল, তবে মুখে কিছুই প্রকাশ পেল না।

'নাতনির ব্যাপারে উইল করবেন বোধহয়।'

'নাতনি!?'

'হ্যাঁ। কার্ল রিডল নামে এক লোক ওঁর হারানো নাতনিকে নিয়ে এসেছে দুপুরে। বস্-কে মেয়েটার ব্যাপারে সন্তুষ্ট মনে হলো। কী কপাল, না? একেবারে স্বপ্নে পাওয়া রাজত্ব! উড়ে এসে জুড়ে বসা বোধহয় একে বলে। অবশ্য উড়ে আসেনি মেয়েটা, বাকবোর্ডে চড়ে এসেছে।'

শেষ কথাটা বেফাঁস বলে ফেলেছে বেন লুডলো, তার আগ পর্যন্ত ভালই চালিয়ে যাচ্ছিল উইল বুঝতে পারেনি আসলে ওকে

নিয়ে মজা করছে লুডলো।

মুখ ফস্কে একটা অশ্রাব্য খিস্তি বেরিয়ে যাচ্ছিল, শেষ মুহূর্তে সামলে নিতে গিয়েও সফল হলো না উইল, ঠিকই শুনতে পেল বেন। ফোরম্যানের জ্বালাটা উপভোগ করছে ও। ধুরন্ধর উইলের করুণ উদ্বিগ্ন মুখ খুব আনন্দ দিচ্ছে ওকে। হঠাৎ ফোরম্যানের শার্টে রক্তের ছিটা চোখে পড়ল ওর। চোখ টিপে জানতে চাইল, 'কাকে খুন করে এলে, উইল?'

বিহ্বল বোধ করল ফোরম্যান, কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। এমন অসতর্ক হয়ে গেল কীভাবে? লুইস বা অন্যরাও ওকে কিছু বলেনি। খেয়াল করেনি নাকি? অসম্ভব! নিশ্চয়ই খেয়াল করেছে, সঙ্গে এও আশা করেছে যে র‍্যাঞ্চ হাউসে ঢোকার আগে নিশ্চয়ই রক্ত পরিষ্কার করে নেবে ও। এসব কাউকে বলে দিতে হয় না, নিজের নিরাপত্তার খাতিরেই করে নিতে হয়।

'হয়েছে কী,' খানিকটা বিব্রত স্বরে জবাব দিল উইল। 'স্লোপি হিলের কাছে একটা ত্যাঁদোড় বলদের পাল্লায় পড়েছিলাম। ওটাকে পালে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে যত ঝামেলা। যতই খেদাই, ততই প্রিকলি পিয়ারের ঝোপে গিয়ে ঢোকে। কোন্ ফাঁকে যে কাঁটার ঘা খেলাম টের পাইনি। যাহ্, অনেক রক্ত ঝরেছে দেখছি!'

স্মিত হাসল বেন লুডলো। অন্য কেউ হলে গল্পটা বিশ্বাস করত, কিন্তু লোকটা উইল শবার বলে বিশ্বাস হলো না ওর। চার বছর ধরে দেখছে ফোরম্যানকে, এবং গত পাঁচ মাসে তার মধ্যে অনেক পরিবর্তন আবিষ্কার করেছে। বিশ্বস্ত, অনুগত এবং ব্র্যান্ডের প্রতি অন্তপ্রাণ বলে যে-সুনাম ছিল উইল শবারের, সেটা এখন প্রশ্নের সম্মুখীন। অন্তত তাই মনে করে বেন। নিরেট প্রমাণ নেই, কিন্তু ওর সন্দেহ নিজের আখের গুছিয়ে নিচ্ছে সে। ইদানীং রাসলিং খুব বেড়ে গেছে, অথচ হাজার চেষ্টা করেও রাসলারদের ধরতে পারছে না ওরা। ঘরে বেঈমান থাকলে ধরতে পারার কথাও নয়। বাঙ্কহাউসের সবচেয়ে বেপরোয়া কাউহ্যান্ডদের সঙ্গে দহরম-মহরম,

কাজের ব্যাপারে উদাসীন, হঠাৎ হঠাৎ হাওয়া হয়ে যাওয়া, শহরে নিয়মিত ফুর্তি, জুয়ার আড্ডায় লাগামহীন খরচ, নির্দিষ্ট কয়েকজন কাউহ্যান্ডকে প্রশ্রয় দেওয়া বা তাদের কাজের ব্যাপারে গোপনীয়তা...এর কোনটাতেই উইল শবারের সচ্চরিত্রের প্রকাশ মেলে না। বরং উল্টো ছবিটাই পাওয়া যায়—বড়সড় কোন ষড়যন্ত্র করছে সে!

হয়তো মিথ্যেই বলেছে উইল, জেনেও ঘাঁটাল না বেন। ঘুরে বাঙ্কহাউসের দিকে এগোল ও। সবসময় যা করে এসেছে, উইলের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার পক্ষপাতী ও। এখনও সময় আসেনি।

একই জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল উইল শবার। ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলছে মাথায়। নাতনি! তা হলে সত্যি চলে এসেছে! এই আশঙ্কাটাই ওকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। যাহ্, ফস্কে গেল সব সুযোগ! উত্তরাধিকারী খুঁজে পাওয়া মানে ওর ভাগ্যের পরিবর্তন হলো না। আজীবন বেতনভুক ফোরম্যান হয়ে থাকতে হবে। তারই বা নিশ্চয়তা কী? এমন কী নিশ্চয়তা আছে যে দু'দিন পর ওর ষড়যন্ত্র প্রকাশ পাবে না? তখন ঘাড়ের উপর উর্বর মস্তিষ্ক বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়বে।

চরম সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলল উইল। উঁহুঁ, কিছুতে উইল তৈরি করতে দেওয়া যাবে না বুড়োকে। তার আগেই...

দশ

কোণের একটা কামরা দেওয়া হয়েছে কার্লকে। বুড়োর স্টাডিরুম থেকে বেরোনোর পর কামরাটা ওকে দেখিয়ে দিল বেন লড়াল:

দরজা আটকে বিছানায় বসে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলল কার্ল। মনে মনে বুড়োর সঙ্গে আলাপের বিষয়বস্তু স্মরণ করল। পুরো সন্তুষ্ট না-হলেও অ্যাঞ্জেলিনাকে মেনে নিয়েছে হলিস্টার। হতাশ হয়েছে, আফসোস করেছে, কিন্তু এটাও উপলব্ধি করেছে নিয়তির কাছে সবাই অসহায়।

তখনই রওনা দিত কার্ল, কিন্তু কোটিপতির অনুরোধে সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকতে রাজি হয়েছে। হলিস্টার বাড়তি একটা দায়িত্ব দিয়েছে ওকে–উইলে স্বাক্ষরের সময় সাক্ষী হিসাবে থাকতে হবে।

নিজেকে এসবে জড়াতে চায়নি কার্ল, কিন্তু স্রেফ মেয়ে দুটোর ভবিষ্যৎ ভেবে সায় দিয়েছে। স্পষ্ট করে না-বললেও জেফারসন হলিস্টার বুঝিয়ে দিয়েছে এক বেন লুডলো ছাড়া অধীন ক্রুদের কাউকেই এখন পুরোপুরি বিশ্বাস করে না সে। এজন্যই বেন আর কার্লকে সাক্ষী হিসাবে চায়।

আরও একটা ব্যাপার পরিষ্কার, বুড়ো আশঙ্কা করছে কেউ হয়তো এর অন্যথা চায়। সে ঘরেরই লোক। আঙুলটা যে উইল শবারের দিকে যায়, তা বলা বাহুল্য।

সাদামাঠা একটা কাজ–দুটো মেয়েকে খুঁজে বের করতে হবে, কিন্তু এখন যেন ক্রমে হীন স্বার্থপরতা আর সংঘর্ষের দিকে রূপ নিচ্ছে। আশঙ্কাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাবে। এমন কিছু হতেও পারে।

বুট খুলতে ঝুঁকল কার্ল, তখনই দরজায় করাঘাত হলো। দ্রুত সিধে হলো ও, হোলস্টারে চলে গেছে হাত। 'কে?'

'আমি, অ্যাঞ্জেলিনা।'

'এসো।'

ভিতরে ঢুকল মেয়েটা। উদ্বিগ্ন, থমথমে মুখ। চোখে কী এক অস্থিরতা। দ্রুত পায়ে এসে ধপ করে বিছানায় বসে পড়ল, তারপর হড়হড় করে বলতে শুরু করল, 'আর এক মুহূর্তও এখানে থাকব না আমি! তুমি আমাকে নিয়ে চলো। বিশ্বাস করো, আমার দম বন্ধ

হয়ে আসছে। কেন যেন মনে হচ্ছে বিপদে পড়ব আমি!

'কোথায় এসেছি আমি, বলতে পারো? কে আমার দাদার ডান হাত? ও কি ফোরম্যান, না একটা দস্যু? হেল'স হোলেও এভাবে আমার দিকে তাকায়নি কেউ। আমি তো লোকটাকে চিনিও না, অথচ এমন বিষদৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে! বিশ্বাস করো, ভয়ে আমার কলজে কেঁপে গেছে! না, কার্ল, আমাকে তুমি নিয়ে চলো। কবে যে লোকটার খপ্পরে গিয়ে পড়ব! ও আমাকে খুন করতে চাইলে একটুও অবাক হব না।

'হেসো না তুমি! কার্ল, ভালমানুষ যদি নাও চিনে থাকি, কিন্তু মন্দ লোক আমার চেয়ে বেশি কেউ চেনে না। ওই ফোরম্যান লোকটা একটা মূর্তিমান আপদ! ওকে দেখেই গা শিউরে উঠেছে আমার। এমনভাবে আমাকে দেখছিল যেন গা চাটছে! বিশ্বাস করো, জ্যাক ফ্রোমও এত নিচু মনের মানুষ ছিল না!'

'শান্ত হয়ে আমার দুটো কথা শোনো,' স্মিত হেসে বলল কার্ল, হেসে উড়িয়ে দিলেও ভিতরে ভিতরে চিন্তিত হয়ে উঠেছে অ্যাঞ্জেলিনার কথায়। একেবারে অযৌক্তিক নয় কথাগুলো। বিশেষ করে মানুষ চেনার ব্যাপারটা। খারাপ মানুষ দেখতে দেখতে এ-ব্যাপারে রীতিমত বিশেষজ্ঞ বনে গেছে অ্যাঞ্জেলিনা। চট করে যে-কারও ভিতরটা পড়ে ফেলতে পারে ও।

'শুধু শুধু সময় নষ্ট করছ তুমি!' এবার অসন্তোষ প্রকাশ পেল অ্যাঞ্জেলিনার কণ্ঠে। 'কী বলবে, শুনি? সবই আমার কল্পনা, ভুল? হঠাৎ অচেনা একটা জায়গায় এসে বিহ্বল হয়ে পড়েছি, অদ্ভুত সব জিনিস মনে করছি?'

দু'কাঁধ ধরে চাপ দিল কার্ল। 'প্লীজ, শান্ত হয়ে আমার কথা শোনো। হ্যাঁ, একেবারে মিথ্যে বলোনি তুমি। যুক্তি আছে তোমার কথায়।'

'তা হলে বলো তুমি আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবে?'

'এসো, আলোচনা করে ঠিক করি। এও দেখব সমস্যাগুলোর

সমাধান করা যায় কি-না।'

আশ্বস্ত হলো অ্যাঞ্জেলিনা।

'যাওয়ার মত কোন জায়গা আছে তোমার?' প্রশ্ন করল কার্ল।

'না।'

'আমারও এমন কোন জায়গা জানা নেই যেখানে তোমাকে রাখা যাবে।'

এক কাজ করো! ডরোথির কাছে পৌঁছে দাও আমাকে।'

'কিন্তু ও-ও চলে আসবে দু'একদিনের মধ্যে। এতক্ষণে হয়তো রওনাও হয়ে গেছে।'

অসহায় দেখাল অ্যাঞ্জেলিনাকে, করুণ হয়ে গেছে মুখ। 'তা হলে যেখানে খুশি ফেলে দিয়ে এসো আমাকে, তবুও এখানে থাকব না!'

'তোমাদের খুঁজে আনার জন্য ভাড়া করা হয়েছে আমাকে, ফেলে আসার জন্য নয়। তাও যদি তোমার দাদা নির্দেশ দেয় তো ফেলে আসব।'

'ওই নির্দেশ সে দেবে না।'

'তা হলে কেন তাকে ছেড়ে যাবে? বুড়ো মানুষটার জন্য একটুও মায়া হচ্ছে না তোমার? এতগুলো বছর একাকী কাটিয়ে দিল...'

কার্লের কথায় থমকে গেল অ্যাঞ্জেলিনা। বুকের ভিতরে কী যেন গুমরে উঠল। সত্যিই তো, সেও তো বড় একা! আর কিছু না হোক, একাকীত্বের জ্বালা বোঝে ও।

'তিক্ত সত্য কখনও কখনও মেনে নেওয়া কঠিন হলেও সময়ে ঠিকই সামলে নেয় মানুষ। তুমি চলে আসার পর মি. হলিস্টারের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। তোমার অতীত জানতে পেরে আঘাত পেয়েছে সত্যি, কিন্তু মেনেও নিয়েছে। সময় গেলে দেখবে সেটাও নেই। আমি নিশ্চিত বলতে পারি ডরোথির অতীত জেনেও গ্রাহ্য করবে না জেফ হলিস্টার। সুখটাই বড় হওয়া উচিত। অহঙ্কার বা

সস্তা মূল্যবোধ আঁকড়ে ধরে যদি প্রিয়জনকে হারাতে বা অস্বীকার করতে হয়, সেই মূল্যবোধ গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

'এই বয়সে মানুষ প্রিয়জনের মাঝে মমতার বন্ধনে থাকে। এক যুগ আগে হারিয়ে যাওয়া দুই নাতনিকে তাড়িয়ে দিয়ে কী সুখ পাবে মি. হলিস্টার? বরং দুঃখটাই বেশি খোঁচাবে তাকে। কারণ পেয়েও হারাতে হয়েছে। তাই সমস্ত অহঙ্কার আর আভিজাত্য বিসর্জন দিয়ে তোমাদের নিয়ে সে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে।'

'এগুলো তো তোমার কথা! আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলছ!'

'আমি অশিক্ষিত মানুষ, অত জ্ঞানী কথাবার্তা আমার পেটে নেই। বরং তোমার দাদা যা বলেছে আমাকে, তাই বললাম।'

'সত্যি এসব বলেছে?'

'বিকালে ওর সঙ্গে দেখা হলেই বুঝবে ঠিক বলেছি কি-না।'

'কিন্তু আমাকে কি মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারবেন উনি? দেখলেই তো হেল'স হোলের কথা শুনে চেহারা কেমন পাল্টে গেল!'

'বললাম তো বিকালেই প্রমাণ পাবে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে ওর সঙ্গে দেখা করো। স্টাডিতে আছে। ...কী জানো, সময় হচ্ছে সবচেয়ে বড় ঔষধ। সব ক্ষতই সেরে যায়। কিছুদিন পর দেখবে হেল'স হোলের কথাও ভুলে গেছ তুমি।'

*

র‍্যাঞ্চ হাউসের বাইরে হিচিং রেইলের কাছাকাছি রাখা বাকবোর্ডটা দেখে মুখ বিকৃত হয়ে গেল উইল শবারের। তা হলে এতে চড়েই আসা হয়েছে রাজকন্যার! নিষ্ঠুর একটা হাসি খেলে গেল শবারের ঠোঁটে। *রাজকন্যাগিরি দেখিয়ে ছাড়ছি,* তপ্ত ক্রোধের সঙ্গে ভাবল ও, *কাল সকালের মধ্যে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে না-পারলে আমার নাম উইল শবার নয়!*

প্রথমে বাঙ্কহাউসে গেল ও, ঘোড়া বাঁধার ঝামেলায় গেল না।

হাঁক দিল লুইসের উদ্দেশে, ঘোড়ার লাগাম ফেলে রেখে চলে গেল নিজের কামরায়। ওপাশে পানির কল আর বেসিন রয়েছে, দ্রুত নিজেকে পরিচ্ছন্ন করে নিল উইল। কাজের ফাঁকে পরিকল্পনা নিয়ে ভাবছে–খুঁটিনাটি সবকিছু। নিজেকে বোঝাচ্ছে, কোনরকম খুঁত রাখা চলবে না।

মিনিট দশ পর নতুন কাপড় পরে র‍্যাঞ্চ হাউসে ঢুকল সে। পোর্চে দেখা হয়ে গেল মেয়েটার সঙ্গে। তীব্র বিদ্বেষ বোধ করল উইল, ঈর্ষাকাতর চোখে তাকাল রাজকন্যার দিকে। বিস্ময় খেল ও। এমন সুন্দরী মেয়ে সারা জীবনেও দেখেনি, যেন ডানাকাটা পরী! নিটোল মুখ, মায়াভরা চোখে সরল চাহনি, ঝলমলে সোনালি চুল, ভরাট শরীর...খাসা! এই না-হলে মেয়েমানুষ! যেমন সৌন্দর্য তেমনি সমৃদ্ধ যৌবন। দেখেই উইল বুঝল এই মেয়ে একেবারে আনকোরা, নিষ্কলুষ।

সত্যিকারেই রাজকন্যা, নিজের অজান্তে স্বীকার করল উইল। মোহনীয় সৌন্দর্য, সপ্রতিভ উপস্থিতি, বনেদী চলাফেরা...সবই আকর্ষণীয়।

ধীর পায়ে মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেল সে, নির্লজ্জের মত পা থেকে মাথা পর্যন্ত সময় নিয়ে দেখছে অ্যাঞ্জেলিনাকে। শরীরের সমৃদ্ধ জায়গাগুলোয় থামল উইলের দৃষ্টি, নিজের চোখকে যথেচ্ছ স্বাধীনতা দিয়েছে।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলল উইল শবার। পরিকল্পনা কিছুটা বদল করতে হচ্ছে, মনে মনে ভাবল সে, রাজকন্যাকে খেদানোর দরকার কী, যদি তাকে রেখে দেওয়া যায়? জীবনে অনেক জিনিস চেয়েছে সে, পেয়েছেও; কিন্তু কখনও লিপ্সা বোধ করেনি, যেটা এখন হচ্ছে। উইল বুঝতে পারছে এই মেয়েকে না-পেলে তার চলবে না। প্রয়োজনে রাজত্বের অর্ধেকও ভাগাভাগি করতে রাজি আছে সে।

টুপি খুলে হাতে নিল উইল, তারপর নিচু হয়ে বো করল।

'অধমের নাম উইল শবার,' গর্বের সুরে পরিচয় দিল। 'র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান। তোমাকে স্বাগতম, মিস্!' হাত বাড়িয়ে দিল উইল, চোখ লেপ্টে আছে অ্যাঞ্জেলিনার ভরাট বুকে। মনের উপর জোর খাটিয়েও দৃষ্টি সরাতে পারছে না। এমন নিটোল কিন্তু বিস্ফোরণোন্মুখ সৌন্দর্য কোন মেয়ের মধ্যে দেখেনি ও।

'আমি অ্যাঞ্জেলিনা,' শুধু এই বলল মেয়েটা।

'অ্যাঞ্জেলিনা? আর কিছু নেই?' হেসে জানতে চাইল উইল।

'না।'

'একটা কথা জানতে পারি?'

আগ্রহী মনে হলো না মেয়েটাকে, বরং উইলের উপস্থিতিতে যেন বিরক্ত বোধ করছে। বলো।'

'এতদিন হেল'স হোলে ছিলে তুমি, তাই না? ঠিকই তা হলে শুনেছি। কিন্তু একটা ব্যাপার মেলাতে পারছি না, ওই নরকেই যদি বড় হয়ে থাকবে এত...' শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল উইল, কথাটা ঘুরিয়ে বলল, 'কখনও তো শুনিনি হেল'স হোলে এত সুন্দর একটা মেয়ে আছে!'

'এ-ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাই না আমি, মি. শবার!' খানিকটা অসহিষ্ণু স্বরে বলল অ্যাঞ্জেলিনা।

'আহ্হা, চটছ কেন! খারাপ কিছু তো বলিনি। বরং তোমার প্রশংসা করেছি। আচ্ছা, জ্যাক ফ্রোম কি তোমার দিকে কখনও চোখ তুলে তাকায়নি?'

উইল শবার জানে না এমন একটা প্রশ্ন কোন ভদ্রমহিলাকে করা যায় না, সীমা লঙ্ঘন করা হয় এতে।

উত্তর না-দিয়ে দৃষ্টি সরিয়ে প্রেয়ারির দিকে তাকাল মেয়েটা, মুখ থমথমে হয়ে গেছে।

ডাঁট? কুটিল হাসিতে ভরে গেল উইলের মুখ। *আমার সঙ্গে ডাঁট দেখাচ্ছে? হাড়ে হাড়ে মজা বুঝবে পরে!*

'অধমের দিকে একটু নেক নজর রেখো, ম্যা'ম,' স্রেফ বাজিয়ে

দেখার জন্য বলল উইল, জানে অন্তত এভাবে এই মেয়েকে পটাতে পারবে না। প্রথম দেখায় একে অন্যের শত্রু হয়ে গেছে ওরা। 'আমি মানুষটা একেবারে খারাপ নই। যখনই কোন সাহায্য লাগে বলতে দ্বিধা কোরো না, তোমার জন্য দেশের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় ডিঙাতেও আপত্তি নেই আমার।'

এখন তা হলে একটা অনুরোধ করি? সেটাই করো,' স্মিত হেসে বলল মেয়েটা। 'দয়া করে আমাকে একা থাকতে দাও।'

জ্বলে উঠল উইলের চোখজোড়া। অদম্য একটা ইচ্ছে তাড়া করল ওকে—হেঁচকা টানে মেয়েটাকে বুকে টেনে নিয়ে আচ্ছামত চুমো খাবে…

উঁহুঁ, আগে আসল কাজ সারা দরকার। কাজ শেষ হয়ে গেলে এই মেয়েকে পাওয়া স্রেফ সময়ের ব্যাপার হবে…ওর দয়ার উপর নির্ভর করতে হবে একে। হয় বিতাড়িত হবে, নয়তো ওর ইচ্ছে মাফিক থাকবে…

হ্যাঁ, আপাতত কাজে মনোযোগ দেওয়া দরকার।

ঘুরে বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ল উইল। অ্যাঞ্জেলিনার ভাবনা মন থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়েছে। এখন কেবল একটাই চিন্তা—কী করে কাজটা সম্পন্ন করবে। করিডরের লাল কার্পেট মাড়িয়ে মালিকের স্টাডিরুমের দিকে এগোনোর সময় যুগপৎ ভয় আর অস্বস্তি অনুভব করল উইল। শিরদাঁড়ায় শিহরণ হচ্ছে। ভয়ের সঙ্গে পরিচয় নেই ওর, কিন্তু কেন যেন বুকের কাঁপন রোধ করতে পারছে না।

প্রকাণ্ড দরজার সামনে পৌঁছতে ঘামে একাকার হয়ে উঠল উইলের মুখ। মনের জোর খাটিয়ে নিজেকে সাহস যোগাল ও। কাঁপা হাতে একবার কোটের ভিতরে লুকানো পিস্তলের বাঁট স্পর্শ করল।

দরজা ঠেলে উঁকি দিল উইল। জেফারসন হলিস্টারের স্টাডি বা বেডরুমে ঢুকতে অনুমতি নিতে হয়, সেটা ভুলে যায়নি, কিন্তু জিভে

জোর পাচ্ছে না। কয়েকবার চেষ্টা করল, শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে মুখ আর গলা, শব্দ বেরোচ্ছে না। অগত্যা ঢুকেই পড়ল।

পুরু গালিচা মাড়িয়ে কয়েক পা এগোল উইল, হাঁটুতে জোর পাচ্ছে না। কেবলই মনে হচ্ছে অদৃশ্য কেউ ওর সমস্ত তৎপরতা দেখতে পাচ্ছে, জেনে নিচ্ছে মনের কথা বা গোপন ইচ্ছে…

গালিচার কারণে পায়ের শব্দ চাপা পড়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু আদপে তা হলো না। খুবই সজাগ বুড়োর কান, ঠিক টের পেয়ে গেল। ডিভানে শুয়ে ছিল সে, চাপা শব্দ শুনে চোখ মেলে তাকাল।

'কী ব্যাপার, দরজায় নক্ করা ছাড়াই যে ঢুকলে?'

থতমত খেল উইল, কী বলবে ভেবে পেল না। শেষে আমতা আমতা করে বলল, 'ইয়ে, আপনার নাতনিকে খুঁজে পেয়েছেন! সেজন্য অভিনন্দন জানাতে এসেছি।'

'এটা অভিনন্দন জানানোর সময় হলো?' ত্যক্ত শোনাল জেফ হলিস্টারের কণ্ঠ। 'যাও, অযথা সময় নষ্ট না-করে নিজের কাজ করো গে।'

'আপনার অনুমতি পেলে একটা কথা বলি,' ভয়ে ভয়ে বলল উইল।

'বলো,' কুঁচকে গেছে বুড়োর ভুরু।

'আপনার আরেক নাতনির খোঁজ পেয়েছেন?'

'তুমি এত কথা জানলে কীভাবে?'

'এসব কি গোপন থাকে, স্যার?' এক গাল হেসে বলল ও। 'আপনি যা জানবেন, আপনার ডান হাত তো সেটা জানবেই!'

'পাওয়া গেছে। যোগ্য লোককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে,' বিরক্তি চেপে রাখার কোন চেষ্টাই করল না জেফ হলিস্টার, বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটায় খেপে গেছে। 'এসব ব্যাপারে তোমার মাথা না-ঘামালেও চলবে। এখন আমার সামনে থেকে দূর হও!'

লম্বা দম নিল উইল, কোটের ভিতরে চলে গেছে হাত। ভান করল ঘুরে দাঁড়াবে, দৃষ্টি লেপ্টে আছে বুড়োর উপর। দেখল চোখ

বুজেছে জেফ হলিস্টার। আর এক মুহূর্তও দেরি করা সমীচীন মনে করল না উইল। ঝট করে পিস্তল বের করল, দু'হাতে চেপে ধরল, পাছে যদি কাঁপুনির কারণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

সম্ভবত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক করে দিয়েছে বুড়োকে, হঠাৎ চোখ মেলে তাকাল। বিষম খেল সে। পাঁচ হাত দূরে উইল শবারের হাতে পিস্তলটা চমকে দিল তাকে। মুহূর্ত খানেক দেরি হলো ঘটনা বুঝতে পরপরই নড়ে উঠল সে। বালিশের নীচে একটা পিস্তল রাখা আছে। সাবধানের মার নেই ভেবে কিছুদিন ধরে রাখছিল।

উইল শবারের জন্য ওই এক মুহূর্তই দরকার ছিল। চোখ বন্ধ করে ট্রিগার টেনে দিল। বদ্ধ ঘরে কামানের মত গর্জন ছাড়ল পয়েন্ট ফোর-ফাইভ। বিস্ময়টুকু হজম হওয়ার আগেই পরপারে চলে গেল কোটিপতি জেফারসন হলিস্টার, কপালে ত্রিনয়নের সৃষ্টি হয়েছে।

*

'গুলি হলো কোথায়?' ঝট করে সিধে হলো অ্যাঞ্জেলিনা, আতঙ্কে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ।

কার্লের অনুমান জেফ হলিস্টারের স্টাডিরুম থেকে এসেছে শব্দটা। দ্রুত পায়ে এগোল ও, আগে দেখা দরকার কী ঘটেছে। তবে ওর সন্দেহ কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে।

মাত্র একটাই গুলি। কে করল? কাকে করেছে?

প্রায় ছুটে হলিস্টারের স্টাডিতে ঢুকে পড়ল কার্ল. পিছু পিছু দৌড়ে আসছে অ্যাঞ্জেলিনা। ভেজানো পাল্লা ঠেলে ভিতরে ঢুকল কার্ল. একনজরে দেখে নিল ঘরের সবকিছু। যা যেমন ছিল, তাই আছে। অস্বাভাবিকতা শুধু ডিভানে শুয়ে থাকা কোটিপতির মধ্যে। কপালের ত্রিনয়ন থেকে চুঁইয়ে রক্ত ঝরছে। নিষ্প্রাণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে সিলিঙের দিকে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে মৃত।

উদ্‌ভ্রান্তের মত লাশের দিকে তাকিয়ে আছে অ্যাঞ্জেলিনা। মৃত্যু ওর কাছে নতুন নয়, কিন্তু তারপরও থমকে গেছে। সদ্য পরিচিত

এই মানুষটি তার কারণ। এমন কোন অন্তরঙ্গতা তার সঙ্গে হয়ে উঠেনি, কিন্তু অ্যাঞ্জেলিনা জানে এত বছর বাদে ফিরে পাওয়ার পর একজন আপনজনকে এইমাত্র হারিয়ে ফেলল। শোক লাগছে না ওর, কারণ মানুষটির সঙ্গে জানাশোনা হয়নি, কিন্তু দুঃখ বোধ হচ্ছে। নিজেকে অসহায় লাগছে।

বাইরের দরজায় কয়েকজনের পদশব্দ শোনা গেল, দৌড়ে আসছে। একসঙ্গে অনেকে কথা বলায় শোরগোল উঠল। 'হয়েছে কী, বলো তো?' একজনের চড়া কণ্ঠ। 'আচ্ছা, নতুন আসা লোকটা কোথায়? বাড়িতে মি. হলিস্টারের সঙ্গে সে আর ওই মেয়েটা ছাড়া কেউ তো ছিল না। দেখেছ ওকে?'

ত্রিশ বছরের জীবন খুব ছোট নয়। বছর হিসাবে ত্রিশ হলেও কার্লের অভিজ্ঞতা প্রায় দ্বিগুণ। জীবনে বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এসেছে ও, বহু ঘাটের পানি খেয়েছে, দেখেছে নানা অসঙ্গতি আর ঘটনা। প্রতিকূল পরিবেশে অভ্যস্ত থাকায় সহজাত সতর্কতা বোধ আর বিচক্ষণতা তৈরি হয়েছে ওর মধ্যে, এতটাই যেন এসব ওর সহজাত প্রবৃত্তি।

জেফারসন হলিস্টারের মৃত্যু সন্দিহান ও সতর্ক করে তুলেছে ওকে। ঠাণ্ডা মাথায় এই খুনের একাধিক পরিণাম হতে পারে, কিন্তু কার্ল আপাতত একটাই শঙ্কা করছে। খুনটা না ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়। উইল শবারের চালবাজি ওকে খুনীতে রূপান্তরিত করতে পারে।

'অ্যাঞ্জেলিনা, মন দিয়ে আমার কথা শোনো,' জরুরি কণ্ঠে বলল ও, মেয়েটির কাঁধ ধরে নিজের দিকে ফেরাল। 'পরিস্থিতি ভাল ঠেকছে না। মনে হচ্ছে আমার এখন সরে পড়া উচিত, অন্তত দু'একদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হতে পারে। প্রশ্ন কোরো না!' মেয়েটি মুখ খুলতে কড়া স্বরে নির্দেশ দিল ও। 'যেই খুন করে থাকুক, দোষটা বোধহয় আমার ঘাড়ে চাপানো হবে। এখানে শক্ত হয়ে থাকবে তুমি, একটুও ঘাবড়াবে না। তুমি যদি আমার সঙ্গে

পালাতে চাও, তা হলে সবাই ভাববে খুনটা আমরা দু'জনে মিলে করেছি। নিরাপদ দূরত্বে থেকে খোঁজখবর রাখব আমি, পরিস্থিতি অনুকূল হলে দেখা করব তোমার সঙ্গে।'

কথা বলার সময় শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থাকেনি কার্ল, বরং হাত ধরে মেয়েটিকে নিয়ে হলিস্টারের স্টাডি থেকে বেরিয়ে এসেছে। সিঁড়ি হয়ে দোতলায় অ্যাঞ্জেলিনার কামরায় চলে এল ওরা। নীচে হৈহল্লার শব্দ শোনা যাচ্ছে। একটা লোক ক্রমাগত চেঁচিয়ে নির্দেশ দিচ্ছে।

হলিস্টারের লাশ আবিষ্কার করে ফেলল ওরা। কার্ল যেমন আশা করেছিল–আগন্তুকের ঘাড়ে দোষ চাপানোর ব্যাপারে কারও মতামত জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন পড়ল না–এমনিতে সবাই ধরে নিল এটা কার কাজ। কার্লের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল সবাই। প্রতিটি কামরা তল্লাশি করা হচ্ছে। গলা ফাটিয়ে নির্দেশ দিচ্ছে ফোরম্যান উইল শবার।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ উঠল। আর দেরি করা সমীচীন মনে করল না কার্ল। কী যেন বলতে চেয়েছিল অ্যাঞ্জেলিনা, করুণ ও অসহায় দেখাচ্ছে মুখটা। কিন্তু ওর কথা শোনার সময় নেই, ঘুরে বেরিয়ে এল কার্ল, দৌড়ে বাড়ির উল্টোদিকে এগোল। অনুমান করেছে এত বড় বাড়ি যখন, পিছন দিকে আরেকটা সিঁড়ি থাকা উচিত।

সিঁড়ি খুঁজে পাওয়ার আগেই শত্রুর দল পৌঁছে গেল করিডরের অন্য মাথায়। ছয়জন। প্রত্যেকে সশস্ত্র। ওপাশ থেকে হাঁক ছাড়ল উইল শবার। চেঁচিয়ে ক্রুদের ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ দিল। যে-কোন মূল্যে আগন্তুককে খুঁজে বের করতে হবে।

'দিনে-দুপুরে খুন করে পালাবে, মগের মুল্লুক নাকি? খুঁজে বের করো হারামজাদাকে, দেখা মাত্র লাশ ফেলে দেবে!'

ছড়িয়ে পড়ল লোকগুলো।

দরদর করে ঘামছে কার্ল। হাতে উদ্যত পিস্তল। শত্রুদের আসতে দেখে শেষ মুহূর্তে সিঁড়ির লাগোয়া ছোট্ট একটা ঘরে ঢুকে পড়েছে। সম্ভবত সার্ভেন্ট রুম এটা। বেশ কয়েকটা কামরা রয়েছে

এদিকে। কার্ল যেটায় ঢুকেছে, অনেকদিন বে-৩ থাকে না বোধহয়, ভিতরে গুমট পরিবেশ। দরজা সামান্য ফাঁক করে করিডরে নজর রাখল ও। বুকের খাঁচায় দমাদম বাড়ি মারছে হৃৎপিণ্ড, ভয় হচ্ছে শব্দটা শুনে বোধহয় ওর উপস্থিতি জেনে যাবে কেউ!

'বস্, এদিকে তিনটা রুম দেখেছি,' চেঁচিয়ে জানাল একজন। 'ব্যাটা এখানে নেই!'

'ভাল করে দেখো!'

দু'জন এগিয়ে আসছে। করিডরের দু'দিকের কামরাগুলোয় ঢুঁ মারছে। প্রমাদ গুনল কার্ল। আশায় আছে সুযোগ আসবে, দু'জনে যখন দুটো রুমে ঢুকবে, তখন ফাঁকা করিডরে বেরিয়ে যাবে ও, তারপর সিঁড়ি হয়ে নীচে নেমে যাবে। নীচে নেমে কী হবে, সেটা পরের ব্যাপার।

'বাউডি নাকি এর হাতে খুন হয়েছে?' বলছে একজন।

'কে বলেছে তোমাকে?'

'উইলের কাছে শুনেছি। পিস্তলে চালু ছিল বাউডি। ও যখন টিকতে পারেনি, তারমানে এই লোক আরও সরেস।' একটা রুমে ঢুকে পড়ায় তার কথাগুলো শুনতে পেল না কার্ল। ভিতরে নানান জিনিস নাড়াচাড়া করল লোকটা, জানালার শার্সি সরিয়ে কার্নিসে উঁকি দিল। 'নাহ্, টেব, নেই এখানে,' চেঁচিয়ে ফলাফল জানাল।

'যথেষ্ট সাহস আছে তোমার, মন্টি,' করিডরে অপেক্ষমাণ সঙ্গী বলল। 'আমার তো ভয়ই লাগছে! ধরতে গেলে নিশ্চয়ই বসে থাকবে না লোকটা? ধরো তুমি কার্নিসে উঁকি দিলে আর ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে সে গুলি করল? তখন কী হবে ভেবেছ? এত ঝুঁকি না নিয়ে চলো এক কাজ করি, দু'জনে একসঙ্গে তালাশ করলে কেমন হয়? একজন অন্যজনকে কাভার দিতে পারব।'

'মন্দ হবে না,' বুদ্ধিটা মনে ধরল মন্টির, বামের কামরা থেকে বেরিয়ে এসেছে।

ডান দিকের রুমে ঢুকে পড়ল দু'জন, পিস্তল উঁচিয়ে ধরেছে।

মনে মনে দশ খন্ত গুনল কার্ল, তারপর সন্তর্পণে করিডরে বেরিয়ে এল। যতটা সম্ভব নিঃশব্দে এগোল সিঁড়ির দিকে। মাত্র কয়েক গজ। কিন্তু এটুকু দূরত্ব পেরোতে গিয়ে ঘেমে সারা হয়ে গেল ও। সর্বক্ষণ বিপদের আশঙ্কা করছে, পিস্তল তাই প্রস্তুত।

র‍্যাঞ্চের সব ক্রু যে উইল শবারের লোক, তা মনে করে না কার্ল। বরং ওর ধারণা কেউ কেউ বোধহয় বেন লুডলোর মত বিশ্বস্ত। কিন্তু এ-মুহূর্তে সবাই ওর জন্য বিপজ্জনক, এমনকী বেন লুডলোও। কারণ ওদের ধারণা জেফ হলিস্টার খুন হয়েছে কার্লের হাতে। স্বভাবতই ওকে দেখামাত্র গুলি করবে। প্রাণরক্ষার খাতিরে পাল্টা গুলি করতে বাধ্য হবে কার্ল, সাধারণ কিন্তু বিশ্বস্ত কোন কাউহ্যান্ডও ওর হাতে খুন হয়ে যেতে পারে। তাই নেহাত ঠেকায় না-পড়লে গুলি করতে চায় না।

নিরাপদে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে এল ও। করিডরে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে ধেয়ে এল তপ্ত সীসা। থামের আড়ালে লুকিয়ে ছিল দু'জন, কার্লকে ল্যান্ডিংয়ে দেখামাত্র গুলি করল। একটু তাড়াহুড়ো করেছে, তাই অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো, কার্লের গা ঘেঁষে চলে গেল ঘাতক বুলেট।

চট করে দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেল কার্ল, পাল্টা গুলি করল। থামের আড়াল থেকে ফলাফল দেখার জন্য উঁকি দিয়েছিল এক লোক, নাক ফুটো করে মগজে ঢুকে গেল বুলেট। দড়াম করে মেঝেয় আছড়ে পড়ল সে।

আতঙ্কে চেঁচাতে শুরু করল অন্যজন।

অবস্থা বেগতিক দেখে ছুটতে শুরু করল কার্ল, একনাগাড়ে গুলি করছে অন্যজনের অবস্থান বরাবর। ফলাফল দেখার অপেক্ষা করল না, বরং সরাসরি থামের দিকে ছুটল।

গুলি শেষ হয়ে গেছে পিস্তলের, শূন্য হ্যামারে বাড়ি পড়তে দৌড়ের মধ্যে পিস্তলটা হোলস্টারে ফেরত পাঠাল কার্ল, অন্যটা তুলে নিল। একইসঙ্গে পৌঁছে গেল থামের কাছে। এক কদম

এগোতে দেখতে পেল লোকটাকে। থামের গায়ের সঙ্গে লেপ্টে আছে। হাতে পিস্তল।

সামান্য সুযোগও পেল না সে। নির্দয়ভাবে পিস্তলের ব্যারেল লোকটার চাঁদিতে নামিয়ে আনল কার্ল, তারপর আবার ছুটল। পিছনে হুড়মুড় করে মেঝেয় পড়ে গেল অজ্ঞান লোকটা।

হাতের ডানে কিচেন আর স্টোররুম চোখে পড়ল কার্লের, দিক বদলে সেদিকে ছুটল। আশা করছে বেরিয়ে যাওয়ার দরজা থাকবে এখানে। সব বাড়িতে থাকে। মালপত্র আনা-নেওয়ার জন্য বা কাজের লোক বাড়িতে আসা-যাওয়া করে এ-পথে।

কিচেনে ঢুকল কার্ল। ভিতরে কেউ নেই, তবে চুলো জ্বলছে। বাড়ির সব লোক এখন কার্ল রিডলকে খুঁজতে হয়রান। দোতলা, সিঁড়ি, করিডর চষে ফেলার পর বাড়ির সামনের দিকে ছুটছে এখন; আশা করেছে বাকবোর্ডের কাছে যাবে কার্ল।

কিচেনের ওপাশে দরজা আছে একটা। তবে বন্ধ। যেটা বন্ধ সেটা খোলাও যায়, স্মিত হেসে ভাবল কার্ল। দৌড় থামিয়ে দ্রুত পায়ে এগোল ও, হাঁপাচ্ছে মৃদু মৃদু। খিড়কি খুলে বেরিয়ে এল বাইরে।

পিছনের আঙিনায় উন্মুক্ত হয়েছে দরজাটা। একটু দূরে মূল বাড়ি থেকে কয়েকশো গজ দূরে বার্ন আর স্টেবল। চারপাশে একবার দৃষ্টি চালাল কার্ল, কেউ নেই। স্টেবল পর্যন্ত যেতে খোলা জায়গা পেরোতে হবে ওকে, যে-কোন মুহূর্তে বাড়ি থেকে ওকে দেখে ফেলতে পারে কেউ; কিন্তু উপায় নেই। পিঠে গুলি খাওয়ার ঝুঁকি নিয়ে যেতে হবে।

কোন দিকে না-তাকিয়ে হন্‌হন্ করে হাঁটতে শুরু করল ও, চোখ-কান সজাগ। স্টেবলে ঘোড়া ছাড়াও স্যাডল-ব্রিডল থাকার কথা, এখন ভালয় ভালয় পৌঁছতে পারলেই হয়।

উদ্বেগে মুখ শুকিয়ে আসছে ওর। নিজেকে উদোম মনে হচ্ছে, জানে যে-কোন মুহূর্তে পিঠে এসে লাগতে পারে একটা বুলেট।

কিন্তু বাঁচার একটাই উপায়—যেভাবে হোক স্টেবলে যেতে হবে। খোলা পথ পেরোচ্ছে—ভুলে থাকার চেষ্টা করছে কার্ল।

নিরাপদেই পৌঁছল ও। এখনও বাড়ির ভিতরে রয়েছে ক্রুরা। চেঁচামেচি আর হট্টগোল শুনে কার্ল অনুমান করল অন্তত দশ-বারো জন। ভাগ্যিস, এখন দুপুর, বেশিরভাগ কাউহ্যান্ড কাজে বাইরে আছে। সবাই থাকলে বোধহয় এতক্ষণে ধরা পড়ে যেত।

পুরো আস্তাবলে চকিত দৃষ্টি চালাল ও, কেউ নেই দেখে নিশ্চিন্ত মনে স্টলের দিকে এগোল। একটা-দুটো নয়, অন্তত বিশটা ঘোড়া রয়েছে। বাছ-বিচারের ঝামেলায় গেল না কার্ল, সবচেয়ে কাছের ঘোড়াটা স্টল থেকে বের করে আনল। দেয়ালের আঙটায় ঝুলন্ত একটা স্যাডল সংগ্রহ করল।

স্যাডল সাজানো শেষে স্টিরাপে একটা পা তুলেছে, তখনই পিছনে পিস্তল কক্ করল কেউ। 'ছিছি! এভাবে না বলে চলে যাচ্ছ?' তামাশার সুর লোকটার কণ্ঠে। 'বস্ তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে, তার সঙ্গে মোলাকাত করে গেলে হত না?'

ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল কার্ল, এক হাত স্যাডল ক্যান্টারে, অন্য হাত ঘোড়ার পিঠে।

'ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াও, চান্দু,' নির্দেশ দিল অন্য একটা কণ্ঠ। 'আর হ্যাঁ, হাত দুটো মাথার উপর রাখো। জেসন, যাও তো ওর হোলস্টার দুটো খালি করো।'

মাথার উপর হাত তুলল কার্ল, তারপর খুবই সতর্কতার সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল। স্টেবলের দরজা থেকে একটু ভিতরে ওর পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে সুঠামদেহী দুই কাউহ্যান্ড। মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে সামান্য বেতাল দেখলে গুলি করবে। ট্রিগারে নিশপিশ করছে ওদের হাত।

এগিয়ে এল জেসন নামের লোকটা। সতর্ক পায়ে কার্লের পিছনে চলে গেল সে, সন্তর্পণে ওর কোমর থেকে গানবেল্ট সহ হোলস্টারজোড়া খুলে নিল। 'এগোও!' পিঠে পিস্তলের খোঁচায়

নির্দেশ দিল সে।

'ওকে ছেড়ে দাও, জেসন,' আরও একটা কণ্ঠ শোনা গেল, এইমাত্র স্টেবলে ঢুকেছে লোকটা। 'আমার হাতে শটগান, চালাকি করতে যেয়ো না কেউ!'

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল জেসনের সঙ্গী, পিছনে শটগান হাতে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করল সেঃ 'বেন, তুমি! ব্যাপার কী, বলো তো!'

'শোনোনি, এই লোক বস্-কে খুন করেছে?' অসন্তুষ্ট স্বরে কৈফিয়ত চাইল জেসন।

'খুনটা কে করেছে জানি আমি,' শান্ত স্বরে বলল বেন লুডলো, নির্বিকার মুখে শটগান নাচাল সে। 'পিস্তল দুটো সরাবে তোমরা, নাকি শেষপর্যন্ত বোকামির মাশুল দেবে?'

'আমি তো ঘটনা কিছুই বুঝতে পারছি না!' বিস্ময় প্রকাশ করল জেসনের সঙ্গী।

'না-বোঝার কী আছে? বললাম তো, খুনটা যে করেছে তাকে আমি চিনি।'

'বলো কী!' জেসনের বিস্ময় কাটছে না।

'তোমাকে কি বিশ্বাস করতে পারি?' সন্দিগ্ধ স্বরে জানতে চাইল ডেল হার্নেস।

'আজ পর্যন্ত আমাকে মিথ্যে বলতে শুনেছ?'

নীরব হয়ে গেল দুই কাউহ্যান্ড, পিস্তল যার যার হোলস্টার বা পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছে। একে অন্যের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল, তারপর কার্লের দিকে ফিরে এল দৃষ্টি।

'না-জেনে একটা অন্যায় করতে যাচ্ছিলে তোমরা,' শান্ত স্বরে বলল বেন লুডলো। 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর মত আর কী! এই লোক বস্-কে খুন করেনি, তাই ওকে উইলের হাতে তুলে দেওয়া মানে নিরপরাধ লোককে ফাঁসিয়ে দেওয়া।'

নির্বাক চেয়ে থাকল দু'জন।

'গানবেল্টটা দিয়ে দাও ওকে,' নির্দেশ দিল বেন।

আই করল জেসন। 'কিন্তু উইল যে বলল...'

'মিথ্যে বলেছে,' কার্লের দিকে ফিরল বেন লুডলো। 'অন্য কেউ এসে পড়ার আগেই কেটে পড়ো।' তারপর সামান্য হাসল সে। 'তুমি দেখছি আমার ঘোড়াটাই পছন্দ করেছ।'

চটজলদি ঘোড়ার পিঠে চাপল কার্ল। 'ধন্যবাদ, বেন।'

স্পারের খোঁচায় স্টেবল থেকে বেরিয়ে এল ঘোড়াটা, তারপর তুমুল গতিতে ছুটল খোলা প্রেয়ারির দিকে।

এগারো

মিনিট দুয়েকের মাথায় ছুটতে ছুটতে স্টেবলে এসে পৌঁছল উইল শবার। দৌড়ে আসায় হাঁপাচ্ছে সে। পিছনে সশস্ত্র দশজন লোক।

'লোকটাকে দেখেছ তোমরা?' জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ, এইমাত্র চলে গেল,' জবাব দিল জেসন।

'তোমরা কী করছিলে?' খেঁকিয়ে উঠল ফোরম্যান। 'এইমাত্র চলে গেল!' মুখ বাঁকিয়ে কথাটার পুনরাবৃত্তি করল সে। 'হারামীর বাচ্চারা, সঙের মত দাঁড়িয়ে থেকে ওকে চলে যেতে দিয়েছ!'

'বাধা দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু...' খেই হারিয়ে ফেলল ডেল হার্নেস, আড়চোখে একবার বেন লুডলোর দিকে তাকাল।

'তিনজনে মিলে একজনকে ধরতে পারলে না? এমন অকর্মা লোক আর দেখিনি!'

'বাড়িতে আটকা পড়ে ছিল লোকটা,' মুখ খুলল বেন। 'দশ-বারো জন মিলে তুমি পেরেছ ওকে ধরতে?'

'সেই কৈফিয়ত তোমাকে দিতে হবে?' জ্বলে উঠল উইলের চোখ, বহুকষ্টে নিজেকে সামলে রাখছে।

'কৈফিয়ত চাইনি, সত্যি কথাটা মনে করিয়ে দিলাম শুধু। ওকে খাটো করে দেখেছ তুমি, উইল। এবার একটু বেশি বড় মাছ ধরে ফেলেছ, হাত থেকে পিছলে বেরিয়ে গেছে। হ্যাঁ, আমার কথার অর্থ হচ্ছে, তোমার চেয়ে ঢের সেয়ানা লোক কার্ল রিডল। ওকে আটকে রাখা তোমার কম্ম নয়।'

'সাহস তো কম নয় তোমার!' সরোষে বলল উইল, রাগে কুৎসিত হয়ে গেছে মুখ।

'খামোকাই চটে যাচ্ছ। এই তো সবে বেরিয়ে গেল লোকটা। ট্রেইলে ধুলো উড়ছে এখনও। পারলে ধরে নিয়ে এসো ওকে। দেখিয়ে দাও যে আমি বাড়িয়ে বলছি না। অযথা তর্ক করে সময় নষ্ট হচ্ছে শুধু!'

চ্যালেঞ্জটা নিতে আপত্তি নেই উইলের, কিন্তু বেয়াড়া এই যুবকের স্পর্ধা ক্রোধোন্মত্ত করে তুলছে ওকে। ব্যাটাকে একটা শিক্ষা না-দিলেই নয়! ক্রুদের সামনে এভাবে বেইজ্জত করছে ওকে! সাহস আর ভয় খুব সংক্রামক। আজ লুডলোর বিরোধিতা বা স্পর্ধা সহ্য করলে ওর পিছনে মুখ টিপে হাসবে অন্য ক্রুরা। ভাববে সাহস হারিয়ে ফেলেছে ওদের মারকুটে ফোরম্যান। এটা হতে দেওয়া যায় না।

কিন্তু কার্ল রিডলকেও ধরা দরকার। বরং এ-মুহূর্তে সেটাই বেশি জরুরি। 'হাঙ্ক, জলদি ঘোড়া বের করো,' লুইসের দিকে ফিরে নির্দেশ দিল উইল। 'র্যাঞ্চে তিনজনকে রেখে সবাই যাব আমরা।'

বেন লুডলোর মুখোমুখি হলো ও। ঘৃণা আর বিদ্বেষ ঝরে পড়ছে চাহনিতে। 'আমাকে ঘাঁটাতে যেয়ো না, বেন,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ও। 'এই শেষ! পরে বোলো না সাবধান করিনি।'

'তোমাকেও বলছি ' চোখে চোখ রেখে একই সুরে জবাব দিল

লুডলো। 'মুখ খুলতে আমাকে বাধ্য কোরো না।'

যে যেখানে ছিল, উদ্বিগ্ন মুখে ফিরে তাকাল। টানটান উত্তেজনার মুহূর্ত। নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে থাকল। বুঝে গেছে সামান্য এদিক-ওদিক হলে খুনোখুনি ঘটে যাবে।

কিন্তু ড্র করল না কেউ। শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল উইল শবার। 'পরিস্থিতি এখন আমাদের প্রতিকূলে,' শান্ত স্বরে বলল সে। 'নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি বা সংঘর্ষের অবকাশ নেই। বসের খুনীটাকে ধরে দড়িতে ঝোলানোই এখন আমাদের কর্তব্য।'

'তোমার ইচ্ছে সফল হোক,' শুকনো স্বরে বলল বেন।

আর কিছু না-বলে ঘোড়ায় চাপল উইল, বেরিয়ে এল স্টেবল থেকে। একে একে অন্যরাও এসে যেতে ঘোড়া ছোটাল সে।

শুধু তিনজন যায়নি। বেন, হার্নেস আর জেসন। সন্দিগ্ধ ওরা, ঠিক করতে পারেনি কী করবে। এটা বুঝতে পেরেছে যে র‍্যাঞ্চে দুটো পক্ষ দাঁড়িয়ে গেছে। একটা উইল শবারের নেতৃত্বে অপেক্ষাকৃত বড় দল, অন্য পক্ষে ওরা মাত্র তিনজন।

'তুমি বোধহয় বিরাট ভুল করতে যাচ্ছিলে,' ফোঁস করে চেপে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়ল জেসন। 'পিস্তলে খুবই চালু উইল। আমার কথা হচ্ছে, নিজেদের মধ্যে অযথা সংঘর্ষে জড়ানো কি ঠিক?'

'হয়তো আজকের ঘটনাই অন্যদিন ঘটবে,' চিন্তিত স্বরে বলল বেন, স্টেবলের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকাল। প্রেয়ারি ধরে ছুটছে দশ-বারোটা ঘোড়া।

'তোমার সাহসের প্রশংসা করতেই হয়,' বলল হার্নেস। 'এখন বুঝতে পারছি আসলে কে খুনী! যাক্গে, ওরা ফিরে এলে কী করবে?'

'কী করব আমি নিজেও জানি না। আগে ওরা ফিরে আসুক। একটা কথা, জানো তো বসের এক নাতনি এসেছে র‍্যাঞ্চে? বসের মৃত্যুতে সে-ই আমাদের মালিক। ওর দিকে নজর রাখতে হবে, ওর

নিরাপত্তার সমস্ত দায়িত্ব এখন আমাদের।'

'কিন্তু সবাই উইলের কথায় নাচছে!'

'নাচুক।'

'আমরা তিনজনে এমন কীই বা করতে পারব!'

'উঁহুঁ, তিনজন নয়। চারজন।'

'চারজন?' ভুরু কুঁচকে বেনের দিকে তাকাল জেসন।

'কার্ল রিডলের কথা ভুলে যাচ্ছ কেন? লোকটাকে দেখে যা বুঝেছি, বাজি ধরে বলতে পারি বসের মেয়ের বা এই র‍্যাঞ্চের দুঃসময়ে ঠিকই পাশে এসে দাঁড়াবে সে। তবে কথা হচ্ছে,' চিন্তিত স্বরে বলল সে। 'আগে নিজের পিঠের চামড়া বাঁচাতে হবে ওর।'

*

ঘাড় ফিরিয়ে একবার পিছনে তাকাল কার্ল রিডল, মাইল খানেক দূরে ধুলোর মেঘ চোখে পড়ল। আসছে ওরা। ধুলোর মেঘের দৈর্ঘ্য দেখে অনুমান করল জনা দশেক লোক আছে দলে।

স্পারের গুঁতো দিল কার্ল। সঙ্কেত বুঝতে অসুবিধা হলো না ঘোড়াটার, গতি বাড়িয়ে দিল। ঘোড়াটা জাতে গ্রুলা। বেশ তেজী, দমও বোধহয় মন্দ নয়। এখনই ওটার সমস্ত দম বা গতি কাজে লাগানোর ইচ্ছে নেই কার্লের। পরে এমনও সময় আসতে পারে যখন জান বাজি রেখে ছুটতে হতে পারে।

কার্ল জানে দূরত্বই ওর সাফল্যের চাবিকাঠি, তাই নাক বরাবর ঘোড়া ছুটিয়েছে। ধাওয়াকারীদের খসিয়ে দেওয়ার জন্য কৌশল অবলম্বন করার ঝামেলায় গেল না। তাতে শুধু সময় আর শ্রমের অপচয় হবে। প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান। ট্রেইল থেকে ট্র্যাক মুছে বা এদিক-ওদিক ঘুরে খসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু তাতে সফল হবে কি-না নিশ্চিত নয়; কারণ এলাকাটা ওর প্রায় অচেনা। চেনা জায়গায় শত্রুকে ধোঁকা দেওয়া যায়। বর্তমান পরিস্থিতিতে ওর পক্ষে সেটা বুমেরাং হয়ে যেতে পারে। ঘুরপথে হয়তো ওদের মুখোমুখি গিয়ে পড়তে পারে, কিংবা শত্রুপক্ষ ওর গন্তব্য আগাম

অনুমান করে আগেই উপস্থিত হয়ে যেতে পারে।

তারচেয়ে সহজ ট্রেইল ধরে এগোনোই মঙ্গল। গতি ব্যাহত হবে না, সময়ও নষ্ট হবে না। দেখা যাক, কতদিন পিছনে লেগে থাকতে পারে এরা।

তলে তলে উত্তেজিত কার্ল। পরিস্থিতি ওর প্রতিকূলে, কিন্তু তারপরও মজা পাচ্ছে। বিপদ ওর পুরানো বন্ধু। বিপদ মোকাবিলা করার রোমাঞ্চ, শিহরণ বা অনিশ্চয়তা...সবই ভাল লাগে ওর। উপভোগ করে। এই যে এতগুলো লোক ওকে ধাওয়া করেছে, ধরতে পারলে খুন করবে...ঝুঁকি নিয়ে ছুটছে ও, হয়তো ইঁদুর-বিড়াল খেলা খেলতে হবে, একসময় "হয় মারো নয়তো মরো" এমন পরিস্থিতি তৈরি হবে...ভয় পাচ্ছে না কার্ল, বরং উপভোগ করছে এই অনিশ্চয়তা আর বিপদের আশঙ্কা। কারণ এতে অভ্যস্ত ও।

জোড়া পা বা গায়ে লোম আছে, দুনিয়ায় এমন কোন প্রাণী নেই যেটাকে ভয় পায় কার্ল। তবে অসতর্কও নয় ও। শত্রুকেও হেলাফেলা করছে না। কীভাবে করবে? যার পিছনে দশ-বারোজন লোক ধাওয়া করে, তার তো লেজ তুলে পালানোর কথা। কিন্তু কার্ল তা করছে না। উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা বা ভয়...কোনটাই নেই মনে। নিরুদ্বিগ্ন, সতর্ক ও সজাগ। শত্রুর সংখ্যা একটু বেশি সাবধানী করে তুলেছে ওকে। অযথা ঝুঁকি নিতে অনিচ্ছুক।

উদ্দাম ছুটে চলার ফাঁকে পরিস্থিতি নিয়ে ভাবছে কার্ল। এ-নিয়ে দ্বিতীয়বার ঠকা খেল, প্রমাণিত হলো ও একটা তৃতীয় শ্রেণীর চতুষ্পদ! বছর চারেক আগে ওর প্রেমিকাকে হত্যা করার পর ওকেই ফাঁসিয়ে দিয়েছিল কর্নেল হিরাম শাটন। আর এবার ফাঁসাল কর্নেলের উপযুক্ত শিষ্য উইল শবার।

মিথ্যা অপবাদ নিয়ে ট্রেইলে নামতে হয়েছে। পিছু ধাওয়া করে আসছে কিছু নৃশংস লোক, ধরা মাত্র নির্বিচারে খুন করবে ওকে।

অল্পের জন্য বেঁচে গেছে এ-যাত্রা। বেন লুডলো না-থাকলে

হয়তো এতক্ষণে ফাঁসিতে জিভ বেরিয়ে পড়ত, কিংবা পিঠে একটা গুলি খেত। তবে স্বস্তিতে গা ভাসানোর উপায় নেই, কারণ এবার এক রাঘব বোয়ালের খুনী হয়েছে ও। জেফারসন হলিস্টারের মত মহীরুহকে হত্যার দায়! ওকে ধরার জন্য পুরো কাউন্টি ট্রেইলে নেমে পড়লেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

অ্যাঞ্জেলিনার নিরাপত্তা নিয়ে ভাবছে কার্ল। মেয়েটিকে খুন করার ঝুঁকি নিশ্চয়ই নেবে না শবার। তবুও সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। একমাত্র ভরসা বেন লুডলো আর জেফ হলিস্টারের উকিল। যদি উকিলকে কিনে ফেলতে পারে শবার, তা হলে কোন আশাই থাকবে না। তখন নির্দ্বিধায় অ্যাঞ্জেলিনার গতি করে ফেলবে ফোরম্যান।

ডরোথির কথা মনে পড়ল। মেয়েটা কি রওনা দিয়েছে? সম্ভবত ডরোথির পরিচয়ও নিশ্চিত জেনে গেছে শবার। রেনেতার দিকে যাচ্ছে কার্ল। পথে যদি মেয়েটার সঙ্গে দেখা হয়, তা হলে ওকে নিয়েই কেটে পড়তে হবে; আর যদি এখনও রেনেতায় থেকে থাকে, অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলতে হবে ডরোথিকে।

ট্রেইলের দিকে নজর দিল কার্ল। উঁচু একটা মেসায় উঠে এসে ফেলে আসা পথ জরিপ করল। স্বস্তির বিষয়, ব্যবধান কিছুটা বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। ধুলোর মেঘটা এখন প্রায় মাইল দুয়েক দূরে।

নিঃসন্দেহে মোটা অঙ্কের টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হবে। কত দিয়ে কেনা হবে ওর মাথা? দুই হাজার, নাকি আরও বেশি? পাঁচ হাজার?

মাইল পাঁচেক দূরে লারামি ক্রসিং। গতরাতে ওখানে ক্যাম্প করেছিল। ক্রসিঙে ঢোকার পক্ষপাতী নয় কার্ল, বরং ফ্রেইটিং পোস্টটাকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চায়। ওখানে থামলে অযথা মূল্যবান কিছু সময় নষ্ট হবে।

শহরটা এড়িয়ে যাওয়ার আরও একটা কারণ, ওখানে উইল

শবারের পরিচিত কেউ থাকতে পারে। সাবধানের মার নেই। কে জানে, এতক্ষণে রেনেতা পর্যন্ত জেফ হলিস্টারের মৃত্যুর খবর চাউর হয়ে গেছে কি-না।

বারো

লাল সিল্কের উপর কালো ক্লোক পরেছে ডরোথি। পোশাকটা আলাদা সৌন্দর্য এনে দিয়েছে ওর বিষণ্ন মুখে। জো মিলারকে কবর দেওয়ার পর প্রার্থনা করতে গির্জায় গিয়েছিল, গির্জা থেকে ফিরে আসার পর আরও বেশি অসহায় ও শূন্য মনে হলো নিজেকে। একজন মানুষের অভাব একদিনে বোঝা যায় না, বরং প্রতিটি মুহূর্তে দিনে দিনে উপলব্ধিতে আসে। জো মিলার মানুষ হিসাবে যাই ছিল না কেন, ডরোথির শুভাকাঙ্ক্ষী এবং আশ্রয়দাতা ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মানুষটার অভাব বুকে বাজবে অনেকদিন।

শুভাকাঙ্ক্ষীকে যেমন হারিয়েছে, তেমনি জো মিলারের মৃত্যুর কারণে দায় থেকে মুক্তি পেয়ে গেছে ও। ছিন্ন হয়ে গেছে সব পিছুটান। কফিনটা কবরে নামানোর পর আর কেউই রইল না। পুরানো স্মৃতির ভিড়ে জো মিলারের বিকৃত ও অসহায় মুখ বারবার ফিরে আসছে ডরোথির মনে। এমন বীভৎস মৃত্যু পাওনা ছিল না নিরীহ একজন মানুষের।

ভাই-বোনের মত মানুষ হয়েছে ওরা। তবুও বদলে গিয়েছিল জো। ইদানীং ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছিল ওকে। মুখ ফুটে বলেও দিয়েছিল। কিন্তু সায় দিতে পারেনি ডরোথি, সহোদর ছাড়া

জো-কে অন্য কিছু কল্পনা করতে পারত না। এজন্য অনেক দুর্ব্যবহার সইতে হয়েছে ওকে, তবুও কখনও জো-কে ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবেনি।

কিন্তু এখন ছেড়ে যেতে হচ্ছে। ডরোথি চলে গেলে বোধহয় ক্রিমসন থিয়েটারও বন্ধ হয়ে যাবে। মালিকহীন অবস্থায় দলের কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়বে। যারা আছে তারা স্রেফ বেতনভুক অভিনেতা-অভিনেত্রী বা কর্মচারী, মিলারের মত দায়িত্ব বা আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করবে না। অন্যদের সংগঠিত করার ক্ষমতাও তাদের নেই।

ডরোথি স্বপ্নেও ভাবেনি মিলারের মত দুর্বল ও নিরীহ একটা মানুষকে এভাবে খুন করতে পারে কেউ। কার সর্বনাশ করেছিল সে? উত্তর খুঁজে পায়নি, কিন্তু সন্দিহান হয়ে উঠেছে মন।

কার্ল রিডল ওকে রূপকথার গল্প শুনিয়েছে। রীতিমত উদ্ভট বলা চলে। রিডল দাবি করেছিল ও যে কোটিপতি হলিস্টারের নাতনি সেটা মিলারও জানত। তা হলে কেন কখনও ওকে বলেনি জো? এই প্রশ্নেরও সদুত্তর পায়নি ডরোথি। তবে জো মিলারের মৃত্যুর সম্ভাব্য কারণ কিছুটা হলেও অনুমান করতে পেরেছে।

ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে হলিস্টার র‍্যাঞ্চে যাবে ও। তবে বুঝতে পারছে না আজীবনের জন্য থেকে যাবে কি-না। ভাল লাগলে থেকে যেতেও পারে। আর কিছু না-পারুক, দুই বোন মিলে বুড়ো নিঃসঙ্গ মানুষটাকে সুখী করে তুলতে পারবে। সেই সঙ্গে ওরা পাবে সামাজিক মর্যাদা, নিরাপদ এবং নিশ্চিত একটা জীবন। এই জিনিসগুলো কখনও পায়নি ওরা।

আগামী কাল গির্জায় জো মিলারের জন্য প্রার্থনা করা হবে। সারা শহরের মানুষ আসবে। ডরোথি সিদ্ধান্ত নিয়েছে কাউকে কিছু না-জানিয়ে এরপর নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে।

*

ভোরের পরপরই রেনেতায় পৌঁছল কার্ল রিডল। তখনও ঘুম

ভাঙেনি শহরের। একদিক দিয়ে সুবিধাই হলো, প্রায় সবার অজান্তে রেনেতায় ঢুকতে পেরেছে।

স্টেবলে ঢুকে দেখল কেউ নেই। স্টেবল মালিক বোধহয় ঘুমাচ্ছে। ঘোড়াটাকে নিজেই স্টলে ঢোকাল কার্ল, দলাইমলাই করার পর দানাপানির ব্যবস্থা করল। ছেড়ে আসার আগে কিছুক্ষণ আদর করল গ্রুলাটাকে। যথেষ্ট মুন্সিয়ানা দেখিয়েছে ওটা, উইল শবারের দলটাকে অনেক পিছনে ফেলে কার্লকে নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে দিয়েছে।

বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে এগোল কার্ল। মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ। দূর থেকে চারটা ওয়্যাগনকে আগের জায়গায় দেখে স্বস্তি বোধ করল। কাছে এসে একবার চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। উঁহুঁ, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। দরজায় করাঘাত করল কার্ল।

ভিতরে ঘুম ভেঙে গেল ডরোথির। রাতে ভাল ঘুম হয়নি। এই সাতসকালে কারও আসার কথা নয়, শঙ্কিত মনে ভাবল ও।

'কে?'

'কার্ল। কার্ল রিডল, ম্যা'ম।'

থমকে গেল ডরোথি। মনে আশঙ্কা দানা বাঁধল। কারও বিপদ হয়নি তো? অ্যাঞ্জেলিনা বা ওর দাদার? নইলে এমন অসময়ে আসার কথা নয় কার্লের।

দ্রুত বিছানা ছাড়ল ও, কাপড় বদলে দরজার দিকে এগোল।

কার্লের শুকনো ক্লান্ত মুখ দেখে চমকে উঠল ডরোথি। দ্রুত সরে দাঁড়িয়ে ভিতরে ঢোকার জায়গা দিল কার্লকে।

ভিতরে এসে চেয়ারে শরীর ছেড়ে দিল কার্ল। ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসছে।

চালাক মেয়ে ডরোথি। কার্লের কী দরকার বুঝে নিয়েছে। ঝটপট কয়েকটা বিস্কুট নিয়ে এল, তারপর লাগোয়া রান্নাঘরে গিয়ে চুলোয় স্টুর পাত্র বসিয়ে দিল। গরম কফির আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

'তুমি বরং তৈরি হয়ে নাও, ম্যা'ম,' জরুরি কণ্ঠে বলল কার্ল। 'এখনই রওনা দিতে হবে আমাদের।

'কোথায় যাব?'

'আমি নিজেও জানি না। এই শহর ছাড়তে হবে, এটাই হচ্ছে আসল কথা।'

'কিন্তু...আচ্ছা, মিলার খুন হয়েছে জানো তুমি?'

নির্বাক তাকিয়ে থাকল কার্ল। নিজেকে আরও বেশি পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছে ওর। অনুমান করতে কষ্ট হলো না কাজটা কার।

'চাবুক দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে ওকে,' জানাল ডরোথি। 'কারও উপর এভাবে নির্যাতন চালাতে আমি দেখিনি বা শুনিওনি,' নিজের অজান্তে শিউরে উঠল ও। 'বীভৎস!'

'কাজটা কার জানি আমি। অনুমান করতে পারছি। কী জানো, এখন আর এই শহরও তোমার জন্য নিরাপদ নয়।'

কথাটার তাৎপর্য বুঝতে সেকেন্ড কয়েক সময় নিল ডরোথি। স্টুর পানি ফুটতে শুরু করায় চুলোর কাছে চলে গেল ও। মিনিট দুয়েক পর বাটিতে স্টু নিয়ে ফিরে এসে দেখল ঝিমাচ্ছে কার্ল। তবে ডরোথির পদশব্দ পেয়ে চোখ মেলে তাকাল।

'বোধহয় সারারাত ঘোড়া ছুটিয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'কিছু খেয়েছ?'

খাওয়ার প্রসঙ্গ ওঠায় এই প্রথম কার্লের মনে পড়ল গতকাল সকালে নাস্তার পর আর পেটে পড়েনি কিছু। লারামি ক্রসিঙে ট্রেইলের ধারে একসঙ্গে নাস্তা করেছিল অ্যাঞ্জেলিনা আর ও। হলিস্টার র‍্যাঞ্চে খাওয়ার সুযোগ হয়নি। র‍্যাঞ্চ থেকে ছুটে পালানোর পর চলার মধ্যে রয়েছে। বিশ্রামের সময় শুধু পানি পান করেছে।

'খাওয়া শুরু করো। খেতে খেতে ঠিক করা যাবে কোথায় যাব আমরা,' প্রস্তাব দিল ডরোথি, আরেক বাটি স্টু নিয়ে উল্টো দিকে

বসল ও। চুলোয় কফির পানি চড়িয়ে এসেছে।

'বেশ তো।'

'অ্যাঞ্জেলিনা কেমন আছে?'

'ভালই বোধহয়।'

ভুরু কোঁচকাল ডরোথি। 'তোমার সঙ্গে ছিল, নিশ্চয়ই র‍্যাঞ্চে পৌঁছে দিয়েছ ওকে। ওর খবর তো তোমারই জানার কথা।'

'ঠিক,' স্টুতে চুমুক দেওয়ার ফাঁকে বলল কার্ল।

চুলোর কাছে চলে গেল ডরোথি। কফি নিয়ে ফিরে এসে দেখল সিগারেট রোল করছে কার্ল, চিন্তিত মনে কী যেন ভাবছে।

'আচ্ছা, আমরা র‍্যাঞ্চে চলে গেলেই পারি?' প্রস্তাবের সুরে বলল ডরোথি। 'ওখানে নিশ্চয়ই বিপদের ভয় নেই আমার?'

'তোমার দাদা এখন মৃত। উইল শবারের নাম শুনেছ? র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান। ওর হাতেই মারা গেছে মি. হলিস্টার আর মিলার।'

'জেসাস!' বিস্ফারিত হলো ডরোথির আয়ত চোখজোড়া। প্রথমে বিস্ময়, তারপর প্রিয়জন হারানোর বেদনা, হতাশা আর আশঙ্কা গ্রাস করল ওকে। একটু একটু করে ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখ।

মেয়েটিকে সামলে নেওয়ার সময় দেওয়া দরকার ভেবে চুলোর কাছে চলে এল কার্ল। একটা চেয়ার টেনে বসল আগুনের পাশে। কোমরের খাপ থেকে ছুরি বের করে স্টোভের আগুনে ঝলসে নিল ইস্পাতের ফলা। ডান বাহুতে বিদ্ধ হয়েছে একটা গুলি, ওটা বের করা দরকার।

সন্ধ্যার ঘটনা এটা। লারামি ক্রসিং পেরিয়ে যাওয়ার সময় অ্যাম্বুশে পড়ে যায় ও। কে বা কারা ছিল জানে না, কিন্তু এটুকু বুঝেছে যে উইল শবারের লোক। মুহুর্মুহু গুলি করছিল শত্রুরা। বাধ্য হয়ে তুমুল বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছিল কার্ল, সরাসরি শত্রুদের দিকে। পাল্টা জবাব দিতে দেরি করেনি।

সেকেন্ড কয়েকের মধ্যে বিপজ্জনক জায়গাটা পেরিয়ে আসে ও

নিজে পেয়েছে একটা বুলেট, আর শত্রুদের অন্তত একজনকে খতম করেছে।

আবার ফাঁদ বা অ্যাম্বুশে গিয়ে পড়বে–এই আশঙ্কায় চুপিসারে রেনেতায় ঢুকেছে।

মেঝেয় বুট রেখে জুত হয়ে বসল ও। মনের জোর যথেষ্ট আছে, কিন্তু শরীরে কুলাবে কি-না বুঝতে পারছে না। নিজের দেহ থেকে বুলেট বের করতে বহু সাহসী মানুষই পারে না, অতটা মনের জোর থাকে না তাদের। কিন্তু কার্লের আছে। পরিস্থিতিই বাধ্য করেছে ওকে। অন্য কারও কাছে যাওয়ার সময় বা সুযোগ কোনটাই নেই এখন।

জামার হাতা কাঁধের কাছ থেকে কেটে ফেলল কার্ল, তারপর সন্তর্পণে হাতাটা শরীর থেকে মুক্ত করল। ক্ষতে বাঁধা পট্টি খুলতে গিয়ে তীব্র ব্যথা হজম করতে হলো। দাঁতে দাঁত চেপে সইল ও। দগদগে ঘা হয়ে গেছে ক্ষতটা।

কফি তৈরির পরও পাত্রে বাড়তি পানি রয়ে গেছে। গরম পানি একটা বাটিতে নিল জন, তাতে লবণ মিশিয়ে ভাল করে নাড়ল। কেটে ফেলা আস্তিন থেকে রক্ত লাগেনি এমন জায়গা বেছে ছিঁড়ে ফেলল, ব্যস পরিষ্কার ন্যাকড়া হয়ে গেল। পানিতে চুবিয়ে ভাল করে ওটা ধুয়ে নিল কার্ল, তারপর ক্ষত পরিষ্কার করল। ভিতরে জমাট বাঁধা রক্ত রয়েছে।

আঙুল ঢুকিয়ে দিল গর্তের ক্ষতে। তীব্র ব্যথার প্রবাহ ছড়িয়ে পড়ল পুরো হাতে। ব্যথা উপেক্ষা করে গর্ত হাতড়াল ও, জমাট বাঁধা রক্তের দলা বের করে আনল। তবে বুলেটের ছোঁয়া পায়নি।

এবার আসল কাজ। মনকে শক্ত করল কার্ল। গরম পানি দিয়ে ধুলো ছুরিটা, তারপর আবার আগুনে সেঁকল। শেষে ক্ষতের গভীরে প্রবেশ করাল ওটার সম্মুখভাগ। একটু একটু করে খুঁচিয়ে, নেড়েচেড়ে বুলেটের কাছে পৌঁছতে চাইছে। অমানুষিক ব্যথা সইতে হচ্ছে ওকে। ঠোঁট কামড়ে ধরে, চোখ বুজে কাজ করছে ও।

ঘেমে জবজব হয়ে গেছে পুরো দেহ। কপাল থেকে মুখ হয়ে টপটপ করে ঝরছে ঘামের ধারা।

মিনিট পাঁচ পর সফল হলো ও। বের করতে পেরেছে সীসার টুকরো। নিজেও জানে না শেষ মুহূর্তে অজান্তে অস্ফুট চিৎকার করেছে।

কাজ শেষে ঠায় বসে থাকল ও, হাঁপাচ্ছে। দম স্বাভাবিক হতে খানিক সময় লাগল। চোখ বুজে বিশ্রাম নিচ্ছে, হঠাৎ বাহুতে কোমল একটা হাতের ছোঁয়া পেয়ে চমকে চোখ মেলে তাকাল।

ডরোথি।

'নিজের উপর এমন অমানুষিক অত্যাচার চালাতে কাউকে দেখিনি আমি,' স্মিত হেসে বলল ডরোথি। 'সাহস আছে তোমার! যা দেখেছি, এই কাজ কোনদিনই পারব না আমি!'

'প্রার্থনা করি তোমাকে যেন করতে না-হয়,' হালকা সুরে বলল কার্ল।

'দয়া করে যদি বিছানায় গিয়ে শোও, খুব ভাল হয়। নিশ্চিন্তে তোমার ক্ষতে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতাম।'

'অযথা সময় নষ্ট করছ। তুমি বরং তৈরি হয়ে নাও।'

'তুমিও অযথা তর্ক করছ। যা ধকল গেছে শরীরের উপর দিয়ে, মনে হয় না নিজে ব্যান্ডেজ করার শক্তি আছে তোমার। তর্ক কোরো না, কার্ল। লক্ষ্মীছেলের মত শুয়ে পড়ো। আমার কাছে ক্ষত শুকানোর একটা ঔষধ আছে। ব্যান্ডেজ বাঁধার আগে ওটা লাগিয়ে দেব।'

বিনা বাক্যব্যয়ে নির্দেশ তামিল করল কার্ল। চোখ বুজে পড়ে থাকল, এই ফাঁকে আবার পানি সিদ্ধ করে নতুন কাপড় দিয়ে ক্ষতটা ভাল করে ধু'লো ডরোথি, তারপর মলম লাগিয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধল।

কখন ঘুমিয়ে পড়ল নিজেও জানে না কার্ল। ভর দুপুরে ঘুম ভাঙতে চমকে উঠে বসল ও। দ্রুত এদিক-ওদিক তাকাল। ঘরে

কেউ নেই। ডরোথিকে চেঁচিয়ে ডাকতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে। উঁহুঁ, আশপাশে কেউ থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে ওর চিৎকার শুনে কৌতূহলী হয়ে পড়বে। শেষে ওর উপস্থিতি প্রকাশ তো পাবেই, উপরন্তু বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ে যাবে ডরোথি।

প্রথম বিছানায় নড়াচড়া করল কার্ল, তারপর নিচু স্বরে ডাকল, প্রায় ফিসফিস করে। সাড়া না-পেয়ে বুঝল বাইরে কোথাও গেছে ডরোথি।

*

সারাটা দিন গায়ে ধুলো মাখাই সার হলো উইল শবার আর ওর সঙ্গীদের। প্রায় ধরে ফেলেছিল কার্ল রিডলকে, একটুর জন্য ফস্কে গেছে। লারামি ক্রসিঙে লোক পাঠিয়েছিল শবার, শহরের বাইরে ওঁৎ পেতে ছিল তিনজন। ট্রেইলে বাগেও পেয়েছিল রিডলকে, কিন্তু কীভাবে যেন ওদের পেরিয়ে যেতে সক্ষম হয় সে, উল্টো একজনকে খুন করে ফেলেছে। শয়তানের মত ভাগ্য লোকটার, সক্ষোভে ভাবল উইল, বারবার হাত ফস্কে বেরিয়ে যাচ্ছে।

লারামি ক্রসিঙে যাত্রা বিরতি করল ওরা। এই রাতের বেলায় ট্রেইল খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে। সওয়ারের মত ঘোড়াগুলোও ক্লান্ত, বিশ্রাম দরকার ওদের। এতটাই ক্লান্ত যে র‍্যাঞ্চে ফিরে বদল করাও সম্ভব নয় এখন।

লারামি ক্রসিঙের এক ক্যান্টিনায় রাতের খাবার খেয়ে খোলা প্রেয়ারিতে চলে এল সবাই। রাতটা এখানেই কাটাবে। কড়া নির্দেশ দিয়েছে উইল—হুইস্কি খাওয়া চলবে না, যদিও ওর নিজেরই ইচ্ছে করছে। অবাধ্য ইচ্ছেটাকে গলা টিপে হত্যা করল। দু'ঢোক হুইস্কি গলায় ঢালতে পারলে চাঙা বোধ করত, কিন্তু নিয়ম ভাঙার উপায় নেই। নিজের ক্রুদের ভাল করে চেনে উইল, জানে হুইস্কি খাওয়ার সুযোগ পেলে কাণ্ডজ্ঞান থাকবে না কারও। দেখা যাবে সকালে বেঘোরে ঘুমাচ্ছে সবাই, কার্ল রিডলের পিছু ধাওয়া করার লোক পাওয়া যাচ্ছে না।

মহা ধুরন্ধর লোক। ভাগ্যের সহায়তা পেয়েছে বটে, কিন্তু তার বুদ্ধি আর কৌশলের প্রশংসা না-করে উপায় নেই। র‍্যাঞ্চ থেকে বেরিয়ে টানা ছুটে এসেছে, সময় নষ্ট করতে চায়নি বলে সচরাচর ট্রেইল ব্যবহার করেছে; কিন্তু বিকালের পর থেকে ট্র্যাক মুছতে নানা ফিকির করেছে রিডল। উদ্দেশ্য ছিল ওদের দেরি করিয়ে দেওয়া।

ঠিকই সফল হয়েছে সে। কখনও কখনও ট্র্যাক খুঁজে পেতে অনেকক্ষণ লেগেছে ওদের। কখনও এমন ফাঁপরে পড়ে গিয়েছিল যে বুঝতে পারছিল না কোন দিকে যাবে। অনুমানের উপর নির্ভর করে এগিয়ে যেতে পারত, কিন্তু ঝুঁকি নেয়নি উইল। সময় লাগুক না, তাড়া নেই ওর। শেষপর্যন্ত হারামজাদাকে ধরতে পারলেই হলো!

ক্লান্ত দেহ বেডরোলে বিছিয়ে শুয়ে পড়ল ওরা। অন্য দিনের তুলনায় পরিশ্রম বেশি হয়েছে আজ, অথচ পেটে খাবার জুটেছে তুলনামূলক কম। তারপরও আক্ষেপ করত না কেউ, যদি কার্ল রিডলকে ধরতে পারত।

'বেনের কথাই ঠিক,' মন্তব্য করল শর্টি বিলিটো। 'রিডলকে ধরা অত সহজ নয়।'

উত্তরে কেউ কিছু না-বললেও মনে মনে কথাটার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারছে সবাই।

আড়চোখে একবার উইল শবারকে দেখল শর্টি, একটু দূরে বেডরোল পেতেছে ফোরম্যান। উইলকে ছুঁড়ে দেওয়া বেনের চ্যালেঞ্জের কথা মনে পড়ল ওর। ঘটনা পুরো দেখেনি শর্টি, কিন্তু ওর মনে হয়েছে বেন লুডলোর সহায়তায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে কার্ল রিডল। বেন অবুঝ বা অবিবেচক নয়, বরং সাচ্চা মানুষ হিসাবে তাকে সমীহ করে সবাই। এমনি এমনি রিডলকে ছেড়ে দেওয়ার কথা নয় বেনের। নিশ্চয়ই উপযুক্ত কোন কারণ আছে?

ক্ষীণ সন্দেহ উঁকি দিল শর্টি বিলিটোর মনে। ঘটনা যা মনে হচ্ছে, এর অন্তরালে আরও কিছু নেই তো? সত্যি কি জেফারসন হলিস্টারকে খুন করেছে রিডল, না অন্য কেউ? নেহাত অপরিচিত বলে খুনের দায়টা ওর ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে না তো?

একবার ইচ্ছে হলো উইলকে প্রশ্ন করে। কিন্তু সাহস হলো না। যা বদমেজাজী লোকটা! তবে কৌতূহল নিবৃত্ত করার আরও উপায় আছে। র‍্যাঞ্চে ফিরে বেনের সঙ্গে আলোচনা করলেই হবে। ওর সঙ্গে মন্দ নয় সম্পর্ক। তা ছাড়া, কেউ যদি কিছু জানে তো সেই লোক হচ্ছে বেন। জেফ হলিস্টার তাকে খুব পছন্দ করত।

*

ক্যাম্প থেকে একটু দূরে আড়ালমত জায়গায় গোপন বৈঠকে বসেছে হাঙ্ক লুইস, ফ্রাঙ্ক টেলর, রিকি স্টুয়ার্ট এবং উইল।

'হাঙ্ক আর রিকি, তোমাদের জন্য একটা কাজ আছে,' নিচু স্বরে বলল উইল। 'ঠিক করেছি সকালে র‍্যাঞ্চে ফিরে যাব আমি। সঙ্গে তোমরা দু'জন ছাড়া সবাই যাবে। তোমাদের যেতে হবে রেনেতায়। থিয়েটারের ওই মেয়েটাকে খুঁজে বের করবে। ওর নাম ডরোথি বা ওরকম কিছু। যেভাবে হোক মেয়েটাকে খতম করে দেবে।'

বিষম খাওয়ার দশা হলো রিকি স্টুয়ার্টের। মেয়েমানুষ খুন! জাতখুনীরও কিছু নীতি থাকে। মানুষ যেমন পিঁপড়ে পিষে মারে, তেমনি অনায়াস দক্ষতা আর আনন্দ নিয়ে মানুষ খুন করতে জানে স্টুয়ার্ট–সেটা অ্যাম্বুশ, ডুয়েল বা পিছন থেকে অতর্কিত হামলা–যাই হোক, তাতে আমল দেয় না সে। কিন্তু মেয়েমানুষ খুন করেনি কখনও।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে সেটাই শুরু করতে হবে এখন। *ঢুকেছি বাঘের খাঁচায়, এখন খানা খেতে হবে একসাথে,* তিক্ত মনে ভাবল স্টুয়ার্ট।

'তা হলে কার্ল রিডলকে ছেড়ে দিচ্ছি আমরা?' জানতে চাইল

হাঙ্ক লুইস। বসের পরিকল্পনা পছন্দ করতে না-পারলেও প্রতিবাদ করার সাহস নেই।

'আপাতত ওর পিছনে ছুটব না। মজার ব্যাপার কী, জানো? আপসে এসে ধরা দেবে সে। কান টানলে মাথা আসে, তাই না? রিডলও আসবে। ওর কান হচ্ছে র‍্যাঞ্চের মেয়েটা। তাকে আটকে রাখলে সেধে ধরা দেবে রিডল।'

'বুঝেছি!' চোখ-মুখ উজ্জ্বল হলো লুইসের।

'বুঝেছ তো ঠিকমত? কাজে গাফিলতি চাই না আমি!' কড়া স্বরে বলল উইল, চাহনি কঠিন হয়ে গেছে। 'কাল বিকালে যেন শুনতে পাই থিয়েটারের মেয়েটা মারা গেছে। এখন যাও, ঘুমিয়ে পড়ো গে। ভোর হওয়ার আগেই রওনা দেবে তোমরা। ঘুম থেকে উঠে যেন তোমাদের দেখতে না-পাই।'

'একটা কথা, বস্,' মনে করিয়ে দেওয়ার সুরে বলল লুইস। 'রিডল বোধহয় উত্তরের ট্রেইল ধরেছে। কাছে-পিঠে একমাত্র শহর রেনেতা। আমার তো মনে হচ্ছে ওখানেই আশ্রয় নিয়েছে হারামজাদা।'

'ওকে নিয়ে না-ভাবলেও চলবে তোমাদের,' ক্রূর হাসি ফুটল উইলের মুখে। 'ওর ব্যবস্থা অন্য ভাবেও করা যাবে। মার্শালের কাছে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, ওটা পৌঁছে দিয়ে তোমাদের কাজ শেষ। কার্ল রিডলের গতি মার্শালই করবে।' এবার ফ্রাঙ্ক টেলরের দিকে ফিরল সে। 'তুমি এখানেই থাকছ, ফ্রাঙ্ক। র‍্যাঞ্চে ফিরে প্রয়োজনীয় রসদ, তাজা ঘোড়া আর চারজনকে পাঠিয়ে দেব আমি। অ্যাম্বুশ পেতে থাকবে তোমরা।

'কার জন্য?' এখানে পড়ে থাকার দুর্ভোগ অনুমান করে জানতে চাইল টেলর।

'আমার ধারণা এই পথে র‍্যাঞ্চে আসবে রিডল। দেখা মাত্র গুলি করবে ওকে। লাশটা আমাকে দেখাত পারলে পাঁচ হাজার পাবে তুমি। অন্যদের জন্য তিন হাজার।'

'আর আমরা যদি রিডলের মাথাটা এনে তোমাকে দেখাতে পারি?' আগ্রহী স্বরে জানতে চাইল লুইস। 'কীভাবে ব্যাটা মরল, তাতে নিশ্চয়ই আপত্তি নেই তোমার?'

'একটুও না! তোমাদের জন্যও একই পুরস্কার। যার গুলিতে বা ছুরিতে মারা যাবে, সে পাবে পাঁচ হাজার। আর যারা তাকে সাহায্য করবে, তাদের জন্য তিন হাজার।'

লোভে চকচক করে উঠল লুইসের চোখজোড়া। কার্ল রিডল তো মানুষই, তাই না? যত ভয়ঙ্করই হোক, মানুষকে মারতে একটা বুলেটই যথেষ্ট। সেটা যদি পিছন থেকে যায়, তাতেও কিছু যায়-আসে না। মওকামত পেলে রিডলের মাথায় একটা বুলেট পাঠিয়ে দিতে একটুও হাত কাঁপবে না ওর...ইশ্‌শ্‌, মাত্র একটা বুলেটের বিনিময়ে পাঁচ হাজার!

তবে মুশকিল হলো, বুলেটটা ঠিক জায়গায় পাঠাতে হবে।

'আরও একটা ব্যাপার রয়ে গেছে, বস্‌,' উইলের মনের কথার প্রতিধ্বনি করল রিকি স্টুয়ার্ট। 'বেন লুডলোর খুব বাড় বেড়েছে ইদানীং। দুপুরে র‍্যাঞ্চে তোমার সঙ্গে যা করল! তেল হয়েছে ওর! একটু কি কমানো উচিত নয়?'

'এ-নিয়ে ভেবো না। যোগ্য লোক আসছেন। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে রওনা দিয়েছেন কর্নেল। আজ-কালের মধ্যে পৌঁছে যাবেন এখানে!' নিষ্ঠুর হাসি খেলে গেল উইল শবারের মুখে।

'কর্নেল শাটন!?' বিস্ময়ে ঝলমল করছে তিনটা মুখ।

সামান্য মাথা নাড়ল উইল।

'বস্‌, আরেকটা কাজ করলে কেমন হয়?' বলল অতি উৎসাহী হাঙ্ক লুইস। 'অযথা ঝামেলা টিকিয়ে রাখার কী দরকার? র‍্যাঞ্চের ওই মেয়েটাকে রাতের বেলায় মাটির নীচে পুঁতে ফেলি? তা হলে কোনরকম বাধাই থাকে না। উকিল ব্যাটা কিছু করতে পারবে না আমাদের।'

'হাঙ্ক, যা বলেছি করো!' অসন্তুষ্ট স্বরে বলল উইল। 'তোমাকে

নিয়ে এই এক সমস্যা, সবকিছুতে অতি উৎসাহ, অথচ একটা কাজ দিলে সেটা ঠিকভাবে শেষ করতে পারো না। মনে রেখো, এটা তোমার শেষ পরীক্ষা। ভালয় ভালয় উতরে না-গেলে আমার সঙ্গে থাকা হবে না তোমার।

'র‍্যাঞ্চের মেয়েটার ব্যাপারে তোমার মোটা মাথা না-ঘামালেও চলবে। ওর দায়িত্ব কর্নেল শাটনের। সিদ্ধান্ত যা নেওয়ার কর্নেল এসেই নেবেন।'

তেরো

সন্ধ্যার পরপরই রওনা দিয়েছে ডরোথি আর কার্ল। শহর থেকে বেরিয়ে লারামি ক্রসিঙের দিকে এগোল ওরা, মাইল সাত পেরিয়ে ক্যাম্প করল। ঝর্নার কাছাকাছি আড়াল আছে এমন জায়গায় ওয়্যাগন সরিয়ে নিল। রাতটা ওখানেই কাটাল।

পরদিন সকালে নাস্তা খেয়ে যাত্রা করল। মাইল দশ আসার পর রিমরক থেকে আসা ট্রেইল চোখে পড়ল কার্লের। দিক বদলে সেদিকে যাত্রা করল ও।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' উৎসুক স্বরে জানতে চাইল ডরোথি।

'হেল'স হোলে।'

'কেন!?' ফ্যাকাসে দেখাল মেয়েটিকে, ঢোক গিলে জানতে চাইল: 'ও-ওখানে কেন যাচ্ছি?'

'নিরাপত্তার কারণে। যদ্দূর মনে হচ্ছে তোমার খোঁজে চৌহদ্দি চষে ফেলবে উইল শবার। নানা দিকে লোক পাঠাবে সে, লোক বসিয়ে রাখবে। সেক্ষেত্রে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হেল'স হোল।

ঘুণাক্ষরেও ভাববে না ওখানে লুকাব আমরা। কারও মাথায় ধারণাটা এলেও হোলে যাওয়ার সাহস পাবে না।

'আমার ধারণা জ্যাক ফ্রোমের মৃত্যুর খবর তেমন কেউ জানে না এখনও। ফ্রোমের স্যাঙাৎরাও মুখ বুজে আছে। এখন পর্যন্ত যেহেতু খবরটা চাউর হয়নি, তারমানে আরও কিছুদিন জানতে পারবে না কেউ।'

কার্লের কথায় আশ্বস্ত হয়নি ডরোথি, তবে তর্কও করল না। বুঝে গেছে এই লোকের সঙ্গে তর্ক করে লাভ হবে না। যা ভাল মনে হচ্ছে করছে সে। তা ছাড়া, আসলেই কি বিকল্প কোন উপায় আছে ওদের সামনে? পরিস্থিতি অনুযায়ী কার্লের পরিকল্পনাই ফলপ্রসূ ও সম্ভাবনাময় মনে হচ্ছে।

ভয় পাচ্ছে ডরোথি। যত এগোচ্ছে ভয়ের মাত্রা তত বাড়ছে। বুকে চেপে বসছে শীতল আতঙ্ক। শত চেষ্টা করেও দূর করতে পারছে না। নিজেকে বোঝাচ্ছে যোগ্য একজন মানুষ আছে ওর পাশে, কিন্তু তাতেও লাভ হচ্ছে না।

'আর কোথাও যাওয়া যায় না?' প্রায় অনুনয়ের সুরে জানতে চাইল ও।

'সেই *কোথাও*-টা কোথায় বলো তো?'

'জানি না।'

আমিও জানি না। তাই হেল'স হোলেই যাচ্ছি আমরা।'

হেল'স হোল ছাড়া অন্য কোথাও যেতে পারলে কার্ল নিজেও খুশি হত, কিন্তু উপায় নেই। আপাতত এটাই সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। লারামি ক্রসিং, রেনেতা, হলিস্টার র‍্যাঞ্চ বা শত মাইলের মধ্যে যে-কোন বসতি বা লোকালয় ওদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে। শুধু হেল'স হোল ছাড়া, কেবল ওখানেই হানা দিতে সাহস করবে না শবার বাহিনী।

ক্যাম্প করতে পারত লারামি ক্রসিঙে। কিন্তু ওখানে একবার আক্রান্ত হয়েছে কার্ল, আবারও হতে পারে। রেনেতা ডরোথির জন্য

এ-মুহূর্তে সাক্ষাৎ মৃত্যুপুরী। যে-কোন সময়ে আক্রান্ত হত ও–সেলুন, ক্যারাভান, রাস্তা বা কোন স্টোরে…

আর হলিস্টার র‍্যাঞ্চ তো জ্বলন্ত উনুন। অ্যাঞ্জেলিনা আছে ওখানে, উপরি হিসাবে ডরোথি এবং কার্লকে পেলে ষোলো কলা পূর্ণ হবে শবারের। নিশ্চিন্তে কাজ সেরে ফেলবে সে।

আপাতত অ্যাঞ্জেলিনার বিপদের আশঙ্কা বোধহয় কমে গেছে। বেন লুডলো ছাড়াও বেশ কয়েকজন নিরপেক্ষ কাউহ্যান্ড রয়েছে, এত লোকের উপস্থিতিতে অ্যাঞ্জেলিনাকে খুন করার সাহস পাবে না শবার। তবে লোকটাকে ঘুণাক্ষরেও বিশ্বাস নেই। তাই কিছুটা অনিশ্চয়তা আর উদ্বেগ কার্লের মনে সবসময়ই থেকে যাচ্ছে।

অ্যাঞ্জেলিনা নিশ্চয়ই বসে থাকবে না। মৃত দাদার স্বীকৃতি পেয়েছে ও, উকিলের পরামর্শে নিজের অধিকার যদি প্রতিষ্ঠা করে ফেলতে পারে…

ডরোথির ব্যাপারটা ভিন্ন। হলিস্টারের নাতনি হিসাবে এখনও স্বীকৃতি পায়নি। তাই ওর বিপদের আশঙ্কাও অ্যাঞ্জেলিনার চেয়ে বেশি। প্রথম সুযোগে ওকে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দিতে চাইবে উইল শবার।

'র‍্যাঞ্চে কেন যাচ্ছি না আমরা?' একসময় অধৈর্য স্বরে জানতে চাইল ডরোথি, উদ্বেগ আর ভাল লাগছে না। 'র‍্যাঞ্চেই তো নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল আমাকে, নাকি? আমার ধারণা ওখানে গেলেই নিরাপদ থাকতাম। অ্যাঞ্জেলিনা সহ উকিলের সঙ্গে আলাপ করে শবার আর ওর স্যাঙাতদের বিদায় করে দিতাম, র‍্যাঞ্চটা পরিষ্কার হয়ে যেত।'

'তোমার দাদা কেন খুন হলো, বলো তো?' পাল্টা প্রশ্ন করল কার্ল।

'ঘটনাটা পুরোপুরি পরিষ্কার নয় আমার কাছে।'

'বেশ, তা হলে মিলারের প্রসঙ্গ। ওর খুন হওয়ার কারণটা জানো?'

'নিশ্চিত বলতে পারব না।'

'অ্যাঞ্জেলিনা যেদিন র‍্যাঞ্চে পৌঁছল, কেন ঠিক সেদিনই খুন হলো জেফ হলিস্টার?'

চট করে ধরে ফেলল ডরোথি। তিনটা প্রশ্নের ব্যাখ্যা আর দিতে হলো না কার্লকে। ভুল বোঝাবুঝিরও অবসান হলো। নিষ্ঠুর চেহারার এই মানুষটার উপর একটু আগেও বিরক্তি এবং অসন্তোষ ছিল ওর, কিন্তু হঠাৎ অনুভব করল এখন তার জায়গা নিয়েছে নির্ভরতা আর আস্থা। হ্যাঁ, নির্দ্বিধায় স্বীকার করল ডরোথি, কার্ল রিডল পাশে থাকলে শুধু হেল'স হোল কেন, দুনিয়ার যে-কোন জায়গায় যেতেও আপত্তি নেই ওর।

*

ভরদুপুরে রেনেতায় পৌঁছল দু'জন। স্টুয়ার্ট আর লুইস। প্রথমে সেলুনে গিয়ে গলা ভেজাতে চেয়েছিল লুইস, কিন্তু স্টুয়ার্ট আপত্তি করায় ল-অফিসের উদ্দেশে এগোল। কাজের সময় গাফিলতি বা ফাঁকি দেওয়া অপছন্দ স্টুয়ার্টের, হাঙ্ককে মনে করিয়ে দিয়েছে বসের নির্দেশ। আগে মার্শালের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

হাঙ্ক জানে রিকির আপত্তির পর আর কথা চলে না। কারণ এর ব্যতিক্রম হলে উইলের কাছে রিপোর্ট করবে সে। ঘটনাটাকে দায়িত্বে অবহেলা হিসাবে দেখবে উইল। এর পরিণাম কী জানে হাঙ্ক।

'কী জানো, এই শালা হচ্ছে বসের যমজ ভাই!' হালকা সুরে বলল ও।

'সত্যি?' রিকির বিস্মিত জিজ্ঞাসা।

'তামাশাও বোঝ না দেখছি! আচ্ছা, খুন বা মারপিটের সময় তো খুব চালু থাকে তোমার মাথা। এটা কীভাবে সম্ভব?'

'ঠাট্টা-মস্করার মত হালকা বিষয় নিয়ে আমি ভাবি না!' গম্ভীর মুখে বলল রিকি স্টুয়ার্ট। 'যাক্‌গে, মার্শালের কথা কী যেন বলছিলে?'

'বলছিলাম স্বভাবে বসের মতই সে, যেন জাতভাই।'

'আচ্ছা,' মুখে বললেও দেখে মনে হলো না কিছু বুঝেছে রিকি স্টুয়ার্ট।

আড়চোখে একবার তার দিকে তাকাল হাঙ্ক, তারপর সঙ্গীর অজান্তে মুখ বাঁকাল। হারামী খুনী একটা! মনে মনে গাল দিল। অস্ত্র ছাড়া কিছু বোঝে না। নিষ্ঠুর লোক বলে সুনাম আছে রিকির। কোন কিছুই তাকে বিচলিত করে না। হাঙ্ক জানে প্রয়োজনে হাসতে হাসতে ওকে খুন করে ফেলতে পারবে লোকটা, অথচ এই যে এত সময় ওরা একসঙ্গে কাটিয়েছে সেজন্য একটুও খারাপ লাগবে না।

প্রয়োজন আর তাগিদই হচ্ছে রিকি স্টুয়ার্টের কাছে বড় ব্যাপার। উইল শবারের প্রতি ওর বিশ্বস্ততা বা আনুগত্য ধর্মের মত, কোন কিছুর সঙ্গে এর তুলনা চলে না—আপসহীন, চিরন্তন এবং অপরিবর্তনীয়।

ল-অফিসে ঢুকল দু'জন। ভুরু কুঁচকে ওদের দিকে তাকাল মার্শাল। মাঝ-বয়সী রুক্ষ চেহারার মানুষ, গালে একটা লম্বা কাটা দাগ আছে—নাক থেকে কান পর্যন্ত বিস্তৃত। সুঠামদেহী বলা চলে তাকে, তবে ইদানীং ছোটখাট একটা ভুঁড়ি লালন করছে।

'তোমরা আবার কে?' বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল সে, হাঙ্ক লুইসকে চিনতে পেরেছে। 'কী মনে করে এলে আমার এখানে?'

'বস্ পাঠিয়েছেন,' পকেট থেকে একটা থলে বের করে ছুঁড়ে দিল লুইস।

শূন্যে ওটা লুফে নিল মার্শাল। স্বর্ণঈগলে ভরা থলে ঝাঁকি খাওয়ায় ঝনঝন করে উঠল। শব্দটা যেন কানে মধুবর্ষণ করল। দু'কান বিস্তৃত হয়েছে মার্শালের হাসি।

'ওটা বসের শুভেচ্ছা,' হেঁয়ালির সুরে বলল লুইস, মজা পাচ্ছে মার্শালের লিপ্সা দেখে। 'আর এটা হচ্ছে,' একটা খাম বের করে এগিয়ে দিল সে। পা দিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল। 'বসের

তরফ থেকে শুভেচ্ছাবাণী।'

খামের দিকে ভুলেও তাকাল না মার্শাল থলের ওজন অনুমান করছে। 'কত আছে এটায়?'

হারামী! মনে মনে গাল বকল লুইস। *ব্যাটা মহা ধড়িবাজ!* এমন ছ্যাঁচোড় মানুষ আইনের লোক হতে পারে, একে না-দেখলে বিশ্বাস করত না ও। 'গুনে দেখো,' গম্ভীর স্বরে বলল। 'তবে ওই কাজটা পরে কোরো, আমরা যাওয়ার পর। টাকা পেয়ে আমাদের সামনে গুনতে বসে গেছ, এটা যদি বসের কানে যায়, আর কিছু না হোক এটা বলতে পারি যে আগামী মাসে হয়তো এমন থলে আর তোমার হাতে পৌঁছবে না।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল মার্শাল, তারপর ভক্তিতে গদগদ হয়ে তাকাল লুইসের দিকে। 'ঠিকই বলেছ! যাহ, উইল যা পাঠায় তাতেই তো কাফি! গুনতে যাওয়ার ধৃষ্টতা দেখানো উচিত নয়। হ্যাঁ এবার বলো, কী যেন ওটা?'

'পড়ে দেখো।'

খাম থেকে এক টুকরো কাগজের চিঠিটা বের করে পড়ল সে। শেষে চওড়া হাসি ফুটল মুখে। 'এবার তোমাদের কথা শুনি,' আগ্রহ নিয়ে তাকাল দুই ক্রুর দিকে।

'ওখানে বুঝি লেখা নেই? যাক্‌গে, তবু বলছি। কার্ল রিডলকে মৃত দেখতে চায় বস।'

'অ, এই কথা!' সরু ঠোঁট বাঁকিয়ে বৃত্ত তৈরি করল মার্শাল। 'কিন্তু সে তো কবে মরে ভূত হয়ে গেছে! ওয়ান্টেড পোস্টারটা কবে ছিঁড়েছি, তাও সঠিক মনে করতে পারব না।'

বিদ্রূপ আর তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল লুইস। 'কিন্তু আমরা যাকে হলিস্টার র‍্যাঞ্চে দেখেছি সে তা হলে রিডলের ভূত। জেফ হলিস্টারকে খুন করে পালিয়ে এসেছে। ওর ট্রেইল অনুসরণ করে এখানে, তোমার শহরে এলাম।'

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল মার্শাল। 'আমার শহরে!?'

'রিডলের ট্রেইল তো এখানেই নিয়ে এল আমাদের,' ফের বিদ্রূপ ঝরে পড়ল হাঙ্ক লুইসের কণ্ঠে। 'নাকি এটা রেনেতা শহর নয়? আর তুমিও আরেক ভুয়া?'

ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল মার্শাল। শুধু নামেই কার্ল রিডলকে চেনে সে। তার সম্পর্কে দু'চার কথা যা শুনেছে, শিউরে উঠার মত না-হলেও অন্তত ভড়কে যাওয়ার মত। খুবই বেপরোয়া আর মারকুটে লোক। পিস্তল, ছুরি, হাতাহাতি···সবকিছুতে দক্ষ।

ইদানীং বেশ নির্ঝঞ্ঝাট কাটছিল মার্শালের। আউটলদের নিয়ে ঝুট-ঝামেলায় যেতে হয়নি। আসলে ছোট্ট শহরে আকর্ষণ নেই বলে রেনেতায় তেমন কেউ আসে না, বরং পার্শ্ববর্তী হেল'স হোল আর লারামী ক্রসিঙে নিয়মিত যাতায়াত করে ওরা।

রাসলারদের বিধাতা বলে খ্যাত জ্যাক ফ্রোমের সঙ্গে গোপন একটা সমঝোতা হয়েছিল মার্শালের, কেউ কাউকে ঘাঁটাবে না। শান্তিতেই ছিল বেশ কিছুদিন। মিসিসিপির বখাটে ছোকরা কার্ল রিডল ওকে আর শান্তিতে থাকতে দিল না। সত্যি যদি সে এখানে আশ্রয় নিয়ে থাকে, উভয় সঙ্কটে পড়ে গেছে সে। না-পারবে উইল শবারকে চটাতে, না-পারবে হিম্মত দেখিয়ে কার্ল রিডলকে মারতে বা শহর থেকে তাড়িয়ে দিতে।

বাস্তবতা হচ্ছে, একটা পক্ষ বেছে নিতে হবে ওকে। এবং এখনই।

সিদ্ধান্তে পৌঁছল মার্শাল নিক ফুলটন। উইল শবারের দেনা এই জীবনে শোধ হওয়ার নয়। বহুদিন ধরে ওকে মাসিক হারে টাকা যুগিয়ে এসেছে শবার। বিনিময়ে কখনও কিছু চায়নি। কিন্তু আজ চেয়ে বসেছে। মুখ ফিরিয়ে নিলে প্রতিশোধ নেবে সে। ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ। শবারের গুরু কর্নেল হিরাম শাটন, কথাটা মনে পড়তে তলে তলে শিউরে উঠল মার্শাল।

আইন খুঁজছে কার্ল রিডলকে। ওর মাথার দাম এক হাজার ডলার ছিল। এখন যোগ হয়েছে একটা খুনের দায়, তাও জেফ

হলিস্টারের মত প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। প্রয়োজনে কাউন্টির সাহায্য পাওয়া যাবে, জানে মার্শাল।

কাঁপা হাতে মুখের ঘাম মুছল সে। 'বেশ! উইলকে গিয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমাতে বলো,' চেষ্টাকৃত দৃঢ় কণ্ঠে বলল সে। 'কার্ল রিডলের সমস্ত দায়িত্ব এই মুহূর্ত থেকে আমি নিলাম।'

*

শেষ বিকালে হেল'স হোলে পৌঁছল কার্ল আর ডরোথি। সন্ধ্যার বেশ দেরি আছে, কিন্তু ঘন গাছগাছালির কারণে এখনই আঁধার জমাট বাঁধছে। প্রকাণ্ড কটনউড, উইলো, স্প্রুস এবং সিডার ঘিরে আছে জায়গাটাকে।

'রাতটা কি এখানেই কাটাতে হবে?' ভয়ার্ত কণ্ঠে জানতে চাইল ডরোথি।

'হ্যাঁ।'

'আর কোন জায়গা নেই?'

'না।'

এমন ভূতুড়ে পরিবেশ, গায়ে কাঁটা দিচ্ছে ডরোথির। ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাল, বুঝতে পারছে না ঠিক কোন্ জিনিসটা ওর জন্য বেশি বিপজ্জনক। বিশাল বাড়িটায় থাকা উচিত, নাকি খোলা জায়গায় রাত কাটানো উচিত হবে?

'কয়োট বা নেকড়ে নেই তো?'

'বন আছে যখন, থাকতে পারে।'

ফটক দিয়ে ঢোকার আগে পাহাড় থেকে বাড়ির উপর দীর্ঘক্ষণ নজর রেখেছে কার্ল, নিশ্চিত হয়ে নিয়েছে যে হেল'স হোল এখন পরিত্যক্ত। বাড়িতে নড়াচড়া নেই, কোথাও আলো জ্বলছে না, চিমনিতে ধোঁয়া নেই, পার্শ্ববর্তী শ্যাক বা বনেও নেই কেউ। জ্যাক ফ্রোমের মৃত্যুর পর হোল ছেড়ে চলে গেছে অন্য রাসলাররা। তবে সবাই যে এলাকা ছেড়ে ভেগেছে, তা মনে করে না কার্ল, বরং ওর ধারণা আশপাশে লুকিয়ে আছে ফ্রোমের অনুচররা। নীরবে

পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। যখনই বুঝবে বিপদের আশঙ্কা কেটে গেছে. সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসবে ওরা। এতদিনকার রাজত্ব ছেড়ে দেবে কেন? বরং যে-কোন মুহূর্তে তাদের আশা করছে কার্ল।

ডরোথিকে নামতে সাহায্য করল কার্ল, তারপর মালপত্র নামিয়ে বাকবোর্ডটাকে গাছের আড়ালে লুকিয়ে রাখল। বাড়ির সামনে ফিরে এসে দেখল ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ডরোথি, মুখ শুকিয়ে গেছে।

'ভয় পাচ্ছ?'

'ভয় পাওয়ার মত পরিবেশ নয় এটা?'

চারপাশে তাকাল কার্ল। 'হ্যাঁ। তবে উপায় নেই। দু'একদিন এখানে থাকতেই হবে।'

'বাড়িতে থাকব আমরা?'

'তোমার ইচ্ছে হলে থাকতে পারো। বাতি জ্বালানো যাবে না। রান্নার কাজ বনে করতে হবে যাতে ধোঁয়া ঢাকা পড়ে যায়।'

'সেক্ষেত্রে বাইরে থাকাই ভাল।'

ঘোড়া দুটোকে বাঁধন মুক্ত করে লাগোয়া ঘাসের গালিচায় ছেড়ে দিল কার্ল, ফিরে এসে ক্যাম্প তৈরির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

চোদ্দ

অস্থির বোধ করছে অ্যাঞ্জেলিনা। মন অশান্ত, ছটফট করছে। এক দণ্ড স্বস্তিতে কাটছে না। মন জুড়ে আশঙ্কা, ভয় আর সংশয়। কী করবে বুঝতে পারছে না, দমবন্ধ করা পরিবেশে এভাবে কতক্ষণ

থাকা যায়? উৎকণ্ঠা যে কার জন্য জানে না। ডরোথির জন্য, কার্লের জন্য, নাকি নিজের জন্য?

এই বাড়িতে আসার পর থেকে ঘোরের মধ্যে আচ্ছন্ন রয়েছে ও। যেদিন হেল'স হোলে উপস্থিত হলো কার্ল, সেদিন থেকে এক এক করে চমক আর অস্বাভাবিকতার মুখোমুখি হয়েছে। সামলে নেওয়ার সময় পায়নি। একদিনে কয়টা বিস্ময় হজম করা যায়? যার ভুবন ছোট্ট একটা বাড়ি ও গুটিকয়েক মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তার পক্ষে এত নাটকীয়তায় নিজেকে মানিয়ে নেওয়া কঠিন বটে। অ্যাঞ্জেলিনার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ঘটনা ঘটছে, কিন্তু ওর কোন নিয়ন্ত্রণ বা ভূমিকা নেই এসবে, স্রেফ দর্শক ও।

ওর জন্য সবচেয়ে বড় ধাক্কা ছিল দাদার মৃতদেহ দেখা। এটা অন্য এক অনুভূতি, যার সঙ্গে ওর পরিচয় ছিল না। মৃত্যু দেখেছে ও, কিন্তু কখনও কোন প্রিয়জনের লাশ দেখেনি; তাই জেফারসন হলিস্টারের মৃত্যু ওকে প্রায় বোধশূন্য করে তুলেছে। হেল'স হোলে খুন-জখম ডাল-ভাতের মত মামুলি ঘটনা ছিল। কিন্তু এই দুটো দিনে আগে যা পায়নি কখনও তা পেয়েছে ও—অন্যের স্পর্শ, স্বপ্ন, সহানুভূতি, মমতা আর মর্যাদা...সব মিলিয়ে ভিন্ন একজন মানুষে পরিণত হয়েছিল। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে এসব মানবিক অনুভূতি ওর পাওয়া হয়নি কখনও। তিনজন মানুষ—কার্ল, ডরোথি আর জেফ হলিস্টার ওকে চিনতে শিখিয়েছে এসব। অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করার আগেই এদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হলো, আর একজন তো চিরতরে হারিয়ে গেছে।

রাতটা প্রায় নির্ঘুম কাটল অ্যাঞ্জেলিনার। আরাম-আয়েশের অফুরন্ত আয়োজন, কিন্তু এর কোনটাতে অভ্যস্ত নয় ও। মনে এত অস্থিরতা নিয়ে আরাম করা যায় না। রাতে একবার এসেছিল বেন লুডলো, খবর নিয়েছে কিছু লাগবে কি-না, কিংবা কোন অসুবিধা হচ্ছে কি-না। তার কাছ থেকে শুনেছে গতকাল নিরাপদে র‍্যাঞ্চ থেকে পালিয়ে যেতে পেরেছে কার্ল। শুনে কিছুটা হলেও স্বস্তিবোধ

করেছে।

ভোরে বিছানা ছাড়ল ও, হাত-মুখ ধুয়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। দোতলা থেকে প্রেয়ারির অনেকটা অংশ চোখে পড়ে। অন্য সময় হলে হয়তো প্রকৃতির এমন অনাবিল সৌন্দর্য উপভোগ করত অ্যাঞ্জেলিনা, কিন্তু এখন শুধু শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

পুরো বাড়ি প্রায় নীরব হয়ে আছে। কোথাও কোন সাড়া নেই। নাকি শুনতে পাচ্ছে না? বাঙ্কহাউসে সকালের ব্যস্ততা নেই, অথচ এতক্ষণে সব ক্রুর কাজে বেরিয়ে যাওয়ার কথা। অ্যাঞ্জেলিনা অনুমান করল র‍্যাঞ্চে খুব কম ক্রু রয়েছে এখন, সম্ভবত রিডলের পিছু ধাওয়া করার পর আর ফিরে আসেনি। গভীর রাতে ফিরে এলে খুরের শব্দ শুনতে পেত ও, প্রায় জেগেই ছিল।

দরজায় করাঘাতের শব্দে ফিরে তাকাল অ্যাঞ্জেলিনা। 'কে?'

'আমি বেন। বেন লুডলো, ম্যা'ম।'

পরনের পোশাক ঠিক আছে কি-না পরখ করে দরজা খুলল অ্যাঞ্জেলিনা।

বেনকে দেখে বুঝল শুধু ও একাই রাত জাগেনি, বরং বেনও নির্ঘুম কাটিয়েছে রাতটা। অ্যাঞ্জেলিনা জানে না ওর কামরার বাইরে শটগান হাতে সারারাত পাহারায় ছিল বেন লুডলো।

'উকিল এসেছেন, ম্যা'ম,' টুপি খুলে সম্মান দেখিয়ে বলল বেন। 'তোমার সঙ্গে কথা বলবেন।'

'কিন্তু...'

'তোমাকে শক্ত হতে হবে, ম্যা'ম। আপাতত তুমিই সবকিছুর মালিক। তুমি যদি সামলে নিতে না-পারো, মি. হলিস্টারের আত্মা শান্তি পাবে না।'

'বেশ। আসছি আমি।'

'ডাইনিং টেবিলে বসেছেন মি. ব্রিসবিন।'

কাপড় বদলে মিনিট দশ পর নীচে নেমে এল অ্যাঞ্জেলিনা।

পিটার বিসবিন দীর্ঘদেহী সুদর্শন মানুষ। সত্তর পেরিয়ে গেছে

বয়স, মাথার চুল সব ধবধবে সাদা হয়ে গেছে, কিন্তু শরীরে ভাঙন ধরেনি। কথাবার্তা আন্তরিক। দেখেই ভাল লাগল অ্যাঞ্জেলিনার, বুঝল এই মানুষটার কাছ থেকে স্নেহ আর সহানুভূতির অভাব হবে না কখনও।

'কী ব্যাপার, খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছ যে?' কড়া স্বরে ধমকে উঠল বুড়ো উকিল। 'উঁহুঁ, না-খেয়ে থাকা চলবে না এখানে।'

স্মিত হাসার চেষ্টা করল অ্যাঞ্জেলিনা, শুভেচ্ছা বিনিময় করল বুড়োর সঙ্গে। ওর জন্য চেয়ার টেনে ধরল বেন লুডলো, উকিলের উল্টো দিকে বসল ও।

'মি. ব্রিসবিনের আরও একটা পরিচয় আছে, ম্যা'ম,' জানাল বেন। 'উনি তোমার দাদার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন।'

থালায় খাবার তুলে দিল মেইড। দু'চামচ স্টু মুখে দিল ও তারপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল উকিলের দিকে।

'শোনো, মা, এখন তোমার আরও বেশি শক্ত হওয়া দরকার,' মৃদু হেসে ওকে অভয় দিল পিটার ব্রিসবিন। 'পশ্চিমে মানুষ মাত্রই দৃঢ়চেতা, সে পুরুষ আর মহিলাই হোক। মেয়েরা ঘরকন্নার কাজ করে থেমে থাকে না, বরং স্বামীর সঙ্গে হাত লাগায়, সব ধরনের কাজ করে, এমনকী অস্ত্রও ধরে।

'তোমাকে অবশ্য অস্ত্র ধরতে হবে না। আশা করি ওরকম পরিস্থিতি তৈরি হবে না। তবে সাবধানের মার নেই বলে তৈরি থাকা ভাল। এই বিশাল এস্টেট আপাতত তোমারই সামাল দিতে হবে, অধীন লোকদের নির্দেশনা দিতে হবে, তাদের সঠিক পথে চালাতে হবে। প্রথমে খানিকটা অসুবিধা হবে, কিন্তু দেখবে দ্রুত শিখে ফেলছ। আসলে প্রয়োজনই মানুষকে শিখিয়ে দেয়। তোমাকে সাহায্য করার জন্য এরা আছে, আর আমাকে তো সবসময়ই পাবে।'

কিছুটা ধাতস্থ হলো অ্যাঞ্জেলিনা, একটু একটু করে চিড ধরছে

ওর শূন্যতায়। বুড়ো উকিলের আন্তরিকতায় উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে ওর শরীরে, প্রায় সম্মোহিতের মত তার কথা শুনতে থাকল।

মেইড চলে যেতে দরজা ভিড়িয়ে দিল বেন। উকিল ছাড়া শুধু সে-ই আছে কামরায়। এবার কাজের কথা শুরু করল ব্রিসবিন।

'গত কয়েকদিনের ঘটনা বেনের কাছে জেনেছি আমি। যদ্দূর মনে হচ্ছে একটু সাবধানে এগোতে হবে আমাদের। এখানকার কারও কারও উপর বোধহয় নির্ভর করা ঠিক হবে না। নির্দিষ্ট কারও নাম বলছি না আমি, বেনের কাছ থেকে পরে জেনে নিয়ো।

'আমাদের প্রথম কাজ জেফের শেষকৃত্য সম্পন্ন করা। বিকালে প্রার্থনা শেষে কবর দেওয়া হবে। রেনেতা থেকে যাজক আসতে সময় লাগবে বলে দেরি। প্রাথমিক যেসব কাজ আছে, আগে সেরে রাখব আমরা। কাউন্টি শেরিফ নেই, তবে রেনেতায় একজন মার্শাল আছে। সম্ভবত সে-ও আসবে কিছুক্ষণের মধ্যে। এটা-সেটা নিয়ে প্রশ্ন করতে পারে সে, ভয়ের কিছু নেই, আমি থাকব সামনে। যা দেখেছ তাই বলবে তুমি। স্রেফ নিয়মরক্ষার ব্যাপার।

'রেনেতার মার্শাল লোক হিসাবে ফাঁকিবাজ টাইপের। আমার তো মনে হয় সবাই যা ভাবছে, তাই ধরে নেবে সে। কী বলছি বুঝতে পারছ?'

'আইনের লোক হিসাবে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে তার আরও খোঁজখবর নেওয়া উচিত,' অসন্তুষ্ট স্বরে বলল অ্যাঞ্জেলিনা। 'কার্ল রিডল তো দাদাকে খুন করেনি!'

'আমরা জানি সেটা, আপাতত পরিস্থিতি তার প্রতিকূলে বলে চুপ থাকতে হবে। কিন্তু মন্দ মানুষ সব পেশায় থাকে। রেনেতার মার্শালও তেমন। ওর কাছ থেকে বেশি কিছু আশা করা যাবে না। আর হ্যাঁ, কার্ল রিডল সম্পর্কে যত কম মুখ খোলা যায় ততই ভাল। আপাতত।'

'কেন?'

'রিডল যে খুনটা করেনি, সেটা তাকেই প্রমাণ করতে হবে।'

'আইনের কথা এটা, মি. ব্রিসবিন?' প্রশ্ন করল বেন লুডলো। 'অভিযুক্তকে যদি নিজের দোষ নিজেকে খণ্ডাতে হয় তা হলে আইনের লোক রাখার দরকার কী?'

'পশ্চিমে আইনের বাস্তব প্রয়োগে সীমাবদ্ধতা রয়েছে বলে সচরাচর নিয়মের উল্টোটা রীতিতে পরিণত হয়েছে, অর্থাৎ তোমাকেই প্রমাণ করতে হবে তুমি নিরপরাধ। কার্ল রিডলের ব্যাপারটা আরও মারাত্মক। ফায়ারিং স্কোয়াড থেকে ফেরারী হয়েছে সে। একই কারণে সেনাবাহিনীও খুঁজছে ওকে। একটা মেয়েকে হত্যার দায়ে পোস্টার ছিল ওর নামে। আর এখন যোগ হলো জেফের হত্যার অভিযোগ।'

বিপদের গুরুত্ব অনুভব করে ভড়কে গেল অ্যাঞ্জেলিনা, মুখ শুকিয়ে আসছে ওর।

'তবে ঈশ্বর বলে একজন মাথার উপর আছেন বলে রক্ষা,' বুকে ক্রুশ এঁকে বলল বুড়ো উকিল। 'তাই সত্য একদিন ঠিকই প্রকাশ পায়। তোমার আর ডরোথির নামে দুটো উইল করে গেছে জেফ। খবরটা এখনই প্রকাশ করা যাবে না, নইলে এই র‍্যাঞ্চ থেকে বেরিয়ে যেতে পারব না আমরা। ব্যাপারটা যদ্দিন গোপন থাকবে, ততদিনই মঙ্গল। আপাতত কয়েকটা দিন হলেই চলবে, এরমধ্যে গুছিয়ে নেব সব। আশা করছি তিনদিন পর জেফের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ভোজে উপস্থিত অতিথির সামনে ওর উইলের কথা ঘোষণা করব।'

*

সকাল থেকে চাপা উত্তেজনা আর আনন্দে ভাসছে উইল শবার। আজই বোধহয় আসবেন কর্নেল! পুরো বাড়ি এবং আশপাশ ঝকঝক করছে। সবাই মনে করছে আসন্ন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ভোজের জন্য সাজানো হচ্ছে, কিন্তু একইসঙ্গে অন্য একজন মানুষকে অভ্যর্থনা জানানোর আয়োজনও এটা।

বেলা যত গড়াল, ততই অস্থির বোধ করতে শুরু করল উইল

শবার। এত দেরি করছে কেন? গতকাল সন্ধ্যা বা রাতে পৌঁছে যাওয়ার কথা, অথচ সকাল গড়িয়ে বিকাল হতে চলল, এখনও আসার নাম নেই কর্নেলের! পথে কোন বিপদ হলো না তো?

বিপদের কথা মনে আসায় হাসল উইল। কর্নেলের বিপদ? প্রায় অসম্ভব ব্যাপার! কর্নেল শাটনের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার মত বুকের পাটা ক'জনের আছে?

বাঙ্ক হাউসের সামনে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে উইল, মাঝে মধ্যে হাঁক ছাড়ছে এর-ওর উদ্দেশে। লুইস আর স্টুয়ার্ট এখনও ফিরে আসেনি রেনেতা থেকে। কী যে করছে ওরা! ভরসা যে স্টুয়ার্টকে সঙ্গে পাঠিয়েছে। লুইস একা হলে দেখা যেত কাজ বাদ দিয়ে হুইস্কির পিপে নিয়ে বসে গেছে।

লুইসটা আস্ত গাড়ল। গাধার মত চাপে রাখতে হয়। কাজ আদায় করা লাগে। লাগামহীন খচ্চর যেমন অবাধ্য হয়ে পড়ে, লুইসও তাই। সেজন্যই ঠিক উল্টো স্বভাবের রিকিকে পাঠিয়েছে সঙ্গে। সে-ই লুইসকে সোজা পথে রাখবে।

দুপুর নাগাদ প্রায় অধৈর্য হয়ে উঠল উইল। বারবার তাকাচ্ছে দিগন্তের দিকে, যদি ধুলোর আভাস দেখা যায়! উঁহুঁ, কোন ঘোড়াও চোখে পড়ছে না। এ-মুহূর্তে ওর পাশে কর্নেল শাটনের উপস্থিতি প্রায় জরুরি হয়ে পড়েছে। সবকিছু দক্ষ হাতে সামলাতে পারছে না। হারামজাদা রিডল হাত ফস্কে বেরিয়ে গেল, অ্যাঞ্জেলিনা বা উকিল বুড়োকে কীভাবে সামলাবে তাও বুঝতে পারছে না। এ-ব্যাপারে কর্নেল একটা প্রতিভা। এমন বুদ্ধি বের করবে যে সব কূল রক্ষা হবে।

দুপুরে খেতে বসেছে, এ-সময় বাইরে খুরের শব্দ শুনতে পেল উইল। খাওয়া রেখে দৌড়ে বেরিয়ে এল ও। দেখল হিচিং রেইলে লাগাম বেঁধে স্যাডল ছাড়ছে সুদর্শন সুবেশী এক আগন্তুক।

হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল উইলের, উজ্জ্বল হাসিতে ভরে গেল মুখ। আবার...পুরো চার বছর পর কর্নেলের দেখা পেল!

দীর্ঘদেহী মানুষ, লম্বায় উইলের চেয়ে আধ-ফুট বেশি হবে। মেদহীন পেটা শরীর। আঁটসাঁট পোশাকের নীচে পেশি কিলবিল করছে। মুখে স্মিত হাসি, কিন্তু চাহনি তীক্ষ্ণ, অন্তর্ভেদী। কালো চোখ দিয়ে যে-কারও ভিতরটা পড়ে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

'ভাল আছ, উইল?' গম্ভীর কণ্ঠে জানতে চাইল আগন্তুক, কণ্ঠে উচ্ছ্বাস বা আবেগ নেই।

জড়সড় হয়ে গেল উইল। 'আমি ভালই আছি, কর্নেল, আপনি কেমন?'

'ভাল আর থাকতে দিলে কোথায়!' হাভানা চুরুট কামড়ে ধরে কটমট করে তাকাল কর্নেল।

জায়গায় জমে গেল বক্স-এইচ র‍্যামরড। 'ভিতরে চলুন, স্যার।'

লাল গালিচা মাড়িয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসে প্রবেশ করল ওরা। জেফ হলিস্টারের লিভিংরুমে বসানো হলো অতিথিকে।

'ঘটনা বলো তো,' রুদ্ধ দ্বার বৈঠকে বসল গুরু-শিষ্য।

'জেফকে খুন না-করে উপায় ছিল না, স্যার,' ফিরিস্তি দিতে চাইল উইল, কর্নেলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে জড়সড় ভঙ্গিতে। 'কিন্তু ওই কার্ল...'

'ও পালিয়ে গেল কীভাবে?'

থমকে গেল উইল। সব খবরই জানা কর্নেলের! ঢোক গিলে নিজেকে সামলে নিল সে, কী বলবে মনে মনে গুছিয়ে নিল। এই ফাঁকে জেফ হলিস্টারের কাবার্ড থেকে বিশেষ মুহূর্তের জন্য তুলে রাখা দামী ব্র্যান্ডির বোতল বের করে পরিবেশন করল কর্নেলকে।

'আমার ধারণা বেনই ওকে সুযোগ করে দিয়েছে,' ভয়ে ভয়ে বলল উইল। 'বেন হচ্ছে জেফের ম্যানেজার। ওর ঘরে ঢোকার অনুমতি শুধু বেনেরই ছিল, এমনকী আমিও অনুমতি ছাড়া স্টাডি বা বেডরুমে ঢুকতে পারতাম না। এখনকার কথা অবশ্য...' হে-হে করে হাসল সে, পরিবর্তন খুব উপভোগ করছে। কিন্তু কর্নেল

কটমট দৃষ্টিতে তাকাতে কুঁকড়ে গেল।

'রিডল কীভাবে পালাল, ঘটনাটা খুলে বলো!'

'ইয়ে...হয়েছে কী, স্টেবলে ওকে কোণঠাসা করে ফেলেছিল আমার দু'জন লোক। হঠাৎ পিছন থেকে গিয়ে উপস্থিত হয় বেন। শটগানের মুখে ওদেরকে বাধ্য করে সে, ছাড়া পেয়ে যায় রিডল। বেন শুধু সাহায্য করেনি, নিজের ঘোড়াও দিয়েছে বেজন্মাটাকে।'

'তোমার ধারণা কি ঠিক? সত্যি রিডলের পালিয়ে যাওয়ার পিছনে বেনের হাত ছিল?'

'কেউ সাহায্য না-করলে কীভাবে বেরিয়ে গেল ও? তিনজন লোককে তো ফুঁ দিয়ে ভাঁওতা দেওয়া যায় না।'

'তুমিও তো একডজন লোক নিয়ে বাড়িতে ঘেরাও করেছিলে ওকে। পেরেছ আটকে রাখতে?'

উত্তর খুঁজে পেল না উইল। চোখ তুলে তাকাতে পারছে না কর্নেলের দিকে। 'পৌঁছতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল আমার, কিন্তু দেখে মনে হলো সদিচ্ছা থাকলে রিডলকে ঠিকই আটকাতে পারত ওরা। বস্, এক কাজ করলে হয় না? বেন বা অন্য দু'জনকে চাপ দিলেই সত্য বের হয়ে আসবে।'

'তাতে কি পরিস্থিতি বদল হবে?' নিরাবেগ স্বরে বলল কর্নেল, ব্র্যান্ডিটা চমৎকার লাগছে। 'সন্দেহটা ভবিষ্যতের জন্য থাকুক, পরেও যাচাই করা যাবে। আপাতত বেনের সঙ্গে লাগতে যেয়ো না। ওকে সরাতে গেলে সবার নজর পড়বে।'

বাধ্য নেড়ি কুকুরের মত মাথা ঝাঁকাল উইল।

'রেনেতায় লোক পাঠিয়েছ?'

'জ্বী।'

'মার্শালের সাথে যোগাযোগ হয়েছে?'

'সে আমার কেনা লোক।'

'বেশ! আমার যতদূর বিশ্বাস ডরোথিকে নিয়ে আশপাশে কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে রিডল। রেনেতায় পরিচিত লোকজন

আছে না তোমার? ওদের মাধ্যমে একটা খবর ছড়িয়ে দাও যে ডরোথির প্ররোচনায় মিলারকে খুন করেছে রিডল। মার্শালকেও জানাও। সে-ই পাসি বের করবে, দু'জনকে খুঁজে বেড়াবে। পাওয়া মাত্র যেন দড়িতে ঝুলিয়ে দেয়। মেয়েটার ক্ষেত্রে অবশ্য অত কঠিন হওয়া যাবে না। হাজার হোক, মেয়েমানুষ তো। ওর ব্যবস্থা অন্যভাবে করতে হবে। গ্রেফতার করে শিকের ভিতর নিয়ে ঢোকাক ডরোথিকে, পরে বুদ্ধি করে সরিয়ে ফেলা যাবে, যাতে কারও কোন সন্দেহ না-হয়।'

উজ্জ্বল হয়ে গেল উইলের মুখ। কী চমৎকার বুদ্ধি বের করে ফেলেছেন কর্নেল! এজন্যই তাঁকে এত সমীহ করে, শ্রদ্ধা করে। বিপদের সময় মোক্ষম বুদ্ধি গজিয়ে যায় তাঁর মাথায়। রেনেতার সব লোক বিষিয়ে উঠবে ডরোথি আর রিডলের প্রতি। যে মেয়েকে দেবীর মত পূজা করেছে, পরম কাঙ্ক্ষিত মনে করেছে, তাকে ধরার জন্য হন্যে হয়ে পড়বে। ছোটখাট একটা পুরস্কার ঘোষণা করে দিলে আরও চমৎকার হবে।

'রিডলের মাথার দাম ঘোষণা করতে বলো মার্শালকে,' যেন ওর মনের ভাবনাটাই প্রকাশ করল কর্নেল।

'কত ধরা হবে, স্যার?'

'দশ হাজার।'

'আরেকটা কথা। অ্যাঞ্জেলিনার ধারে-কাছেও যেয়ো না। আমার মনে হচ্ছে মৃত্যুর আগেই নাতনিদের ব্যাপারে কোন একটা ব্যবস্থা করে গেছে জেফ হলিস্টার।'

'উইল?' আর্তনাদের সুরে জানতে চাইল উইল। 'তা হয় কী করে? যেদিন দুপুরে খুন হলো, বিকালে উকিলের সঙ্গে বসার কথা ছিল ওর। উঁহুঁ, উইল তৈরি করার সময় পায়নি সে।'

'হয়তো, তবুও নিশ্চিত বলা যাচ্ছে না। পিটার ব্রিসবিনকে এখনও চেনোনি তুমি। মস্ত ঘোড়েল লোক। ওর সামনে না-গেলে ভাল করবে।'

প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার প্রতিশ্রুতি দিল উইল শবার।

কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকল কর্নেল। তারপর চুরুটে টান দিল। 'ভেবে-চিন্তে ওদের জন্য একটা পথ বের করে ফেলব আমি,' আশ্বস্ত করার সুরে বলল সে। 'দুটো দিন তোমার নোংরা মুখটা বন্ধ রেখো শুধু।'

আশ্বাসটা উইলের ধড়ে প্রাণ ফিরিয়ে আনল। কর্নেল শাটন দায়িত্ব নিয়েছেন মানে এবার নিশ্চিন্ত ও, হালকা লাগছে নিজেকে। যে-কোন মানুষের জন্য নিখুঁত আর ভয়ঙ্কর মৃত্যুর ব্যবস্থা করতে পারেন কর্নেল শাটন–প্রবাদটার অন্যথা কখনও হতে দেখেনি উইল শবার।

এবারও হবে না, জানে সে।

পনেরো

খাড়া দুপুরে রেনেতায় পৌঁছল মাইকেল হজ। টানা ছুটে এসেছে, ঘোড়াটাকে দম ফেলার সুযোগ দেয়নি বললে চলে। র‍্যাঞ্চ থেকে রওনা হওয়ার পর শুধু একবার থেমেছে লারামি ক্রসিঙে। ট্রেইলের পাশে অপেক্ষায় ছিল ফ্রাঙ্ক টেলররা, কিন্তু কার্ল রিডলের টিকিটিরও দেখা মেলেনি। টেলরদের জন্য সাপ্লাই আর বাড়তি ঘোড়া পৌঁছে দিয়ে মিনিট ত্রিশ বিশ্রাম নিয়েছিল মাইক, তাজা একটা ঘোড়ায় চড়ে তারপর রেনেতার উদ্দেশে যাত্রা করেছে।

ল-অফিসে দেখা পেয়ে গেল দু'জনের। মার্শালের সঙ্গে পরামর্শ করছিল লুইস আর স্টুয়ার্ট। হজকে দেখে মুখটা বেজার হয়ে গেল

লুইসের।

ব্যর্থ হয়েছে মার্শাল। রাতারাতি লাপাত্তা হয়ে গেছে ডরোথির ওয়্যাগন। চারপাশে খোঁজ নিয়েও কোন হদিশ জানা যায়নি। গতকাল দুপুরেও গির্জায় প্রার্থনার সময় উপস্থিত ছিল ডরোথি, কিন্তু সন্ধ্যার পর আর দেখা যায়নি ওয়্যাগনটা।

ট্র্যাক খুঁজেও লাভ হয়নি। কিছুদূর পর্যন্ত পেয়েছিল, কিন্তু এরপর গরুর একটা পাল একই পথ দিয়ে যাওয়ায় সমস্ত চিহ্ন ঢাকা পড়ে গেছে।

হজের বয়ে আনা চিঠিটা পড়ার পর মুখ উজ্জ্বল হলো মার্শাল নিক ফুলটনের। হাত বদল করে সবাই পড়ল।

'তা হলে ডরোথিই রিডলকে দিয়ে খুন করিয়েছে মিলারকে,' রায় ঘোষণা করার সুরে বলল লুইস।

মাথা ঝাঁকাল মার্শাল। 'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'এখন তোমার কাজ দুটো, মি. ফুলটন,' মনে করিয়ে দিল হজ। 'প্রথম কাজ জনমত তৈরি করে পাসি গঠন করা, এবং এরপর যেভাবে হোক ওদের গ্রেফতার করা। রিডলকে কষ্ট করে এতদূর নিয়ে আসার প্রয়োজন নেই, ধরা মাত্র ঝুলিয়ে দিলে হবে। আর মেয়েটাকে নিয়ে আসতে হবে। ওকে শিকের ভিতর ঢুকিয়ে বস্-কে খবর দিতে হবে।'

'কাজটা কঠিন নয়, তবে...' আমতা আমতা করে বলল নিক ফুলটন। পকেট থেকে ভারী একটা থলে বের করে টেবিলে ছুঁড়ে ফেলল মাইকেল হজ, দেখে জবান বন্ধ হয়ে গেল মার্শালের। সব আপত্তি এক নিমেষে চলে গিয়ে মুখ উজ্জ্বল হলো।

'কঠিন কাজের জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেয় বস্,' ত্যক্ত সুরে বলল মাইক হজ।

উঠে দাঁড়াল মার্শাল। 'শহর কমিটির সদস্যদের সঙ্গে কথা বলতে হবে,' জরুরি-কণ্ঠে বলল সে। 'তোমরা বরং এসব থেকে দূরে থেকো। আমার কাজ আমাকে করতে দাও।'

*

'আমাদের জন্য কোন খবর বা নির্দেশ আছে, মাইক?' ল-অফিস থেকে বেরিয়ে এসে জানতে চাইল রিকি স্টুয়ার্ট।

'হ্যাঁ। কর্নেল শাটন চলে এসেছে। তোমাদের কাজ সেলুন বা জুয়ার আড্ডায় গল্পের ছলে সাধারণ মানুষকে উস্কে দেওয়া। হ্যান্স ভার্ডন আর বুড়ো ম্যালেনকে এই দুটো থলে পৌঁছে দিয়ে বসের শুভেচ্ছা জানাতে হবে। বস্ বলতে কর্নেলের কথা বলছি।'

'কর্নেল শাটন এখন র‍্যাঞ্চে!' ঠোঁট সরু করে শিস দিল হাঙ্ক লুইস, উত্তেজনা বোধ করছে। খুশিতে লাফাতে ইচ্ছে করছে ওর। তবে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না স্টুয়ার্টের মধ্যে, শুধু ভুরু কোঁচকাল মুহূর্তের জন্য। তলপেটে শীতল অস্বস্তি বোধ হচ্ছে তার, কর্নেল শাটনের নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবার অনুভূতিটা হয় ওর। সাপের কথা ভাবলে যেমন কেউ কেউ শিউরে উঠে।

রাস্তায় নেমে পড়ল ওরা। হ্যান্স ভার্ডন আর বুড়ো ম্যালেনকে খুঁজে বের করে থলে দুটো পৌঁছাতে হবে।

*

অসময়ে বেজে উঠল গির্জার ঘণ্টা। টানা অনেকক্ষণ বাজল। এর তাৎপর্য জানে সবাই। জরুরি তলব। কৌতূহল আর বিস্ময় নিয়ে রেনেতার বেশিরভাগ মানুষ গির্জার সামনে সমবেত হয়ে গেল মিনিট দশের মধ্যে।

গির্জার সিঁড়ির সবচেয়ে উপরের ধাপে দাঁড়িয়ে আছে মার্শাল নিক ফুলটন। উত্তেজনায় চকচক করছে চোখ, মুখটা ঘর্মাক্ত। এদিকে নিজেদের মধ্যে গুঞ্জনে মেতেছে শহরবাসী। শহরের মূল রাস্তার দিকে তাকাল মার্শাল, আর কেউ আসছে না। যারা আসার চলে এসেছে। এই যথেষ্ট।

'ভাইসব,' মার্শাল শুরু করতে সব গুঞ্জন থেমে গেল। 'প্রিয় শহরবাসী, আপনারা জানেন জো মিলারের খুনের কোন কিনারা করা যায়নি এখনও। খুন করা যতটা কঠিন, তারচেয়ে বেশি কঠিন

এর কিনারা করা। আইনের মানুষের কাজ তাই সবসময় চ্যালেঞ্জের।

'প্রতিটি খুনের পিছনে একটা মোটিভ থাকে। মিলারের খুনের পিছনের সেই উদ্দেশ্য এখনও জানা যায়নি। জো মিলার ছিল এক নিরীহ অভিনেতা। শত দুঃখ ভুলে, কঠোর জীবন সংগ্রাম করে অন্যের মুখে হাসি ফোটাত সে, অন্যদের আনন্দ দিত। কেউ যদি মনে করে টাকা-পয়সার কারণে তাকে খুন করা হয়েছে, তা হলে বিরাট ভুল হবে। ওকে খুন করা হয়েছে ভিন্ন কারণে।'

স্তব্ধ ঔৎসুক্য নিয়ে অপেক্ষায় রয়েছে সবাই।

'কী কারণে, বলে ফেলো!' উত্তেজনা চাপতে না-পেরে চেঁচিয়ে জানতে চাইল বুড়ো ম্যালেন।

'লোভ! প্ররোচনা! ষড়যন্ত্র!'

'কে সেই ঘৃণ্য লোক?'

'কে, বলো!'

'কার প্ররোচনায় খুন হলো নিরীহ মানুষটা?'

ভিড়ের মধ্যে শোরগোল উঠল। তর সইছে না কারও।

'দুঃখজনক হলেও সত্যি যে এই খুনের পিছনে আছে একজন মহিলার ষড়যন্ত্র,' বলল মার্শাল। 'কেউ কেউ বোধহয় অনুমানও করতে পারছেন তার পরিচয়। হ্যাঁ, ক্রিমসন থিয়েটারের অভিনেত্রী কাম সঙ্গীতশিল্পী ডরোথির কথা বলছি। সে-ই দায়ী। মোটিভটা খুবই পরিষ্কার। জো মিলার না-থাকায় এখন কার্যত ক্রিমসন থিয়েটারের মালিক বনে গেছে মেয়েটা।'

গুঞ্জনটা এবার পরিণত হলো চাপা আর্তনাদ, হতাশা আর বিস্ময়ে। একে অন্যকে দেখছে সবাই, বিড়বিড় করে কে কী বলল বোঝা গেল না। কারও কারও চোখে অবিশ্বাসের চাহনি।

'মিলারকে খুন করিয়ে কী লাভ হলো মেয়েটার? চাইলেই তো ক্রিমসন থিয়েটারের মালিক হতে পারত সে, যদি খোদ মিলারকে বিয়ে করত? আর আমি তো শুনেছি ওরা ভাই-বোন। তারমানে

ডরোথির একটা অংশ থিয়েটারে এমনিতে ছিল।'

কার যুক্তি এটা, দেখার ঝামেলায় গেল না মার্শাল, বরং পাল্টা যুক্তি দেখাল সে। 'মানছি ওর একটা অংশ ছিল হয়তো, কিন্তু পুরোটা যদি পাওয়ার লোভ হয়ে থাকে? কিংবা মিলারকে বিয়ে করার ইচ্ছে না-থাকলে? হ্যাঁ, ভাই-বোনের মত বড় হয়েছে ওরা, কিন্তু আদপে রক্তের কোন সম্পর্ক ছিল না ওদের মধ্যে। ডরোথি আসলে কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে, মিলারের মা ওকে মানুষ করেছেন।

'আমার কাছে এমনও প্রমাণ আছে ডরোথিকে বিয়ে করতে চেয়েছিল মিলার, কিন্তু মেয়েটা রাজি ছিল না। বরং অন্য একজন ছিল ওর পছন্দের মানুষ। সেই পছন্দের মানুষটা পথের কাঁটা সরিয়ে দিতে সাহায্য করেছে ওকে। মিলার থাকলে থিয়েটার ছাড়তে পারত না ডরোথি, তাই ওর নাগরের সঙ্গেও ভাগতে পারত না।'

'কে লোকটা?'

'কার্ল রিডল। এরকম নৃশংসভাবে কাউকে খুন করার পুরানো অতীত শুধু ওরই আছে।'

'রিডল? সে তো কবে ফায়ারিং স্কোয়াডে মরে গেছে!' স্মরণ করিয়ে দিল কেউ।

'আমিও তাই জানতাম। বছর খানেক আগে ওর ওয়ান্টেড পোস্টারটা দেয়াল থেকে নামিয়েও ফেলেছিলাম। কিন্তু দু'দিন আগে রিমরকে দিনে-দুপুরে সবার সামনে একজনকে খুন করে সে প্রমাণ করেছে এখনও বেঁচে আছে।'

'আরে, তাই তো!' সবিস্ময়ে জানাল এক সেলুনের বারকীপ। 'কয়েকদিন আগে বোধহয় ওকে আমার সেলুনে দেখেছিলাম।'

'তাই নাকি?' উত্তেজিত স্বরে জানতে চাইল বুড়ো ম্যালেন।

'সন্ধ্যা তখন। সেলুনে আলো কম ছিল। মুখের উপর হ্যাট নামিয়ে দিয়েছিল যাতে মুখটা ঢাকা পড়ে। ডরোথিকে বিরক্ত করতে গিয়ে লোকটার হাতে বেধড়ক পিটুনি খেয়েছে হ্যান্স ভার্ডন। পরে

ডরোথির সঙ্গে দু'একটা কথাও বলেছিল সে। এখন মনে হচ্ছে ওই লোকটাই ডরোথির নাগর।'

'দু'দিন আগে কাকে খুন করেছে রিডল?' মনে করিয়ে দিল বুড়ো ম্যালেন।

'জেফ হলিস্টারকে।'

স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই। দু'দিন আগে খুন হয়েছে এলাকার সবচেয়ে প্রভাবশালী মানুষটি, অথচ তারা কেউ জানে না! গুঞ্জন উঠল, একসঙ্গে সবাই কথা বলছে। উত্তেজিত অবস্থায় আগাগোড়া সব ঘটনা বিশ্লেষণ করল মানুষ–যার যার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নয়, বরং যেসব তথ্য সমাবেশে উপস্থাপিত হয়েছে, তা থেকে। বেশিরভাগ মানুষ একমত–হলিস্টারের মত কেউকেটাকে নির্দ্বিধায় খুন করতে পারে শুধু কার্ল রিডলের মত কোন বেজন্মা।

সামনে দাঁড়ানো লোকগুলোর মুখ জরিপ করল মার্শাল। প্রায় সবার মুখ কঠোর হয়ে গেছে। একজন অভিনেতার ব্যাপারে যতটা উদাসীনতা রয়েছে, ঠিক ততটাই আন্তরিকতা রয়েছে হলিস্টারের প্রতি। কারণ সে ওদের মানুষ। এলাকার মানুষ। বিপদে জেফ হলিস্টারের দরজা থেকে বিমুখ হয়ে ফেরেনি কেউ। এলাকায় না-থাকলেও রিমরকের প্রতি হৃদয়ের টান অনুভব করত হলিস্টার, এটা সবার জানা, কারণ রিমরকের প্রয়োজনে সবসময়ই তাকে পাশে পেয়েছে মানুষ।

অভিনেতা জো মিলারের খুনীকে খুঁজে বের করার আগ্রহ খুব বেশি মানুষের নেই, সেজন্য নিজের ঘাম ঝরাবে না; কিন্তু জেফ হলিস্টারের কারণে এরা রক্ত দিতেও প্রস্তুত। সবার মানসিকতা এক। প্রয়োজন শুধু এদেরকে উস্কে দেওয়ার, সংগঠিত করার, ভাবল মার্শাল, তারপর এরাই সেরে ফেলবে ওর কাজ।

'স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে একটা পাসি গঠন করতে যাচ্ছি আমি,' মৃদু স্বরে ঘোষণা করল নিক ফুলটন। 'ঠিক এখান থেকে পাসি যাত্রা করবে। নষ্টা মেয়েটা আর ওই কখ্যাত খুনীকে না-ধরা পর্যন্ত

ঘরে ফিরে আসব না আমরা। আমার মনে হয় কাছে-পিঠে কোথাও লুকিয়ে আছে ওরা। যারা যারা যাবে, জলদি তৈরি হয়ে এসো। ল-অফিস থেকে খাবার আর অস্ত্র সরবরাহ করা হবে।'

হৈহুল্লোড় পড়ে গেল। দ্রুত আলগা হয়ে গেল ভিড়। যার যার বাড়ির উদ্দেশে চলে গেল লোকজন, খুব কমই থাকল গির্জার সামনে।

ঠিক ত্রিশ মিনিট পর রেনেতা ছাড়ল আটত্রিশজনের পাসি। বুড়ো ম্যালেন আর হ্যান্স ভার্ডনও শামিল হয়েছে।

পাসির সঙ্গে গেছে হাঙ্ক লুইস আর রিকি স্টুয়ার্ট, প্রয়োজনে মার্শালকে নির্দেশনা দেবে। আর মাইক হজ র‍্যাঞ্চে চলে গেছে, অগ্রগতির খবর জানাবে কর্নেল শাটনকে।

*

চায়ের টেবিলে মুখোমুখি হলো দুই ব্যক্তিত্ববান পুরুষ। কর্নেল হিরাম শাটন আর লইয়ার পিটার ব্রিসবিন। এক অর্থে দু'জনেই আইনের মানুষ। কিন্তু আদপে, আইনকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে কর্নেল শাটন, আর পিট ব্রিসবিনের কর্মকাণ্ড আইনের কঠোর গণ্ডিতে আবদ্ধ। সৎ, নির্ভীক এবং উদ্যমী মানুষ হিসাবে সুখ্যাতি আছে তার। কর্নেল শাটনের সুখ্যাতি যতটা, তুলনায় কুখ্যাতি বেশি।

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' কফির কাপে চুমুক দেওয়ার সময় বলল পিট ব্রিসবিন। 'জানতাম না ফোরম্যানের এমন কেউকেটা বন্ধু আছে।'

'বেশ কিছুদিন আগে আমার আসার কথা ছিল। মি. হলিস্টার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তখন রক্ষা করতে পারিনি, আর এখন এসে দেখি এমন এক পরিস্থিতি...' কথাটা শেষ করল না কর্নেল।

'বড় দুঃখের কথা,' সায় জানাল ব্রিসবিন। 'উইলের কাছে শুনলাম রিডল তোমার পূর্ব পরিচিত, মি. শার্টন, সেই সূত্রে ওকে ধরার সমস্ত দায়িত্ব স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছ তুমি?'

ঝাড়া দশ সেকেন্ড উকিলের দিকে তাকিয়ে থাকল কর্নেল। ধাড়ি উকিলের মতি-গতি বোঝার চেষ্টা করছে। সরল জিজ্ঞাসার পিছনে অন্য কিছু নেই তো? নিষ্পলক পরিষ্কার চাহনি দেখে বোঝা গেল না।

'খুনী যে-ই হোক শাস্তি হওয়া উচিত,' চুরুট ধরিয়ে বলল কর্নেল। জেফ হলিস্টারের সঙ্গে আমার সখ্যতা না-থাকলেও ভাল সম্পর্ক ছিল। তাঁকে বন্ধু হিসাবে জানতাম। অন্তত আমার পক্ষ থেকে আন্তরিকতায় কোন খাদ ছিল না। একজন শ্রদ্ধেয় মানুষ এভাবে খুন হবে আর আমি চুপ করে বসে থাকব, এটা কি শোভন দেখায়? খুনীর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত একটা লেনদেনও আছে। আমি যদি তাকে ব্যক্তিগতভাবে ধরতে চাই, সেটা কি বাড়াবাড়ি হবে?'

'আমার নিজের কথা নয় এটা,' সহাস্যে বলল উকিল। 'শুধু তোমার বন্ধু উইল শবারের কথাটার পুনরাবৃত্তি করেছি।'

এক চিলতে বাঁকা হাসি ফুটল কর্নেলের ঠোঁটে, বুঝতে পারছে ওকে নিয়ে খেলছে ধুরন্ধর উকিল। "তোমার বন্ধু" বলে খোঁচা দিতে কার্পণ্য করছে না। পিটার ব্রিসবিনের এই চাতুরির তাৎপর্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ: জেফ হলিস্টারের খুনীর পরিচয় জানে সে।

'অ্যাঞ্জেলিনা সম্ভবত জেফের নাতনি, না?' পরিবেশ সহজ করার জন্য প্রসঙ্গ পাল্টাল কর্নেল।

'সম্ভবত কেন? জেফের উত্তরাধিকারীও।'

'অবশ্যই!' হাসিটা ধরে রাখল কর্নেল।

'আজকালের মধ্যে ওর আরেক নাতনি এসে পড়বে। সব কূল রক্ষা হবে তা হলে। জেফের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় নামী-দামী অনেক লোক আসছে। দাওয়াত পত্র পাঠানো শুরু হয়েছে। ভাবছি সবার সামনে ওদের পরিচয় ঘোষণা করব। ওই একটা অনুষ্ঠানে ওদের সমস্ত অধিকার বা সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা পেয়ে যাবে।'

'তা ঠিক.' ঘনঘন মাথা ঝাঁকাল হিরাম শাটন উঠে দাঁড়াল।

'কিছু যদি মনে না করো, মি. ব্রিসবিন, আমি এখন উঠব।'

সৌজন্য প্রকাশ করতে ভুলল না ঝানু উকিল। কর্নেলের হাত মুঠোয় নিয়ে রাশভারী কণ্ঠে বলল, 'কার্ল রিডলের মাথার দাম কত ধরা হয়েছে, জানো তুমি?'

'দশ হাজার।'

'অনেক টাকা! আমার তো মনে হয় কাউন্টির সাধারণ লোকও ওকে ধরার জন্য বেরিয়ে পড়বে। এত টাকার লোভ সামলানো খুব কঠিন।'

সমীহের দৃষ্টিতে বুড়োর দিকে তাকাল কর্নেল। লোকটার সাহসের তারিফ করতেই হয়। তবে কেউই নিয়তির উর্ধ্বে নয়, আনমনে ভাবল সে; উকিল আর আইনের লোকই হোক, কর্নেল হিরাম শাটনের কাছে সবাই সমান। সাহসী লোকের জন্য অভিনব মৃত্যুর আয়োজন করে সে। সিদ্ধান্ত নিল পিটার ব্রিসবিনের জন্যও চমৎকার একটা মৃত্যুর ব্যবস্থা করবে।

কর্নেল ঘুরে দাঁড়াতে গম্ভীর হয়ে গেল ব্রিসবিন। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল লোকটার পিঠের দিকে। সামান্য শিউরে উঠল সে, একটু আগে কর্নেলের চোখে উস্কে ওঠা হাসি ক্ষণিকের জন্য সন্ত্রস্ত করে তুলেছে তাকে।

মানুষটা খুবই ভয়ঙ্কর, উপলব্ধি করল সে, নীচ এবং নিষ্ঠুর।

*

কর্নেল হিরাম শাটন কামরায় ঢুকতে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল উইল শবার। নিজের চেয়ারটা দ্রুত এগিয়ে দিল।

'হারামী বুড়োটার সঙ্গে কথা হয়েছে, স্যার?' উৎসুক স্বরে জানতে চাইল সে।

'হয়েছে।'

ফলাফল শুনতে অধীর হয়ে উঠল উইল। 'সমঝোতা হলো?'

'না হে. ওকে কেনা যাবে না। বড় বিশ্বস্ত কুকুর সে।'

'কুত্তার বাচ্চা!' ছাপার অযোগ্য আরও কয়েকটা গাল বকে

গায়ের জ্বালা মেটাল উইল।

বিরক্তি নিয়ে শিষ্যের দিকে তাকাল কর্নেল, সঙ্গে সঙ্গে ভড়কে গেল উইল। 'নোংরা কথাগুলো মুখ থেকে ছেঁটে ফেলো, উইল!' কঠোর স্বরে নির্দেশ দিল কর্নেল। 'গাল হচ্ছে উত্তেজনার ফসল। আর উত্তেজনা হলো ভুলের সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠা যায়, কিন্তু নীচে নামা যায় না।' চেয়ারে বসে চোখ বুজল সে।

মর্মে মর্মে কথাগুলো উপলব্ধি করল উইল শবার। ঠিকই তো! জো মিলারকে খুন না-করলেও চলত। ব্যাটাকে মেরে আদৌ কোন লাভ হয়েছে? এক ফোঁটাও না। শুধু কয়েক ঘণ্টার জন্য আনন্দ পেয়েছে। কিন্তু ফলাফলটা হয়েছে মারাত্মক। জো মিলার বেঁচে থাকলে অনায়াসে ডরোথিকে হাতের মুঠোয় পেয়ে যেত। একটু চাপ দিলে পেটের সব কথা উগরে দিত নিরীহ অভিনেতা।

ওর ভুলের জন্যই পার পেয়ে গেছে কার্ল রিডল। উচিত ছিল একইসঙ্গে জেফ আর তাকে খুন করা। তা হলে সবদিক রক্ষা পেত। সবাইকে বলত প্রথমে জেফকে মেরেছে রিডল, আর রিডল স্রেফ উত্তেজিত কাউহ্যান্ডদের প্রতিহিংসার শিকার—বসের মৃত্যুর নগদ প্রতিশোধ নিয়েছে ওরা। ব্যস, খেল খতম হয়ে যেত। এখন তা হলে শুধু মেয়ে দুটোর ব্যবস্থা করতে হত।

সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না-পারার পরিণাম এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। কথায় আছে, সময়ের এক ফোঁড় তো অসময়ের দশ ফোঁড়! জাল গুটিয়ে আনতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হচ্ছে।

'রেনেতার খবর কী?' জিজ্ঞেস করল কর্নেল।

একটু আগে ফিরে এসেছে মাইকেল হজ। তার কাছ থেকে শুনেছে ডরোথিকে নিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে রিডল। তবে পুরো শহর এখন দু'জনের বিরুদ্ধে চলে গেছে, ওদের খুঁজতে বেরিয়ে গেছে উল্লিশজনের পাসি। পুরস্কারের অঙ্ক লোকগুলোকে মরিয়া করে তুলবে।

ওরা কি ট্রেইল খুঁজে পাবে? মনে হয় না। এসব ক্ষেত্রে

আনাড়ি লোক বেশি থাকে। ট্রেইল খুঁজতে গিয়ে বরং আরও মুছে ফেলে।'

'চিন্তা নেই, বস্। ডেনভারের জেথ্রো বয়েডকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছি। ডেপুটি মার্শাল হিসাবে পাসির সঙ্গে যোগ দিয়েছে ও। মস্ত বড় ট্র্যাকার। হাউন্ডের মত গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঠিকই খুঁজে বের করবে ওদের। এসব এলাকা জেথ্রোর হাতের তালুর মতই চেনা।'

'বেশ।'

'আচ্ছা, স্যার, এমন হতে পারে না যে তল্লাট ছেড়ে পুবে চলে গেছে রিডল?'

'গর্দভ!' চুরুট তাক করে ভর্ৎসনা করল কর্নেল, উইলের ভয় হলো চুরুটটা বোধহয় ঠেসে ধরবে ওর গালে। হাসিতে উদ্ভাসিত হলো কর্নেলের মুখ, চাহনি দেখে বোঝা গেল অতীতের কোন স্মৃতি মনে পড়ে গেছে। 'রিডল আমার ক্যাভাল্‌রিতে ছিল। ওর নাড়ি-নক্ষত্র সবই জানি আমি, ঠিক যেমন চিনি হাতের তালুর প্রতিটি রেখা! ওর মধ্যে অনেক সম্ভাবনা ছিল, দেখে ভেবেছিলাম মনের মত গড়ে নেব। চেষ্টা করেছিলাম, তবে পারিনি।

'একেবারে যে ব্যর্থ হয়েছি, তাও বলা যাবে না। সাধারণ সৈন্যদের চেয়েও বেশি নিষ্ঠুর আর বেপরোয়া হয়ে গেল ও। এতটাই যে স্বয়ং আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল। এই দুঃসাহস, স্পর্ধা, ঔদ্ধত্য...সবকিছুর জন্য আমার কাছে ঋণী হয়ে থাকবে ও।

'মানুষ কখনও কখনও নিজের প্রিয় জিনিসও ধ্বংস করে ফেলে, যখন জিনিসটার প্রতি ঘৃণা জন্মায়। ওর ক্ষেত্রে ঈর্ষা থেকে ঘৃণার জন্ম হলো। আমার কর্তৃত্ব বা আনুগত্যও স্বীকার করছিল না রিডল। কয়েকটা ঘটনায় সরাসরি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল। দেখে বুঝলাম একে দিয়ে হবে না, বরং কোন একদিন আমার সবচেয়ে বড় শত্রুতে পরিণত হবে। তাই ঠিক করলাম শুরুতে শেষ করে দিই। কিন্তু নিয়তি আমার ইচ্ছে পূরণ করল না। মরতে মরতেও বেঁচে গেল ও। বিশ্বাস করবে ফায়ারিং স্কোয়াডে ডাক্তার

ওকে মৃত ঘোষণা করার পরও বেঁচে আছে?'

বেকুবের মত তাকিয়ে আছে উইল, মুখ হাঁ হয়ে গেছে।

'আমার কিন্তু মজাই লাগছে,' হাসতে হাসতে বলল কর্নেল। 'বহুদিন পর যোগ্য এক প্রতিদ্বন্দ্বী পেলাম! পুরানো ইচ্ছেটাও পূরণ হবে। নিজ হাতে ওকে শেষ করব! নিশ্চিত ধরে নিতে পারো রিমরকে ফিরে আসবে কার্ল রিডল। ওকে হাড়ে হাড়ে চিনি আমি। ওকে হালকাভাবে নিয়ো না আর।'

হঠাৎ বদলে গেল কর্নেলের মুখ, চাহনিতে শীতল জিঘাংসা ফুটে উঠল। এমন বুনো উন্মত্ততা কারও চোখে দেখেনি উইল, নিজের অজান্তে শিউরে উঠল ও, পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল গুরুর দিকে, যেন সম্মোহিত হয়েছে।

'র‍্যাঞ্চে বাগে পেয়েও ওকে খুন করতে ব্যর্থ হয়েছ,' শুধু ঠোঁট জোড়া নড়ছে কর্নেলের, শীতল কাঠিন্য ঝরে পড়ছে কণ্ঠে। 'ব্যর্থ মানুষকে আমি পছন্দ করি না। তবুও তোমাকে ক্ষমা করে দিচ্ছি। কেন জানো? তোমার মত আনাড়ির হাতে কার্ল রিডল মরলে নেহাত দুঃখ পেতাম!'

ষোলো

নির্জন আর বুনো এলাকা এটা। যদ্দূর চোখ চায় ন্যাড়া পাহাড়, আকাশছোঁয়া বন, বিস্তীর্ণ প্রান্তর অথবা উঁচু ক্লিফের সারি চোখে পড়ে; কখনও রয়েছে মরুভূমির মত বিস্তীর্ণ ঊষর প্রান্তর কিংবা লালচে গ্র্যানিট পাথরের গভীর ক্যানিয়ন।

সন্ধ্যা পর্যন্ত টানা ছুটে হলমার্ক ক্যানিয়নে এসে থামল পাসি।

ছোট্ট একটা পানির উৎস আছে এখানে, কাছে এক চিলতে ঘেসো জমি। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ক্যাম্প করল সবাই। সংখ্যায় সব মিলিয়ে চল্লিশজন।

দু'জনকে পাহারায় বসিয়ে একপাশে সরে এসেছে জেথ্রো বয়েড। মেজাজ খিঁচড়ে আছে ওর। পকেট থেকে তামাক-কাগজ বের করে সিগারেট রোল করল। এ-পর্যন্ত মাইল বিশেক এসেছে ওরা, অথচ ওয়্যাগনের কোন চিহ্ন খুঁজে পায়নি। হাওয়ায় তো উড়ে যেতে পারে না, নিশ্চয়ই ট্র্যাক রেখে গেছে, কিন্তু ওদের চোখে পড়েনি। প্রায় দশ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে চিরুনি অভিযান চালিয়েছে, তন্নতন্ন করে খুঁজেছে প্রতিটি ড্র, ক্যানিয়ন, পাহাড় আর উপত্যকা। লাভ হয়নি। বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে ওরা!

বেশিরভাগ লোকের মধ্যে "পিকনিক পিকনিক" ভাব। খাচ্ছে, গল্প করছে, হাসি-তামাশা করছে। জেথ্রো বয়েডের মত আর কেউ দুশ্চিন্তায় ভুগছে না। ওদের কাছে লুকোচুরি খেলার মত আনন্দের খোরাক এটা। ধরে নিয়েছে লেগে থাকলে ঠিকই ধরতে পারবে দুই অপরাধীকে। কষ্টকর দুর্ভোগের শুরু হলো মাত্র, ধৈর্য ধরে আরও কতদিন ধকল সইতে পারবে সেটা প্রশ্নসাপেক্ষ; কিন্তু কেউই তা ভাবতে নারাজ। এখনও কারও উপলব্ধিতে আসেনি। আসবে। একটু একটু করে। এক এক করে লোকের সংখ্যাও তখন কমে যাবে।

বয়েডের মত আরও পাঁচজন উদ্বিগ্ন। মার্শাল নিক ফুলটন, হ্যান্স ভার্ডন, বুড়ো ম্যালেন, রিকি স্টুয়ার্ট এবং হাঙ্ক লুইস। লুইস ও স্টুয়ার্ট উইল শবারের নিজস্ব লোক, আর মার্শাল নিক ফুলটন সুবিধাভোগী; তাই শবারের ভাগ্যের সঙ্গে তাদেরও ভাগ্য জড়িত। অন্যদের ব্যাপারটা আলাদা। জেথ্রো বয়েড ভাড়া খাটছে। কিন্তু ভার্ডন এবং ম্যালেনের কাছে ব্যাপারটা শুধু নগদ লাভ নয়, বরং তারও বেশি। রিডলের প্রতি ওদের ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা কাজ করছে।

স্কট ম্যালেন চায় পুত্র হত্যার প্রতিশোধ, ভার্ডন চায় অপমানের শোধ। ওর গায়ে হাত তোলার পরিণাম যে ভাল হয় না, প্রমাণ না-করা পর্যন্ত রেনেতায় মুখ দেখাতে পারছে না। ডরোথি ওর কাছে কাঙ্ক্ষিত এক নারী। রিডল যদি তাকে পেতে পারে, সে কী দোষ করেছে?

অন্যরা এসেছে স্রেফ আইনের কারণে। একজন খুনেকে ধরা নিজেদের দায়িত্ব মনে করে। এদের কারও কাছেই এখন আর কাঙ্ক্ষিত দেবী নয় ডরোথি। বরং ধরতে পারলে কেউ কেউ কার্ল রিডলের সঙ্গে তাকেও ঝুলিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী।

সাপার শেষে আগুনের কুণ্ড ঘিরে গোল হয়ে বসল ওরা। আগামী কালের কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা হবে। সাতসকালে উঠে ছুটতে হবে খুনেটার পিছনে।

'শুধু পানির উৎস আছে এমন ক্যানিয়নের সংখ্যা এখানে অন্তত গোটা বিশেক,' যুক্তি দেখাল বুড়ো ম্যালেন। 'অন্যগুলোর কথা না-হয় বাদ দিলাম। ওই বিশটায় নেমে খোঁজাখুঁজি করে আবার উঠে আসতে লেগে যাবে পুরো বিশদিন।'

'লারামি ক্রসিঙে ঢুঁ মারলে কেমন হয়?' সম্ভাবনা বাতলাল ভার্ডন।

'পুরো এলাকা চষে ফেলছে আমাদের লোকজন,' জানাল হাঙ্ক লুইস। 'শহরের কাছে পাঁচজনকে বসিয়েও রেখেছে বস্। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন খবর হয়নি।'

'এ-পর্যন্ত এসেছিল ওরা, এটা নিশ্চিত বলতে পারি,' শান্ত স্বরে বলল জেথ্রো বয়েড। 'কিন্তু এরপর কোন্ দিকে গেছে বোঝা যাচ্ছে না।'

'আমার মনে হয় কোন একটা ক্যানিয়নে লুকিয়ে আছে।'

'ডানে যেতে পারে না?'

'ডানদিকে কিছুদূর এগোলে পেইন্টেড ডেজার্ট। দু'শো মাইল গেলেও পানি পাবে না। উঁহুঁ, ওদিকে যায়নি।'

'ঠিকই বলেছ, মরুভূমিতে কেউ লুকাতে যায় না।'

একজন আরেকজনের যুক্তি খারিজ করে দিচ্ছে। ধৈর্য নিয়ে সবার কথা শুনল বয়েড, শেষে বলল, 'তা হলে বাকি থাকল শুধু দুটো জায়গা। হয় এখানে যে-কোন একটা ক্যানিয়নে লুকিয়েছে ওরা, নইলে উত্তরে চলে গেছে।'

'বললেই হলো উত্তরে গেছে?' খেঁকিয়ে উঠল একজন।

'হ্যাঁ, উত্তরেই গেছে,' মস্করার সুরে বলল একজন। 'ওদিকে কার্ল রিডলের বাবা থাকে!'

'বলে কী! হেল'স হোলে মরতে যাবে ও?'

'কেন, জ্যাক ফ্রোমের আস্তানায় যেতে দোষটা কী?' মুখ লাল করে জানতে চাইল প্রথমজন।

'মরে ভূত হয়ে গেলে কেউ ওখানে যেতে পারে, কিন্তু জ্যান্ত কোন মানুষ আর যাই হোক লুকাতে যাবে না, তাও সঙ্গে সুন্দরী একটা মেয়ে নিয়ে!' যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চাইল দ্বিতীয় লোকটা।

'কার্ল রিডলকে চেনো তুমি?'

'সে একটা খুনে, লম্পট, চালবাজ! আর কী চেনার আছে?'

'শুনেছ নাকি ওর প্রাণ কেমন শক্ত? ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলি খাওয়ার পর ডাক্তার ওকে মৃত ঘোষণা করেছিল। কিন্তু তারপরও বেঁচে আছে। টরেন্টো, কলোরাডো আর টুকসনের ঘাঘু মার্শালরাও ঘোল খেয়েছে ওকে ধরতে গিয়ে। ছোট করে দেখা যাবে না ওকে।

'রিডলের প্রশংসা করছি না। সবাই যাতে পরিস্থিতি বোঝে, সেজন্য বললাম ঘটনাটা। কার্ল রিডলের অপরাধের ব্যাপারে সন্দেহ নেই আমার মনে, সম্ভবত তোমাদের মনেও নেই। জেফ হলিস্টার আর মিলারের খুনের বিচার আমিও চাই। তবে একটা কথা আগে বলে রাখি, ওকে ধরার পর হুজুগে মেতে উঠলে চলবে না। ন্যায্য সুযোগ দিতে হবে ওকে, অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হওয়ার পর ফাঁসিতে ঝোলানো হবে, তার আগে নয়।'

বিপজ্জনক লোক, মনে মনে ভাবল হাঙ্ক লুইস। নেতৃত্ব শেষে

এর হাতে চলে যায় কি-না, কে জানে! বিড়াল-প্রথম রাতে মারা উচিত বলে দ্রুত মুখ খুলল: 'অবশ্যই জনগণের আদালতে তার বিচার হবে, সেজন্য বুড়ো ম্যালেনকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি আমরা।'

'উঁহুঁ, ধরার পর ওকে রেনেতায় নিয়ে যাব আমরা,' দৃঢ়স্বরে বলল লোকটা। 'ডেনভার থেকে কাউন্টি জজ এসে বিচার করবেন রিডলের।'

তুমুল তর্ক শুরু হলো। কেউ কারও কথা মানতে চাইছে না, যার যার যুক্তিতে অটল। পরিস্থিতি অন্য দিকে মোড় নেওয়ার আগেই সক্রিয় হলো জেথ্রো বয়েড। 'ভাল লাগল তোমাদের মতামত,' শান্ত কণ্ঠে বলল সে। 'তবে গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেলে বিশ্বাস নেই আমার। আমাদের প্রথম কাজই সম্পন্ন হয়নি। আগে ধরা পড়ুক রিডল, তারপর দেখা যাবে।

'কাল দুটো দলে ভাগ হয়ে দু'দিকে যাব আমরা। এক দল যাবে উত্তরে হেল'স হোল এলাকায়, আর অন্যরা আশপাশের ক্যানিয়নে ঢুঁ মারবে। ঠিক করেছি আমি নিজে উত্তরে যাব। কে কে যেতে চাও? হাত তোলো।'

ঝাড়া বিশ সেকেন্ড পর একজন একজন করে হাত তুলল ওরা। প্রথমে হাঙ্ক লুইস, রিকি স্টুয়ার্ট এবং মার্শাল, তারপর হ্যান্স ভার্ডন আর ম্যালেন। সবশেষে হাত তুলল সেই লোক, যে প্রথমে হেল'স হোলের কথা প্রস্তাব করেছিল। ওর নাম টম হিগিন্স। লুইস, ভার্ডন বা ম্যালকমের মত বয়েডও খুশি হতে পারল না হিগিন্সকে হাত তুলতে দেখে। স্পষ্ট বুঝতে পারছে যে-উদ্দেশ্য নিয়ে ওদের যাত্রা, তাতে বাধ সাধবে হিগিন্স। কার্ল রিডলকে ধরার পর এই লোক ওদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই, ইতোমধ্যে যথেষ্ট নমুনাও প্রদর্শন করেছে সে। হুট করে ফাঁসিতে লটকাতে দেবে না।

'তুমি এই দলের নেতৃত্বে থাকলে নিশ্চিন্ত হতাম,' মৃদু স্বরে বলল বয়েড। 'অন্য কারও উপর ভরসা রাখতে পারছি না।'

বয়েডের প্রস্তাবে স্মিত হাসল হিগিন্স। 'এখানে থাকা না-থাকা একই কথা। রিডল এখানে নেই। থাকলে হেল'স হোলে আছে।'

'এত নিশ্চিত হচ্ছ কী করে?'

'নিজেকে ওর জায়গায় কল্পনা করে দেখলাম, আমি হলে ঠিক তাই করতাম–অর্থাৎ হেল'স হোলে চলে যেতাম। কারণ ওখানে আমাকে আশা করবে না কেউ।'

পিছলা লোক, বুঝে গেল বয়েড, নিরস্ত করা যাবে না তাকে। অগত্যা, কী আর করা! শ্রাগ করল বয়েড, এক টুকরো হাসি ঝুলে থাকল ওর ঠোঁটের কোণে।

অন্ধকারেও বয়েডের হাসিটা অনুভব করতে পারল হাঙ্ক লুইস। হাসি খুব সংক্রামক জিনিস। এক চিলতে হাসি তার মুখেও শোভা পেল। মনে মনে টম হিগিন্সের জন্য একটা বুলেট বরাদ্দ রেখে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

সতেরো

'বারো বছর বয়সে জীবনে প্রথম বন্দুক হাতে তুলে নিয়েছিলাম। সুইট অ্যালিসে যাচ্ছিলাম বাবা-মার সঙ্গে ; ফিবল্ ক্যানিয়নের মুখে পৌঁছতে ডাকাত পড়ল আমাদের স্টেজে। চোখের নিমেষে খুন হয়ে গেল সবাই। কীভাবে যে আমি বেঁচে গেছি, নিজেও জানি না। শুধু মনে পড়ে স্টেজটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে গিয়েছিল, আর জানালা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিলাম আমি। একটা পাথরের সঙ্গে ঠুকে গিয়েছিল মাথা, তারপর অন্ধকার।'

মনোযোগ দিয়ে কার্লের ছেলেবেলার গল্প শুনছে ডরোথি।

'তারপর?' উৎসুক স্বরে তাগাদা দিল।

'জ্ঞান ফিরে পেয়ে খাদ থেকে উপরে উঠে এলাম। বাবা-মার লাশ ধরে অনেকক্ষণ কাঁদলাম। খুব অসহায় লাগছিল। তারপর মন শক্ত করলাম। একটা বন্দুক, ছুরি, পানির ক্যান্টিন আর কিছু খাবার নিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। কলোরাডো নদীর তীরে পৌঁছতে লেগে গেল পুরো সাত দিন। সাতটা দিন দিনের বেলায় মরুভূমি থেকে ধেয়ে আসা লু হাওয়া আর রাতের বেলায় কনকনে শীতের মধ্যে কীভাবে কাটিয়ে দিলাম নিজেও জানি না।'

'ওই সামান্য খাবার খেয়ে!?'

স্মিত হাসল কার্ল। 'শুধু পানি হলেও কিন্তু কয়েক সপ্তাহ বেঁচে থাকা যায়। আর আমার কাছে কয়েকটা বিস্কুট ছিল।'

'মাথা খারাপ! সামান্য কয়েকটা বিস্কুট তো একদিনে সাবাড় হয়ে যাওয়ার কথা!'

'প্রতিদিন তিনটা করে বিস্কুট খেতাম।'

'তা হলে কী করে টিকে ছিলে? এত পথ পাড়ি দিলে?'

'পোকা, কেঁচো, ইঁদুর আর গিরগিটি খেয়েছি।'

ঘৃণায় মুখ বিকৃত হয়ে গেল ডরোথির। 'ছিঃ! সত্যি খেয়েছ ওসব?'

কৌতুকে নেচে উঠল কার্লের চোখজোড়া। প্রশান্ত চোখে মেয়েটির আগ্রহ দেখছে। এত তন্ময় হয়ে কেউ গল্প শুনতে পারে জানা ছিল না ওর। এমন কীই বা গল্প? কিন্তু মমতা আর সীমাহীন আগ্রহ নিয়ে শুনছে ডরোথি।

'সত্যি খেয়েছ ওসব?' ফের জানতে চাইল মেয়েটা।

'সত্যি বলব?' মজা করার লোভ সামলাতে পারছে না কার্ল।

'হ্যাঁ, বলো!'

'পনেরো-ষোলো বছর আগে কী খেয়েছি, জেনে কী করবে? আমার গা থেকে কি ওসবের গন্ধ বেরোচ্ছে?'

বিব্রত বোধ করল ডরোথি সামান্য হেসে বলল, 'তা নয়। এক

ধরনের মেয়েলি সংস্কার এটা। গুরুত্ব না-দিলে কিছু না, কিন্তু গুরুত্ব দিলে অনেক।'

'তুমি তা হলে গুরুত্ব দিচ্ছ?'

'না,' ফের হাসল ডরোথি। 'আচ্ছা, বাদ দাও। তুমি বরং গল্পের বাকিটা বলো। আর কী কী খেলে?'

'ইন্ডিয়ান থিম্বল।'

সেটা আবার কী?'

'দুই-তিন হাত উঁচু এক ধরনের গাছ। ডালে ছোট ছোট কাঁটা হয়। সাদা আর বেগুনি রঙের ফুল ফোটে। মাটির নীচে শিকড়ে আলুর মত শস্য হয়। ওটা খেয়ে বেঁচে ছিলাম।'

'রাতে ঘুমাতে কোথায়?'

'কখনও গুহার ভিতর, কখনও গাছে চড়ে কাটিয়েছি। একবার তো একটা নেকড়ের গুহায় ঢুকে পড়েছিলাম।'

'সত্যি?' ডরোথি মনে করেছে এটাও তামাশা।

চোখ বুজে ঘাড় কাত করল কার্ল। 'প্রথমে খেয়ালই করিনি। সারাদিন হাঁটার পর শরীর এত ক্লান্ত ছিল যে গুহায় ঢুকে ধপ করে বসে পড়লাম। শরীর ভেঙে আসছিল, কখন শুয়ে পড়েছি বা ঘুমিয়ে পড়েছি, টেরই পাইনি। চাপা একটা গর্জন শুনে ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ। দেখলাম জ্বলজ্বলে দুটো হলদেটে আলো তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

'ভয়ে তখন আমার পুরো শরীর বরফ হয়ে যাওয়ার যোগাড়। নড়াচড়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। অন্ধকারে চোখ সয়ে আসতে দেখলাম একই জায়গায় বসে গজরাচ্ছে নেকড়েটা, আর ওটার পেটের কাছে বসে দুধ খাচ্ছে কয়েকটা বাচ্চা।'

'তারপর?' বিস্ফারিত চোখে জানতে চাইল ডরোথি।

'হঠাৎ আমার উপর চোখ পড়ল বাচ্চাগুলোর। চট করে কাছে চলে এল ওরা, গায়ের উপর উঠে পড়ল। ওদের ভাব দেখে মনে হলো কাজটা আগেও করেছে। বুঝলাম যখন ওদের মা গুহায় ছিল

না, আমার গায়ের উপর চড়ে-বসে খেলা করেছে, গভীর ঘুমে ছিলাম বলে টের পাইনি।

'বাচ্চা চারটার অত্যাচারে হাসব না কাঁদব, বুঝতে পারছিলাম না। নরম তুলতুলে বাচ্চা। একটা বগলের তলা দিয়ে ঢোকে তো আরেকটা ঢুকে যায় ঠ্যাঙের ফাঁক দিয়ে। ওই এক হালি পিচ্চি মিলে আমাকে যা সুড়সুড়ি দিল, বলে বোঝাতে পারব না!'

হি-হি করে হাসতে শুরু করল ডরোথি।

'এত হাসির কী হলো? শুনে খুব ফুর্তি লাগছে?'

হাসতে হাসতে চোখে পানি চলে এসেছে ডরোথির, নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'তারপর কী হলো?'

'বাচ্চাগুলোকে আমার সঙ্গে চমৎকার খেলা জুড়ে দিতে দেখে দমে গেল নেকড়ে-মা। ওর পোলাপানের বন্ধু ভেবে সেবারের মত নিস্তার দিল আমাকে।'

'সুইট অ্যালিসে পৌঁছলে কী করে?' মূল প্রসঙ্গে ফিরে গেল ডরোথি।

'সে অনেক গল্প...বাদ দাও। ঘুম পাচ্ছে। সকালে উঠেই তো বেগার খাটুনি শুরু হবে।'

'বলোই না!' আবদার জুড়ে দিল ডরোথি।

'পরে সময় হলে বলব।'

ডরোথি বুঝতে পারল এড়িয়ে যেতে চাইছে কার্ল। অভিমানে ভরে গেল মনটা। 'তোমার হয়তো গল্প বলতে ভাল লাগে না, কিন্তু আমার শুনতে ভাল লাগে। এই যে মুক্তি পেলাম, ঠিক এটার মতই উপভোগ্য মনে হচ্ছে। জানো, কার্ল, ছোটবেলায় আমাকে গল্প বলার কেউ ছিল না?' নিজের অজান্তে সজল হয়ে উঠল ওর চোখ।

মেয়েটি অতীতে ফিরে গেলেই ঝামেলা। তাই ঝটপট আবার শুরু করল কার্ল, 'সপ্তম দিনে পৌঁছে গেলাম কলোরাডোর ধারে। উত্তরে যদ্দূর চোখ যায় শুধু ঊষর প্রান্তর, দক্ষিণে ধুধু মরুভূমি, বালিয়াড়ি, ক্যানিয়ন, ক্লিফ আর পাহাড়ের সারি। ফিবল্ ক্যানিয়ন

শেষ হতেই সুইট অ্যালিস পরর্তমালার শুরু।'

'ধ্যেৎ! প্রকৃতির প্রেমে পড়েছ নাকি তুমি?'

'নদী পার হয়ে শহরে চলে এলাম। আমার কাপড়ের দশা তখন করুণ। শার্ট শতচ্ছিন্ন, জুতো ফুটো হয়ে গেছে কয়েক জায়গায়, ট্রাউজারটা ছিল না-থাকার মতই। সাতদিনের অপর্যাপ্ত আহার আর পথচলার ক্লান্তিতে হাড্ডিসার হয়ে গিয়েছিলাম, দেখে বোধহয় আমাকে ভিখারী মনে হচ্ছিল। একটা সেলুনে ঢুকে খাবার চাইতে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিল।

'কয়েকটায় গেলাম, কিন্তু কাজ হলো না। শেষে একটা বুদ্ধি করলাম। পরেরটায় ঢুকে আর হাত পাতলাম না, তাই খেতেও অসুবিধা হলো না।'

'কেমন করে!?'

'রাইফেলটা তুলে ধরলাম রেস্তোরাঁ মালিকের বুক বরাবর। আমার চোখে বোধহয় খুনের নেশা দেখতে পেয়েছিল সে, ঝটপট টেবিল সাজিয়ে দিল। সেদিন প্রথম বুঝলাম বন্দুকের ভাষা কত স্পষ্ট আর নিখুঁত।'

'ওই বয়সে!' ঢোক গিলে বলল ডরোথি।

'বন্দুকের পিছনে যে দাঁড়িয়ে থাকে তার বয়স বড় কথা নয়, বরং ট্রিগারের উপর তার আঙুল স্থির বা লক্ষ্যভেদ নিখুঁত কি-না সেটাই হচ্ছে বড় ব্যাপার।'

'তারপর?'

মজার ব্যাপার কী জানো, যার বুকে বন্দুক ধরলাম সে-ই আমাকে চাকরি দিয়ে দিল। ওই রেস্তোরাঁয় চার-পাঁচটা বছর কেটে গেল মহাসুখে। একেবারে নিজের ছেলের মত আমাকে আদর করত লোকটা। কখনও কিছুর অভাব বুঝতে দেয়নি। এমনকী স্কুলেও পাঠিয়েছে।'

'ওই লোকটা কি এখনও বেঁচে আছে?'

'না। সে-বছর আমি সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলাম, সেবার

মারা যায় লোকটা।'

'তুমি সেনাবাহিনীতে ছিলে?' ডরোথির বিস্ময় এবার আকাশ ছুঁয়েছে।

'যুদ্ধের সময় আমি ছিলাম ক্যাভাল্‌রি লেফটেন্যান্ট।'

সমীহ আর মুগ্ধতা নিয়ে তাকিয়ে আছে ডরোথি। মানুষটার মধ্যে কত কী যে আছে, শুধু চেহারায় বোঝা যায় না। এমনিতে রুক্ষ, কঠিন আচরণ, কিছুটা নিষ্ঠুরও; কিন্তু ভিতরে কোমল একটা মনও আছে, যার অস্তিত্ব গত কয়েকদিনে বহুবারই পেয়েছে ও।

'সেনাবাহিনী ছাড়লে কেন? যুদ্ধের পর কি তোমাদের ছাঁটাই করে দিয়েছিল?'

কার্লের হাস্যোজ্জ্বল মুখটা মুহূর্তে পাল্টে গেল, তিক্ত অতীত মনে পড়ে গেছে। অন্তস্তলের কষ্ট ফুটে উঠল। সবসময় ঢেকে রাখতে পারে কার্ল, সম্ভবত একজন দরদী ও আন্তরিক শ্রোতার আগ্রহের কারণে আজ আর লুকিয়ে রাখতে পারল না।

'একটা মেয়েকে ভালবাসতাম,' বুকের গভীর থেকে উঠে আসা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বলল কার্ল। 'চমৎকার মেয়ে ছিল ইলেন। ওদের র‍্যাঞ্চের কাছাকাছি ছিল আমাদের ছাউনি। একবার রেইড করতে গিয়ে ভয়ানক আঘাত পেলাম, ঘোড়ার পিঠে কীভাবে টিকে ছিলাম জানি না। আহত ঘোড়াটাই ইলেনদের র‍্যাঞ্চে নিয়ে গেল আমাকে। ইলেনের বাবা আমার অচেতন দেহ ভিতরে নিয়ে গেল, ওদের আন্তরিক শুশ্রূষায় সুস্থ হলাম। এক্ষেত্রে যা হওয়া উচিত, অর্থাৎ ইলেনের প্রেমে পড়ে গেলাম আমি।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল কার্ল. দৃষ্টি ক্যাম্পের আগুনের বৃত্ত ছাড়িয়ে অন্ধকারে চলে গেছে। শূন্য চাহনিতে কী দেখছে কেবল সে-ই জানে।

ডরোথি বুঝল মানুষটার বুকে বহু কষ্ট জমা আছে। প্রিয়জন হারানোর বেদনা দগ্ধ করছে তাকে। বহু পুরানো ক্ষত।

'ইলেন এখন কোথায়?' নিচু স্বরে প্রশ্ন করল ডরোথি, উত্তরটা

অনুমান করতে পারছে।

'মারা গেছে,' কার্লের ছোট্ট উত্তর। অন্ধকার থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আগুনের দিকে তাকাল, কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'খুন হয়েছে ও। বিরোধিতা করেছিলাম বলে আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষটিকে খুন করে শোধ নিয়েছে এক লোক।'

হঠাৎ উচ্চস্বরে হেসে উঠল কার্ল। হাসি আর থামেই না। মিনিট খানেক পর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'সবচেয়ে মজার ব্যাপার কী, জানো? ইলেনকে খুনের দায়ে আমাকেই খুঁজছে আইন। একটা পোস্টারও আছে। আমার মাথার দাম দুই হাজার।

'আমার তাঁবুর ভিতর ইলেনকে ধর্ষণ করে লোকটা, তারপর আমার ছুরি দিয়ে খুন করে ইলেনকে। খুনটা আমি করিনি, কেউ বিশ্বাস করল না। সমস্ত প্রমাণ আমার বিরুদ্ধে চলে গেল।

'বিচারে ফায়ারিং স্কোয়াডে পাঠানো হলো আমাকে। আমার প্ল্যাটুনের এক সৈনিক গুলি করেছিল, তাই বোধহয় ওর হাত সামান্য কেঁপে গিয়েছিল শেষ মুহূর্তে। হৃৎপিণ্ডের ঠিক দু'ইঞ্চি নীচ দিয়ে চলে গিয়েছিল গুলিটা। দৈব ব্যাপার বলতে পারো। মাটি চাপা দেওয়ার পরও বেঁচে ছিলাম। জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখলাম কবরে আছি, তারপর মরিয়া হয়ে কবর খুঁড়ে বেরিয়ে এলাম। মাটি তখনও ভেজা থাকায় সমস্যা হয়নি।'

কাছে-পিঠে কোথাও গর্জে উঠল একটা ক্যুগার। ওটার সঙ্গে সুর মেলাল দুটো কয়োট। ভয়ে শিউরে উঠল ডরোথি। শঙ্কিত দৃষ্টিতে ইতি-উতি তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল: 'ওই পশুগুলো রাতে আক্রমণ করবে না তো?'

'আগুন আছে বলে নিশ্চিন্ত। ভয় পেয়ো না, মরিয়া না-হলে মানুষের অত কাছে আসে না ওরা। তা ছাড়া, আমি তো আছিই। ওরা ক্যাম্পের ধারে-কাছে এলে ঘোড়া দুটো সবার আগে টের পাবে। ক্যুগার বা কয়োটকে সহ্য করতে পারে না ঘোড়া।'

'কিন্তু...' কী বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল ডরোথি। তারপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল কার্লের দিকে। 'আচ্ছা, এক কাজ করা যায় না? বেডরোল দুটো যদি পাশাপাশি থাকে? এতে অন্তত ভয় পাব না আমি।'

'দুনিয়ার মানুষ জানে কার্ল রিডল ক্যুগার বা কয়োটের চেয়ে কোন অংশে কম হিংস্র নয়।'

আভা ছড়াল ডরোথির গালে। 'দেখো, ভয় পাচ্ছি বলে কথাটা বলেছি! তুমি কেমন মানুষ, সেটা এ ক'দিনে জেনে গেছি আমি। সত্যি কথা হচ্ছে, আমার স্বার্থই দেখছ তুমি, এটা আমার চেয়ে বেশি আর কে জানে?'

'টাকার বিনিময়ে।'

'শুরুতে হয়তো তাই ছিল, কিন্তু এখন দায়িত্ববোধ, সততা এবং তোমার ভালমানুষিও যোগ হয়েছে। আমার তো মনে হচ্ছে দাদা যোগ্য লোককেই বেছে নিয়েছিলেন।'

'রেনেতার মানুষ তোমার সঙ্গে একমত হবে না।'

কথাটার তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করল ডরোথি। শেষে মাথা নাড়ল। 'তুমি কি বিশেষ কিছু বোঝাতে চাইছ?'

'হ্যাঁ। আমাদের খুঁজতে বোধহয় বহু লোক বেরিয়ে গেছে। উইল শবারকে যতটা চিনেছি, তাতে নির্দ্বিধায় বলতে পারি জেফ হলিস্টার আর মিলারের খুনের দায় আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে সে, কারণ নিজে নির্দোষ থাকার জন্য ওর পক্ষে এটাই সবচেয়ে সহজ উপায়। মিলারের খুনের সঙ্গে তোমাকে জড়ালেও অবাক হব না আমি।'

'আমাকে জড়াবে কেন?'

'আমার অনুমানে ভুল না-হলে জেফ হলিস্টারের দুই নাতনি ওর মূল লক্ষ্য। আমি স্রেফ ঘটনাচক্রে জড়িয়ে গেছি। অ্যাঞ্জেলিনা ওদের হাতের মুঠোয় আছে, আর এখন তোমাকে পেলেই কাজ শেষ। কোনভাবে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে যদি পাসি গঠন

১২– শান্তি

করা যায়, তা হলে ওদের কাজ সহজ হয়ে যাবে।'

'কিছুটা বোধহয় বুঝলাম,' চিন্তিত স্বরে বলল ডরোথি। নিজের বেডরোল তুলে নিয়ে আগুনের এ-পাশে চলে এল, কার্লের বিছানা থেকে দু'হাত দূরে বিছাল। একজন পুরুষ মানুষের এত কাছে ঘুমাবে এই প্রথম, ব্যাপারটা মনে করে অজান্তে রক্তিম হয়ে গেল ওর মুখ। প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সামলে নিল। এও মনে পড়ল রেনেতার লোকজন নিশ্চয়ই ওদের নিয়ে মুখরোচক গুজবে মেতে উঠেছে। এটাই স্বাভাবিক। আর দশজনের মত সম্মানিত লেডি নয় ডরোথি, ওর সম্পর্কে যা ইচ্ছে বলতে পারে লোকেরা, কেউ কৈফিয়ত দাবি করবে না।

তবে তাতে যে পূর্বের অবস্থান থেকে ওর বর্তমান অবস্থানের অবনমন হয়েছে, তা নয়। পুরুষ মানুষের চোখে বরাবর কামনা দেখে এসেছে ডরোথি, তাদের চোখে ও একটা লোভনীয় ভোগ্যপণ্য। এর অন্যথা খুব কম মানুষের চোখে দেখেছে। এদের একজন কার্ল রিডল। দু'একটা মুহূর্তে ওর সৌন্দর্যকে সমীহ করেছে সে, কিন্তু কখনোই লোভী বা কামনার দৃষ্টিতে তাকায়নি। বরং সে-ই সুযোগ পেয়েছে ওর ক্ষতি করার, কুপ্রবৃত্তি থাকলে ইচ্ছে মিটিয়ে নিতে পারত, তার সঙ্গে পেরে উঠত না ডরোথি। গত দু'দিন তার জন্য এই সুযোগ ছিল। এখনও আছে।

কিন্তু হীন প্রবৃত্তি নেই মানুষটার, বরং সবসময় নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেছে। সম্মান করেছে ওকে, এমন আচরণ করেছে যেন সত্যিকারে একজন লেডি ও, থিয়েটারের অভিনেত্রী নয়। একটা কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারবে ডরোথি, দুনিয়ার মানুষ রিডলকে যত অপবাদই দিক, মানুষটার আসল রূপ জানা আছে ওর। বরং দুনিয়ার বহু মানুষই ঠিক এই পরিস্থিতিতে কার্লের মত নির্লোভ ভদ্র এবং সৎ থাকতে পারবে না।

বেশ রাত হয়েছে, কিন্তু শোওয়ার পরও ঘুম আসছে না। হঠাৎ কার্লের অসমাপ্ত গল্পের কথা মনে পড়ল। পাশ ফিরে শুলো

ডরোথি। দেখল বিছানায় নেই কার্ল। আশপাশে তাকাল ও।

আগুনের বৃত্তের বাইরে ছায়ায় বসে আছে সে। পদশব্দ পেয়ে ফিরে তাকাল।

'কী করছ?' পাশে বসে জানতে চাইল ডরোথি।

'পাহারা বলতে পারো। ঘুমাওনি কেন?'

'ঘুম আসছে না। শোওয়ার পর হঠাৎ মনে পড়ল তোমার গল্প শেষ হয়নি।'

নীরব হয়ে গেল কার্ল। তিক্ত অতীত মনে পড়ে গেছে আবার। তবে অদ্ভুত হলেও সত্যি যে আগের মত খারাপ লাগছে না। বরং এই মেয়েটিকে সব বলতে ইচ্ছে করছে এতদিনের চেপে রাখা কষ্ট আর ক্ষোভ বেরিয়ে আসতে চাইছে।

অপেক্ষায় থাকল ডরোথি, তাগাদা দিল না। মমতার হাত দিয়ে ছুঁলো কার্লের কাঁধ। 'এতদিন জানতাম দুনিয়াতে শুধু আমি একাই নিঃসঙ্গ মানুষ। এখন দেখছি তুমিও একজন।'

স্মিত হাসল কার্ল। 'আসলে সব মানুষই একা।'

'বুঝলাম না কথাটা।'

ফের নীরব হয়ে গেল কার্ল। সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু আগুন জ্বালানো ঠিক হবে না ভেবে ইচ্ছেটাকে গলা টিপে হত্যা করল। প্রায় অন্ধকারে আছে ও, সিগারেট ধরালে অনেক দূর থেকে চোখে পড়বে।

'তোমার গল্পটা শেষ হয়নি,' সহানুভূতির সুরে মনে করিয়ে দিল ডরোথি। 'আচ্ছা, ইলেনের আসল খুনীর পরিচয় জানতে পারোনি কখনও?'

তিক্ত হাসল কার্ল, অন্ধকারে শুধু শব্দটা শুনতে পেল ডরোথি। ইলেন যার হাতে খুন হয়েছে, সেই লোকই ছিল আমার বিচারক। ফায়ারিং স্কোয়াডে যাচ্ছিলাম যখন, সামনে দাঁড়িয়ে প্রাণ খুলে হাসছিল লোকটা। কাল কাপড় দিয়ে আমার মুখ বাঁধার সময় সে চিৎকার করে বলল: 'প্রভু যিশুর নাম স্মরণ করো, কার্ল রিডল,

বুকে ক্রস এঁকে নাও!" '

স্থবির অনেকগুলো মুহূর্ত কেটে গেল।

কার্লের কষ্ট ওকে পোড়াচ্ছে, অনুভব করল ডরোথি। দুনিয়ার আর কোন মানুষের জন্য এত গভীর মমতা ও সহানুভূতি অনুভব করেনি। ভাগ্যের কী অদ্ভুত খেলা, দু'জন দুঃখী মানুষকে একত্র করে দিয়েছে! যোজন দূরত্ব ছিল ওদের মাঝে। দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গি, মতাদর্শ বা জীবনযাত্রার মধ্যে ছিল যোজন ব্যবধান, কিন্তু এখন দু'জনের নিয়তি একই সূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে।

'আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনি, কার্ল,' আন্তরিক স্বরে বলল ডরোথি। 'বরং আমার কাছে মনে হয়েছে সব কথা বললে কষ্ট কিছুটা কমবে তোমার। বোধহয় আজকের আগে কাউকে বলোনি এসব।'

'ধন্যবাদ,' মেয়েটির হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বলল কার্ল। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিল, তারপর অন্ধকারে দৃষ্টি মেলে দিয়ে খেই ধরল: 'সেই মানুষরূপী শয়তানটার নাম শুনবে না? জানো কে সেই নিকৃষ্ট আদম সন্তান?'

'বলো!' অস্ফুট স্বরে জানতে চাইল ডরোথি।

'কর্নেল হিরাম শাটন।'

আঠারো

চমৎকার সকালটা দেখে আর নিজেকে সংবরণ করতে পারল না অ্যাঞ্জেলিনা। বন্দি জীবন অসহ্য লাগছে ওর। কাঁহাতক ঘরে থাকা যায়? আলীশান এক প্রাসাদে আক্ষরিক অর্থে বন্দি জীবন যাপন

করছে কয়েকদিন। প্রাসাদেও মুক্তি নেই ওর। কামরার বাইরে এক পা বাড়ালেই শুরু হয় অনুসরণ। হয় শর্টি বিলিটো, নয়তো ভেন্স কোহল কিংবা বেন লুডলো আঠার মত লেগে থাকে পিছনে।

ফেউ খসানোর ফন্দি এঁটেছে ও। নিজের কামরা থেকে বেরিয়ে দেখল রোজকার মত ওপাশের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শর্টি বিলিটো।

হাসিতে তাকে সকালের শুভেচ্ছা জানাল অ্যাঞ্জেলিনা, বলল, 'শর্টি, যাও তো, গিয়ে দেখো মি. ব্রিসবিন নীচে আছে কি-না।'

খানিক ইতস্তত করল সে, ভাবছে মালিকের নাতনিকে একা রেখে যাওয়া ঠিক হবে কি-না।

'সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলে প্রথম ঘরটাই ওর, তাই না? যেতে-আসতে বড়জোর দুই মিনিট লাগবে তোমার। এই সময়ে কিছুই হবে না আমার, নিশ্চিন্ত থাকো।'

তবুও দ্বিধা কাটছে না শর্টির।

'বেশ, তা হলে তোমার পিস্তলটা দাও আমাকে,' আপসের সুরে বলল অ্যাঞ্জেলিনা। 'কেউ সামান্য বেতাল করলে ট্রিগার টিপে দেব। গুড়ুম!' নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল ও।

স্মিত হাসল শর্টি। তবে নড়েনি এখনও।

'তুমি কি যাবে, নাকি আমি নিজেই যাব? হ্যাঁ, মি. ব্রিসবিনকে বোলো ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই। আর···মেইডকে টেবিলে চা দিতে বোলো।'

ছোকরা অদৃশ্য হয়ে যেতে খুশিতে নাচতে ইচ্ছে করল অ্যাঞ্জেলিনার। আধ-মিনিট দেরি করল ও, তারপর পা টিপে টিপে এগোল পিছনের সিঁড়ির দিকে। কাজের লোকেরা ব্যবহার করে এটা। একসঙ্গে দুটো করে ধাপ নামল ও। দরজা খোলাই আছে। এক ছুটে বেরিয়ে এল, তারপর দ্রুত পা চালাল স্টেবলের দিকে।

ফুটকিদার অ্যাপালুসাটা পছন্দ হলো ওর। খুরের উপর পর্যন্ত লাল পশম ওটার, যেন রেশমি মোজা পরা আছে পায়ে।

ঝটপট স্যাডল সাজিয়ে দ্রুত ওটার পিঠে চাপল অ্যাঞ্জেলিনা।

*

পিটার ব্রিসবিনের খবর নিয়ে ফিরে এসে শূন্য কামরা দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল শর্টি বিলিটো। উধাও হয়ে গেছে মেয়েটা। কী জ্বালা, চেঁচিয়ে ডাকতেও পারছে না! প্রতিটি কামরা তালাশ করে দেখতে হবে এখন।

তার দরকার হলো না। রাস্তায় খুরের শব্দ শুনে চমকে উঠল সে। দৌড়ে জানালার কাছে চলে গেল। যা ভেবেছে তাই, ঘোড়ার পিঠে চেপেছে অ্যাঞ্জেলিনা। জোর কদমে ছুটিয়ে দিয়েছে ট্রেইলের উদ্দেশে।

মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল শর্টির মুখ। মনে শঙ্কার পাহাড়। ওকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে গেছে মেয়েটা, এ-কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। বলবে নীচে নেমে গেছ কেন, বাড়িতে কি লোকের অভাব আছে? অন্য কাউকে ডাকলেই হত!

কিন্তু তারচেয়েও বড় বিপদ হতে যাচ্ছে অ্যাঞ্জেলিনার! খুনে ঘোড়ায় চেপেছে। গত দশ বছরে কেউ অ্যাপালুসার পিঠে চড়ার দুঃসাহস করেনি। এমনকী স্বয়ং জেফারসন হলিস্টারও নয়। দক্ষ ঘোড়সওয়ার হিসাবে সুনাম ছিল তার।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঘেমে সারা হয়ে গেল শর্টি। মেয়েটার কিছু হয়ে গেলে নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না।

এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না, নিজেকে বোঝাল শর্টি। দ্রুত তৎপর হলো সে। ছুটল পিছনের সিঁড়ির উদ্দেশে। ওটাই সংক্ষিপ্ত পথ। স্টেবলে ঢোকার পর আকাশ ভেঙে পড়ল মাথায়। ফাটা কপাল, মাত্র দুটো ঘোড়া রয়েছে, আর দুটোই মেয়ার! অলস মেয়ারের পিঠে চড়ে হাওয়া খাওয়া যায়, কিন্তু অ্যাপালুসার মত তেজী ঘোড়াকে ধরা কিছুতে সম্ভব হবে না।

হঠাৎ উল্টোদিক থেকে আসতে দেখতে পেল লুডলোকে। ছুটে গেল শর্টি, একইসঙ্গে ঘটনা বয়ান করছে।

প্রথমে ভুরু কোঁচকাল সে, বিরক্ত হয়েছে সহকর্মীর ব্যর্থতায়। শেষে দ্রুত তৎপর হলো। 'চিন্তা কোরো না,' অভয় দিল বেন। 'তুমি কাজে ফিরে যাও, খেয়াল রেখো এদিকে কী ঘটে। আমি দেখছি কী করা যায়,' বলে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল তুফান বেগে।

কার্ল রিডল সোরেল ঘোড়াটা নিয়ে যাওয়ার পর কয়েকদিন ধরে একটা স্ট্যালিয়নে চড়ছে বেন। তেজী ঘোড়া। আশা করছে অ্যাপালুসার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে।

*

ভীষণ কান্না পাচ্ছে অ্যাঞ্জেলিনার। ভয়ে চিৎকার করতে চাইছে, কিন্তু আতঙ্কে শব্দ বেরোচ্ছে না। তীরবেগে ছুটে চলেছে ঘোড়াটা, লাগাম টেনে কিছুতে আয়ত্তে আনতে পারছে না। অবস্থা এমন হয়েছে ওটার মর্জির উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। আতঙ্কে ঘামতে শুরু করল ও, এখন বুঝতে পারছে ভুল করে বুনো একটা ঘোড়ায় চেপে বসেছে।

র‍্যাঞ্চ থেকে বেরোনোর পর টানা ছুটে এসেছে ওটা। কিছুক্ষণ ভয়ে চোখ বন্ধ করে ছিল অ্যাঞ্জেলিনা, তাই টের পায়নি প্রেয়ারি ছাড়িয়ে বন্ধুর পাহাড়ী অঞ্চলে চলে এসেছে ঘোড়াটা। হঠাৎ চোখ মেলে দেখল ক্লিফের ধারে সঙ্কীর্ণ ট্রেইল ধরে তুফান বেগে ছুটছে বুনো জানোয়ারটা। ভয়ে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল ওর, অজান্তে গায়ে কাঁটা দিল। ঘোড়ার পা সামান্য হড়কালে পাশে কয়েকশো ফুট গভীর খাদে গিয়ে পড়বে।

আতঙ্ক ভুলে নিজেকে সাহস দেওয়ার চেষ্টা করল। বেঁচে থাকার তীব্র আকুতি ওকে প্রেরণা যোগাল। অথচ কতদিন যিশুর কাছে পরিত্রাণ চেয়েছে, ঈশ্বরের কাছে মৃত্যু চেয়েছে সহস্রবার!

আজ এক লাফে সামনে চলে এল কাঙ্ক্ষিত সেই মৃত্যু, অথচ মেনে নিতে পারছে না। অ্যাঞ্জেলিনা উপলব্ধি করল আসলে মরতে চায়নি ও। বরং বেঁচে থাকার দুর্বার আগ্রহ জাগতিক দুঃখ-কষ্টের আড়ালে চাপা পড়ে গিয়েছিল। মরিয়া হয়ে দু'হাতে ঘোড়ার গলা

জড়িয়ে ধরল ও, লেপ্টে থাকল ওটার পিঠের সঙ্গে। এটুকু বুঝেছে নিজেকে খুন করবে না ওটা, বরং খেপে গেলে ওকে পিঠ থেকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করবে।

অ্যাপালুসাকে প্রায় ধরে ফেলেছে বেন লুডলো, ধনুকের ছিলার মত ছুটছে ওর স্ট্যালিয়ন। প্রতি মুহূর্তে আরও মরিয়া হয়ে উঠছে জানোয়ারটা, জীবন বাজি রেখে ছুটছে। কিছুতে হার মানবে না অ্যাপালুসার কাছে। ঘোড়ার এই অহঙ্কারই অ্যাঞ্জেলিনার ঠিক পাশে নিয়ে এল বেনকে।

দুটো ঘোড়া পাশাপাশি হতে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও। দ্রুত লাফ দিল। ঠিকমতই অ্যাপালুসার পিঠে চড়াও হলো, তারপর অ্যাঞ্জেলিনাকে জাপটে ধরে শুয়ে পড়ল ঘোড়ার পিঠে। আচমকা "অদ্ভুত এক জীব" পিঠে চড়ায় ভড়কে গেল অ্যাপালুসা, লাফিয়ে ওটাকে ফেলে দিতে চাইল। ছুটন্ত বেপরোয়া অ্যাপালুসার পিঠে ঝাঁকি খেল দুটো দেহ। পতন রোধ করার জন্য লাগাম খামচে ধরল বেন, কোনরকমে টিকে থাকল স্যাডলে।

নতুন ফিকির করল অ্যাপালুসা। পিঠে ভারী বোঝা উপেক্ষা করে সামনের দু'পা শূন্যে তুলে ফেলল। এবার আর সামলাতে পারল না বেন, স্যাডল থেকে ছিটকে পড়ল। অ্যাঞ্জেলিনাকে ছাড়েনি, ধপাস করে মাটিতে পড়ল ও, বুকের উপর মেয়েটা।

ভাগ্যিস, বুনো চারমিয়নের ঝোপ ছিল! নিদারুণ স্বস্তির সঙ্গে দেখল বেন। ঝোপ বাঁচিয়ে দিয়েছে ওদের। পাথুরে মাটিতে পতন হলে স্রেফ গুঁড়ো হয়ে যেত মাথা। তবে একেবারে অক্ষত আছে তাও নয়, কয়েক জায়গায় ছড়ে গেছে, থেঁতলে গেছে কোমর আর পিঠের পেশি।

বুকের উপর থেকে ঠেলে অ্যাঞ্জেলিনাকে সরিয়ে দিল বেন। অজ্ঞান হয়ে গেছে মেয়েটা। ধক করে উঠল ওর কলজে। দ্রুত পরীক্ষা করল। না, ঠিকই আছে! পাঁজাকোলা করে অজ্ঞান দেহটা তুলে নিল বেন, বয়ে নিয়ে গেল ঝর্নার কাছে।

অস্থিরতা কমছে না শর্টি বিলিটোর। নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছে বেন লুডলো গেছে যখন, নিশ্চয়ই মেয়েটিকে উদ্ধার করতে পারবে। কিন্তু মনকে যতই বোঝাক, কাজ হচ্ছে না, উদ্বেগ আর অনুতাপ কুরে কুরে খাচ্ছে ওকে। স্টেবলের সামনে অস্থিরভাবে পায়চারি করল কিছুক্ষণ।

হঠাৎ মনে পড়ল পিটার ব্রিসবিনকে খবর দেওয়া দরকার। উল্টো ঘুরে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে এগোল শর্টি। হলঘরে পেয়ে গেল তাকে। চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে উকিলকে।

শঙ্কিত দৃষ্টিতে উকিলের দিকে তাকাল শর্টি, ভয় পাচ্ছে ওকে বকাঝকা করবে বুড়ো। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল।

'হয়েছে কী, বলো তো?' জানতে চাইল ব্রিসবিন।

'চালাকি করে বেরিয়ে গেছে মিস্ অ্যাঞ্জেলিনা,' ভয়ে ভয়ে বলল শর্টি। 'একবার সন্দেহ হয়েছিল আমার, কিন্তু...'

'আমাকে জানালে না কেন?'

'আসলে...' ঢোক গিলল শর্টি। 'চিন্তা করবেন না, স্যার। বেন গেছে। ও ঠিকই ধরে ফেলবে মিস্ অ্যাঞ্জেলিনাকে।'

'ঘোড়া বের করো, আমিও যাব।'

প্রস্তাবটা পছন্দ হলো শর্টির। এটাই করতে চেয়েছিল সে। এ-কারণেই এতক্ষণ উসখুস করছিল। দ্রুত পায়ে স্টেবলের দিকে ছুটল ও। ওখানে মেয়ার দুটো ছাড়া আর কোন ঘোড়া নেই মনে পড়ায় করালের উদ্দেশে এগোল। বেশ কয়েকটা ঘোড়াই রয়েছে।

মিনিট পাঁচ পর পিটার ব্রিসবিনের সঙ্গী হলো শর্টি বিলিটো। ঝড়ের বেগে ক্যানিয়নের দিকে এগোল ওরা।

*

খবরটা বাঙ্কহাউসে পৌঁছতে বেশি সময় লাগেনি। শুনেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠল উইল শবার, উল্লাসে ফেটে পড়ল। এবার দেখা যাবে, বাছাধন! পড়িমরি করে কটেজের উদ্দেশে ছুটল ও, কর্নেলকে

খবর দিতে হবে।

অতিথির জন্য যথাযোগ্য সমাদর হত যদি র‍্যাঞ্চ হাউসে থাকত কর্নেল, কিন্তু গোপনীয়তার কারণে রাজি হয়নি সে। শেষে ফোরম্যান'স কটেজের সবচেয়ে বিলাসবহুল কামরা দেওয়া হয়েছে তাকে।

ছুটে কটেজে ঢুকল উইল। দুটো কামরা পর কর্নেলের রুম। খোলা দরজা দিয়ে দেখল টেবিলে বিছিয়ে রাখা একটা ম্যাপে চোখ বুলাচ্ছে কর্নেল। অখণ্ড মনোযোগ তার। অনুমতির তোয়াক্কা না-করে হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকে পড়ল উইল।

বিরক্তি নিয়ে ফিরে তাকাল কর্নেল।

'স্যার, সবচেয়ে বুনো ঘোড়াটা নিয়ে র‍্যাঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে গেছে অ্যাঞ্জেলিনা!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল উইল।

'তারপর?'

'মি. ব্রিসবিনকে নিয়ে বেরিয়ে গেল শর্টি। তার আগে বোধহয় বেন লুডলো গেছে।'

'ওই ঘোড়াটা কি সত্যি বুনো?' ভুরু কোঁচকাল কর্নেল।

'এমন খেপা ঘোড়া আর দেখিনি! আমাকে একদিন আছড়ে ফেলেছিল। এমনকী জেফ হলিস্টারও ওটায় চড়ত না।

'প্রার্থনা করো ঘোড়াটা যেন ওকে নিয়ে সোজা নরকে চলে যায়!'

'সেটা কি আর না-করেছি? ভাবছি এখানে থাকা কি ঠিক হচ্ছে, স্যার, সবার সঙ্গে ধরাধরি করে অ্যাঞ্জেলিনার লাশটা র‍্যাঞ্চে বয়ে আনা উচিত হবে না আমার?'

'তুমি বড় আশাবাদী, ছোকরা! ভবিতব্যের উপর এতটা ভরসা করতে নেই। মেয়েটা মরলে ভাল, না-মরলেই ক্ষতি কী? দেখতে তো রীতিমত পরী! ওর জন্য আরামদায়ক একটা মৃত্যু তোলা আছে আমার মাথায়। ভাবতে পারো, মৃত্যুর আগে ওই একরত্তি মেয়েটা আমাকে কত আনন্দ দিতে পারে?'

'তা তো বটেই,' সায় জানাল উইল। ভিতরে ভিতরে অসন্তুষ্ট হয়েছে কর্নেলের উপর। তার খামখেয়ালিপনার জন্য অ্যাঞ্জেলিনার মৃত্যুটা পিছিয়ে যাচ্ছে।

যত অসন্তোষই থাক, চেপে রাখা ছাড়া উপায় নেই। কারণ কর্নেল হিরাম শাটনের আসল চেহারা সে দেখতে চায় না। বীভৎস যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর চেয়ে নিঃসঙ্কোচ আনুগত্য অনেক বেশি কাম্য ওর কাছে।

'চলো, এক কাজ করি। বুড়োর বাক্সটা খুলে দেখা দরকার। উইল বা ওরকম জরুরি কোন কাগজ থাকতে পারে।'

নিমেষে উজ্জ্বল হলো উইলের মুখ, একটু আগের অসন্তোষ পানি হয়ে গেল। কর্নেলের প্রজ্ঞা আর দূরদৃষ্টিকে ছোট করে দেখার জন্য অনুতপ্ত হলো।

কটেজ থেকে বেরিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে এগোল দু'জন।

*

চোখ মেলে তাকাল অ্যাঞ্জেলিনা।

সূর্যের ঝলমলে আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল ওর, পিটপিট করে সইয়ে নিল প্রথমে। ঝর্নার কুলকুল ধ্বনি কানে আসছে। ফের চোখ মেলে তাকাল ও।

ঘাসের গালিচায় শুয়ে আছে। শূন্য দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাল ও, তারপর হুড়হুড় করে মনে পড়ে গেল সবকিছু। আতঙ্কে বন্ধ হয়ে গেল চোখ।

এমন বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে আর পড়েনি। উন্মত্ত ঘোড়াটা তুফান বেগে ছুটছিল, সঙ্কীর্ণ ট্রেইলের পাশে ছিল গভীর খাদ। কীভাবে ওটার পিঠ থেকে নামল? কেউ উদ্ধার করেছে ওকে? আবছাভাবে মনে পড়ল কে যেন শেষ মুহূর্তে ওকে জাপটে ধরে ঝাঁপ দিয়েছিল! চোখ বন্ধ করেও ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে।

কে সে? কে ওকে নতুন জীবন দান করেছে?

চোখ মেলে আশপাশে তাকাতে পেয়ে গেল মানুষটাকে। ক্লিফের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে। চোখাচোখি হতে মৃদু হাসল বেন লুডলো।

'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ তোমাকে!' ফিসফিস করে বলল ও, মনের গভীর থেকে উঠে এসেছে শব্দগুলো।

'বুঝেছ তো হুট করে কিছু করে বসা ঠিক না?' বেনের হাসি চওড়া হলো। 'আরও একটা ব্যাপার বোধহয় প্রমাণিত হলো যে আমরা তোমার ভাল চাই। তোমাকে আটকে রাখছি শুধু তোমার স্বার্থেই।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে বসল অ্যাঞ্জেলিনা। সামান্য দুর্বল বোধ করছে, সমস্যা শুধু এটাই। 'সবাই মিলে আমাকে ক্ষমা করতে পারবে?' বিব্রত স্বরে বলল ও। 'আর কখনও এভাবে পালাব না।'

ঘাড় কাত করল বেন লুডলো।

দ্বিধা ঝেড়ে সরাসরি তাকাল অ্যাঞ্জেলিনা। খুঁটিয়ে দেখল বেন লুডলোকে। বাদামি চুল, নীল চোখ। মুখে এক ধরনের মায়া রয়ে গেছে এখনও। দীর্ঘ, সুঠামদেহী। পঁচিশ পেরিয়েছে বয়স, অনুমান করল ও।

'হাত-মুখ ধুয়ে নাও,' পরামর্শ দিল বেন।

তাই করল অ্যাঞ্জেলিনা, মৃদু পায়ে ঝর্নার দিকে এগোল। স্বচ্ছ টলটলে জল ঝর্নায়।

*

লইয়ার পিটার ব্রিসবিনের ঘরে প্রবেশ করল কর্নেল হিরাম শাটন এবং উইল শবার।

সারা ঘরে চকিত দৃষ্টি চালাল কর্নেল। টেবিলের পাশে খোলা অবস্থায় দেখতে পেল সুটকেসটা। খুশিতে আটখানা হয়ে গেল উইল। কিন্তু খোলা দেখে হতাশা বোধ করল কর্নেল।

'উইল-টুইল কিছু নেই ওটায়। থাকলে তালা মারা থাকত।'

তবুও শিষ্যকে খুলে দেখার ইশারা করল কর্নেল। উপরের

ডালা খুলে ভিতরে উঁকি দিল উইল। কয়েক প্রস্থ কাপড় ভাঁজ করে রাখা, নীচে দুটো ফাইল রয়েছে। দুটোই জমির ক্লেইম সংক্রান্ত। ফাইল দুটো বের করে গুরুর উদ্দেশে বাড়িয়ে ধরল উইল।

ফাইলের পাতা উল্টে দেখল কর্নেল। এক পর্যায়ে উজ্জ্বল হয়ে গেল মুখ। পকেট থেকে নোটবুক বের করে দ্রুত টুকে নিল কিছু নম্বর, বাদী-বিবাদীর নাম। তারপর ফাইলটা যেমন ছিল তেমন ভাবে রেখে দেওয়ার নির্দেশ দিল শিষ্যকে।

'পাওয়া গেল কিছু, স্যার?' গুরুকে খুশি খুশি দেখে উৎসুক স্বরে জানতে চাইল উইল।

'উইলটা উকিলের কাছে নেই। ওটা সম্ভবত জেফের সিন্দুকে আছে।'

'নেই,' নিস্তেজ কণ্ঠে জানাল উইল।

'কীভাবে জানলে?'

'জেফ যেদিন খুন হলো, সেদিন বেন আর মি. ব্রিসবিন সহ সিন্দুকটা খুলেছিলাম আমরা। ভিতরে যা যা ছিল, একটা তালিকা তৈরি করেছিল উকিল। তারপর তালা মেরে সিল করে দেয় সে।'

'কী কী দেখেছ সিন্দুকে, মনে করতে পারবে?'

'কয়েকটা ক্লেইম, দলিল, বিশ হাজার ডলার, কিছু দামী পাথর, অলঙ্কার, পুরানো একটা উইল...'

মাথা নাড়ল কর্নেল। রোল করা কাগজটা মেলে ধরল উইলের সামনে, 'এরকম কিছু কি দেখেছিলে?'

কাগজে আঁকা ম্যাপটা খুঁটিয়ে দেখল ফোরম্যান। হঠাৎ মনে পড়তে মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল। 'হ্যাঁ, দেখেছি!'

ধূর্ত হাসি খেলে গেল কর্নেলের ঠোঁটে। 'ওই ম্যাপটা আমার চাই, উইল। চাবিটা কার কাছে আছে?'

'বেনের কাছে। জেফের এক নম্বর চামচা ও। মহা শয়তান! ওর কাছ থেকে চাবি আদায় করার উপায় একটাই...'

'ঝেড়ে ফেলো ওকে!' কর্নেলের সংক্ষিপ্ত নির্দেশ।

'ম্যাপটা কী কাজে লাগবে, স্যার?' কৌতূহল চেপে রাখতে ব্যর্থ হলো উইল।

'রল্টদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় একটা ওয়্যাগন লুকিয়ে রেখেছিল হলিস্টাররা। পরে যাতে ওটা খুঁজে পেতে সমস্যা না-হয়, সেজন্য ম্যাপটা তৈরি করা হয়েছিল।'

'বিলিয়ন!' বিস্ময় আর আনন্দে চোখ প্রায় কপালে উঠে গেছে বক্স-এইচ ফোরম্যানের। 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে! বিলিয়ন নামে রাজকীয় একটা ওয়্যাগন ছিল জেফের। পুরানো ক্রুদের কাছে শুনেছি যুদ্ধের সময় নাকি হারিয়ে গিয়েছিল ওটা। কিন্তু এটা তা হলে কী?' কর্নেলের হাতের ম্যাপের দিকে ইশারা করল উইল।

'স্যাম শেভার্ন নামে এক লোক চালাত ওয়্যাগনটা,' চেয়ারে বসে চুরুট ধরাল কর্নেল, চিন্তিত। 'ওয়্যাগন লুকানোর পর জানের ভয়ে পুবে পালিয়ে যায় সে। কারণ ওর দুই সঙ্গীকে ওয়্যাগন লুকানোর পরপরই খুন করে ফেলে হলিস্টাররা। স্যামকেও খুন করতে চেয়েছিল, রাতে তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু নেহাত ভাগ্যের জোরে বেঁচে যায় সে। আধ-পোড়া ম্যাপটা নিয়ে গভীর রাতে কেটে পড়ে স্যাম।'

'লোকটাকে নিয়ে এলেই সমস্যা চুকে যায়!' সহজ সমাধান বাতলে দিল উইল শবার।

'মরে ভূত হয়ে গেছে ও। ম্যাপটা আদায় করার সময় সামান্য খাতির করেছিলাম, ওর সহ্য হয়নি।' আফসোসের সুরে বলল কর্নেল, মৃত স্যাম শেভার্নের আত্মার উদ্দেশে বুকে ক্রস আঁকল। শেষে কী ভেবে বলল: 'হলিস্টারের সঙ্গে কখনও উত্তরে গেছ, উইল? ফিবল্ ক্যানিয়নের আশপাশে?'

'না তো!'

'একা নিশ্চয়ই যেত না সে? কে যেত সঙ্গে?'

'বেন লুডলো।'

'তুমি দেখছি এতগুলো বছর ঘোড়ার জন্য ঘাস কেটেছ শুধু!'

তীব্র ভর্ৎসনা ঝরে পড়ল কর্নেলের কণ্ঠে। 'তুমি বক্স-এইচ র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান, অথচ বেন লুডলো কি-না জেফ হলিস্টারের ডান হাত হয়ে গেল। কীভাবে সম্ভব?'

'সবই সম্ভব, স্যার,' আমতা আমতা করে বলল উইল শবার। 'কী যাদু যে করেছিল বস্-কে! অনেক চেষ্টা করেছি আমি, কিন্তু ওর আস্থা অর্জন করতে পারিনি। এমনিতে ভাল ভাল কথা বলত, অথচ পরামর্শের দরকার হলে বেন লুডলোকে ডাকত।'

কটমট করে শিষ্যের দিকে তাকাল কর্নেল।

'একেবারে ব্যর্থ হয়েছি, তাও বলা যাবে না, স্যার। নাতনিটা না-এলে তো আমরাই পুরো সম্পত্তি পেতাম—আমি আর লুডলো। শেষ উইলে তাই লিখে রেখেছিল জেফ।'

'হয়তো,' ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবল কর্নেল হিরাম শাটন। কষে টান দিল চুরুটে, চেয়ার ছাড়ার সময় বলল, 'এখন যেটা সবচেয়ে জরুরি কাজ—যেভাবে হোক ব্রিসবিন বুড়োটাকে তাড়াতে হবে। জেফের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উইল পড়ে শোনাবে সে। না-জানি কী লেখা আছে! যাই থাকুক, আমার মনে হয় না তোমার জন্য ভাল কিছু হবে, উইল। সুতরাং তার আগেই রাক্ষুসে বুড়োটাকে বিদায় করতে হবে। অবশ্য সম্পত্তি বা ওই ওয়্যাগনের খায়েশ যদি তোমার না-থাকে, তা হলে আলাদা কথা!'

উনিশ

হেল'স হোলের পথে শেষপর্যন্ত রওনা দিয়েছে সাতজনের একটা দল। অন্যরা ক্যানিয়নগুলোতে ঢুঁ মারার জন্য রয়ে গেছে। দলে

লোকের সংখ্যা কমে যাওয়ার কয়েকটা কারণ: হেল'স হোল সম্পর্কে ভীতির পাশাপাশি কারও কারও কাছে মনে হয়েছে আদপে ওখানে গেলে পাওয়া যাবে না কার্ল রিডলকে, অযথা ঝুঁকি নেওয়ার মানে খুঁজে পায়নি এরা; উপরন্তু বিশাল ক্যানিয়নগুলোয় তল্লাশি চালানোর মত লোক কমে যাচ্ছে। ভয়ের কথা স্বীকার না-করলেও অন্য যুক্তি দেখিয়েছে এরা—বিশটা ক্যানিয়ন সবচেয়ে কম সময়ে তালাশ করার জন্য সর্বোচ্চ লোক দরকার।

আপত্তি করেনি জেথ্রো বয়েড, বরং খুশি হয়েছে। বাগড়া দেওয়ার মত লোক যত কম হয়, ততই ভাল। টম হিগিন্স যখন যাচ্ছে, তার সঙ্গে সাধারণ শহরবাসী থাকলে পরবর্তীতে হিগিন্সের পক্ষ নিতে পারে, যা কোনভাবে কাম্য নয় ওদের। রিডলকে খুঁজে পাওয়ার সময় ভিন্ন মতের কেউ উপস্থিত না-থাকলেই মঙ্গল। নিশ্চিন্তে কাজ সেরে ফেলতে পারবে ওরা।

দলে আছে হাঙ্ক লুইস, রিকি স্টুয়ার্ট, বুড়ো ম্যালেন, হ্যান্স ভার্ডন, টম হিগিন্স, রেনেতার এক জেনারেল স্টোরের মালিক ডেভ ওয়াল্টন এবং জেথ্রো বয়েড।

যে-ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে ওরা, সরাসরি হেল'স হোলের পিছনের উপত্যকায় চলে গেছে। ডেভিল'স রকের বিস্তীর্ণ প্রান্তর পেরিয়ে যাওয়ার সময় কয়েকবার ওয়্যাগনের দাগ চোখে পড়ল। এ-মুহূর্তে উল্লসিত ও আনন্দিত সবাই, বিশেষ করে টম হিগিন্স, কারণ তার ধারণাই সত্য প্রমাণিত হতে যাচ্ছে।

'বলেছিলাম না, হেল'স হোলে যাচ্ছে বেজন্মাটা?' উৎফুল্ল স্বরে বলল বুড়ো ম্যালেন।

'তুমি বলোনি, ম্যালেন,' জবাব দিল ডেভ ওয়াল্টন। 'বলেছিল হিগিন্স।'

'আমার আর টমের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে?' অপমান গায়ে মাখল না বুড়ো, নির্বিকার কণ্ঠে তর্ক চালিয়ে গেল। 'তোমরা হয়তো জানো না, রেনেতার শুরু থেকে আছি আমরা। এলাকায়ও

এসেছিলাম একসঙ্গে।'

'আচ্ছা, মেয়েটাকে নিয়ে ফ্রোমের আস্তানায় গিয়ে উঠেনি তো?' শঙ্কিত স্বরে বলল ভার্ডন।

'গেলেই দেখা যাবে,' নিস্পৃহ স্বরে বলল বয়েড।

'ব্যাটা নিশ্চয়ই জ্যাক ফ্রোমের লোক।'

'হতে পারে,' ত্যক্ত স্বরে বলল বয়েড, বিরক্ত হয়েছে হ্যান্স ভার্ডনের মন্তব্যে।

'সেক্ষেত্রে ওদেরকে ফ্রোমের আস্তানা থেকে বের করে আনতে পুরো এক প্ল্যাটুন সৈন্য লাগবে।'

'মুখটা বন্ধ রাখবে, ছোকরা, নাকি ঘুসি মেরে ভর্তা বানিয়ে দেব?' খেঁকিয়ে উঠল হাঙ্ক লুইস।

মোটেই দমল না রেনেতার পাতি মাস্তান, বরং মুখিয়ে উঠল। 'দেখো, হাঙ্ক, অযথা গালিগালাজ করছ! তুমি আমাকে নির্দেশ দেওয়ার কে? আমি তোমাকে ডরাই না কেয়ার করি? ফের যদি লাগতে আসো...'

অনর্থক সংঘর্ষ এড়াতে নাক গলাতে বাধ্য হলো জেথ্রো বয়েড। 'অযথা তর্ক করছ!' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল সে। 'হেল'স হোল থেকে কীভাবে ওদের বের করা যাবে, এ-নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাদের। ওটা আমার উপর ছেড়ে দাও। প্রয়োজন হলে আমি একাই যাব হেল'স হোলে।'

'হ্যাঁ, তুমি তো ফ্রোমের দুলাভাই, চাইলেই তোমার হাতে ওদের তুলে দেবে ফ্রোম, তাই না? ইয়ার্কির আর জায়গা পেলে না!'

মাস্তানকে নিরস্ত্র করার শেষ উপায়টা অবলম্বন করল জেথ্রো বয়েড, চোখের পলকে তার হাতে উঠে এল ভয়ালদর্শন স্মিথ এন্ড ওয়েসন।

আঁতকে উঠল ভার্ডন, চোখ আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে গেছে। অজান্তে ঢোক গিলল সে। 'আরে, করছ কী! আমি তো এমন কিছু

বলিনি যে...'

'চোপরাও!' শীতল উষ্মা প্রকাশ পেল জেথ্রো বয়েডের কণ্ঠে। 'এই শেষ, আর বলব না! এরপর থেকে যে যা বলবে বুঝে-শুনে বোলো। দলে আমাকে চাইলে আমার কথা শুনতে হবে, নইলে নিজের পথে চলে যাব আমি।'

ওই মুহূর্তে প্রমাণ হয়ে গেল অস্ত্রের ভাষাই সবচেয়ে কার্যকর।

*

জ্যাক ফ্রোমের সঙ্গে গোপন একটা আঁতাত রয়েছে বয়েডের। ডেনভার থেকে ফ্রোমকে নানান তথ্য সংগ্রহ করে বয়েড—ট্রেইল ড্রাইভ, স্টেজ কোচ, সাপ্লাই ওয়্যাগন আর বিভিন্ন খবর। গোপনে সে-ই প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করে। বিনিময়ে মোটা অঙ্কের কমিশন পায়।

তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে এবার ডেনভার থেকে বেরিয়েছিল। চলার পথে রাত কাটাতে থেমেছিল রেনেতায়।

রেনেতার মার্শালের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে তার। সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গিয়ে নিক ফুলটনের কাছে জানতে পারে কার্ল রিডলের কুকর্মের খবর। মার্শালের সাহায্যের প্রস্তাব উপেক্ষা করতে পারেনি সে। অবশ্য একেবারে বিনা পারিশ্রমিকে নয়, নগদ এক হাজার ডলার ইতোমধ্যে পেয়ে গেছে কাজটার জন্য।

হেল'স হোলে এমনিতেও আসত। জ্যাক ফ্রোমের সঙ্গে দেখা করা জরুরি ছিল। কার্ল রিডলকে ধরার অজুহাত পাওয়ায় এখন প্রকাশ্যে দেখা করতে পারবে। রেনেতাবাসীর জন্য কেন, আসলে দুনিয়ার কোন মানুষের প্রতি আগ্রহ নেই বয়েডের, যদি না নিজের স্বার্থ থাকে। আগাগোড়া স্বার্থপর মানুষ সে। নিজের লাভ ছাড়া এক ইঞ্চি নড়তে নারাজ। রেনেতাবাসীকে সাহায্য করার মধ্যেও স্বার্থ রয়েছে। শহরের আশপাশে কিছু জমি সস্তায় কেনার ইচ্ছে রয়েছে ওর। পাসির পক্ষ হয়ে কার্ল রিডলকে ধরতে পারলে রেনেতায় গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে যাবে ও। জমি কিনতে তা হলে সুবিধা হবে।

বয়েডের দূরদৃষ্টি বলছে খুব শিগ্‌গিরই এদিকে রেল লাইন আসবে। সেক্ষেত্রে, ভবিষ্যতে সোনার দামে বিক্রি করা যাবে জমিগুলো।

একটা ব্যাপারে ধন্দে রয়েছে জেথ্রো বয়েড। কার্ল রিডল কি সত্যি বেপরোয়া ও একরোখা মানুষ, নাকি ফ্রোমের সঙ্গে গোপন আঁতাত আছে? নইলে হেল'স হোলে যাবে কেন? কোন সম্পর্ক থাকলে এতদিনে ওর জেনে যাওয়ার কথা। মিসিসিপির লোক কীভাবে জ্যাক ফ্রোমের দলে ভিড়তে পারে—হিসাবটা কোনভাবেই মেলাতে পারছে না বয়েড।

অ্যারিজোনায় মোটামুটি বিখ্যাত একটা নাম কার্ল রিডল। কম-বেশি প্রায় সবাই জানে নামটা। গৃহযুদ্ধের সময় তুখোড় এক লেফটেন্যান্ট ছিল সে। এক মেয়েকে ধর্ষণ এবং খুনের দায়ে কোর্ট মার্শাল হয় তার। ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলিও করা হয় তাকে। কিন্তু তারপরও কীভাবে যে বেঁচে আছে, সেটা কেবল সে আর খোদাই জানে। ডুয়েলে ওর হাতে খুন হয় সুইট অ্যালিস এবং এল্ক-হেডের মার্শাল। তারপর যা হওয়ার কথা—একটা ওয়ান্টেড পোস্টার ছাড়া হয় রিডলের নামে। মাথার দাম ঘোষণা করা হয় দুই হাজার। সেনাবাহিনীর উঠতি এক দুর্ধর্ষ অফিসার কার্যত এভাবে আউটলয়ে পরিণত হয়ে গেল।

মাঝের কয়েকটা বছর একেবারে লাপাত্তা হয়ে গিয়েছিল রিডল। এমনও শোনা গিয়েছিল টুকসনে এক ফিউডে মারা গেছে সে, তবে খবরটার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বহু ল-অফিসার রিডলের পোস্টার তুলে রেখেছে বা ওর চেহারা ভুলেই গেছে।

জেফ হলিস্টারকে খুন করার পর পুরস্কারের অঙ্ক বেড়ে গিয়ে হয়েছে দশ হাজার। বক্স-এইচের পক্ষ থেকে বাড়তি দশ হাজার ডলারের ঘোষণা রাতারাতি অপরাধী হিসাবে রিডলকে অবিশ্বাস্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। সম্ভবত পশ্চিমের ইতিহাসে সবচেয়ে ঘৃণ্য না-হলেও সবচেয়ে দামী ফেরারী রিডল।

আউটল হিসাবে কুখ্যাত নয় সে, কিন্তু দুর্ধর্ষ এবং বেপরোয়া, জানা আছে বয়েডের। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সৈনিক জীবনে শেখা যুদ্ধ-কৌশল, অস্ত্রে অসাধারণ ক্ষিপ্রতা আর নিখুঁত লক্ষ্যভেদ চরম বিপজ্জনক মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে কার্ল রিডলকে। তাই ভেবে-চিন্তে এগোনোর পক্ষপাতী বয়েড।

বড় শক্তপাল্লা এই কার্ল রিডল। তবে নিজস্ব একটা পরিকল্পনা জেথ্রো বয়েডেরও আছে। সে জানে কোন্ কাজটা কীভাবে সারতে হবে। ঠিক করেছে লোভের ফাঁদে ফেলবে জ্যাক ফ্রোমকে। বিশ হাজার ডলারের অঙ্কটা শুনলে নিজেকে সামলাতে পারবে না সে।

*

ঠিক সন্ধ্যার আগে হেল'স হোলের সীমানায় পৌঁছল ওরা।

টানা ছুটে আসায় ক্লান্ত লাগছে। তবে ক্লান্তির চেয়েও বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে আসন্ন ভবিষ্যৎ। জ্যাক ফ্রোমের আস্তানায় যাচ্ছে, অথচ উদ্বেগ থাকবে না, তা কী করে হয়? বিপদের সম্ভাবনা ষোলোআনা, জানে সবাই। যে-কোন মুহূর্তে আসতে পারে। বাস্তবতা হচ্ছে এখান থেকে খুব কম মানুষই বেঁচে ফিরতে পারে।

কেউ কেউ মনে মনে যিশুর নাম স্মরণ করছে।

পাথুরে একটা জায়গায় ক্যাম্প করেছে ওরা। যথেষ্ট আড়াল থাকার পরও আগুন জ্বালায়নি। ভয় পাচ্ছে হেল'স হোল থেকে কারও চোখে পড়ে যাবে। নিজেদের উপস্থিতি জানান না-দেওয়াই ভাল।

শুকনো মাংস আর ঝর্নার পানি খেয়ে রাতের খাওয়া সারল ওরা।

'হেল'স হোলে যাচ্ছি আমি,' হঠাৎ চ্যালেঞ্জের সুরে জানতে চাইল জেথ্রো বয়েড। 'কেউ যাবে নাকি আমার সঙ্গে?'

সাড়া দিল না কেউ।

'লুইস, তুমি যাবে? গা-ঢাকা দিয়ে খোঁজখবর নিয়ে আসব।'

সম্মানের প্রশ্ন, তাই মানাও করতে পারছে না, অগত্যা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলো হাঙ্ক লুইস। কিন্তু অনুভব করছে ভয়ে কলজে কাঁপছে ওর। ঠিক করে রাখল জ্যাক ফ্রোমের মূল আস্তানার ধারে-কাছেও যাবে না, বয়েড চাইলে যেতে পারে, কিন্তু নিরাপদ দূরত্বে থাকার পক্ষপাতী ও।

অন্ধকারে দুটো ছায়া দ্রুত মিলিয়ে গেল।

পিছনে শঙ্কিত মনে অপেক্ষায় থাকল অন্যরা। মোটামুটি খরচের খাতায় তুলে রেখেছে দু'জনকে। জেথ্রো বয়েডের প্রতি সমীহ বোধ করছে ওরা।

শুধু একজন অন্যদের মত ভাবছে না। সে টম হিগিন্স। নীরবে হিসাব মেলাচ্ছে। কারণ বলতে পারবে না, কিন্তু জেথ্রো বয়েডকে সৎ মনে হয়নি ওর। চমৎকার ভালমানুষির আড়ালে কুৎসিত একটা ছবি যেন সযত্নে ঢেকে রেখেছে। বিকাল পর্যন্ত নিশ্চিত ছিল না হিগিন্স, কিন্তু আচমকা সামান্য কারণে হ্যান্স ভার্ডনের দিকে পিস্তল তুলতে দেখে সন্দেহটা ধারণায় রূপ পেয়েছে। লোকটার চোখে পরিষ্কার খুনের নেশা দেখতে পেয়েছে ও।

হঠাৎ আরও একটা ঘটনা মনে পড়ল। গতরাতে ক্যানিয়নে তর্ক করার সময় ওকে অন্য দলের সঙ্গে রেখে আসতে চেয়েছিল বয়েড। কেন?

একটু গভীরভাবে ভাবতে গিয়ে কারণটা আবিষ্কার করতে সক্ষম হলো হিগিন্স। কার্ল রিডলকে ধরার পর আদালতে সোপর্দ করার প্রস্তাব করেছিল ও, ডেনভার থেকে জজ এনে বিচার করার কথা বলেছিল। ধারণাটা পছন্দ হয়নি বয়েডের। শুধু মতের অমিল হয়েছে বলেই ওকে দলে নিতে চায়নি, নাকি অন্য কিছু?

সবচেয়ে বড় খটকা লাগল আজ। হেল'স হোলের নাম শুনে সবচেয়ে সাহসী লোকেরও কলজে কাঁপে, অথচ বয়েডের চোখের পাতা সামান্যও কাঁপেনি। অন্যত্র যাই হোক, কিন্তু নিজের ডেরায় জ্যাক ফ্রোম অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং অজেয়। হেল'স হোল সম্পর্কে একটা

কথা প্রচলিত আছে: "স্বেচ্ছায় ঢুকতে পারো, কিন্তু বেরিয়ে আসতে হবে জ্যাক ফ্রোমের ইচ্ছায়"। এ-পর্যন্ত হেল'স হোলে ঢোকার পর কোন শত্রু জীবিত ফিরে আসতে পারেনি।

জ্যাক ফ্রোমের সঙ্গে বয়েডের কোন যোগাযোগ নেই তো? অসম্ভব কিছু নয়। লোকটা প্রায় অচেনা। এক কথায় উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। মার্শাল নিক ফুলটনের সুপারিশে ডেপুটি মার্শাল বানানো হয়েছে তাকে। ট্র্যাকার হিসাবে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে সে, কিন্তু একটা ব্যাজ পরলে যতটা ধীর-স্থির, বিচক্ষণ এবং হিসাবী হওয়া উচিত, মোটেও তা বলা যাবে না বয়েডকে।

হাঙ্ক লুইসকে সঙ্গে নিয়ে গেল কেন? অন্য কাউকে ডাকতে পারত সে। হিগিন্স যে খুব অনিচ্ছুক ছিল তা নয়। বরং লোকটার চরিত্র সম্পর্কে থই পাচ্ছিল না বলে যেতে রাজি হয়নি। বিপজ্জনক অভিযানে গেলে সঙ্গীর উপর আস্থা এবং বিশ্বাস দুটোই থাকা লাগে, কিন্তু জেথ্রো বয়েডের ক্ষেত্রে কোনটাই নেই ওর।

লুইস বক্স-এইচের পাঞ্চার, রেনেতার কেউ নয়। শহর বা চৌহদ্দির কেউ লুইসের সুনাম করে না, বরং সযত্নে তাকে এড়িয়ে চলে। চোরে চোরে মাসতুতো ভাই হলে অবাক হবে না হিগিন্স।

সবকিছু বিবেচনা করে মনটা তেতো হয়ে গেল ওর। মোদ্দা কথা হচ্ছে ওদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে। বহিরাগত একজন লোকের ইচ্ছেয় নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ওরা। এই অভিযানের পিছনে কারও হীন স্বার্থ জড়িত থাকার সম্ভাবনা একেবারে নাকচ করে দেওয়া যায় না। পাসি বা শান্তিবাহিনীর অভিযানের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা পশ্চিমে শত শত ঘটেছে।

একে একে অন্যদের দেখল হিগিন্স। প্রায় সবাই উদ্বিগ্ন। মনে মনে একচোট হাসল ও। 'চিন্তা কোরো না, ওরা দু'জনেই ঠিকঠাক ফিরে আসবে,' ভবিষ্যদ্বাণী করল ও।

*

হেল'স হোলের ফটকে ওদের চ্যালেঞ্জ করল অদৃশ্য একটা কণ্ঠের

মালিক।

'আমি বয়েড, জেথ্রো বয়েড,' মৃদু স্বরে সাড়া দিল বয়েড। 'তুমি ভন মরগান না?'

'সত্যি বলছ?' সন্দিহান সুরে জানতে চাইল লোকটা।

আরও দুই পা এগিয়ে গেল বয়েড, আবছা আলো পড়ল ওর শরীরে। পিস্তল থেকে দূরে সরিয়ে রাখল হাত, যাতে কোন ভুল বোঝাবুঝি না-হয়। 'কী ব্যাপার, ভন? আমার গলাটা ভুলে গেলে নাকি? নাহ্, জ্যাককে বলতে হবে ইদানীং সন্দেহবাতিক হয়ে গেছ তুমি!'

'আরে, খেপছ কেন!' আপসের সুরে বলল ভন মরগান, আড়াল থেকে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল। 'ওই চান্দুটা কে?'

'হাঙ্ক লুইস। বক্স-এইচের। ওকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।'

কার্বাইন হাত বদল করল মরগান, তারপর এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল বয়েডের উদ্দেশে। হাত মেলাল দু'জন।

হতভম্ব হয়ে ঘটনা দেখছে লুইস। চোখের পলক পড়ছে না।

'বস্ কি আছে?' নিজের উদ্দেশ্য জানাল বয়েড। 'ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। খুব জরুরি।'

ধড়ে প্রাণ ফিরে পেল লুইস। বিপদের ভয় এতক্ষণ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছিল ওকে। এবার বোঝা গেল কোন্ ভরসায় এমন গটগট করে এখানে চলে এসেছে জেথ্রো বয়েড। মাইরি, জীবনে এরচেয়ে বড় চালবাজির ঘটনা আর দেখেনি। ওদের কী ধাপ্পাটাই না দিল ব্যাটা!

মনে মনে নিকট ভবিষ্যৎ ভাবছে হাঙ্ক লুইস। সে এখন হেল'স হোলে! বহাল তবিয়তে ফেরত যাবে। র‍্যাঞ্চে ফিরে বুক ফুলিয়ে সবাইকে বলতে পারবে গল্পটা—হেল'স হোল থেকে বেরিয়ে গেছে, অথচ গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি। এক রাতে বিখ্যাত হয়ে যাবে। স্বয়ং উইল শবারও এখন থেকে সমীহের সঙ্গে কথা বলবে ওর সঙ্গে।

দুই অতিথিকে পোস্টের ভিতরে নিয়ে এল মরগান। দুটো বাঙ্ক রয়েছে এখানে। এক বাঙ্কে ঘুমাচ্ছে অন্য প্রহরী। পালাক্রমে পাহারা দেওয়া হয়।

ভিতরে ভিতরে অসন্তুষ্ট বয়েড। এর আগে সরাসরি ফ্রোমের সঙ্গে দেখা করেছে, অথচ আজ কি-না গার্ডরুমে বসানো হয়েছে ওকে। কিছুটা অপমানিতও বোধ করছে।

'ব্যাপার কী, ভন, জ্যাক কি ডেরায় নেই?'

'ওকে বিশ্বাস করা যায়?' ইশারায় লুইসকে দেখিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল মরগান।

'অবশ্যই! আমার ছেলেবেলার বন্ধু। ভ ইয়ের চেয়েও বেশি।'

ডাহা মিছে কথা। কিন্তু উপভোগ ব াছে লুইস। মনে মনে ভাবছে বয়েডের মত এমন ডাকসাইটে দোস্ত পেলে মন্দ হয় না।

'জ্যাক তো মারা গেছে।'

থ হয়ে গেল বয়েড, তার চোখে নির্জলা অবিশ্বাস।

'কীভাবে মরল?'

'ওকে খুন করেছে এক লোক।'

'কোন্ লোক, বলো তো?'

চেহারার বর্ণনা দিল মরগান। পুরো ঘটনাও খুলে বলল।

'রিডল!' জানাল লুইস। 'হারামজাদা তা হলে সত্যিই এখানে এসেছিল! কিন্তু এমন অসম্ভব কাজটা কীভাবে করল? ওর উপর আজরাইল ভর করেনি তো সেদিন, নইলে জ্যাক ফ্রোমের মত লোক কীভাবে ওর হাতে মারা পড়ে? তাও নিজের ডেরায়! না হে, আমার এখন সত্যি ভয় লাগছে!'

হতভম্ব হয়ে পড়েছে জেথ্রো বয়েড। কার্ল রিডলের সামর্থ্য ওর জানা আছে বলে বিস্মিত হয়নি, বরং ওর বিহ্বলতার কারণ জ্যাক ফ্রোমের মৃত্যু। এতদূর থেকে ছুটে এসে কাজ হলো না, এই হতাশা ওকে পোড়াচ্ছে। সবই খামোকা!

মরে গিয়ে ওকে পথে বসিয়ে গেছে জ্যাক ফ্রোম। পুরো তিন

ওয়্যাগন অস্ত্র, গোলাবারুদের দাম বাকি ছিল। এখন টাকা দেবে কে? চুক্তিমত পাওনা টাকা না-পেলে ওকে চেপে ধরবে ম্যাকলীন অ্যান্ড ওয়েসন কোম্পানি। টাকা ঠিকই আদায় করে নেবে ওরা। ওর যা কিছু আছে, সব বাজেয়াপ্ত করবে। জানটা নিয়ে টানাহেঁচড়া পড়ে যায় কি-না, কে জানে!

'রিডলের পিছু নিয়ে এখানে এসেছি আমরা,' জানাল লুইস। 'আমাদের বস্ জেফ হলিস্টার আর ক্রিমসন থিয়েটারের মালিক জো মিলারকে খুন করে পালিয়েছে ও। থিয়েটারের একটা মেয়ে, ডরোথিকে নিয়ে ভেগেছে।'

'কতটা বেপরোয়া লোক, সেদিন হাড়ে হাড়ে বুঝেছি আমি!' মুখটা বিকৃত হয়ে গেল মরগানের, কণ্ঠে ভয় ফুটল।

'সীমানার বাইরে আমাদের সঙ্গে আরও পাঁচজন আছে,' বলল জেথ্রো বয়েড, কপালে ভাঁজ পড়েছে। 'নীচের বেসিনে কিছু চিহ্ন পেয়েছি, নিশ্চিত বলতে পারি ওগুলো কার্ল রিডলের। ওয়্যাগনের চিহ্ন, যেটা নিয়ে রেনেতা থেকে ভেগেছে সে। ভেবেছিলাম এখানে এসেছে, কিন্তু...' ঝড়ের বেগে ভাবনা চলছে তার মাথায়। 'হ্যাঁ, একটাই জায়গা আছে! এখানে যখন নেই, নির্ঘাত নীচের উইলো জঙ্গলের ধারে-কাছে কোথাও আছে ওরা। লুকিয়ে থাকার জন্য আদর্শ জায়গা ওটা!'

বিশ

চাঁদ উঠেনি আজও। তাই অন্ধকার হয়ে আছে ডরোথির মুখ। এই দু'টো দিন বড় বেশি অনুভব করছে পূর্ণিমার অভাব। মাথার উপর

চাঁদটা ঝুলিয়ে দিলে এমন কী ক্ষতি হত ঈশ্বরের!

এদিকে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আর সংশয়ের দ্বৈরথ চলছে কার্ল রিডলের মনে। ঝাড়া দু'দিন অলসভাবে কাটিয়ে দিয়েছে। দ্রুত রিমরকে ফিরতে ইচ্ছুক ও। ওর অনুমান যদি মিথ্যে না-হয়ে থাকে, তা হলে ওর খোজে পুরো এলাকা চষে বেড়াচ্ছে উইল শবার আর রেনেতার লোকজন। তবে কপালে যাই থাক, ঠিক করেছে কাল ভোরে রওনা দেবে। র‍্যাঞ্চে ফেলে আসা অসহায় অ্যাঞ্জেলিনার মুখটা বারবার মনে পড়ছে ওর।

এখানে আরও দু'একদিন থাকা যেত, এমনকী নির্বিঘ্নেও কাটিয়ে দিতে পারত পুরো একটা সপ্তাহ, যদি একা থাকত ও। কিন্তু ডরোথি সঙ্গে থাকায় বাড়তি দায়িত্ব যেমন অনুভব করছে, তেমনি ইচ্ছে করলেও বেপরোয়া হওয়ার সুযোগ নেই কিংবা ঝুঁকি নিতে পারবে না। বাইরে থেকে দেখে কঠিন মনে হলেও ডরোথি আসলে কোমলমতী মেয়ে। কার্লের সাহচর্যে নির্ভার বোধ করছে ও, নিরাপদ মনে করছে নিজেকে। প্রকৃতির এই নির্জনতা নতুন উপলব্ধি তৈরি করেছে ওর মনে। জীবনের ভিন্ন অর্থ খুঁজে পাচ্ছে ডরোথি।

পরিস্থিতি পরস্পরের কাছাকাছি এনেছে ওদের। রুক্ষ, কঠিন চেহারার মৃদুভাষী মানুষটির প্রতি অমোঘ আকর্ষণ বোধ করছে ডরোথি। এটা মোহ নাকি সত্যিকার অনুরাগ–বুঝতে পারছে না। হয়তো দুটোই। কিংবা আরও গভীর কিছু। মানবিক এসব অনুভূতি সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞাত ছিল ডরোথি। আবিষ্কারটা তাই ওকে তুমুলভাবে নাড়া দিয়েছে।

বিপদ কেটে গেলে হয়তো সবই ভুলে যাবে মেয়েটা, ভাবছে কার্ল। ভিন্ন পরিবেশ দেয়াল হয়ে দাঁড়াবে ওদের মাঝে। ঠিক এই ভাবনা থেকে নিজেকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে কার্ল, সাময়িক অনুরাগের সুযোগ নেয়নি। পাশাপাশি শুয়ে থেকেও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেছে। কার্ল চায় না সাময়িক আবেগের বশে ভুল করে

ফেলুক, এবং সেজন্য পরে অনুতাপ করুক মেয়েটা। নিজের ক্ষেত্রেও এটা চায় না কার্ল।

ডরোথি জানে না মনের গভীরে কী চলছে, কিন্তু এটা জানে ওর ভুবনে কার্ল রিডল ছাড়া অন্য কেউ নেই। পুরো সত্তা জুড়ে তার অবস্থান। কার্ল একদিকে, আর অন্যদিকে পুরো দুনিয়া। কার্লের নিস্পৃহতা বা শীতল আচরণ আরও বেশি আকৃষ্ট করছে ওকে, কারণ ডরোথি জানে আসলে নিজেকে সামলে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে সে। স্রেফ দু'একটা স্পর্শের ব্যাপার শুধু, ডরোথি এক পা এগোলে সংযম হারিয়ে ফেলবে পুরুষটি। কার্ল যে ওকে পছন্দ করে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বুনো নির্জনতা ওর মধ্যে উন্মাদনা জাগিয়ে তুলছে। তবে শুধু পরিবেশ নয়, বরং মানুষটার মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যা ওকে প্ররোচিত করছে। প্রতি মুহূর্তে কেবলই বাড়ছে আকর্ষণটা।

ক্রিমসন থিয়েটারে মানুষ হয়েছে ও। ছেলেবেলা থেকে ওকে কোলে-পিঠে মানুষ করেছে জো-র মা। অনাদর করেনি কখনও। তবুও শূন্যতা পুরোপুরি কাটেনি। নিজেকে আরও বেশি নিঃস্ব লাগত যখন মনে পড়ত সে পালক মেয়ে।

যৌবনেও অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। বরং অপূর্ব রূপ-যৌবন অন্যদের কাছ থেকে দূরে ঠেলে দেয় ওকে। এমন কোন মানুষ নেই যার চোখ ওকে কামনায় বিদ্ধ করেনি। এমনকী জো মিলারও, যে ছিল ভাইয়ের মত, সে-ও ওকে পেতে চেয়েছিল।

ব্যতিক্রম দেখেছে শুধু এই মানুষটার মধ্যে। প্রতি মুহূর্তে কার্ল রিডলের বিশেষত্ব অনুভব করেছে, বুঝেছে আর সব যাই হোক না কেন, অন্তত মেয়েদের ব্যাপারে উদার, সৎ এবং নিঃস্বার্থ সে। ডরোথি এটা স্পষ্ট বুঝেছে ওর জায়গায় অন্য কোন মেয়ে হলেও ঠিক একই আচরণ করত কার্ল।

ভালবাসা কী জিনিস কখনও জানত না ডরোথি, এখনও জানে না, কিন্তু এটা টের পাচ্ছে যে প্রতিটি মুহূর্তে নিজের মধ্যে অনুভব

করছে নিষ্ঠুর এই মানুষটাকে, তাকে খুশি করতে ইচ্ছে করে, তার আনন্দিত মুখ দেখতে ভাল লাগে, তার সঙ্গ উপভোগ করে, গল্প করতে করতে সময় কীভাবে কেটে যায় নিজেও জানে না, তার দুঃখ ওকেও সমব্যথী করে তোলে।

হরিণের মাংস পোড়াচ্ছে কার্ল। আগেই সীমের বীচি রেঁধে নিয়েছে। মাংস ভাজার পর রুটি ভাজবে।

'কী যে হলো মেয়েটার, যিশুই জানেন!' ডরোথিকে গোমড়া মুখে একটু দূরে বসে থাকতে দেখে স্বগতোক্তি করল কার্ল।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ও, কিন্তু একবারও ফিরে তাকাল না মেয়েটা।

'এই শোনো, এদিকে এসে একটু সাহায্য করো তো।'

'পারব না,' সাফ জানিয়ে দিল ডরোথি।

'খাওয়ার সময় কিন্তু ভাগ কম পাবে।'

'বয়েই গেছে তোমার রান্না খেতে! ভাল্লাগছে না আমার।'

রান্না শেষে থালায় খাবার নিয়ে ডরোথির পাশে এসে বসল কার্ল। 'সত্যি খাবে না?'

মুখ তুলে তাকাল ডরোথি। 'খাব,' লাজুক হেসে বলল, 'কিন্তু অতটা নয়। শরীরটা ভাল লাগছে না।'

হাত বাড়িয়ে মেয়েটির কপাল ছুঁলো কার্ল। বেশ গরম।

'তোমার তো দেখছি জ্বর এসেছে!' থালাটা ডরোথির সামনে রেখে উঠে দাঁড়াল ও। 'ভেবো না, ওষুধের ব্যবস্থা করছি। অল্পক্ষণের মধ্যে সেরে যাবে।'

'ওষুধ পাবে কোথায় এখানে?'

'জুনিপারের শিকড় পিষে সামান্য রস খেলে জ্বর ভাল হয়ে যাবে।'

মিনিট দশ পর ফিরে এল কার্ল। জুনিপারের শিকড় পিষে একটা বাটিতে নিল ও, দেখল খাবার ছোঁয়নি মেয়েটা। 'খেলে না যে?'

'বাহ্, এত কষ্ট করে রাঁধলে তুমি, আর আমি তোমাকে ছাড়া খাব? এটা কি শোভন হত?'

'বেশ, এবার ঝটপট খেয়ে নাও।'

'অর্ধেক। বাকিটা তুমি খাবে।'

খাওয়ার পর্ব শেষ করে রেকি করতে বেরোল কার্ল। সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু নিজেকে সংবরণ করল। অসতর্কতার পরিণাম বড় ভয়াবহ হতে পারে। শুধু একা নয়, সঙ্গে ডরোথি আছে; এ-অবস্থায় ঝুঁকি নেওয়া চলে না।

অনেকক্ষণ ধরে আশপাশের এলাকা খুঁটিয়ে দেখল ও। কোথাও ক্যাম্পের নমুনা বা আলো চোখে পড়ল না। অস্বাভাবিক কোন শব্দও নেই। সবই স্বাভাবিক।

মিনিট ত্রিশ পর ক্যাম্পে ফিরে এসে দেখল বিছানা করে শুয়ে পড়েছে ডরোথি। অন্যদিনের চেয়ে দুটো বেডরোলের দূরত্ব আজ একটু কম। আগুনে কাঠ যোগ করে বিছানায় এসে বসল কার্ল, বুট খুলে এক পাশে সরিয়ে রাখল।

'একটুও ভাল লাগছে না আমার,' উদ্বিগ্ন স্বরে বলল ডরোথি। 'অ্যাঞ্জেলিনা না-জানি কী অবস্থায় আছে! আমরা তো ভালই আছি, অন্তত শত্রুরা নেই আশপাশে। অথচ ওকে সারাক্ষণ শত্রুদের মধ্যে থাকতে হচ্ছে।'

'কালই র‍্যাঞ্চে ফিরে যাব আমরা।'

উঠে বসল ডরোথি। 'সত্যি যাবে?'

'হ্যাঁ।'

অনেকক্ষণ কেউ কিছু বলল না।

স্থির দৃষ্টিতে আগুনের দিকে তাকিয়ে আছে ডরোথি, মনে মনে কী যেন ভাবছে। কান দুটো সজাগ রেখেছে কার্ল, সামান্য শব্দও শুনতে উদ্গ্রীব। ক্যাম্পের দিকে আগুয়ান শত্রু বা যে-কোন লোকের সাড়া ওর কান এড়িয়ে গেলে চরম মাশুল গুনতে হতে পারে।

'এই ক'টা দিন সম্পূর্ণ অন্যরকম কেটেছে আমার,' রুদ্ধ স্বরে বলল ডরোথি। 'বলে বোঝাতে পারব না। জীবনকে নতুনভাবে জানতে শিখেছি, উপভোগ করেছি। দুটো দিনে আমার ধ্যানধারণা অনেক বদলে গেছে। এখন বাঁচতে ইচ্ছে করে, সুখী হতে ইচ্ছে হয়. মনে হয় বেঁচে থাকা অনেক আনন্দের।

'আবার একইসঙ্গে আফসোসও হচ্ছে। সময়গুলো কত দ্রুত শেষ হয়ে গেল! র‍্যাঞ্চে পৌঁছে গেলে আর এভাবে একসঙ্গে সময় কাটাতে পারব না আমরা।'

'তাতে কি খুব ক্ষতি হয়ে যাবে?'

চোখ তুলে কার্লের দিকে তাকাল ডরোথি। আয়ত চোখে আহত দৃষ্টি। 'কী জানি, অন্যদের জীবন কেমন জানি না। কিন্তু এই দু'দিন আমার কাছে মনে হয়েছে শ্রেষ্ঠ সময়। কী অদ্ভুত, তাই না? পালিয়ে আছি আমরা, অথচ তারপরও উপভোগ করেছি। এত ভাললাগা আমার জীবনে কখনও আসেনি। জানি র‍্যাঞ্চে অন্য এক জীবন শুরু হবে, তোমাকে কি কাছে পাব এভাবে? আমার জন্য তখনও কি এত উতলা হবে তুমি, সারাক্ষণ আমার দিকে নজর রাখবে? মনে হয় না। আমি আশাও করি না।'

চুপ করে থাকল কার্ল, হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে গেছে ওর। মনে হচ্ছে সর্বগ্রাসী এক স্রোত ডাকছে ওকে, যেখানে বিলীন হতে অধীর হয়ে থাকে পুরুষরা, প্রিয়তমার অনুরাগে ভেসে যায়। এই আহ্বান এড়ানো সত্যি কঠিন...

'কার্ল?'

'বলো।'

'এই ঝামেলাটা মিটে গেলে কী করবে তুমি?'

'আগের মতই ঘুরে বেড়াব। আজ এখানে তো কাল ওখানে।'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডরোথি। 'আমার জীবনটা গুছিয়ে দিলে তুমি, অথচ নিজে যা ছিলে তাই রয়ে গেলে।'

'অন্য কিছু হওয়ার তো কথা ছিল না। তাই আমার এতটুকু

আফসোস নেই।'

'কিন্তু এভাবে কতদিন চলবে তোমার?'

প্রশ্নটা নিজের মনে নাড়াচাড়া করল কার্ল, শেষে মৃদু স্বরে বলল, 'জানি না।'

'এভাবে তো চলতে পারে না। সব মানুষেরই বাড়ি থাকে, একটা ঠিকানা থাকে। সংসার হয়। তুমিও থিতু হয়ে যাও।'

হো হো করে হাসতে শুরু করল কার্ল। অনেকক্ষণ ধরে হাসল ও, হাসতে হাসতে চোখে পানি চলে এসেছে।

'এত হাসির কী হলো?'

'আমাকে কে বিয়ে করবে?'

'কেন তুমি কি উল্লুক?'

'তা নই, কিন্তু চালচুলোহীন ভবঘুরে। আইন খুঁজছে আমাকে। ধরা মাত্র দড়িতে ঝুলিয়ে দেবে। এমন লোককে কোন মেয়ে বিয়ে করবে?'

'ধরো, কেউ যদি সত্যি চায়?'

'মেয়েটার বোধহয় মাথা খারাপ।'

'তাও যদি না হয়?'

এবার চিন্তিত হয়ে পড়ল কার্ল। ভয় পাচ্ছে শেষপর্যন্ত কোথায় গিয়ে থামে ওদের আলাপ। খুবই স্পর্শকাতর প্রসঙ্গ।

'তা হলে একটা কাজই করার থাকবে আমার। ঘোড়ায় চড়ে তুফান বেগে ছুট দেব।'

'যদি পিছুটান রয়ে যায়? তখন নিশ্চয়ই মুখ কালো করে ফিরে আসতে হবে, তাই না?' হাসছে ডরোথি।

'যৎ কালে তৎ বিবেচনা!' হাসল কার্ল।

'উঁহুঁ, আমি তোমাকে অপেক্ষায় রাখতে চাই না,' মৃদু স্বরে ঘোষণা করল ডরোথি, আরক্ত মুখ নিচু হয়ে গেছে।

কথাটার তাৎপর্য বুঝতে সেকেন্ড কয়েক লাগল কার্লের। যেন পেটে লাথি খেয়েছে, বিস্ময়ে হতবিহ্বল হয়ে পড়ল। বেকুবের মত

তাকিয়ে থাকল মেয়েটির দিকে।

'জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করলে তুমি!' রুদ্ধশ্বাসে বলল কার্ল।

সামান্য হাসল ডরোথি। 'কোন্‌টা ভুল আর কোন্‌টা শুদ্ধ জানি না। জানার চেষ্টাও করব না। আমি শুধু জানি যে একজন মানুষ আমার কষ্টকর জীবনটাকে পাল্টে দিয়েছে। গত কয়েকদিন এমন অনেক জিনিস আমি পেয়েছি কখনও যা পাওয়ার আশা করিনি। তাই জীবনের কাছে আমার আর কোন প্রত্যাশা নেই, শুধু...শুধু একজনের কাছে...' কথাটা শেষ করতে পারল না ডরোথি, কার্ল রিডলের বাড়ানো হাতে নিজেকে সঁপে দিল ও।

কথাটা শেষ করার প্রয়োজনীয়তা থাকল না আর।

*

ঝর্নার পাড়ে চিহ্ন চোখে পড়ল ওদের। সেই সাতজন।

হেল'স হোল থেকে ফিরে এসে জেথ্রো বয়েডের নেতৃত্বে বেরিয়ে পড়ল সাতজন। জ্যাক ফ্রোমের মৃত্যুর খবর চেপে গেছে বয়েড আর লুইস।

'আশপাশে কোথাও আছে রিডল,' নিচু স্বরে বলল বয়েড। 'খুব কাছে। সম্ভবত উইলো জঙ্গলে।'

'রিডলকে ধরা যত সহজ ভাবছ তুমি, হয়তো তত সহজ হবে না,' যুক্তি দেখাল বুড়ো ম্যালেন। 'গুলি চালাতে হবে। আর এত কাছ থেকে গুলির আওয়াজ শুনলে নিশ্চয়ই চুপ করে থাকবে না জ্যাক ফ্রোম। দলবল নিয়ে ছুটে আসবে সে।'

'আস্তানা ছেড়ে রিও গ্র্যান্ডের দিকে গেছে ফ্রোম,' জবাবে বলল হাঙ্ক লুইস। 'আমাদের কাজে বাগড়া দেবে না কেউ।'

'ফ্রোম নেই, জানলে কী করে?' সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল হিগিন্স।

'হোলের ফটকে পাহারায় দু'জন লোক ছিল। ওদের বলেছি জ্যাক ফ্রোমের কাছ থেকে গরু কিনতে চাই,' সতর্ক কণ্ঠে জবাব দিল বয়েড। 'ওরাই জানিয়েছে যে ফ্রোম আস্তানায় নেই।'

সন্তুষ্ট না-হলেও তর্ক করল না টম হিগিন্স।

প্রসঙ্গটা আর না-এগোনোয় স্বস্তি বোধ করল জেথ্রো বয়েড, খুশি খুশি কণ্ঠে বলল: 'আমাদের সঙ্গে সুবিধা করতে পারবে না রিডল, কারণ ওর সঙ্গে একটা মেয়ে আছে। সুতরাং বাড়তি কিছু সুবিধা পাব আমরা। কিন্তু মনে রেখো, অতি উৎসাহে ঝুঁকি নিয়ে ফেলো না কেউ। বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত!'

সন্তর্পণে এগোচ্ছে ওরা, বয়েড পথ দেখাচ্ছে।

সম্ভাব্য প্রতিটি আড়াল ব্যবহার করছে। আশপাশে জুনিপার আর অ্যাসপেনের শাখা বিস্তর। প্রতি পদক্ষেপ ফেলার আগে দেখে নিচ্ছে কোথায় পা রাখছে, শুকনো পাতা বা ডাল এড়িয়ে চলছে। নিজের কাজ বোঝে জেথ্রো বয়েড, এও জানে কার বিরুদ্ধে লড়তে হবে, তাই সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করছে। সে জানে কার্ল রিডলকে ধরতে হলে অতর্কিত হামলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। লোকটাকে চমকে দিতে হবে। সবচেয়ে মোক্ষম সময় যদি ঘুমন্ত অবস্থায় ক্যাম্পে হানা দিতে পারে। তা হলে হয়তো কোন গোলাগুলি ছাড়াই বন্দি করতে পারবে রিডলকে।

সতর্কতার সঙ্গে এগোচ্ছে বলে চলার গতি ধীর, কিন্তু গ্রাহ্য করছে না বয়েড। সন্তর্পণে রিডলের ক্যাম্পে উপস্থিত হতে হলে এভাবেই এগোতে হবে।

দুই ঘণ্টায় মাইল খানেক এগোল ওরা। এক চিলতে খোলা জায়গায় থামল সবাই। আবছা অন্ধকারের মধ্যে সবক'টা মুখের উপর চোখ বুলাল বয়েড। উত্তেজনায় টগবগ করছে সবাই।

'গোলাগুলি ছাড়া ওকে ধরতে হলে উপায় এটাই,' গম্ভীর স্বরে বলল বয়েড। 'সম্ভবত কাছাকাছি চলে এসেছি। এখানে অপেক্ষা করো তোমরা, আমি একটু আগ বাড়িয়ে দেখে আসছি। ক্যাম্পের আগুন হয়তো চোখে পড়তে পারে। দয়া করে অযথা নড়াচড়া কোরো না কেউ, প্রয়োজন ছাড়া কথা বলারও দরকার নেই।'

অন্ধকারে মিলিয়ে গেল জেথ্রো বয়েডের অবয়ব।

সবাই যখন উৎকণ্ঠায় অধীর হতে বাকি, ঝাড়া এক ঘণ্টা পর ফিরে এল সে।

'উঠে পড়ো সবাই,' জরুরি কণ্ঠে বলল জেথ্রো বয়েড। 'খুব সাবধানে এগোতে হবে, সামান্য শব্দও করা চলবে না। রিডল জেগে যাওয়ার আগেই ঘুমন্ত অবস্থায় কব্জা করে ফেলব ওকে।

'ক্যাম্পের একশো গজ দূরে গিয়ে দুই দলে আলাদা হয়ে যাব আমরা। দু'দিক থেকে ক্যাম্পে ঢুকব। লুইস, ভার্ডন আর ওয়াল্টন যাবে ওপাশে। আমার সঙ্গে থাকবে বাকিরা।'

উঠে পড়ল সবাই। সারাদিন ছোটাছুটির পর এ-মুহূর্তে বিশ্রাম নেওয়ার কথা ওদের, কিন্তু কেউই মন খারাপ করছে না; বরং সাফল্যের সম্ভাবনায় উত্তেজিত।

সন্তর্পণে এগোল ওরা, আগের চেয়ে ঢের সতর্ক। সবার আগে জেথ্রো বয়েড, তারপর টম হিগিন্স এবং অন্যরা।

দূর থেকে ক্যাম্পের ম্লান আলো দেখে কম-বেশি প্রায় সবাই অধীর হয়ে পড়ল। শান্ত, নির্জন ক্যাম্প। চাইলেই গিয়ে উপস্থিত হতে পারে, পিস্তলের হ্যামার টেনে লোকটার ঘুম ভাঙালে কেমন হয়? প্রলোভন এড়ানো কঠিন।

একশো গজ দূর থেকে পুরো ক্যাম্পের উপর চোখ বুলাল জেথ্রো বয়েড। উঁহুঁ, কোন নড়াচড়া নেই। আগুনটা নিভে গেছে। অঘোরে ঘুমাচ্ছে দু'জন মানুষ। আবছা আলোয় দুটো বেডরোলের কাঠামো চোখে পড়ছে, নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই আদৌ ওখানে কেউ শুয়ে আছে কি-না।

মুহুর্মুহু গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া যায় দু'জনকে। কিন্তু ইচ্ছেটা সামলে নিল জেথ্রো বয়েড, সরু এক চিলতে হাসি ঝুলে থাকল ওর ঠোঁটের কোণে। ধরা পড়ার পর লোকটার মুখে যে অসহায়ত্ব ফুটে উঠবে, দৃশ্যটা দেখার ইচ্ছে আরও বেশি। সবুরে মেওয়া ফলে। বড়সড় মেওয়ার প্রত্যাশায় আছে সে।

হাত ইশারায় থামার সঙ্কেত দিল বয়েড, এগিয়ে এসে ওকে

ঘিরে দাঁড়াল সবাই। 'যেভাবে বলেছি, দু'জনকে নিয়ে ক্যাম্পের ওপাশে চলে যাবে লুইস। এখন নয়, ঠিক ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্পে ঢুকব আমরা। গুলি করার ইচ্ছে নেই, কারণ ওদের জ্যান্ত ধরতে চাই, তবে নাচার হলে ভিন্ন কথা। সাবধানে এগিয়ো। কথাটা আবারও বলছি, কারও অতি উৎসাহে পরিকল্পনা কেঁচে যেতে পারে। খুবই ধূর্ত আর ভয়ঙ্কর লোক রিডল। সামান্য শব্দ পেলে সতর্ক হয়ে যাবে ও, ভোরে গিয়ে হয়তো দেখবে পাখি উড়াল দিয়েছে। সুতরাং ধরে নিচ্ছি আমার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে। এবার যাও। অপেক্ষার সময়টা বিশ্রাম নিতে পারো।'

ওয়াল্টন আর ভার্ডনকে নিয়ে রওনা দিল লুইস। সতর্কতার সঙ্গে ঘুরপথে ক্যাম্পের ওপাশে চলে যাবে।

ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল বয়েড। তারাজ্বলা আকাশের দিকে তাকিয়ে নিজস্ব ভাবনায় ডুবে গেল। কার্ল রিডলকে খুন করতে পারলেই বিশ হাজার ডলার পেয়ে যাবে।

আরেকটা সম্ভাবনা উঁকি দিয়েছে মাথায়, তবে ঝুঁকির পরিমাণ খুব বেশি। অতিরিক্ত টাকা আয় করতে চাইলে ওটাই একমাত্র পথ। ওকে পথে বসিয়ে গেছে জ্যাক ফ্রোম। পুষিয়ে নেওয়ার পথ এটাই। তবে একা পেরে উঠবে না সে। কাউকে দলে টানতে হবে। সবচেয়ে উপযুক্ত মনে হচ্ছে হাঙ্ক লুইসকে।

পুরো পরিকল্পনা আগাগোড়া ভেবে নিল সে। হ্যাঁ, যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

ভোরের অপেক্ষায় জেগে থাকল জেথ্রো বয়েডের লোভী চোখ দুটো।

*

চোখ মেলে তারাভরা আকাশ দেখল কার্ল রিডল। নিষ্প্রভ তারার ম্লান আভা দেখে বুঝল ভোর হতে বেশি দেরি নেই।

কান সজাগ করল ও, অনেকক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শুনল। উঁহুঁ, কোথাও কোন অস্বাভাবিকতা নেই। পাতার মর্মরধ্বনি, ঝর্নার

কুলকুল ধ্বনি, মৃদু বাতাসে গাছের শাখার পরস্পরের সংঘর্ষের খসখসে শব্দ, ক্ষুদ্র পোকামাকড়ের বিজাতীয় আওয়াজ, সরীসৃপের বুকে হেঁটে চলার শব্দ...সবই স্বাভাবিক। পাখিরা ডেকে উঠবে কিছুক্ষণের মধ্যে।

ওর শরীরের সঙ্গে লেপ্টে ঘুমাচ্ছে ডরোথি। ঘুমন্ত মেয়েটির মুখে চোখ পড়তে স্মিত হাসল কার্ল, ঝুঁকে কপালে চুমো খেল। শেষপর্যন্ত আবেগের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে, তবে এতটুকু আফসোস বা দুঃখ নেই ওর। জীবনটাকে অন্যরকম মনে হচ্ছে। এখন থেকে...বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে, এই যা।

কাল রাতের আগ পর্যন্ত ডরোথি ওর কাছে ছিল প্রতিকূল পরিস্থিতি আর ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া একজন লেডি, যাকে স্বজনদের মধ্যে ফিরিয়ে দিয়ে দশ হাজার ডলার রোজগার করত ও; কিন্তু এখন ওর আত্মার অংশ হয়ে গেছে ডরোথি। ভাগ্যে কী আছে জানা নেই, তবে একে ধরে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে ও; ইলেনের মত অকালে ঝরে যেতে দেবে না।

রাতে একবারও জাগেনি। গভীর ক্লান্তি আর পরিতৃপ্তি নিয়ে ঘুমিয়েছে। পরস্পরকে জীবনের শ্রেষ্ঠ রাত উপহার দিয়েছে ওরা।

মাঝরাতে প্রতিদিনই টহলে বেরোত কার্ল। কাল ব্যতিক্রম হয়েছে। আগুনে কাঠ যোগ করে প্রতি রাতে, কাল তাও পারেনি। তাই নিভে গেছে ক্যাম্পের আগুন।

ঝট করে উঠে বসল কার্ল। এতটা বেহিসাবী হওয়ায় ভীষণ অপরাধী মনে হচ্ছে নিজেকে। ছোট্ট একটা ভুল ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনতে পারে। সামান্য অসতর্কতার জন্য অনেক বড় মাশুল দিতে হতে পারে।

নিরুপদ্রব রাত কাটলেও অস্বস্তি কাটছে না ওর। কু গাইছে মন। কী এক উদ্বেগ কুরে কুরে খাচ্ছে ভিতরটা। সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সকাল মনে হচ্ছে আজ। পাখির কিচিরমিচির নেই, এল্ক ছানাদের যাওয়া-আসা নেই। বাতাসও স্থবির হয়ে গেছে। খুব বেশি শান্ত

মনে হচ্ছে প্রকৃতি। এই স্থবিরতা রীতিমত অস্বাভাবিকতা।

ফোঁস করে চেপে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়ল কার্ল। অস্বস্তি কাটবে না যখন, বসে থেকে লাভ নেই। চারপাশ রেকি করা দরকার। মৃদু স্বরে ডরোথিকে ডাকল ও, গানবেল্ট তুলে নিতে হাত বাড়াল।

ঘুমের ঘোরে কী যেন বলল মেয়েটা, মিষ্টি হাসি লেগে আছে ঠোঁটে। পাশ ফিরে শু'লো।

তখনই কণ্ঠটা ভেসে এল।

'অসময়ে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, মি. কার্ল রিডল!'

জমে গেল কার্ল। ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। ওদের ঘিরে ফেলেছে সাতজন মানুষ। এখনও পঞ্চাশ গজ দূরে আছে, কিন্তু প্রত্যেকের হাতে পিস্তল বা রাইফেল।

পরিস্থিতি প্রতিকূল, বুঝে গেল কার্ল। নিরুপায় হয়ে মাথার উপর হাত তুলল, তারপর উঠে দাঁড়াল।

ঝটপট দুই দলে ভাগ হয়ে গেল শত্রুরা, পাঁচজন সরাসরি ওর বুকে পিস্তল তাক করল। অন্যরা ডরোথির দিকে নজর রেখেছে।

ইতোমধ্যে জেগে গেছে ডরোথি, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বুঝতে পারছে না হঠাৎ কী করে শত্রুরা এসে পড়ল। মধুর একটা রাত্রি যাপনের পর সাতসকালে এমন হরিষে বিষাদ! বিশ্বাস করতে পারছে না ও। কিন্তু হ্যান্স ভার্ডনের প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষ মাখা চাহনি মুহূর্তে সজাগ করে তুলল ওকে। বুড়ো স্কট ম্যালেনও ওর পরিচিত, শহরে কয়েকবার দেখেছে তাকে। জেনারেল স্টোর মালিক ডেভ ওয়াল্টনও পরিচিত। কিন্তু পরিচিত বলে খাতির পাবে না, থমথমে মুখ দেখে বুঝে গেল ডরোথি।

একজন এগিয়ে এসে কার্লের গানবেল্ট আর ছুরি তুলে নিল।

'ব্যাপার কী?' শান্ত স্বরে জানতে চাইল কার্ল, যদিও উত্তরটা অনুমান করতে পারছে।

'শুনছ, কী বলে ও? ব্যাপার জানতে চায়!' খেপা স্বরে তড়পে উঠল হ্যান্স ভার্ডন। 'হারামীর বাচ্চা! খুন করার সময় মনে ছিল না

যে কারও কাছে ব্যাপার-স্যাপারের হিসাব দিতে হবে?'

'তোমাকে গ্রেফতার করা হলো,' নিস্পৃহ স্বরে জানাল জেথ্রো বয়েড। 'ডেপুটি মার্শাল হিসাবে আমি তোমাকে গ্রেফতার করলাম।'

একে একে সবার মুখ দেখল কার্ল। পরিচিত মুখ দুটো, কিন্তু বাকিদের জীবনেও দেখেনি। তবে তাতে কিছু যায়-আসে না। ওদের কাছ থেকে কী পেতে পারে, মুখ দেখে বুঝে নিয়েছে। আর যাই হোক, ন্যায্য আচরণ আশা করা যায় না।

'কেন গ্রেফতার হলাম, জানতে পারি?'

'হলিস্টার আর মিলারকে খুনের দায়ে,' জানাল বুড়ো স্কট ম্যালেন।

'আমি ওদের খুন করিনি।'

সরোষে পিছন থেকে লাথি হাঁকাল হ্যান্স ভার্ডন। এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ পেল না কার্ল, দড়াম করে মাটিতে আছড়ে পড়ল। গড়িয়ে সরে গেল ও, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল ভার্ডনের বুট এগিয়ে আসছে, ওর মুখ থেঁতলে দেবে।

ধাক্কা দিয়ে ভার্ডনকে সরিয়ে দিল টম হিগিন্স। 'অযথা ওর গায়ে হাত তুলছ কেন?' খানিকটা অসন্তুষ্ট স্বরে বলল সে। 'পাসির সদস্য হিসাবে এটা আমরা করতে পারি না।'

'ঠিক বলেছ। ফাঁসিতে ঝোলাবই যখন, অযথা গায়ে হাত তুলে বদনাম কামানোর কী দরকার?'

'ফাঁসিতে ঝোলাবে মানে?' টম হিগিন্সের কণ্ঠে বিস্ময়।

'এখানেই বিচার হবে ওদের। মৃত্যুদণ্ডও কার্যকর করা হবে।'

'এমন অদ্ভুত বিচারের কথা কস্মিনকালেও শুনিনি,' বিদ্রূপের স্বরে বলল হিগিন্স। 'বিচারের আগেই রায় দিয়ে দিচ্ছ, ম্যালেন। আগেও বলেছি, ওকে যদি দড়িতে ঝোলাতে হয়, সেটা করবেন ডেনভারের জজ, আমরা কেউ নই।'

বয়েডের ইশারায় কার্ল আর ডরোথির হাত-পা জুত করে বাঁধা

হলো। ঠেলে ঘাসের উপর শুইয়ে দেওয়া হলো দু'জনকে।

দু'পা এগিয়ে হিগিন্সের সামনে গিয়ে দাঁড়াল জেথ্রো বয়েড। 'তখন কী যেন বলছিলে?' কৈফিয়তের সুরে জানতে চাইল।

'বলছিলাম বন্দিদের বিচার করার এখতিয়ার আমাদের নেই।'

'তাই?'

বয়েডের বিদ্রূপ গায়ে মাখল না হিগিন্স। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ডেপুটি মার্শালের দিকে। উপলব্ধি করছে জেথ্রো বয়েড আসলে একটা বিষফোঁড়া।

'তো, কী করবে ওকে নিয়ে?'

লোকটা ওকে উস্কে দিতে চাইছে, বুঝতে পেরে মাথা ঠাণ্ডা রাখল হিগিন্স। 'রেনেতায় নিয়ে যাব ওকে। জেলে ঢুকিয়ে ডেনভারের জজকে খবর দেব। সে-ই এসে বিচার করবে।'

'হাসালে আমাকে! কার্ল রিডল কী চীজ জানো না বলেই এ-কথা বলছ। ওকে রেনেতা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার সাহস কার আছে এখানে? জিজ্ঞেস করে দেখো, কেউ এই ঝুঁকি নিতে চায় কি-না। আমি এই ঝামেলায় যেতে রাজি নই। দোষী সাব্যস্ত হয়েছে যখন, ঝটপট কাজ সেরে ফেললেই ল্যাঠা চুকে যাবে। রেনেতা পর্যন্ত নিতে গেলে কখন কোন্ ফিকির করে, কে জানে! শেষে সবার জান নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। তা ছাড়া, কার্ল রিডলকে জেলেও পুরে রাখতে পারবে না, তোমাদের পুরো শহর জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য ও একাই যথেষ্ট।'

'প্রয়োজনে আমি ওর জিম্মি হব!' একগুঁয়ে স্বরে বলল টম হিগিন্স, রোখ চেপে গেছে তার।

'তোমাদের কী মত?' অন্যদের দিকে ফিরল বয়েড।

'এখানেই বিচার হোক ওদের!'

'আমি তোমার সঙ্গে একমত, জেথ্রো।'

'আমিও!'

'ঝামেলা সঙ্গে নিয়ে শহরে যাওয়ার দরকারটা কী, আমি তো

বুঝতে পারছি না! শহরে গিয়ে দু'দিন পর ওকে ঝোলাবেই যখন, এখানে কাজ সেরে ফেলতে সমস্যা কোথায়? কথায় বলে না, ভাল কাজে দেরি করতে নেই?'

থমথমে হয়ে গেল হিগিন্সের মুখ। একা হয়ে পড়েছে সে। স্বয়ং ডেপুটি মার্শাল যখন মুখিয়ে আছে, তখন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নিজের অবস্থানে অনড় থাকল ও। 'এটা অন্যায়! জেনে-শুনে অন্যায় করতে যাচ্ছ তোমরা!'

মারমুখী হয়ে উঠল জেথ্রো বয়েড। 'দখো, আমি তোমাদের নেতৃত্ব দিচ্ছি, আইনের বৈধতাও আমার প ক্ষ। সেক্ষেত্রে আমি যে সিদ্ধান্ত নিই, তাই মানতে হবে তোমাদে.। সবার কথা শুনলে, একা শুধু তুমি ওদের শহরে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে। হ্যাঁ, পরিস্থিতি অন্যরকম হলে আমিও তোমার পক্ষে থাকতাম। কিন্তু রিডলের মত বিপজ্জনক লোককে সঙ্গে নিয়ে অতটা পথ যেতে রাজি নই আমি।

'রেনেতায় গিয়ে বিচারই তো করা হবে ওর, নাকি? বেশ! এখানেও বিচার হবে ওর। একই বিচার। ন্যায্য বিচার যাতে হয় তার ব্যবস্থা করব আমরা। ওকে ওর কথা বলতে দেব। সন্তুষ্ট?'

শীতল চাহনিতে ডেপুটি মার্শালকে দেখছে হিগিন্স, বয়েডের হাত পিস্তলের কাছাকাছি চলে গেছে সেটাও নজর এড়ায়নি। কিন্তু গ্রাহ্য করল না। লোকটাকে প্রথম থেকে পছন্দ হয়নি ওর। এখন মনে হচ্ছে কৌশলে একজন জল্লাদকে ব্যাজ পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এসবের সঙ্গে গভীর কোন ষড়যন্ত্র থাকলে এতটুকু অবাক হবে না সে।

কিন্তু...নাচার হিগিন্স। একা কিছু করতে পারবে না। বয়েডের ভাবভঙ্গি বলে দিচ্ছে কথার নড়চড় হবে না, ওর ইচ্ছেই কাফি।

অবাধ্য একটা ইচ্ছে মাথায় শাখাপ্রশাখা গজাচ্ছে, টের পেল টম হিগিন্স। পিস্তলে সেও খারাপ নয়, যদি কোনভাবে হারিয়ে দিতে পারে...পালের গোদাটাকে সরিয়ে দিতে পারলেও অন্যদের কী করবে?

দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল ডেভ ওয়াল্টন। 'কী করছ তোমরা? নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করবে? সরো!' ঠেলে টম হিগিন্সকে সরিয়ে দিল সে। 'পাগলামি কোরো না, টম! রিডলের প্রতি এত দরদ কেন তোমার? আজকের আগে ওকে দেখোওনি কখনও, তা হলে? অযথা নিজের বিপদ ডেকে আনছ!

'বয়েড তো বলেছেই, ন্যায্য বিচারের ব্যবস্থা করবে। বেশ, দেখা যাক, কী করে ও। মাথা ঠাণ্ডা করে দেখে যাও।'

'বিচার নয়, ওটা হবে প্রহসন!' অসন্তোষ ঝরে পড়ল টম হিগিন্সের কণ্ঠে। শুধু অনুমান নয়, এটা ওর স্থির বিশ্বাস। জেথ্রো বয়েডকে হাড়ে হাড়ে চিনে ফেলেছে। হিগিন্সের ধারণা দলে একা নয় বয়েড, অন্তত কয়েকজন সঙ্গী আছে।

*

ক্যাম্প থেকে একটু দূরে পাথরের উপর বসে আছে হাঙ্ক লুইস। চারপাশে নজর রাখছে। সাবধানের মার নেই, অনাহুত কেউ এসে পড়তে পারে।

ধীর পায়ে তার পাশে এসে দাঁড়াল জেথ্রো বয়েড। ক্যাম্পে নাস্তার আয়োজন চলছে। কফির সুঘ্রাণ ভেসে আসছে এখান পর্যন্ত। রোল করা সিগারেট লুইসকে অফার করল বয়েড, নিজেও ধরাল একটা। 'ভাবছি তুমি-আমি মিলে ব্যবসা শুরু করব কি-না,' প্রস্তাবের সুরে বলল বয়েড।

হতভম্ব দেখাল লুইসকে। 'ব্যবসা? ভুল লোকের কাছে এসেছ তুমি। ব্যবসা করার মত পুঁজি নেই আমার।'

'ইচ্ছে করলে বেশ কিছু টাকা কামিয়ে নিতে পারি আমরা।'

'কীভাবে?' আগ্রহী হয়ে উঠেছে লুইস।

'জ্যাক ফ্রোমের মৃত্যুর খবর এখনও চাউর হয়নি। এটাই হবে আমাদের পুঁজি। র‍্যাঞ্চে ফিরে গিয়ে শবারের সঙ্গে দর কষাকষি করবে। ওকে বলতে হবে রিডল আর ডরোথি ফ্রোমের হাতে বন্দি আছে। পঞ্চাশ হাজার পেলে দু'জনকে তোমার হাতে সোপর্দ করবে

শান্তি

ফ্রোম। টাকাটা দু'জনে মিলে ভাগাভাগি করব। অর্ধেক-অর্ধেক।'

'ঠিক বুঝলাম না এতে উইলের কী স্বার্থ!'

'না-বোঝার কী আছে! ফ্রোম ওদের আটকে রেখেছে। পঞ্চাশ হাজার পেলে তোমার হাতে ছেড়ে দেবে, কিন্তু না-পেলে ওদেরকে নিজের কাছে রাখবে এবং জেফ হলিস্টারের নাতনি হিসাবে ডরোথি যাতে প্রতিষ্ঠা পায়, সেজন্য সাহায্যও করবে।'

'ব্ল্যাকমেইল!' চোখ কপালে উঠতে বাকি লুইসের।

'বুদ্ধু!' তিরস্কার করল বয়েড। 'তোমার বস্ কী করছে? সে-ই তো খুন করেছে মিলার আর হলিস্টারকে। মেয়ে দুটো না-থাকলে ওরই লাভ। হলিস্টারের র‍্যাঞ্চ এবং সমস্ত সম্পত্তি পেয়ে যাবে। একা অত বড় সম্পত্তি পাবে, সেই তুলনায় পঞ্চাশ হাজার তো নস্যি!'

'বুঝলাম! ঠিকই বলেছ, ওর কাছ থেকে কিছু খসিয়ে নিতে পারলে মন্দ হয় না! পুরো দুনিয়াই স্বার্থের ধান্ধা করে। আমি বা তুমি করলে দোষের কিছু হবে না। কিন্তু আরেকটা কথা, কার্ল রিডলের জন্য যে বিশ হাজার ধরা হয়েছে, ওটার কী হবে?'

'আধাআধি ভাগ।'

'বাকিরা?' পিছনের ক্যাম্পের দিকে ইশারা করল লুইস।

'একটা কানাকড়িও পাবে না কেউ হেল'স হোলে রেখে যাব সবার লাশ।'

কথাটা একটুও অবিশ্বাস করছে না হাঙ্ক লুইস। জেথ্রো বয়েড এবং উইল শবারের মধ্যে আসলে কোন পার্থক্য নেই। জাতভাই এরা। 'কিন্তু উইল যদি ধাপ্পাটা ধরে ফেলে?'

'রিডল আর ডরোথিকে পেলে ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করবে ও, তোমাকে নিয়ে ভাবার সময় পাবে না। এই ফুরসতে ডেনভার বা অন্য কোথাও চলে যাবে। তোমার বাঁচা-মরা নিয়ে কোনদিন তোয়াক্কা করেছে সে?'

'তবুও...'

'বেশ, তুমি রাজি না-থাকলে হ্যান্স ভার্ডনকে পাঠাব র‍্যাঞ্চে। দেখি তোমার চেয়ে বেশি সাহসী কি-না ও। তখন কিন্তু ভাগের বদলে একটা বুলেট পাবে তুমি।'

রাজি হয়ে গেল হাঙ্ক লুইস। এমন সুযোগের অপেক্ষায় ছিল এতদিন! এতক্ষণ স্রেফ বাজিয়ে দেখছিল বয়েডকে। আসলে না-চাইতে ভাগ্যদেবী এসে পড়েছে ওর পায়ে!

মিনিট দশেকের মধ্যে বক্স-এইচের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল লুইস। সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসবে। সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়, ততক্ষণ যেভাবে হোক দুই আসামীকে বাঁচিয়ে রাখবে জেথ্রো বয়েড।

অবশ্য মেরে ফেললেও ক্ষতি নেই। উইল শবারকে চেপে ধরে টাকা নিয়ে আসতে পারলেই হলো।

একুশ

সর্বসম্মতিক্রমে বিচারক নির্বাচিত হয়েছে বুড়ো ম্যালেন।

দু'জন জুরি। স্টুয়ার্ট এবং ভার্ডন। বাদী পক্ষে কৌসুলি হয়েছে ডেভ ওয়াল্টন। তবে আসামীর পক্ষে কোন কৌসুলি নেই। কাজটা তার নিজেরই করতে হবে।

বিচারের ফলাফল কী হবে, আগাম অনুমান করতে পারছে টম হিগিন্স। নিজেকে তাই জড়ায়নি। চায় না বিবেক দগ্ধ করুক ওকে, তাই জুরি হওয়ার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছে। ও জুরি হলে যে আসামীদের ভাগ্যের পরিবর্তন হত, তা নয়; বরং সেটা বুঝে দূরে সরিয়ে রেখেছে নিজেকে। হিগিন্সের অংশগ্রহণে এই বিচার প্রক্রিয়া পুরোপুরি বৈধতা পেয়ে যেত।

এমন কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি ঘটবে না, জানে টম, এই বিচার নিয়ে কেউ হয়তো প্রশ্নও তুলবে না; বরং শহরে ফিরে যাওয়ার পর বীরের মত অভ্যর্থনা দেওয়া হবে ওদের। তারপরও মন সায় দিচ্ছে না। হায়েনার দলের সঙ্গে নিজেকে যথেষ্ট জড়িয়েছে, আর নয়।

প্রকাণ্ড এক অ্যাসপেনের গুঁড়ির উপর বসেছে বুড়ো ম্যালেন, হাতে একটা লাঠি। মুখে ধার করা গাম্ভীর্য। নিজেকে সম্মানিত মনে হচ্ছে ওর, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বুনো আনন্দ অনুভব করছে। বাছাধন, এবার দেখা যাবে কে বাঁচায় তোমাকে!

'কোর্ট অভ ল-র কার্যক্রম এখনই শুরু হচ্ছে,' আসামীর নির্লিপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ঘোষণা করল বুড়ো। 'সবাই তৈরি? হ্যাঁ, শুরু করা যাক। প্রথমে আসামীর অপরাধনামা পড়ে শোনাবেন সরকারী পক্ষের কৌসুলি মি. ওয়াল্টন।'

হো হো করে হেসে উঠল কার্ল। এত দুঃখের মধ্যেও বুড়ো ম্যালেনের গম্ভীর হাবভাবে হাসি পাচ্ছে ওর। 'এটা কোন্ ধরনের কোর্ট অভ ল?'

ছুটে এসে কার্লের পেটে লাথি হাঁকাল ভার্ডন। দুলে উঠল কার্লের দেহ, ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেছে মুখ।

'আমাদের নিয়ে মস্করা করছে হারামজাদা! আর একটা কথা বলবি তো তোর ভোঁতা মুখ থেঁতলে দেব!'

মজা পেয়ে হেসে উঠল অন্য জুরিরা। ভার্ডনের এত রাগ বা প্রতিহিংসার কারণ তারা জানে। সেলুনে বেধড়ক পিটুনি খেয়েছিল কার্লের হাতে। সুযোগ পেয়ে তাই গায়ের জ্বালা মিটিয়ে নিচ্ছে।

'আদালত সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করা হলো তোমাকে,' নাটুকে গলায় কার্লের উদ্দেশে বলল বুড়ো ম্যালেন।

খোলা জায়গায় বিচার হচ্ছে। হাত-পা আগেই বাঁধা ছিল, উপরন্তু একটা বড় পাথরের সঙ্গে জুত করে বাঁধা হয়েছে কার্লকে। পাথরের উপর বসতে দেওয়া হয়েছে ডরোথিকে। শুধু হাত দুটো

সামনে বাঁধা ওর। কার্লের মত পিছমোড়া করে বাঁধেনি।

ঝর্নার লাগোয়া চাতালে জায়গাটা। একটু দূরে ঢালু জমি নেমে গেছে ঝর্নার কিনারে। ছোট্ট ঝর্নার পানি ক্রীকের ধারা হয়ে দূরে হেল'স হোলে চলে গেছে, যে ক্রীক থেকে পানি তুলে আনার সময় অ্যাঞ্জেলিনার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল কার্লের।

সামনে কী হচ্ছে মনোযোগ দিচ্ছে না ডরোথি, দেখছেও না। মাথা নিচু করে অন্য কথা ভাবছে, গতরাতের কথা মনে পড়ল। এমন রাত আর কখনও আসবে না ওর জীবনে। যত ছোটই হোক, সময়টা উপভোগ করেছে, নিজেকে আবিষ্কার করেছে। সে এখন একজন সম্পূর্ণ নারী। কার্ল রিডলের পাশে থেকে মরতেও এতটুকু দ্বিধা নেই মনে।

'তোমার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ: অভিনেত্রী ডরোথির প্ররোচনায় ক্রিমসন থিয়েটার মালিক জো মিলারকে নিষ্ঠুরভাবে খুন করেছ। রিমরকে বক্স-এইচ বাথান থেকে প্রায় মাইল তিনেক দূরের একটা উপত্যকায় খুনের সমস্ত আলামত পাওয়া গেছে। আমাদের সম্মানিত জুরিদের কেউ কেউ স্বচক্ষে মিলারের লাশও পরীক্ষা করেছেন।

'দ্বিতীয় অভিযোগ: প্রকাশ্যে খুন করেছ বক্স-এইচ মালিক জেফারসন হলিস্টারকে। তোমার সঙ্গে ডরোথিও দায়ী। তোমাকে ফুসলেছে মেয়েটা। এটা জেফ হলিস্টারের নাতনি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার চক্রান্ত।'

একটা কাগজ মুখের সামনে ধরে গম্ভীর কণ্ঠে পড়তে শুরু করল ডেভ ওয়াল্টন। পড়া শেষে সম্মানিত আদালতের অনুমতি নিয়ে তার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে বসে পড়ল।

'অভিযোগ শুনলে,' দুই আসামীর দিকে তাকাল "জজ" বুড়ো ম্যালেন। 'এখন বলো তোমরা দোষী না নির্দোষ।'

'নির্দোষ!' একইসঙ্গে ঘোষণা করল দু'জন।

'নিজেদের সপক্ষে তোমাদের কোন বক্তব্য আছে?'

'আছে,' মৃদু স্বরে বলল কার্ল। 'মিলার আর জেফ হলিস্টারের খুনী একই লোক। তবে আমি নই। মিলার যখন খুন হয়, আমি তখন বক্স-এইচ র‍্যাঞ্চে ছিলাম। আর জেফ হলিস্টার যখন খুন হয়, আমি তখন হলিস্টারের নাতনি অ্যাঞ্জেলিনার সামনে। মেয়েটা আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে।'

'তোমার কোন বক্তব্য আছে?' ডরোথির দিকে আঙুল তুলল বুড়ো।

'জো আমার ভাইয়ের মত ছিল। ওকে খুন করিয়ে আমার কী লাভ?'

'লাভ হচ্ছে পথের কাঁটা সরিয়ে নাগরের সঙ্গে ঢলাঢলি করা!' খেপা সুরে ব্যাখ্যা দিল হ্যান্স ভার্ডন।

'মুখ সামলে কথা বলো, হ্যান্স!' উঠে দাঁড়াল ডরোথি, আগুন ঝরে পড়ছে চোখে।

'অর্ডার! অর্ডার!' পাথরের উপর হাতের লাঠি ঠুকে সবাইকে শান্ত হওয়ার নির্দেশ দিল স্কট ম্যালেন।

'তুমি যদি নির্দোষই হয়ে থাকো, তা হলে বক্স-এইচ ছেড়ে গেলে কেন?' পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে জানতে চাইল ম্যালেন। 'পালানোর সময় এক কাউহ্যান্ডকেও খুন করেছ!'

'আমার জায়গায় থাকলে তুমিও তাই করতে,' বিতৃষ্ণার সঙ্গে জবাব দিল কার্ল। 'আত্মরক্ষার জন্য পালিয়েছি। নির্দোষ বলে গলা ফাটিয়ে ফেললেও কেউ আমার কথা বিশ্বাস করত না, কারণ সবকিছু ওভাবে সাজানো ছিল। কাউহ্যান্ডটাকে খুন না-করলে সেই আমাকে খুন করত।'

'বিশ্বাসযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য নয় তোমার উত্তর,' কার্লের উত্তর নাকচ করে দিল বুড়ো ম্যালেন। 'আমি সন্তুষ্ট নই।'

'তোমার মত বুড়ো শুয়োরের বিচার আমি গ্রাহ্য করি না! কত টাকা খেয়েছ উইল শবারের কাছ থেকে?'

ঘাড় কাত করে ইশারা করল বুড়ো। সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় হলো

হ্যান্স ভার্ডন। একই কায়দায় কার্লের পেটে লাথি হাঁকাল। কুঁকড়ে গেল কার্ল। উপরি হিসাবে এবার মুখেও মেরেছে শয়তানটা। ঠোঁট ফেটে রক্ত গড়াতে শুরু করেছে।

'আদালত অবমাননার দায়ে উচিত শিক্ষার প্রয়োজন ছিল তোমার,' জুরিদের উল্লসিত মুখে দৃষ্টি চালিয়ে মন্তব্য করল বুড়ো ম্যালেন। তারপর ডরোথির দিকে ফিরল সে। 'এবার তুমি বলো, জো মিলারের মৃত্যুর পর এমন কী ঘটেছিল যে পেয়ারের লোকের সঙ্গে শহর ছেড়ে এলে তুমি?'

'নিরাপত্তার অভাব বোধ করছিলাম। হলিস্টারের নাতনি বলে আমাকেও খুন করা হত।'

'কীভাবে জানলে তুমি হলিস্টারের নাতনি?'

'কার্ল আমাকে জানিয়েছে।'

খ্যাঁকখ্যাঁক করে হেসে উঠল সবাই। ব্যতিক্রম শুধু হিগিন্স। এক পাশে গম্ভীর মুখে বসে রাইফেল পরিষ্কার করছে। মাঝে মধ্যে চোখ তুলে বিচার দেখছে, কিন্তু আগ্রহ নেই চাহনিতে।

'দু'জনে মিলেছে ভাল! তোমার মত থিয়েটারের চালাক মেয়ে কি-না একটা জোচ্চোরের কথায় পটে গেলে? আমাদের বিশ্বাস করতে বলছ তুমি হলিস্টারের নাতনি? অমন কেউ কখনও ছিল নাকি? আমি তো শুনিনি। তোমরা শুনেছ?'

অন্যরা মাথা নাড়তে হাসল সে। 'তো, ধরে নিচ্ছি এটা স্রেফ তোমাদের উর্বর মস্তিষ্কের ফসল। আসল ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য এই গল্প ফেঁদেছ। তবে ষড়যন্ত্রও হতে পারে। হ্যাঁ, ঠিকই, হলিস্টারের ইহকালে কেউ নেই বলে তার সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করতে চেয়েছ তোমরা। মিলার তোমাদের পথের কাঁটা ছিল, ওকে সরিয়ে দিয়েছ কাজের সুবিধা হবে বলে। আর হলিস্টারকে খুন না-করলে তো ওর সম্পত্তি গ্রাস করার পথ থাকে না, স্বভাবতই কার্ল রিডল খুন করেছে তাকে। হায়, একবারও ভাবলে না কী উচ্চতার মানুষ ছিল সে! তোমাদের লিপ্সার জন্য বলি হয়ে গেল এমন

প্রভাবশালী একজন মানুষ!'

হৈহৈ করে উঠল জুরিরা। বুড়ো ম্যালেনের বক্তব্য নতুন পথ দেখিয়েছে ওদের, শুনে মনে হচ্ছে ঠিক এটাই ঘটেছে।

'কী, বিশ্বাস হয় আমার কথা?' চালিয়াতির সুরে জানতে চাইল ম্যালেন, কণ্ঠে বিদ্রূপ। 'আদালত তোমাদের শেষ সুযোগ দিচ্ছে, চাইলে সমস্ত অপরাধ স্বীকার করতে পারো। তা হলে হয়তো লঘু শাস্তি পাবে।'

থোক্ করে থুথু ফেলল ডরোথি, ঘৃণা ঝরে পড়ল কণ্ঠে। 'তোমার মত বুড়ো শেয়ালকে চেনা আছে আমার! বজ্জাত বুড়ো!'

ঝট করে উঠে দাঁড়াল ভার্ডন, দুই লাফে চলে এল ডরোথির সামনে। পিছন থেকে তাকে সময়মত আটকাল ওয়াল্টন। 'আরে, করো কী! হোক না আসামী, কিন্তু কোন মেয়ের গায়ে হাত তোলা ঠিক হবে না তোমার! বিজ্ঞ আদালত কী বলেন?'

'ঠিক বলেছ,' নির্দেশ দিল ম্যালেন। 'সংযত হও, হ্যান্স।'

'কীসের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে তুমি?' পুরানো প্রসঙ্গে ফিরে গেল বুড়ো।

'আমার সম্ভ্রমের,' মাথা নিচু করে বলল ডরোথি।

'তোর আবার কীসের সম্ভ্রম? মাগীর কথা শুনে গা জ্বলে যায়! জীবনেও শুনিনি থিয়েটারের মেয়েদের সম্ভ্রম নিয়ে ভাবতে হয়! জিনিসটা ওদের থাকে নাকি?'

'অর্ডার! অর্ডার!' ফের নির্দেশ দিল স্কট ম্যালেন। 'আদালতে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগের জন্য তোমাকে পঞ্চাশ সেন্ট জরিমানা করা হলো, হ্যান্স। নগদ দিতে হবে।'

'আমি আরও দু'শো সেন্ট জরিমানা দিতে রাজি আছি!'

ভার্ডনের কথা শেষ হতে হাসির রোল পড়ে গেল জুরিদের মধ্যে। খেপে কাঁই হয়ে গেল বুড়ো ম্যালেন। তবে সবই মেকী। দমাদম পাথরের উপর লাঠি ঠুকে সবাইকে শান্ত হওয়ার নির্দেশ দিল।

একসময় শান্ত হলো সবাই।

'আমার প্রশ্নের উত্তর এখনও পাইনি,' ডরোথিকে মনে করিয়ে দিল সে। 'উত্তর দাও।'

'আমার দিকে অনেকেরই নজর ছিল। সুযোগ পেলে উত্ত্যক্ত করত। জো বেঁচে থাকা পর্যন্ত অতটা সাহস পায়নি কেউ। তবে ওর মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ অসহায় লাগছিল আমার, বাধ্য হয়ে শহর ছেড়ে এসেছি।'

'তুমি আমাদের কাছে সাহায্য চাইতে পারতে, মার্শালের কাছে যেতে পারতে?' যুক্তি দেখাল বুড়ো।

বুড়োর ভাঁড়ামি অসহ্য লাগছে ডরোথির। ব্যঙ্গের হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে। 'মার্শালের চেয়ে কোনমতে নীরস বলা যাবে না তোমাদের, বরং এক কাঠি সরেস। হুলো বেড়াল একেকজন!'

রাগে কেঁপে উঠল ম্যালেন। অন্যদেরও একই প্রতিক্রিয়া, শুধু টম হিগিন্স নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে ঘটনা দেখছে।

নিজেদের সামলে নিল জুরিরা।

'তুমি যা বললে বুঝে-শুনে বলছ?' শীতল কণ্ঠে জানতে চাইল বুড়ো ম্যালেন।

'নিশ্চয়ই! ঠিকমত শুনতে যখন পাওনি, সজ্ঞানে আবারও বলছি–তোমরা কুত্তা-বেড়ালেরও অধম!'

শিউরে উঠল কার্ল। মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করল মেয়েটা।

ডরোথির প্রতি নীরব সমীহ বোধ করছে ও। এতগুলো মানুষকে তাদের আসল রূপ চিনিয়ে দিতে দ্বিধা করেনি, নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও এতটুকু টলেনি ডরোথি...এই চারিত্রিক দৃঢ়তা ওর রক্তে রয়েছে–হলিস্টারদের আভিজাত্য, মর্যাদাবোধ ওকে প্রত্যয়ী করেছে। মুগ্ধ বিস্ময়ে মেয়েটিকে দেখল কার্ল। কী এক আভায় ঝলমল করছে চোখ-মুখ–নিরুদ্বিগ্ন, নির্ভার এবং শান্ত। চোখাচোখি হতে কার্ল টের পেল জীবনকে নিয়ে অনেক দুঃখ আছে মেয়েটার, কিন্তু কিছু সুখও আছে। সেই সুখ সে ইদানীং পেয়েছে।

বাইশ

সকালের ডাকে র‍্যাঞ্চে এসে পৌঁছেছে চিঠিটা। পিটার ব্রিসবিনের চিঠি। রেজিস্টার্ড ডাক। ওটা হাতে পেয়ে মহা চিন্তিত হয়ে পড়ল বুড়ো উকিল। কোর্ট অভ জাস্টিস থেকে এসেছে। অত্যন্ত জরুরি না-হলে এই ঠিকানায় আসার কথা নয়।

খাম খুলে ভিতরের লেখায় দ্রুত চোখ বুলাল পিটার ব্রিসবিন। সর্বনাশ! সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মামলার শেষ শুনানি হবে দু'দিন পর। তার অনুপস্থিতিতে বাদী একতরফা ডিক্রী পেয়ে যাবে। বিবাদী এবং তার নিজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কেসটা। হেরে গেলে সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে বিবাদী স্যার নিলস সোয়েনসন।

মহা গ্যাঁড়াকলে পড়ে গেছে! একদিন বাদে কালই জেফের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। বিশিষ্ট অতিথিরা এসে পড়েছেন র‍্যাঞ্চে। কাল আসবেন সিভিল সার্ভিসের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা। এ-সময়ে এখানে তার উপস্থিতি অপরিহার্য।

অথচ ডেনভারে না-গেলেও নয়। স্যার সোয়েনসেনের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই হবে। নইলে সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে তার বন্ধু।

আশা করেছিল ইতোমধ্যে ডরোথিকে নিয়ে পৌঁছে যাবে কার্ল রিডল। অথচ পাত্তাও নেই ছেলেটার! বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে। অ্যাঞ্জেলিনার কাছ থেকে তার সম্পর্কে যথেষ্ট জেনেছে ব্রিসবিন, জেনেছে কার্লের পরিকল্পনা। অযথা কালক্ষেপণ করার লোক নয় কার্ল। নিশ্চয়ই কোন সমস্যা হয়েছে।

উদ্বেগে নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম। অ্যাঞ্জেলিনাকে এখানে

রেখে চলে যেতে মন চাইছে না, জানে ও র‍্যাঞ্চ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাঞ্জেলিনার উপর চড়াও হবে উইল শবার। বেন লুডলো কুলিয়ে উঠতে পারবে না।

একদিকে স্যার নিলস সোয়েনসনের প্রতি কর্তব্যবোধ, অন্য দিকে অ্যাঞ্জেলিনার জন্য উদ্বেগ–দুইয়ের পীড়নে দিশে হারিয়ে ফেলার দশা হলো ব্রিসবিনের। কী করবে বুঝতে পারছে না। কার্ল এখানে থাকলে নিশ্চিন্তে ডেনভারে চলে যেতে পারত, দুটো দিনের ব্যাপার, এই ফাঁকে সবকিছু সামলে নিতে পারত সে।

খোলাখুলি আলোচনা করতে হবে, শেষে সিদ্ধান্ত নিল সে ভৃত্যকে ডেকে অ্যাঞ্জেলিনার সঙ্গে দেখা করার কথা জানাল। স্যার সোয়েনসনের ক্লেইমটা বাঁচাতে হলে যত দ্রুত সম্ভব ডেনভারের উদ্দেশে যাত্রা করতে হবে।

*

এখন বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে কর্নেল হিরাম শাটন। সময়মত বুড়ো উকিলের হাতে পৌঁছেছে চিঠিটা। বিশেষ কিছু করতে হয়নি ওকে, কোর্ট অভ জাস্টিসে একজন লোক পাঠিয়েছিল। বড় এক কর্মকর্তার কাছে কর্নেলের চিঠিটা পৌঁছে দিয়েছে লোকটা। বিশেষ মানুষের কাছ থেকে সামান্য অনুরোধ, ফেলতে পারেনি কর্মকর্তা। কর্নেলের প্রতি যে-পরিমাণ ঋণী সে, তার তুলনায় অনুরোধটা ছিল নিতান্ত মামুলি। তাই স্যার নিলস সোয়েনসনের ক্লেইমের দাবি সংক্রান্ত চূড়ান্ত শুনানির দিন দুই সপ্তাহ এগিয়ে সংশ্লিষ্ট দুই পক্ষকে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছে।

পিটার ব্রিসবিনের উদ্দেশে পাঠানো কোর্টের সমনটা কর্নেলের সেই লোকই বয়ে এনেছে। ওটা দেখে খুশিতে আটখানা হয়ে গেল উইল শবার। সেদিন বুড়ো উকিলের সুটকেস খোলার পর কাগজপত্র থেকে কিছু নম্বর টুকে নিয়েছিল কর্নেল, এই সমনটা যে তারই চমৎকার প্রয়োগ, বুঝে গেল সে। আরেকবার প্রমাণিত হলো কর্নেলের বুদ্ধির কাছে সে এখনও দুগ্ধপোষ্য শিশু।

'চিঠিটা পাওয়ামাত্র নির্ঘাত ডেনভারের উদ্দেশে ছুটবে বুড়ো,' খুশির লাগাম টেনে মন্তব্য করল উইল।

'যাওয়াই উচিত। তবে পথে তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখলে আর কোন চিন্তা থাকে না। এই ধরো, পাঁচ-ছয়জনের একটা দল। মুখোশ থাকতে হবে।' কর্নেল শাটনের ঠোঁটে সামান্য হাসি, তবে হাসিটা চোখ স্পর্শ করেনি।

উজ্জ্বল হলো উইলের মুখ। 'লারামি ক্রসিং পেরিয়ে যেতে হবে বুড়োকে। ওখানে রিডলের জন্য অ্যাম্বুশ পেতে অপেক্ষায় আছে ফ্রাঙ্ক টেলর। ওকে কাজে লাগাই?'

'সেটা তোমার ব্যাপার। তবে ব্যর্থ হলে উকিল সাহেব কিন্তু তোমাকে ফাঁসিতে না-চড়িয়ে ক্ষান্ত হবে না।'

'ফ্রাঙ্ক একাই যথেষ্ট। একশো হাত মাটি খুঁড়ে পুঁতে রাখবে বুড়োর লাশ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, স্যার!'

*

'বড় বিপদে পড়ে গেছি, মা। ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটা মামলার শুনানি হবে পরশু। আমি উপস্থিত না-থাকলে সর্বস্বান্ত হয়ে যেতে পারেন স্যার নিলস সোয়েনসন।' আরও দু'এক কথায় পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলল পিটার ব্রিসবিন।

'তা হলে তো আপনাকে যেতেই হচ্ছে, চাচা,' শান্ত মুখে বলল অ্যাঞ্জেলিনা।

'কিন্তু একা তোমাকে এখানে ফেলে যাই কী করে?' দুশ্চিন্তায় রীতিমত দুর্বল শোনাল উকিলের কণ্ঠ। 'জেফের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আমার থাকা জরুরি, এদিকে যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে ডরোথি। সবার সামনে উইলটা তোমাদের বুঝিয়ে দিতে পারলে শান্তি পেতাম!'

'আর মামলায় হেরে গেলে যে পথে বসবেন আপনার বন্ধু, সে-কথা একটুও ভাববেন না, চাচা?'

তার এখানে থাকার অপরিসীম গুরুত্ব মেয়েটাকে বোঝানো

সম্ভব নয়, তাই নিরুত্তর থাকল ব্রিসবিন। এদিকে সোয়েনসনের কেসের সঙ্গে তার ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে। তার অনুপস্থিতির কারণে স্যার নিলস সোয়েনসন পথে বসলে পেশাগত জীবনে অনিশ্চয়তায় পড়তে হবে। ভরসা হারিয়ে ফেলবে মক্কেলরা। অনাস্থা আনবে আদালত। রাতারাতি নড়ে যাবে এত কষ্টে অর্জিত সামাজিক ও পেশাগত প্রতিপত্তির ভিত।

কীভাবে শুনানির তারিখ এক লাফে দুই সপ্তাহ এগিয়ে এল, বুদ্ধি খরচ করে তার কারণ বের করার মত মানসিক অবস্থা এখন তার নেই। বরং উদ্বেগে দিশেহারা অবস্থা। চমৎকার ঠাণ্ডা এই সকালে ঘাম দেখা যাচ্ছে ব্রিসবিনের কপালে।

পরিস্থিতির গুরুত্ব কিছুটা হলেও অনুমান করতে সক্ষম হলো বেন লুডলো। 'ব্যাপারটা তো মাত্র দু'দিনের মামলা, তাই না, মি. ব্রিসবিন?' আন্তরিক স্বরে জানতে চাইল সে। 'আমার উপর ভরসা রাখুন। নিশ্চিন্তে আপনার কাজ সেরে আসুন। তা ছাড়া, আপনার উপর আদালত অনাস্থা আনলে হলিস্টার স্টেটেরও অসুবিধা হবে। ডরোথি আর অ্যাঞ্জেলিনাকে আইনের দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে আপনার সাহায্য লাগবেই।'

যুক্তি আছে বেনের কথায়। কিন্তু তবু পিছুটান যাচ্ছে না।

'সবশুদ্ধ পাঁচজন আছি আমরা। সবাই বিশ্বস্ত। অ্যাঞ্জেলিনার ক্ষতি করার আগে আমাদের সবাইকে খুন করতে হবে। অতিথিরা এরমধ্যে আসতে শুরু করেছেন। মনে হয় না এই পরিস্থিতিতে অ্যাঞ্জেলিনার ক্ষতি করার সাহস করবে ওরা। করলেও চারজনে ঠিক ঠেকিয়ে দেব।'

'চারজন? এই না বললে পাঁচজন তোমরা?'

'ডেনভার পর্যন্ত আপনার দেহরক্ষী হিসাবে যাবে একজন।'

হেসে ফেলল ব্রিসবিন। ছোকরার সব দিকে নজর আছে দেখে আশ্বস্ত হলো। ঝুঁকিটা নেবে? বেন লুডলোর উপর বোধহয় ভরসা রাখা যায়।

'বেশ। যেতে যখন হবে, দেরি করে লাভ নেই। বিকালেই রওনা দিতে চাই।'

'সবকিছু তৈরি আছে, মি. ব্রিসবিন। ওয়্যাগন বের করার জন্য শর্টিকে পাঠিয়ে দিয়েছি একটু আগে। ও বোধহয় আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।'

মুচকি হাসল পিটার ব্রিসবিন, সমীহের চোখে দেখল বেনকে। হ্যাঁ, এখন বোঝা যাচ্ছে, কেন এর প্রতি নেকনজর ছিল জেফের।

*

ঝড়ের বেগে র‍্যাঞ্চে পৌঁছল হাঙ্ক লুইস। হিচিং রেইলে ঘোড়া বাঁধার ঝামেলায় গেল না সে, স্যাডল ছেড়ে দৌড়ে ঢুকে পড়ল বাঙ্কহাউসের পার্শ্ববর্তী কটেজে।

নিজের কামরায় পেল উইল শবারকে। সঙ্গে কর্নেল শাটনও রয়েছে।

'কী খবর, হাঙ্ক?' গম্ভীর মুখে জানতে চাইল শবার।

ছুটে আসায় হাঁপাচ্ছে লুইস, খানিকক্ষণ দম নিয়ে বলল, 'হেল'স হোলে ফ্রোমের কব্জায় আছে রিডল আর ডরোথি।'

'তাই নাকি?' নিস্পৃহ স্বর কর্নেলের।

'পঞ্চাশ হাজার দাবি করছে ফ্রোম, নইলে ছেড়ে দেবে ওদের। টাকা না-পেলে নাকি ডরোথিকে হলিস্টারের নাতনি হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেতেও সাহায্য করবে।'

'বলো কী!' আঁতকে উঠল উইল।

'ফ্রোমের সঙ্গে সরাসরি কথা হয়েছে তোমার?' তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে কর্নেলের চাহনি।

'হ্যাঁ!' একটা শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়ে চারবার ঢোক গিলল হাঙ্ক লুইস।

'ফ্রোমের সব চুল বোধহয় পেকে গেছে, না?'

'জ-জ্বী।'

বরফ শীতল চাহনি কর্নেলের চোখে, মুখের বাঁকা হাসি এখন

আর নেই। কুঁকড়ে উঠল লুইস, বুকের ভিতর আশঙ্কার দামামা শুরু হয়ে গেছে। সম্মোহিতের মত কর্নেলের দৃষ্টিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল সে। স্পষ্ট টের পেল ধরা পড়ে গেছে, ওর ভিতরটা কীভাবে যেন দেখে নিয়েছে কর্নেল! ফাঁকি দিতে পারেনি তাকে।

'অত টাকা নিশ্চয়ই হুট করে যোগাড় করতে পারবে না, উইল?'

'কিছু সময় তো লাগবেই, স্যার।'

'সেক্ষেত্রে ফ্রোমের কাছে সময় চাইতে হবে। জানানো দরকার দু'একদিন দেরি হবে, তদ্দিন যেন ওদেরকে আটকে রাখে।'

'আপনি যা বলবেন।'

গুরু-শিষ্যের আলাপে ধড়ে প্রাণ ফিরে পেল লুইস। আরেকটু হলে হার্টফেল করেছিল! শুধু শুধু।

'তুমি নিশ্চয়ই ক্লান্ত,' দরদমাখা সুরে বলল কর্নেল। 'অনেকটা পথ ছুটে এসেছ। কিন্তু উপায় নেই, ফ্রাঙ্কের কাছে যেতে হবে। ওকে বলতে হবে ওয়্যাগনে চড়ে ডেনভারের উদ্দেশে রওনা হয়েছে উকিল বুড়ো। যত্ন করে তার লাশটা যেন মাটিতে পুঁতে রাখে। একটা চিঠিও দিচ্ছি, ফ্রাঙ্কের হাতে দিয়ো, অন্য কাউকে না। চিঠি লিখছি আমি, এই ফাঁকে ঘোড়া পাল্টে এসো তুমি।'

'হেল'স হোলে খবর দেবে কে?' ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল লুইস।

অদ্ভুত নির্লিপ্ততা ফুটে উঠল কর্নেলের মৃত চোখে।

'অত তাড়াহুড়োর কী আছে! ফিরে এসে লম্বা একটা ঘুম দিয়ো। দুপুর নাগাদ বোধহয় টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে, তাই না, উইল? একবারে টাকা নিয়ে যেয়ো।'

ঘোড়া পাল্টাতে স্টেবলের দিকে ছুটল হাঙ্ক লুইস। কর্নেলের সামনে থেকে ভাগতে পেরে ওর মনে হচ্ছে জীবন ফিরে পেয়েছে। আর দু'একটা প্রশ্ন করলে পেটের সবকিছু উগরে দিত। কর্নেলের পা জড়িয়ে ধরে প্রাণ ভিক্ষা চাইত। র‍্যাঞ্চে কাল দুপুর পর্যন্ত

অপেক্ষা করতে হলে হয়তো মানসিক চাপে সবকিছু উলটপালট করে ফেলত। তারচেয়ে এই ভাল হয়েছে। অনেকটা সময় ওদের চোখের আড়ালে থাকতে পারবে।

স্টেবল থেকে বেরোতে ওকে থামাল এক কাউহ্যান্ড। হাতে কর্নেল শাটনের দেওয়া চিঠি। ভীষণ খুশি হলো লুইস, কর্নেলের সামনে ওকে যেতে হলো না। মৃতপ্রায় দুই চোখের দিকে তাকাতে হবে না। ঝটপট স্যাডল ব্যাগে চিঠিটা ঢুকিয়ে রাখল সে।

মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল। আগামীকালই বদলে যাচ্ছে ওর ভাগ্য। পকেটে চলে আসবে পঁয়ত্রিশ হাজার! তারপর টুকসন বা অন্য কোথাও চলে যাবে। কয়েকটা দিন ফুর্তিতে গা ভাসাবে ও, ভাববে কী করা যায়...

ঝড়ের বেগে উড়ে চলল হাঙ্ক লুইসের পঙ্খীরাজ।

*

'এখনই হেল'স হোলে চলে যাও,' জরুরি কণ্ঠে নির্দেশ দিল কর্নেল হিরাম শাটন। 'দরকার হলে আমার কথা বলবে ফ্রোমকে। আমার চিঠি পেয়ে রিডল বা মেয়েটাকে তোমার হাতে তুলে দিতে দ্বিধা না-করারই কথা।'

'ফ্রোমের সঙ্গে পরিচয় আছে আপনার?' বিস্ময় উইল শবারের কণ্ঠে।

'যুদ্ধের সময় ওর হাতে বন্দিদের তুলে দিতাম। খুন-টুনের ব্যাপারে বড় চমৎকার ওর চিন্তা-ভাবনা। ধরো, যদি একশো লোক তুলে দাও ওর হাতে, ঠিক একশো কায়দায় মারবে তাদের। একেকজনকে একেক পদ্ধতিতে। দুটো মানুষকে কখনও একই কায়দায় খুন করেনি ফ্রোম।'

'তা হলে...হাঙ্ক কি আমাকে ব্ল্যাকমেইল করতে চেয়েছিল?'

'ফ্রোমকে সে চোখেই দেখেনি কখনও,' হেসে ফেলল কর্নেল।

'সেক্ষেত্রে ওকে লারামি ক্রসিঙে পাঠানো কি ঠিক হয়েছে?' স্পষ্ট ক্ষোভ প্রকাশ পেল উইলের কণ্ঠে। 'এখানেই হারামজাদার

লাশ পুঁতে ফেলতাম!'

'উঁহুঁ, এখানে আর কোন খুনের ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না,' হাসি মিলিয়ে গেল কর্নেলের চোখ-মুখ থেকে। 'নির্ধারিত নিয়তি সঙ্গে নিয়ে লারামি ক্রসিঙে যাচ্ছে ও। আজরাইলের কাছে যাচ্ছে!'

তেইশ

'সুইট অ্যালিসের মার্শালকে খুন করেছ তুমি,' আঙুল তাক করে কার্ল রিডলকে বলল বুড়ো ম্যালেন। 'সে ছিল আমার সন্তান।'

'ডুয়েলে মারা গেছে সে। আমিও মরতে পারতাম। তবে ওর চেয়ে যোগ্য বলে বেঁচে আছি।'

'ডাহা মিথ্যে!' গর্জে উঠল বুড়ো।

'সুইট অ্যালিসে খবর নিলে সত্যি কি মিথ্যে জানা যাবে,' ক্লান্ত সুরে বলল কার্ল। এই প্রহসন আর ভাল লাগছে না, অন্তর থেকে টের পাচ্ছে ওর কোন যুক্তিই এদের সন্তুষ্ট করতে পারবে না। ওর ভাগ্য নির্ধারণ করেই "বিচার" করতে বসেছে। স্রেফ হ্যান্স ভার্ডন বা অন্যদের পক্ষ থেকে শারীরিক নির্যাতন ঠেকানোর জন্য কথা বলছে কার্ল। তবে এখন তাতেও অনীহা চলে এসেছে।

'আমাকে ধাপ্পা দেওয়ার চেষ্টা কোরো না, রিডল! তাতে তোমার জন্য নির্ধারিত শাস্তি মোটেও হালকা হবে না।'

বিচারের আগে শাস্তি নির্ধারিত হয়ে গেছে, সে আমি আগেই জানি।'

'যদি সত্যি তাই হয়ে থাকে? আমি ঘোষণা করলেই তোমাকে ঝুলিয়ে দেবে ওরা।' ঠোঁট ফুলিয়ে, গর্বের সঙ্গে বুক টানটান করল

বুড়ো ম্যালেন। প্রতিহিংসা তার চাহনিতে।

'তা হলে দেরি করছ কেন? ঝুলিয়ে দাও।'

'তোমার আর কোন আর্জি আছে?' মেকী দরদ স্কট ম্যালেনের কণ্ঠে।

'আছে। ডরোথি নির্দোষ। ওকে সসম্মানে হলিস্টার র‍্যাঞ্চে পৌঁছে দেওয়া হোক।'

শব্দ করে হেসে উঠল হ্যান্স ভার্ডন। বাকিরা নিঃশব্দে হাসছে। কার্লের আবেদনে হিংস্র একটা নেকড়ে জেগে উঠল ম্যালেনের রক্তে। পুত্র হত্যার প্রতিশোধ চায় সে। ভার্ডন চায় অপমানের শোধ। উইল শবারের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চায় রিকি স্টুয়ার্ট। সবার মিলিত চাওয়ায় প্রভাবিত হয়ে পড়েছে ডেভ ওয়াল্টন। কার্ল রিডলের মত দুর্ধর্ষ আউটলকে ফাঁসিতে চড়ানোর গৌরবে অংশ নিতে চায়। চায় পুরস্কারের অর্থের ন্যায্য হিস্যা। শুধু ব্যতিক্রম টম হিগিন্স। চক্রান্ত পরিষ্কার হয়ে গেছে ওর কাছে। তবুও কিছু করার নেই। নির্মম পরিস্থিতির শিকার সে-ও।

'নিজে অপরাধী হয়ে আরেকজনের পক্ষে সাফাই গাইছ,' বিদ্রূপ ঝরে পড়ল বুড়োর কণ্ঠে। 'বড় অদ্ভুত মানুষ তুমি, রিডল! আসলে এর সবই তোমার চালাকি, ধাপ্পাবাজি। শুনে রাখো, জো মিলারকে হত্যার প্ররোচনার দায়ে ডরোথিও অভিযুক্ত, তাই ওকে কোনক্রমেই ছাড়া যাবে না!'

'মিলারকে খুন করিনি আমি, তাই ডরোথির আমাকে প্ররোচনা দেওয়ার প্রশ্নও অবান্তর,' তর্ক চালিয়ে গেল কার্ল, যদিও জানে এতে কোন লাভ হবে না। তবে সময়টা কাটছে ভাল, এবং এই মানুষরূপী পশুগুলো কতটা নীচে নামতে পারে—অবলোকন করতে পারছে। এটাও কম নয়। এদের আসল চেহারা দেখতে আনন্দ লাগছে ওর। 'তবুও অনুরোধ করছি, এবং আবারও—ওকে ছেড়ে দাও।'

'তা হলে স্বীকার করছ, ডরোথির প্ররোচনা ছাড়াই তুমি খুন

করেছ হলিস্টার আর মিলারকে?' প্রশ্ন তুলল ওয়াল্টন।

'না। দু'জনের কাউকেই খুন করিনি আমি।'

'তা হলে নিজের জন্য বলছ না কেন, প্রাণভিক্ষা অন্তত চাইতে পারতে?'

'আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে জেনেও এই কুৎসিত রসিকতাটুকু করতে তোমাদের বাধল না? আসলে তোমাদের মধ্যে কোনরকম মনুষ্যত্বই নেই! তা হলে শুনে রাখো, আমার প্রাণ ভিক্ষা চাওয়ার জন্য তোমরা নেহাত ছোট আর নীচ।'

প্রতিহিংসার আগুনে ঘি ঢালল মন্তব্যটা। তবুও মুখ ফুটে কিছু বলল না কেউ, কিংবা হ্যান্স ভার্ডনও কার্লকে পেটাতে এগিয়ে এল না।

সিদ্ধান্তেরও হেরফের হয়নি।

'কার্ল রিডল, তোমার বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ নিশ্ছিদ্র ভাবে প্রমাণিত হয়েছে বলে মনে করি আমি,' মেকী গাম্ভীর্য নেমে এল বুড়ো ম্যালেনের মুখে। 'তবুও বিচারের রায় নেওয়ার দায়িত্ব বিধান অনুযায়ী সম্মানিত জুরিদের উপর অর্পণ করছি। তাদের মতামতের ভিত্তিতে রায় নির্ধারণ করা হবে।'

জুরিরা যেন তৈরি ছিল। খসখস করে হাতের চিরকুটে লিখে ফেলল যার যার মতামত। বুড়োর কাছে ওগুলো বয়ে নিয়ে গেল কৌসুলি ডেভ ওয়াল্টন। সবক'টা চিরকুট একত্র করে দেখল স্কট ম্যালেন, দু'ভাগ করে আবার দেখল। তারপর চোখ তুলে আসামীর দিকে তাকাল, উল্লাস চেপে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে সে।

শিউরে উঠল ডরোথি। অজান্তে বন্ধ হয়ে গেল ওর চোখ। দু'হাত তুলে কান চাপা দিতে চাইছিল, কিন্তু টের পেল হাত বাঁধা ওর। সম্ভব নয়। অগত্যা মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে নিল। টপটপ করে জল পড়ছে চোখ থেকে।

শুধু প্রতিক্রিয়া নেই কার্ল রিডলের চেহারায়। পাথুরে নির্লিপ্ততা সেখানে। একে একে সবাইকে ছুঁয়ে গেল ওর দৃষ্টি, অপরিসীম ঘৃণা

সেই চাহনিতে। চোখাচোখি হতে দৃষ্টি সরিয়ে নিল বুড়ো স্কট ম্যালেন, তড়িঘড়ি করে রায় ঘোষণা করল:

'জুরিরা সবাই একমত হতে পেরেছেন বলে আমি আনন্দিত। কোন দ্বিধাই থাকল না এতে। মিস্ ডরোথির প্ররোচনায় জো মিলার এবং জেফারসন হলিস্টারকে খুনের দায়ে কার্ল রিডল অভিযুক্ত বিধায় আমেরিকার পেনাল কোড অনুযায়ী সূর্যাস্তের পূর্বে তার ফাঁসি কার্যকর করা হবে। সহযোগী অপরাধী হিসাবে মিস্ ডরোথির ফাঁসিও একই সময়ে কার্যকর করা হবে।

*

মহা চিন্তিত হয়ে পড়েছে জেথ্রো বয়েড। সূর্য অস্ত যেতে চলেছে, অথচ হাঙ্ক লুইসের পাত্তাও নেই! উইল শবারকে ধাপ্পা দিয়ে টাকা নিয়ে ফেরার কথা। সব টাকা নিয়ে লাপাত্তা হয়ে যায়নি তো? সাতসকালে রওনা দিয়েছে লুইস, যেতে-আসতে খুব বেশি সময় লাগার কথা নয়। কাজ শেষে দুপুরের মধ্যে রওনা দিলেও এতক্ষণে পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল। টাকা আদায় করে টুকসনের দিকে ঘোড়া ছোটায়নি তো?

অস্বস্তি বেড়ে চলেছে বয়েডের। বুঝতে পারছে না আসলে ঠিক কী ঘটেছে। লুইস বেঈমানি করেছে, নাকি ধরা পড়েছে, বলা মুশকিল। ফেঁসে যেতেও পারে। অতটা চালাক মনে হয়নি তাকে। তার পেটের ভিতর হাত দিয়ে উইল শবার সব কথা বের করে ফেলেনি তো? তা হলে নির্ঘাত সাড়ে তিন হাত মাটির বন্দোবস্ত পেয়ে গেছে লুইস, এখানে আর আসবে কী করে?

এবারও ভেস্তে গেল ওর সব পরিকল্পনা!

ভাবনা তাড়া করছে বয়েডকে। অস্থির লাগছে। সময় গড়ানোর সাথে সাথে সন্দেহ বাড়ছে শুধু। হয় ফেঁসে গেছে লুইস, নয়তো বেঈমানি করেছে ওর সঙ্গে। সব টাকা নিয়ে ভেগে গেছে অনির্দিষ্ট গন্তব্যের উদ্দেশে।

শুকনো হাসি ফুটল জেথ্রো বয়েডের ঠোঁটে। লুইসের বেঈমানি

শাস্তি

সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়ার আগে আরেকটা সম্ভাবনা উঁকি দিল ওর মাথায়। হয়তো শবারকে খুঁজে পায়নি লুইস, তাই অপেক্ষায় আছে র‍্যাঞ্চে; কিংবা টাকার যোগাড় হতে দেরি হচ্ছে। সব সন্দেহ মিথ্যা প্রমাণ করে যে-কোন মুহূর্তে পৌঁছে যাবে সে।

মনে-প্রাণে এটাই বিশ্বাস করতে চাইছে বয়েড। মানুষ মাত্রই আশাবাদী হতে পছন্দ করে। পায়চারি করলে অন্যরা কৌতূহলী হয়ে উঠতে পারে ভেবে পাহাড়ী চাতাল থেকে নামতে শুরু করল সে, এতক্ষণ পাহারায় ছিল। শিগ্‌গিরই ওয়াল্টনের আসার কথা।

কয়েক পা এগোতে স্টোরমালিকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

'জেথ্রো, ফাঁসির সময় আমি থাকতে চাই,' আবদার করল সে। 'মিনিট পাঁচেকের ব্যাপারই তো, তাই না? ওই সময়ে কেউ পাহারায় না-থাকলে এমন কী ক্ষতি হবে?'

'বেশ তো, দেখবে। চোখ-কান খোলা রেখো। আর হ্যাঁ, হাঙ্ক লুইসের ফিরে আসার কথা। নিশ্চিত না-হয়ে গুলি করে বসো না আবার।'

দ্রুত পায়ে ক্যাম্পের দিকে এগোল জেথ্রো বয়েড, মনে দুশ্চিন্তার পাহাড়।

ল্যাসোর দড়িতে মোম পালিশ করছে রিকি স্টুয়ার্ট। মাঝে মধ্যে পশ্চিমাকাশে চলে যাওয়া সূর্যের দিকে তাকাচ্ছে। কার্ল রিডলের ফাঁসি নিয়ে বাড়তি কোন উচ্ছ্বাস নেই ওর। হাঙ্ক এখনও ফিরছে না, এটাই উদ্বেগের কারণ। বলে গেছে সূর্যাস্তের আগে ফিরবে। বন্ধুর জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

'সবকিছু ঠিক করে ফেলেছি,' বয়েড ক্যাম্পে ঢোকার পর সবক'টা দাঁত বের করে হাসল বুড়ো ম্যালেন। 'ওই যে, সাইপ্রেসের মোটা ডালে ঝোলাব। দারুণ হবে না? একেবারে মোক্ষম সাইজের। বেশি উঁচুও নয়। ফাঁসিতে ঝোলানোর মত উপযুক্ত ডাল! সঙ্গে মোম পালিশ করা দড়ি। চমৎকার আয়োজন!'

‘এখনই ঝোলাবে নাকি?’

‘ঝামেলা যত তাড়াতাড়ি চুকে যায় ততই মঙ্গল,’ অন্যমনস্ক সুরে বলল বুড়ো, সাইপ্রেসের ডালটা দেখছে। ‘একটা জিনিসেরই অভাব রয়েছে শুধু। যদি দুই বোতল হুইস্কি থাকত...’

‘র‍্যাঞ্চে গেছে লুইস, ও ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে হত না? উইল শবার হয়তো কোন নির্দেশ বা অনুরোধ পাঠিয়েছে। আবার সে নিজেই রিডলের ফাঁসি দেখতে চাইতে পারে।’

‘কেন অপেক্ষা করব?’ বলেও নিজেকে সামলে নিল বুড়ো, হঠাৎ মনে পড়ে গেছে উইল শবারের কাছ থেকে টাকা পেয়েছে। বোধহয় ঠিকই বলেছে বয়েড, ভাবল সে, শবারের কাছ থেকে কোন খবর আসতে পারে। অপেক্ষা করলে ক্ষতি কী? কয়েক মিনিটের ব্যাপার। এমন কিছু যাবে-আসবে না। কার্ল রিডল দুনিয়াটাকে আরও কিছুক্ষণ দেখতে পেল, এই যা।

‘বেশ, অপেক্ষা করলাম না হয়,’ অনিচ্ছুক সুরে বলল বুড়ো।

‘কিন্তু আমি অপেক্ষা করতে রাজি নই,’ সাফ জানিয়ে দিল ওয়াল্টন। কুখ্যাত আউটল কার্ল রিডল দড়িতে ঝুলছে—দৃশ্যটা দেখার জন্য তর সইছে না ওর। ‘আর কেনই বা অপেক্ষা করব? বক্স-এইচ কি চাইল বা না-চাইল তাতে আমাদের কী?’

‘উত্তরটা আমিও জানি না। কিন্তু বক্স-এইচ মালিকের খুনীর বিচার করেছি আমরা, তাই ওদের পক্ষ থেকে কিছু বলা হয় কি-না, জানার জন্য মিনিট ত্রিশ অপেক্ষা করলে কি এমন ক্ষতি হয়ে যাবে?’

‘ত্রিশ মিনিট অপেক্ষা করলে অন্ধকার নেমে আসবে,’ একগুঁয়ে স্বরে বলল ওয়াল্টন। ‘কোনভাবে যদি ঘটনা উল্টে যায়, তার দায়িত্ব তুমি নেবে?’

‘আমি দায়িত্ব নিয়েছি বলেই এতদূর এসেছ তোমরা, এসেছ আমার কাঁধে ভর করে। ডেপুটি হিসাবে আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি।’

‘তোমার নির্দেশের নিকুচি করি আমি!’

‘আবার বলো কথাটা!

কথা নয়, যেন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে জেথ্রো বয়েড। দু’পা পিছিয়ে গেল ডেভ ওয়াল্টন, এতক্ষণে হুঁশ হয়েছে তার। বয়েডের নিশ্চল অবয়বে একটা চিতার ভয়ঙ্করত্ব, যেন এখনই লাফ দেবে। সাপের মত ঠাণ্ডা দৃষ্টি কাঁপিয়ে দিল ওর অস্তিত্ব। বুঝে ফেলল হোলস্টার পর্যন্ত হাত পৌঁছানোর আগেই খুন হয়ে যাবে লোকটার হাতে।

ওয়াল্টনকে কুঁকড়ে যেতে দেখে বাঁকা হাসি ফুটল জেথ্রো বয়েডের মুখে। ‘সবাই শোনো,’ হাঁক ছেড়ে বলল সে। ‘প্রস্তাবটা কি অন্যায্য দিয়েছি আমি? মোটেই না। ত্রিশ মিনিট অপেক্ষা করলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। আমি রেনেতার কেউ নই, লুইসও নয়, তাই বিচারের সময় আমরা কেউই ছিলাম না। বিচারের ভারটা তোমাদের উপর ছেড়ে দিয়েছিলাম।

‘রিডলের ফাঁসি নির্ধারণ করেছ তোমরা। রায়ের প্রতি পূর্ণ আস্থা আছে আমার। শুধু একটা অনুরোধ করেছি, লুইস ফিরে এলে ঝোলানো হোক ওদের। এমন আয়োজন থেকে তাকে যেমন বঞ্চিত করা ঠিক হবে না, তেমনি বক্স-এইচের কেউ চাইলে তাদেরও হতাশ করা ঠিক হবে না।’

‘আচ্ছা, অপেক্ষা করব আমরা!’ দ্রুত বলল ওয়াল্টন। বয়েডের সামনে থেকে সরে যেতে পারলে বাঁচে।

‘তোমাকে কে বলল যে বক্স-এইচের লোক আসতে পারে?’ জানতে চাইল টম হিগিন্স।

‘বলেনি, তবে অনুমান করেছি। হাঙ্ককে আমিই পাঠিয়েছি। বক্স-এইচ যেহেতু কার্ল রিডলের অপরাধের সঙ্গে জড়িত, তাই ওদেরকে ঘটনা জানানো আমার দায়িত্ব বলে মনে করেছি।’

মনে মনে একচোট হাসল হিগিন্স। এমন দায়িত্ববোধ আর যাকে হোক অন্তত জেথ্রো বয়েডকে মানায় না। বরং সন্দিহান হয়ে

উঠেছে ওর মন। এরমধ্যে অন্য কিছু নেই তো? বয়েড এবং লুইসের কোন চক্রান্ত? লুইসকে দিয়ে বক্স-এইচের সঙ্গে রফা করতে চাইছে না তো?

তবে মন্দের ভাল হচ্ছে আরও এক ঘণ্টা পিছিয়ে গেছে দুটো মৃত্যু। জেথ্রো বয়েডের ধাপ্পার ফলাফল। তবে শেষ পরিণতিটা কী হবে, বুঝতে পারছে না হিগিন্স। মনে অস্বস্তি আর সন্দেহ দানা বাঁধছে ওর।

*

সূর্য ডুবেনি এখনও, তবে ক্যানিয়নে আঁধার ঘনাচ্ছে। গাঢ় হচ্ছে ছায়ার ঘনত্ব। ঝর্নার কাছাকাছি পাহাড়ী চাতালে অন্ধকার নামতে একটু বেশি সময় নিল; উত্তর আকাশে জ্বলে উঠেছে একটা নক্ষত্র, দেখাদেখি আরও কয়েকটা অনুসরণ করল, নিজেদের চেহারা দেখাল।

ক্ষুধা আর তৃষ্ণা থেকে মুক্তি মিলেছে কার্লের, তেমন কোন অনুভূতি নেই। শুধু চোখ দুটোকে সজাগ রাখতে হিমশিম খাচ্ছে। নিজেও জানে না কোত্থেকে এত ঘুম আসছে। ক্লান্ত ও, কিন্তু এরচেয়ে বেশি ক্লান্তির মধ্যেও ছিল। এক ধরনের প্রচ্ছন্ন অনীহা আর নিস্পৃহতা কাজ করছে, কোন কিছুই পরোয়া করতে ইচ্ছে করছে না; কেবল ডরোথির জন্য দুশ্চিন্তা ওকে সজাগ রাখছে। বারবার মেয়েটার অসহায় মুখ ফুটে উঠছে মানসপটে।

মুখ নিচু করে বসে আছে ডরোথি। বিশেষ আদালতের রায় শুনে সেই যে হতভম্ব হয়েছে, প্রায় ত্রিশ মিনিট হতে চলল, এখনও নিজেকে সামলে নিতে পারেনি। কী নিষ্ঠুর আর অমানুষিক এই প্রহসন! মানুষ হত্যাকে আরও নির্মম করার নামই কি বিচার? কাউকে গুলি করে হত্যা করা তবুও অনেক মানবিক। কারণ শেষ মুহূর্তেও তার মনে একটা আশা থাকে গুলিটা লাগবে না ঠিক জায়গায়, হয়তো বেঁচে যাবে অলৌকিকভাবে। তবে ফাঁসির ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নিশ্চিত ও কার্যকরী। উঁচু গাছের ডাল থেকে দড়ি

ঝুলিয়ে গলায় বেঁধে পায়ের নীচ থেকে ভিত্তি সরিয়ে দিলেই ঝামেলা খতম। দড়ির ফাঁস এঁটে বসবে গলায়। তীব্র ঝাঁকি খাবে শরীর, মট্ করে ঘাড়ের কশেরুকা ভাঙার বিজাতীয় শব্দটাই বলে দেবে সে মৃত। নারকীয় এই মৃত্যুকে এড়ানোর কোন পথ নেই।

'হে প্রভু! ঈশ্বর! আর কোন উপায় কি নেই? এমন ভয়ঙ্কর মৃত্যু না-হলে কি চলত না?' বিড়বিড় করে হতাশা প্রকাশ করল ডরোথি। 'কী দোষ করেছি আমি? সামান্য দয়াও কি মানুষগুলোর মধ্যে নেই?' বড়বড় দুই ফোঁটা অশ্রু নেমে এল গাল বেয়ে। অজান্তে শিউরে উঠল ডরোথি।

*

ক্যাম্পের আগুনের ধারে-কাছে আছে সবাই। আগুনের শিখাও উজ্জ্বল করতে পারছে না নিষ্ঠুর মুখগুলো, শ্বাপদের মত জ্বলছে চোখ। বাইরে মানুষের চেহারার আড়ালে এরা আসলে একেকজন হিংস্র পশুতে পরিণত হয়েছে। দুটো লাশ দেখতে না-পেলে ওদের রক্তের বুনো উন্মত্ততা কমবে না, দুই আসামীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঝুলিয়ে দিতে চায়।

সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে অধৈর্য হয়ে পড়ছে এরা। যথেষ্ট হয়েছে, হাঙ্ক লুইসের জন্য আর অপেক্ষা করতে রাজি নয় কেউ। জেথ্রো বয়েডের কর্তৃত্বও বরদাস্ত করবে না এখন।

'লুইস যদি রাতের মধ্যেও ফিরে না আসে তা হলে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে?' শ্লেষের সুরে জানতে চাইল ডেভ ওয়াল্টন।

'তাই তো মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করল ভার্ডন।

'ভুলে যাওয়া উচিত নয় হেল'স হোলের খুব কাছে আছি আমরা,' মনে করিয়ে দিল স্টোরমালিক। 'যে-কোন সময় হাজির হয়ে যেতে পারে জ্যাক ফ্রোম। চোরের উপর বাটপারি করায় ঝানু লোকটা। ভাবছি তখন কী করবে বয়েড। লেজ গুটিয়ে পালানো ছাড়া তো উপায় থাকবে না ওর।'

একবাক্যে সবাই সমর্থন করল কথাটা।

'বিড়ালের গলায় ঘণ্টা ঝুলাবে কে?' স্মিত হেসে জানতে চাইল টম হিগিন্স। 'সাহস থাকলে বয়েডের সামনে গিয়ে বলো ফাঁসি এখনই হবে।'

হিগিন্সের খোঁচা নীরবে সহ্য করল সবাই। বাস্তবতা হচ্ছে জেথ্রো বয়েডের মুখোমুখি হওয়ার মুরোদ কারও নেই। পরস্পরের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল ওরা, কেউ সরাসরি কারও দিকে তাকাল না।

চেকপোস্ট থেকে ফিরে এল রিকি স্টুয়ার্ট। তার জন্য বরাদ্দ করা সময় শেষ। এবার হিগিন্সের পালা। কার্বাইন হাতে নিয়ে পোস্টের দিকে এগোল হিগিন্স।

'কোন চালাকি করতে যেয়ো না, টম,' পিছন থেকে বলল জেথ্রো বয়েড। 'তোমার উপর সারাক্ষণ নজর থাকবে আমার।'

পিছন ফিরল হিগিন্স। একটু দূরে, সবার কাছ থেকে আলাদা প্রায় অন্ধকার জায়গায় বসে আছে ডেপুটি মার্শাল। শ্রাগ করল হিগিন্স, উত্তরে কিছু বলল না। ক্যাম্পের সবাই অধৈর্য হয়ে আছে, সামান্য কথা কাটাকাটি থেকে খুন-জখম হয়ে যেতে পারে। অযথা সংঘর্ষ এড়ানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

মনটা খারাপ হিগিন্সের। নেহাত ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়েছে কার্ল রিডল আর মেয়েটার নিয়তি। কিছু করার নেই ওর। কপালে যা লেখা আছে, তাই হবে ওদের।

পোস্টে এসে বসল হিগিন্স। চমৎকার জায়গা। প্রায় অন্ধকার, নড়াচড়া না-করলে দশ হাত দূর থেকেও ওকে দেখতে পাবে না কেউ। এই চাতাল দখল করতে হলে প্রথমে নিরস্ত্র করতে হবে ওকে, যা এককথায় অসম্ভব। ঝর্না থেকে সরু অস্পষ্ট ট্রেইল উঠে এসেছে চাতালের গোড়ায়, বুনো প্রাণীরা ব্যবহার করে। এখানে আসার একমাত্র পথ। পিছনে ব্লাড রকের জমকাল আকাশছোঁয়া ক্লিফের সারি। দুটো লাশ গায়েব করার জন্য আদর্শ জায়গা, কষ্ট করে উপত্যকায় ফেলে দিলেই চলবে, কেউ কখনও হদিশ পাবে না।

চাপা অস্পষ্ট একটা শব্দ শুনতে পেয়ে সচকিত হলো হিগিন্স। মনে হলো ভুল শুনেছে, কিন্তু কান দুটোকে সজাগ করতে আবার শুনতে পেল। খুব সন্তর্পণে ট্রেইল ধরে উঠে আসছে কেউ। মৃদু খসখসে আওয়াজ। টানটান হয়ে গেল হিগিন্সের দেহ, কার্বাইনের ট্রিগারে চলে গেছে আঙুল। প্রস্তুত। উপুড় হয়ে শুয়ে আছে ও, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ট্রেইলের দিকে।

মৃদু বাতাস ধেয়ে এল ঝর্নার দিক থেকে, বোঁটকা একটা গন্ধ হিগিন্সের নাকে আঘাত করল। ভুরু কোঁচকাল ও, এমন অদ্ভুত গন্ধ মানুষের হতে পারে না। কোন পশু নয়তো?

চাতালের কিনারার ঘাস দুলে উঠল। শেষ হলো প্রতীক্ষা। ফ্যাকাসে আকাশের বিপরীতে শত্রুর গাঢ় অবয়ব চমৎকার ফুটে উঠল। হামাগুড়ি দিয়ে উঠে আসছে। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ। ট্রিগার টেনে দেওয়া মাত্র ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে অনুপ্রবেশকারীর মাথা।

পরিস্থিতি ভুলে হো হো করে হেসে উঠল হিগিন্স। শেষ মুহূর্তে চিনে ফেলেছে জন্তুটাকে। একটা পাহাড়ী ছাগল! ঢিমেতালে উঠে আসছে ট্রেইল বেয়ে। বেশ নাদুসনুদুস। কম করে হলেও এক মণ গোস্ত হবে ওটার গায়ে। বাতাস উল্টোদিক থেকে বইছে বলে হিগিন্সের গন্ধ পায়নি, নইলে অনেক আগেই চম্পট দিত।

বিদ্যুৎ গতিতে ডাইভ দিল হিগিন্স, খপ করে ধরে ফেলল দুই ঠ্যাঙ।

'ব্যা... ... ...'

মুখ চেপে ধরে ছাগলের আর্তচিৎকার বন্ধ করল হিগিন্স। আর কারও মনোযোগ আকর্ষণ করতে অনিচ্ছুক। ছাড়া পেতে ধস্তাধস্তি করছে ছাগল, কিন্তু হিগিন্সও নাছোড়বান্দা। শেষপর্যন্ত ওটাকে জব্দ করতে সক্ষম হলো, পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে এগোল ক্যাম্পের দিকে। যেতে যেতে ফন্দিটা এল মাথায়।

একটা ছাগল দিয়ে ছাগল বানাবে সবাইকে।

অন্ধকার হাতড়ে রসাল একটা ব্রেড-রুট খুঁজে বের করল ও।

গুঁজে দিল ছাগলের মুখে। দুই শিং-এর সঙ্গে বাঁধল শিকড়ের দুই প্রান্ত। এখন না-পারবে গিলতে, না-পারবে ফেলে দিতে। "ব্যা" করে চিৎকার যাতে জুড়ে দিতে না-পারে সেজন্য এই আয়োজন।

কাছাকাছি শোলা জঙ্গলে ওটাকে ছেড়ে দিল হিগিন্স। কাঁটা জাতীয় গাছগুলোকে "জাম্পিং ক্যাকটাস"ও বলা হয়। সাধারণত মরুভূমিতে জন্মায়। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এর বিষাক্ত কাঁটাঅলা ডাল হঠাৎ লাফিয়ে উঠে আঘাত হানে। বেকায়দায় এই ঝোপে পড়ে গেলে শুধু বুনো প্রাণী নয়, বরং মানুষেরও মৃত্যু হতে পারে।

ক্যাকটাসের ফাঁদে পড়ে উন্মাদ হয়ে গেল ছাগলটা। সমানে চেঁচাচ্ছে। কাঁটার আঘাতে দিশেহারা হয়ে যত লাফায়, ততই কাঁটা আঘাত করছে। অন্ধকারে প্রচণ্ড আলোড়ন উঠল শোলা জঙ্গলে।

এক ছুটে পোস্টে ফিরে এল টম হিগিন্স। উত্তেজনার জোয়ার বইছে ওর রক্তে। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে দুলছে মন। নীচ থেকে ছাগলের হুল্লোড়ে ধুপধাপ শব্দ হচ্ছে। ভাল করে না-শুনলে মনে হবে ট্রেইল ধরে উঠে আসছে অনেক মানুষ।

এক রাউন্ড গুলি করল ও। ক্যানিয়ন আর ক্লিফের দেয়ালে মুহুর্মুহু প্রতিধ্বনি উঠল, শুনে মনে হলো যেন পাল্টা গুলি-বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। আধ-মিনিটের মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেল জেথ্রো বয়েড, ডেভ ওয়াল্টন, ভার্ডন আর স্টুয়ার্ট।

শোলা জঙ্গলে ধুপধাপ শব্দ এখন ওরাও শুনতে পাচ্ছে। ঝটপট পজিশন নিল সবাই, রাইফেল বাগিয়ে ধরল জঙ্গলের দিকে।

'হিগিন্স, ম্যালেনের কাছে চলে যাও তুমি,' নির্দেশ দিল জেথ্রো বয়েড। 'প্রয়োজনে কাভার দেবে আমাদের।'

ক্রল করে চাতাল থেকে নেমে এল হিগিন্স, তারপর ছুট দিল ক্যাম্পের উদ্দেশে। যা করার জলদি করতে হবে। কারণ ফাঁকিটা ধরে ফেলতে মিনিট খানেকের বেশি লাগবে না বয়েডের।

দূর থেকে দেখল দুই আসামীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে বুড়ো স্কট ম্যালেন, পিস্তল তাক করেছে কার্লের বক বরাবর। দু'জনেই

বন্দি, তারপরও বাড়তি সতর্কতা নিতে বিস্মৃত হয়নি বুড়ো। তবে হিগিন্সের অবস্থান সুবিধা দিচ্ছে ওকে, বুড়োর ঠিক পিছনে আছে।

কী যেন বলছিল কার্লকে, তাই শেষ মুহূর্তের আগে আগুয়ান হিগিন্সের উপস্থিতি টের পেল না ম্যালেন। চরকির মত যখন ঘুরে দাঁড়াল, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। রাইফেলের বাঁট দিয়ে সজোরে মারল হিগিন্স, এড়ানোর কোন সুযোগ পেল না বুড়ো, কানের পাশে মাথায় গিয়ে লাগল। জ্ঞানহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

তিন লাফে কার্লের পাশে পৌঁছে গেল হিগিন্স। ছুরি বের করে ফেলেছে। দু'তিন পোঁচে কার্লের হাতের বাঁধন কেটে ফেলল। পায়েরটা সে নিজে খুলতে পারবে, তাই ডরোথির দিকে মনোযোগ দিল হিগিন্স।

অপ্রত্যাশিত সাহায্য আসায় প্রথমে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল কার্ল, সেটা কাটিয়ে উঠতে কয়েক সেকেন্ডের বেশি ব্যয় করল না। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে। ঝটপট পায়ের বাঁধন খুলে ঝাঁপ দিল বুড়ো ম্যালেনের উদ্দেশে। রাইফেল তুলে নিতে স্বস্তির পরশ ছড়িয়ে পড়ল ওর সারা দেহে। গড়িয়ে উপুড় হলো ও, চাতালের দিকে দৃষ্টি রাখতে রাখতে বাম হাতে বুড়োর গানবেল্ট খুলে ফেলল। হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে ডরোথির উদ্দেশে ছুঁড়ে দিল। ততক্ষণে সেও মুক্ত হয়ে গেছে।

*

'অস্ত্র ফেলে দাও সবাই!' কর্কশ কণ্ঠে নির্দেশ দিল টম হিগিন্স।

'মাথার উপর হাত তোলাই ভাল,' জুড়ে দিল কার্ল।

নির্দেশ অমান্য করার জন্য ঘাড়ে দুটো মাথা নেই কারও। চমক সামলে নিতে যা দেরি, ঝটপট অস্ত্র ফেলে মাথার উপর হাত তুলল সবাই।

'ওই কুত্তার বাচ্চা যত নষ্টের মূল,' হিগিন্সের উদ্দেশে আঙুল উঁচিয়ে সব বিদ্বেষ উগরে দিল হ্যান্স ভার্ডন। 'তখনই বলেছিলাম

ঝুলিয়ে দাও! দেরি মানে অযথা ঝুঁকি নেওয়া!'

কড়াৎ শব্দে গর্জে উঠল পয়েন্ট ফোর-ফোর। অব্যর্থ লক্ষ্য। বাম হাঁটু গুঁড়িয়ে গেল ভার্ডনের। বস্তার মত ধপাস করে হাঁটু মুড়ে পড়ে গেল সে।

'আর কিছু বলতে চাও কেউ?' অস্ত্রটা দু'হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে জানতে চাইল ডরোথি, এগিয়ে ভার্ডনের পাশে গিয়ে দাঁড়াল ও, এক দলা থুথু ছিটাল রেনেতার মাস্তানের মুখে।

ডরোথির সামান্য ভুলে পাশার দান উল্টে গেল।

অক্ষত পায়ে লাথি হাঁকাল হ্যান্স ভার্ডন। অস্ফুট স্বরে ককিয়ে উঠল ডরোথি, ভারসাম্য রাখতে না-পেরে বয়েডের গায়ের উপর পড়ে গেল।

সুযোগ লুফে নিতে ভুল করল না জেথ্রো বয়েড। মেয়েটিকে গায়ের সঙ্গে চেপে ধরে ঝটিতি কোমরের খাপ থেকে ছুরি তুলে নিয়ে ডরোথির গলায় চেপে ধরল।

'রাইফেল ফেলে দাও, রিডল!' হুঙ্কার ছাড়ল বয়েড। 'নইলে দুই টুকরো হয়ে যাবে তোমার প্রেমিকার গলা!'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল কার্ল, মরিয়া একটা চাহনি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল ওর চোখে। 'শেষপর্যন্ত তুমিই জিতে গেলে,' তিক্ত সুরে বলল ও, ধীরে ধীরে নামাতে শুরু করল হাতের রাইফেল।

'সঙের মত দাঁড়িয়ে কী দেখছ?' হিগিন্সের উদ্দেশে খেঁকিয়ে উঠল বয়েড। 'অস্ত্র ফেলে দাও!'

ট্রিগার থেকে আঙুল সরায়নি কার্ল। মুহূর্তের জন্য বয়েডের দৃষ্টি হিগিন্সের দিকে সরে যেতে বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর হাতে। শরীরে কোথাও এতটুকু নড়াচড়া হলো না, স্রেফ কব্জির ঝাঁকিতে রাইফেলের নল সামান্য উঁচু হলো, কোমরের কাছ থেকে ট্রিগার টেনে দিল।

ভারী ক্যালিবারের গুলির আঘাতে মুহূর্তে নেই হয়ে গেল

ডরোথির পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা জেথ্রো বয়েডের বাম চোখ। অন্য চোখে পলক পড়ার আগেই মারা গেল সে।

একইসঙ্গে গর্জে উঠেছে হিগিন্সের কার্বাইন। লুকানো একটা ছোট্ট পিস্তল ছিল রিকি স্টুয়ার্টের বগলে, অল্প ক্যালিবারের। ওটা বের করার খায়েশ নিয়ে মারা গেল সে, তার বুক-পেট ঝাঁঝরা করে ফেলল হিগিন্স।

স্থির দাঁড়িয়ে আছে ডেভ ওয়াল্টন। ঘটনার আকস্মিকতায় বিহ্বল, বিমূঢ়। চোখে বিস্ফারিত দৃষ্টি। চালাকি করার পরিণাম নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছে। বুদ্ধিমান হওয়ার আশা ছেড়ে দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল সে।

ভার্ডনের দিকে এগোল কার্ল। সামনে আসতে গড়িয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল মাস্তান। ভার্ডনের মুখে সবুট পা চাপিয়ে দিল কার্ল, তারপর দেহের সব ওজন ব্যবহার করে চাপ দিল। মড়মড় করে ভেঙে গেল দু'পাটি দাঁত। তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকারটাও ঠিকমত বের হলো না মুখ থেকে, তার আগেই জ্ঞান হারাল সে।

শিউরে উঠল ডেভ ওয়াল্টন। চোখে আতঙ্ক নিয়ে তাকিয়ে আছে কার্লের দিকে।

স্টোরমালিকের দিকে ফিরল কার্ল। 'কাল সকালে এই কুকুর দুটোকে নিয়ে শহরে ফিরে যাবে তুমি,' নিরাবেগ স্বরে নির্দেশ দিল ও। 'তার আগে নয়। কথাটা যেন মনে থাকে।

'তোমাদের কারও সঙ্গে আমার শত্রুতা ছিল না, কাউকে খুনও করতে চাইনি। তবুও গায়ে পড়ে ঝামেলা বাধিয়েছিল বয়েড আর স্টুয়ার্ট। আমি যে খুনী নই, তার প্রমাণ তুমি নিজে।'

সম্মোহিতের মত মাথা ঝাঁকাল ওয়াল্টন। অন্তর থেকে কথাটা উপলব্ধি করছে। চাইলেই ওকে খুন করতে পারত কার্ল রিডল।

'বক্স-এইচে যাব আমরা,' হিগিন্সের দিকে ফিরল কার্ল 'যাবে নাকি, টম? উইল শবারের জায়গায় তোমার মত লোক পেলে বোধহয় খবই খুশি হবে ডরোথি।'

স্মিত হাসল হিগিন্স, কার্লের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ডরোথির উদ্দেশে বো করল।

'ইয়ে...রিডল...?' ভয়ে ভয়ে কার্লকে ডাকল ওয়াল্টন।

'কী?'

'ভুল তো সবারই হয়। আমারও হয়েছে। এখন বুঝতে পারছি উত্তেজনা আর হুজুগের বশে মহা ভুল করতে যাচ্ছিলাম। আর...'

'আর?'

'আমি সঙ্গে আসি? হয়তো সাহায্য লা াবে তোমাদের। কারও উপকারে লাগলে কিছুটা পাপমোচন হবে আ াার।'

'উঁহুঁ, এখন নয়। আগে রেনেতায় যাবে তুমি, তারপর র‍্যাঞ্চে চলে এসো। বক্স-এইচ লোক নেবে, কথাটা রেনেতায় ছড়িয়ে দিয়ো। আগ্রহী যাদের পাবে, সঙ্গে নিয়ে চলে এসো।'

চব্বিশ

কিছুদূর পর্যন্ত ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে এগোল হাঙ্ক লুইস। উঁচু স্তম্ভের মত মেসা আর ক্যানিয়নের গোলকধাঁধায় ঢুকেছে একটু আগে। ক্যানিয়ন হয়ে চলার সুবিধা যেমন আছে–চলা সহজ হয়–তেমনি খারাপ দিকও আছে। আগে চেনা না-থাকলে মাইলের পর মাইল দুর্গম পথ পাড়ি দেওয়ার পর দেখা যায় এগোনোর পথ বন্ধ। বক্স ক্যানিয়ন ওটা।

তবে এ-পথটা চেনা আছে ওর। দ্রুত পৌছানোর জন্য গোপন এবং সংক্ষিপ্ত পথ বেছে নিয়েছে। পিটার ব্রিসবিনের আগে লারামি ক্রসিঙে পৌছতে হবে। নাগাড়ে চললে বিশ মিনিটের মধ্যে গন্তব্যে

পৌঁছে যাবে। অন্ধকারেও দিব্যি এগিয়ে চলেছে ওর ঘোড়া।

মেসার চূড়ায় উঠতে দূরের এক ক্যাম্পে আগুন চোখে পড়ল। অবস্থান দেখে নিশ্চিত হলো ওটা ফ্রাঙ্ক টেলরের ক্যাম্প। স্যাডলের পেটি শক্ত করে এঁটে নিল হাঙ্ক, তারপর ঢালু ট্রেইল ধরে নামতে শুরু করল। এ-ধরনের বিপজ্জনক ঢাল বেয়ে নামতে পারে শুধু এমন মাসট্যাঙ।

শেষের কয়েক গজ তিন লাফে পার হলো ঘোড়াটা। কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম প্রয়োজন, কিন্তু থামল না হাঙ্ক। তীরের মত ছুটল ক্যাম্পের উদ্দেশে। চিঠিটা ফ্রাঙ্কের হাতে পৌঁছে দিয়ে ঘোড়া বদলে রিমরকে ফিরে যাবে। সকালে আবার ছুটতে হবে হেল'স হোলের উদ্দেশে। সঙ্গে নেবে পঞ্চাশ হাজার ডলার। টাকাটা ভাগাভাগি করতে হবে জেথ্রো বয়েডের সঙ্গে। তারপর ডরোথি আর রিডলকে খুন করে গা-ঢাকা দেবে, যদি ততক্ষণ পর্যন্ত ওদের ফাঁসি ঠেকিয়ে রাখতে পারে বয়েড। তবে সফল হয়েছে বলে মনে হয় না, আনমনে ভাবল হাঙ্ক। আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করার কথা ছিল, সন্ধ্যা অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে, অথচ ফিরে যেতে পারেনি সে। বয়েড হয়তো খেপে গেছে, কিন্তু কিছুই করার নেই ওর। কে জানত, নতুন কাজ দিয়ে ওকে সত্তর মাইল দূরে পাঠাবে কর্নেল শাটন?

টাকা হাতে পেলে নিশ্চয়ই রাগ পানি হয়ে যাবে তার, ভাবছে হাঙ্ক, বুঝবে সবদিক সামাল দিয়ে ফিরতে হয়েছে ওকে। ডরোথি আর রিডল ততক্ষণ পর্যন্ত বেঁচে না-থাকলেও ক্ষতি নেই, কারণ এমনিতেও তাদের মরতে হত।

নিজের ভাগের টাকা নিয়ে দূরে কোথাও চলে যাবে হাঙ্ক। সুস্থ এবং সুন্দর একটা জীবন গড়ে তুলবে।

মেসা অতিক্রম করার প্রায় আধ-ঘণ্টা পর ক্যাম্পে পৌঁছল হাঙ্ক লুইস। ট্রাউটের ঝোল দিয়ে সবে খাওয়া শুরু করেছিল ফ্রাঙ্ক টেলর, ওকে পৌঁছতে দেখে ভীষণ খুশি হলো।

স্যাডলব্যাগ থেকে কর্নেলের চিঠি বের করে ফ্রাঙ্কের হাতে ধরিয়ে দিল হাঙ্ক। জরুরি কণ্ঠে বলল, 'জেফ হলিস্টারের উকিল পিটার ব্রিসবিনকে তো চেনো? ডেনভার যাচ্ছে সে। সকাল নাগাদ এখানে পৌঁছে যাবে তার কোচ। কোচম্যান সহ বুড়োকে খতম করে জ্বালিয়ে দেবে কোচটা। ঘোড়া আর মানুষ পুঁতে রাখবে যেন কখনও খুঁজে পাওয়া না-যায়।'

উজ্জ্বল হলো ফ্রাঙ্কের মুখ। মনের মত একটা কাজ পাওয়া গেছে। কয়েকদিন ধরে কার্ল রিডলের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে শরীরে খিল ধরে গেছে।

'চিঠিটা পড়ে দেখো।'

'অত তাড়া কীসের? আগে খেয়ে নাও।'

'এখনই রওনা দেব। তোমার ঘোড়াটা ধার দিতে হবে যে?' মাছের ঝোলে লম্বা চুমুক দিয়ে বলল হাঙ্ক।

চেঁচিয়ে বিলি কেনেডিকে ঘোড়া নিয়ে আসার নির্দেশ দিল ফ্রাঙ্ক। তারপর হাঙ্কের দিকে ফিরল। 'তোমার কথাই তো যথেষ্ট, আবার চিঠি কেন?'

শ্রাগ করল হাঙ্ক। 'হয়তো কাজে কোন খুঁত রাখতে চায় না কর্নেল। ব্রিসবিনকে খুন করার পর কী করতে হবে, বিস্তারিত নির্দেশ দিয়েছে তোমাকে।' উঠে দাঁড়াল ও। পাহাড় থেকে ধেয়ে এল হিমেল আর্দ্র বাতাস।

আকাশের দিকে তাকাল হাঙ্ক। তারারা মেঘের আড়ালে দ্রুত লুকিয়ে পড়ছে। বৃষ্টি হবে বোধহয়।

খাম ছিঁড়ে চিঠিটা পড়ল ফ্রাঙ্ক। মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল ওর হাসি। শিউরে উঠল সে। দেরি করলে আরও বেশি দ্বিধা হবে, তাই দ্রুত হোলস্টার থেকে তুলে নিল কোল্টটা।

ঘোড়া নিয়ে এসেছে বিলি কেনেডি। স্যাডলের পেটি পরখ করল হাঙ্ক।

'তোমার স্টিলডাস্টটা তো চমৎকার, হে!' এক লাফে ওটার

পিঠে চড়ল হাঙ্ক। ঘুরে ফ্রাঙ্কের দিকে তাকাতে স্যাডলের উপর জমে গেল ওর দেহ।

পা টানটান করে দাঁড়িয়ে আছে ফ্রাঙ্ক টেলর, মুখে পাথুরে নির্লিপ্ততা। হাতে উদ্ধত কোল্ট।

'চিঠিতে কী লেখা আছে, ফ্রাঙ্ক?' কেঁপে উঠল হাঙ্কের কণ্ঠ।

ঠাণ্ডা চাহনিতে হাঙ্ককে দেখল ফ্রাঙ্ক। ঘোড়ার পিঠে স্থাণুর মত বসে আছে হাঙ্ক লুইস, ফ্যাকাসে আকাশের বিপরীতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কাঠামো।

'পিটার ব্রিসবিনের পাশে তোমার কবরটা খুঁড়তে নির্দেশ দিয়েছে কর্নেল শাটন।'

পরপর দু'বার ট্রিগার টিপল ফ্রাঙ্ক টেলর।

*

অন্ধকারে ছুটে চলেছে তিনটা ঘোড়া। সওয়ারী তিনজন। কার্ল, ডরোথি আর হিগিন্স।

ঝর্নার কাছে বেঁধে রাখা ঘোড়াগুলোই প্রাণ বাঁচিয়েছে ওদের। গোলাগুলির শব্দ শুনে হেল'স হোল থেকে বেরিয়ে এসেছিল এক দল লোক, গুলির শব্দ শুনে জায়গাটা স্পট করতে সমস্যা হয়নি তাদের। পড়িমরি করে ছুট দিয়েছে তিনজন, স্যাডলে চড়ে বামের ক্যানিয়নের উদ্দেশে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছিল। ঝড়ের গতিতে। ঘোড়াগুলো উইলোর জঙ্গলে থাকলে আটকা পড়ে যেত ওরা।

এরা আসলে জ্যাক ফ্রোমের দলবল। ট্রেইল ড্রাইভ শেষ করে রাতে ডেরায় ফিরেছে। এসেই জানল দলনেতা খতম। এক্ষেত্রে যা হয়, কারও জন্য কিছু আটকে থাকে না। হেল'স হোলেও নতুন নেতা তৈরি হলো, এবং মিনিট ত্রিশের মধ্যে সেও খুন হয়ে গেল। অন্য একজন তার জায়গা নিয়েছে। সে-ই এখন হেল'স হোলের হর্তা-কর্তা-বিধাতা।

হিগিন্সের কাছ থেকে কয়েকটা ব্যাপার জেনেছে কার্ল। বিশেষ করে বয়েড আর লুইসের হেল'স হোলে যাওয়া এবং অক্ষত দেহে

ফিরে আসা; পরবর্তীতে বাজে অজুহাতে হাঙ্ক লুইসের বক্স-এইচে যাওয়া। দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়েছে ও। অনুমান করেছে জেথ্রো বয়েড, জ্যাক ফ্রোম আর উইল শবারের মধ্যে গোপন যোগাযোগ ছিল। না-থেকে পারে না।

ট্রেইলের একপাশে আকাশে ঝুলে আছে ধ্রুবতারা, ওটা দেখে পথ চিনছে হিগিন্স। এলাকাটা সে-ই বেশি চেনে বলে নেতৃত্বের ভার তার উপর ছেড়ে দিয়েছে কার্ল। ক্যানিয়ন কানা না-হলে শেষ পর্যন্ত লারামি ক্রসিঙে গিয়ে উঠবে ওরা। কথাটা ভাবতে শীতল ঘাম জমল কার্লের কপালে। ক্যানিয়নের মুখ বন্ধ থাকলে একই পথে ফিরে আসতে হবে, রিমরকে পৌঁছানোর জন্য তখন হেল'স হোল হয়ে উত্তরের ট্রেইল ধরতে হবে। এই পরিস্থিতিতে হোলে ফিরে যাওয়া আত্মহত্যার শামিল হবে। কারণ এতক্ষণে ওদের ক্যাম্প খুঁজে পেয়েছে ফ্রোমের অনুচররা, জেনেও গেছে আস্তানার পাশে কিছু লোকের কয়েকদিনের তৎপরতার খবর। নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে টহল জোরদার করবে ওরা, আশপাশে ঢুঁ মারবে, এমনকী কার্লদের ট্রেইল ধরে পিছু নিলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

মেঘ জমছে আকাশে। বাতাসে ঝড়বৃষ্টির পুর্বাভাস। বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগেই ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। তুমুল বৃষ্টিতে অল্প সময়ে পানিতে ভরে যায় ক্যানিয়ন। তখন এটাই ওদের জন্য হয়ে যাবে মৃত্যুফাঁদ।

ভাগ্যে যে কী আছে, কেবল ঈশ্বরই জানেন!

সামনে আকাশছোঁয়া প্রাচীর বা ক্লিফ যাই থাক, পেরিয়ে যেতে হবে। তবুও পিছন ফেরা চলবে না—এই প্রত্যয় মরিয়া করে তুলল কার্লকে।

আরও মাইল দুয়েক যাওয়ার পর বৃষ্টি শুরু হলো। চড়চড় করে পিছন থেকে ধেয়ে আসছে বৃষ্টি। বজ্রপাতের গর্জন প্রতিধ্বনি তুলছে ক্যানিয়নের দেয়ালে। মানুষের আগেই বিপদ টের পায় ঘোড়ারা।

নির্দেশ ছাড়াই দাঁড়িয়ে পড়ল ওগুলো। স্পার দাবিয়ে, চেঁচিয়ে, খুঁচিয়ে...কোনভাবেই কাজ হলো না। অস্থির ভঙ্গিতে পা দাপাচ্ছে ওগুলো। শান্ত রাখতে হিমশিম খাচ্ছে ওরা।

অগত্যা আশপাশে তাকাল কার্ল। আজ আর ক্যানিয়ন পাড়ি দিতে পারছে না, বরং এখানেই নিরাপদ একটা আশ্রয় খোঁজা উচিত। বিদ্যুচ্চমকের আলোয় ইতি-উতি তাকাল ও, কয়েকটা প্রকাণ্ড পাথর চোখে পড়ল, তবে পাহাড়ী ঢালের বেশ নিচুতে। ওতে কাজ হবে না। পানির উচ্চতা নির্ঘাত পাথর ছাড়িয়ে যাবে।

বৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ক্যানিয়নের তলায় পানির উচ্চতা বাড়ছে। কড়াৎ শব্দে বাজ পড়ল। এত কাছে যে গন্ধকের পোড়া গন্ধ স্পষ্ট লাগল নাকে। বিদ্যুতের প্রভাবে মাথার চুলে কাঁটা দিল।

আসন্ন বিপদ নিয়ে শঙ্কিত কার্ল। কানায় কানায় ভরে উঠবে সব ওঅশ, প্রমত্তা নদীতে পরিণত হবে শুকনো নালা। প্রায় বিশ ফুট উঁচু পানির তোড়ে ভেসে যাবে পুরো ক্যানিয়ন, এত ভয়ানক স্রোত তৈরি হবে যে খড়কুটোর মত উড়ে যাবে পাথর, গাছ, পশু, মানুষ...সবকিছু।

ক্রমে ঘোড়াগুলোর অস্থিরতা বাড়ছে। সওয়ারকে ফেলে দিয়ে প্রাণপণে ছুটে পালাতে চাইছে ওরা। সামলে রাখতে গলদঘর্ম হচ্ছে কার্লরা। ক্যানিয়নের খাড়া দেয়াল বেয়ে ওঠার উপায় নেই। যেভাবে পানি বাড়ছে, বড়জোর আর দশ মিনিট টিকতে পারবে এখানে। এখন দুটো পথ খোলা ওদের সামনে। হয় কোথাও আশ্রয় নিতে হবে, নইলে পানিতে গা ছেড়ে দিতে হবে, আশায় থাকতে হবে কোথাও ভাসিয়ে নিয়ে যাবে স্রোত। কিন্তু সেটাও বিপজ্জনক, কারণ স্রোতের তোড়ে ভেসে আসা গাছ বা পাথরের সঙ্গে সংঘর্ষ হতে পারে, মাথা ঠুকে যেতে পারে ক্যানিয়নের দেয়াল বা পাথুরে জমির সঙ্গে।

কাছাকাছি একটা বড়সড় গ্র্যানিট চোখে পড়ল। মন্দের ভাল হিসাবে ওটার পিছনে ঘোড়া নিয়ে উঠে এল তিনজন। যথেষ্ট উঁচু

নয়, কিন্তু অন্তত কিছুক্ষণ হলেও থাকতে পারবে এখানে। উদ্বেগ আর উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে কার্ল, শঙ্কিত দৃষ্টিতে বেড়ে ওঠা পানির ধারা দেখছে।

মিনিট তিনেক পর খড়কুটোর মত ভেসে যাওয়াই স্থির করল কার্ল। ইঁদুরের মত পাথর আঁকড়ে ধরে চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু শেষে ঠিকই ডুবে মরবে; কিংবা ঝাঁপ দিতে পারে পানিতে। তাতেও একই পরিণতি হবে। কিন্তু দ্বিতীয়টি অনেক সম্মানজনক। ইঁদুরের মত ডুবে মরার চেয়ে পানির তোড়ে ভেসে বিশাল কোন পাথরের সঙ্গে সংঘর্ষে মরতে হলেও তাই সই। দ্রুত মরতে পারবে।

স্যাডল-ব্রিডল খুলে ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দিল ওরা। ছাড়া পেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল আতঙ্কিত প্রাণীগুলো, হাঁটু পানি ভেঙে ছুটে গেল স্রোতের অনুকূলে।

হঠাৎ জিনিসটা চোখে পড়ল কার্লের। বিদ্যুচ্চমকের আলোয় জমকাল দেখাচ্ছে গাছের বিশাল অবয়ব। শিকড় সহ উপড়ে নিয়ে এসেছে স্রোত। পরেরবার বিজলি চমকাতে ডরোথি আর হিগিন্সও দেখতে পেল। কার্লের ইশারায় ঢাল ধরে কয়েক পা নেমে এল ওরা, তারপর একইসঙ্গে ঝাঁপ দিল পানিতে।

মাঝারি সাইজের কটনউড। বন্যার তোড়ে টিকতে না-পেরে ভেসে এসেছে স্রোতে। হিগিন্স গাছটাকে ধরতে সক্ষম হলেও ব্যর্থ হয়েছে ডরোথি, স্রোত ঠেলে পৌঁছতে পারেনি গাছের কাছে। হাতে স্যাডল ছিল কার্লের, অগত্যা ওগুলোর মায়া ত্যাগ করে ডরোথির সাহায্যে ছুটল। এক হাতে সাঁতার কাটছে ও, অন্য হাতে অস্ত্রশস্ত্র পানির উপর উঁচিয়ে ধরে রেখেছে।

পানির উচ্চতা এখনও বেশি নয়, বড়জোর পেট ছাড়িয়েছে; তীব্র স্রোতের টান বাধা দিচ্ছে বলে ঠিকমত এগোতে পারছে না। না-পারছে সাঁতরাতে, না-পারছে ভেসে থাকতে কিংবা খিঁচে দৌড় দিতে। স্রোতের ধাক্কায় হাবুডুবু খেয়ে যত দ্রুত সম্ভব ডরোথির

কাছে পৌঁছতে চাইছে কার্ল।

গাছের একটা ডাল ধরে উল্টো দিকে ঝাঁপ দিল টম হিগিন্স। স্রোতের প্রতিকূলে টান পড়ায় খানিক বেঁকে গেল গাছটা, ফলটা কাঙ্ক্ষিত হলো ওদের জন্য–ব্রেক কষার মত দাঁড়িয়ে পড়ল গাছ। ক্ষণিকের জন্য হলেও এটাই দরকার ছিল ডরোথির। ওর নাগাল পেয়ে গেল কার্ল। ডরোথিকে ঠেলে গাছের উপর তুলে দিল, নিজেও হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে বসল।

তিনজনের ভার একটু বেশি হলো গাছের জন্য। হাত খানেক পানিতে ডুবে গেল ওটা। অগত্যা পানিতে নেমে পড়ল কার্ল, একটা শিকড় ধরে ভাসিয়ে রাখল শরীর। হালকা হতে ফের দ্রুত ছুটে চলল ওদের গাছের ভেলা।

মনে মনে প্রার্থনা করছে ডরোথি। বিপদের যেন শেষ নেই! এক বিপদ থেকে মুক্তি পায় তো নতুন বিপদ এসে উপস্থিত। পাথরের সঙ্গে সংঘর্ষ হলে মাথা ছাতু হয়ে যাবে, অথবা গাছটা উল্টে গিয়ে একমাত্র অবলম্বন হারাতে হতে পারে। ক্যানিয়নের শেষ মাথায় যদি দীর্ঘ নালা থাকে, তা হলেও সর্বনাশ হবে। স্রোত ঠেলে হয়তো ওপাড়ে পৌঁছতেই পারবে না কেউ।

অনিশ্চয়তা নিয়েই থাকতে হবে ওদের। দেখা যাবে ভাগ্য ওদের কোথায় নিয়ে যায়। ভয়ার্ত তিনজোড়া চোখকে আরও একবার কাঁপিয়ে দিল নিকষ অন্ধকার।

*

বর্ষাতি গায়ে চাপিয়েছে উইল শবার, তবুও রক্ষা পায়নি। শরীর ঠিকই ভিজছে। নিষ্ফল আক্রোশে ওর পিঠে আছড়ে পড়ছে বৃষ্টির বড়বড় ফোঁটা। ঘাড় বাঁকিয়ে আপত্তি জানাচ্ছে ঘোড়াটা, কিন্তু গ্রাহ্য করল না উইল, বরং একই গতিতে ছুটে চলল। ধারে-কাছে মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। গন্তব্য আর মাত্র এক মাইল দূরে। যেভাবে হোক পৌঁছতে হবে হেল'স হোলে।

বৃষ্টির অনুকূলে ছুটছে বলে এ-যাত্রা রক্ষা পেল উইল। শান্ত

শান্ত

ঘোড়াটা পাড়ি দিল শেষ পথটুকু। আশ্চর্যের ব্যাপার, হেল'স হোলের ফটকের কাছাকাছি পৌঁছা মাত্র বেমালুম হাওয়া হয়ে গেল বৃষ্টি। কিছুক্ষণের মধ্যে মেঘ সরে গিয়ে ফুটফুটে তারার দল বেরিয়ে এল।

ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল উইল। লাগাতার বৃষ্টি হলে রিমরকে ফেরা হত না ওর।

'কে তুমি? ওখানেই দাঁড়াও!' ফটকের কাছাকাছি হতে পাথুরে আড়াল থেকে হাঁক দিল একটা কণ্ঠ।

'উইল শবার। রিমরক থেকে এসেছি।'

আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল ভন মরগান। 'সত্যি তুমি, উইল?' হাসি মুখে জানতে চাইল সে।

'ঝড়বৃষ্টির মধ্যে আশা করোনি, এই তো?' হেসে স্যাডল ছাড়ল উইল। 'ভাল আছ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তোমার মত কেউকেটা লোক হঠাৎ কী মনে করে হেল'স হোলে এল?'

মৃদু হাসল উইল। 'প্রয়োজন কোন বাধা বা আইন মানে না। তাই ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করে চলে এসেছি।'

'কী ব্যাপার, বলো তো?'

'কার্ল রিডলকে আমি নিজের হাতে জবাই করতে চাই! তবে জবাই করার আগে ওর জিভটা টেনে ছিঁড়ে ফেলব।'

কিছু বলল না মরগান। পকেট থেকে তামাক-কাগজ বের করে সিগারেট রোল করতে শুরু করল। শেষে বলল, 'ঝর্নার ধারে পেয়ে যাবে ডেভ ওয়াল্টনকে। আমাদের লোকজনও আছে। সবাই অপেক্ষা করছে রিডলের জন্য। ক্যানিয়নের উল্টো স্রোতে যদি তার লাশ ভেসে না-আসে, তা হলে সকালে রওনা দিয়ো ওদের সঙ্গে। কোন পাথরে-টাথরে হয়তো আটকে থাকবে রিডলের লাশ।'

'ঠিক বুঝলাম না,' হাঁ হয়ে গেল উইল।

'তোমার লোকজন ওকে ফাঁসিতে চড়ানোর আগেই দুটোকে

মেরে চম্পট দিয়েছে রিডল। সঙ্গে মেয়েটাকেও নিয়ে গেছে। তবে যে-ক্যানিয়নে ঢুকেছে, ওটা দিয়ে বেরোনোর পথ নেই। বুঝতে পারছ তুমুল বৃষ্টির মধ্যে ক্যানিয়নে আটকা পড়ে কী হবে ওদের দশা?'

'সত্যি জানো ওই ক্যানিয়ন থেকে বেরোনোর পথ নেই?'

'ওটার নাম ব্লাইন্ড রক। নামেই পরিচয়। শুধু ডানা গজালে ওটা পেরোতে পারবে রিডল।'

'শুনে খুশি হলাম,' কিছুটা ম্লান সুরে বলল উইল। রিডল হাত ফস্কে বেরিয়ে গেছে শুনে হতাশ হয়েছে। 'যাকগে, ফ্রোমের সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি। সম্ভব হবে না?'

'কাজে বাইরে গেছে ফ্রোম। চিঠিটা না-হয় আমার কাছে দাও।'

আর ঘাঁটাতে সাহস পেল না উইল। বলা যায় না খেপে যেতে পারে ব্যাটা। এসব আউটলকে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। মুহূর্তে চোখ উল্টে ফেলতে পারে। চিঠি আর কয়েকটা স্বর্ণমুদ্রা মরগানের হাতে ধরিয়ে দিয়ে দ্রুত সরে এল।

অন্তত ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রাম দরকার ঘোড়াটার, নইলে আবার ছোটা যাবে না। হেল'স হোল থেকে মাইল খানেক দূরে আসার পর ক্যাম্প করার সিদ্ধান্ত নিল উইল। কেন জানে না, কিন্তু আর সবার মত হেল'স হোলের অশরীরী আতঙ্ক ওকেও কম-বেশি অস্থির ও শঙ্কিত করে তোলে।

কার্ল রিডলের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেল না!

খিদে চাগিয়ে উঠেছে। স্যাডলব্যাগ খুলে রুটি-মাংস বের করে খেল উইল। ঘোড়াটাকে একটা রুটি দিল। ঠাণ্ডা রাত্রি, কিন্তু কফি ছাড়া কাটাতে হবে। একে সঙ্গে আনেনি, আনলেও হয়তো আগুন জ্বালাত না। আগুন জ্বলতে দেখে কখন কে উপস্থিত হয় কে জানে!

হাঁটতে হাঁটতে সিগারেট রোল করল ও, তারপর ঝোপের আড়ালে এসে ধরাল। দুর্ভাবনা থেকে মুক্তি বোধহয় কোনদিনই

মিলবে না ওর।

রিডলের লাশটা দেখতে চেয়েছিল, কিন্তু এবারও ব্যর্থ হলো। ভন মরগানের কথা যদি সত্যি হয়, তা হলে পানির তোড়ে ভর্তা হওয়া উচিত ওই বেজন্মার!

'প্রভু, তাই যেন হয়!' শয়তান না ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল নিজেও জানে না উইল শবার।

পঁচিশ

ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল কার্ল রিডল। নিকষ অন্ধকার এক ফুঁৎকারে সরে গেল চোখের সামনে থেকে। বিস্ফোরণের শব্দও মিলিয়ে গেছে। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে স্রোতের টানে আর ছুটছে না গাছটা।

চমৎকার ফুরফুরে সকাল। ঝকঝকে আকাশে একফোঁটা মেঘও নেই। শান্ত, স্থবির এক পৃথিবীতে পৌঁছে গেছে ওরা। এত বেশি নীরব যে মরে গেছে কি-না সন্দেহ হলো, পরখ করার জন্য চড়া স্বরে ডাকল ডরোথিকে। হ্যাঁ, নিজের কণ্ঠ শুনতে পেল! তারমানে বেঁচে আছে। সমস্যার কথা হচ্ছে, ডরোথির সাড়া এল না। টম হিগিন্সকেও ডাকল। সেও সাড়া দিল না।

নিজেকে চিমটি কাটল কার্ল। হ্যাঁ, ব্যথা পাচ্ছে।

সত্যি সত্যি বেঁচে আছে এই উপলব্ধি ওর সারা সত্তা কাঁপিয়ে দিল। নিজেকে সুস্থির করল ও, তারপর আশপাশে তাকাল। হ্যাঁ, আছে ডরোথি! দু'হাতে গাছের গুঁড়ি ঝাপটে ধরে আছে। আগের মতই, বৃষ্টির সময় যেমন ছিল।

বেঁচে আছে তো? চিন্তাটা মাথায় আসতে ধক্ করে উঠল ওর কলজে। ঝটিতি হাত বাড়াল। ছিটেফোঁটা উত্তাপও নেই মেয়েটার দেহে। গাছের গুঁড়ি থেকে ডরোথির দুই হাত মুক্ত করল কার্ল তারপর পানির উপর চিৎ করে দিল। বুকের উপর কান পাতল। ক্ষীণ শব্দ শুনতে পেয়ে আনন্দে লাফিয়ে উঠল ওর হৃৎপিণ্ড। বেঁচে আছে! ক্যানিয়নের তলায় গোপন এই নদীতে ভেলা ঢুকে পড়ার সময় বা তারও আগে একসময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

গিরিখাতের নীচে এই নদীর কারণে বেঁচে গেছে ওরা। নইলে স্রোতের টানে তীব্র বেগে কোন পাহাড়ের দিকে ছুটে যেত। ভয়ঙ্কর নদীর পাকে পড়ে কানফাটা গর্জনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে আসার স্মৃতি মনে পড়তে গলা শুকিয়ে গেল কার্লের। দৈব এক শক্তি ওদের টেনে বের করে এনেছে পাতালের ভিতর থেকে।

বাতাস গাছটাকে আরও পঞ্চাশ গজ ঠেলে নিয়ে যেতে পায়ে মাটি ঠেকল ওর। ডরোথিকে পাঁজাকোলা করে তুলে বুক-পানিতে নামল। তারপর ঘাসে ছাওয়া নদীর তীরে উঠে এসে শুইয়ে দিল ওকে। ফিরে এসে অচেতন হিগিন্সকে একইভাবে ভেলা থেকে ক্রীকের তীরে নামিয়ে আনল কার্ল।

অবসন্ন দেহ। অমানুষিক ধকল গেছে। কিন্তু গ্রাহ্য করল না। এদের বাঁচাতে হবে। ডরোথির অবস্থাই সঙ্গীন। শরীরের উত্তাপ বাড়ানো দরকার। অনভ্যস্ত হাতে ডরোথির শরীর উদোম করল ও, তারপর ম্যাসেজ শুরু করল।

মিনিট তিনেক পর হিগিন্সের কাছে এল কার্ল, তারও কোমর পর্যন্ত কাপড় সরিয়ে ম্যাসেজ শুরু করল। মিনিট পাঁচ পর আবার ডরোথির কাছে এল। চাইছে আগে মেয়েটার জ্ঞান ফিরে আসুক, নইলে উদোম শরীর নিয়ে হিগিন্সের সামনে ভয়ানক লজ্জায় পড়ে যাবে বেচারী।

কার্লের অক্লান্ত চেষ্টায় একসময় কেঁপে উঠল দীঘল চোখের পাতা। ধীরে ধীরে পাপড়ি মেলে তাকাল ডরোথি। দৃষ্টিতে তখনও

শূন্যতা।

'ডরোথি?' ছোট্ট করে ডাকল কার্ল।

'উম্!' অনেকক্ষণ পর সাড়া দিল ডরোথির অসাড় ঠোঁট।

কার্লের উপর চোখ পড়তে তাকিয়ে থাকল মেয়েটা, চোখের তারায় খুশির ঝিলিক। দুই ফোঁটা অশ্রু কখন গাল বেয়ে ঝরে পড়ল কেউই টের পেল না। ঝুঁকে ডরোথির কপালে চুমো খেল কার্ল, তারপর বগলের নীচে হাত গলিয়ে বসিয়ে দিল। ওর গায়ের সঙ্গে ঠেস দিয়ে বসে থাকল ডরোথি, কার্লের একটা বাহু জড়িয়ে ধরতে গিয়ে নিজের নগ্নতা আবিষ্কার করল। চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল ওর, অস্ফুট স্বরে বলল কী যেন।

দৌড়ে উইলো ঝোপের কাছে চলে এল কার্ল। রোদে শুকাতে দিয়েছিল ব্লাউজ, স্কার্ট আর অন্তর্বাস। দশ মিনিটে যা শুকিয়েছে তাই সই। আধ-ভেজা কাপড় এনে দিতে দ্রুত পরে ফেলল ডরোথি।

বাতাস ও তীব্র রোদে এমনিতে জেগে গেল টম হিগিন্স। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে সময় নিল না সে, তবে চারপাশে তাকিয়ে ক্রীকের পাড়ে অপূর্ব নৈসর্গিক সৌন্দর্যের মাঝে নিজেকে আবিষ্কার করে বিমূঢ় বোধ করল। এক লাফে উঠে দাঁড়াল সে, তারপর দু'হাত শূন্যে ছুঁড়ে ছুট দিল অপ্রকৃতিস্থের মত।

বেঁচে থাকার আনন্দের বহিঃপ্রকাশ এটা। কটমট করে কার্লের দিকে তাকিয়ে ছিল ডরোথি, হিগিন্সকে হঠাৎ লাফালাফি করতে দেখে হেসে ফেলল দু'জনেই। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে হিগিন্সকে অনুসরণ করল ওরা।

*

হিগিন্সের চোখে প্রথম ধরা পড়ল ক্যাম্পটা। খিচে দৌড় দিয়ে ওখানে পৌঁছানোর আগেই পা হড়কে পড়ে গেল সে। উদ্যমটা তাই মুহূর্তে হারিয়ে গেল। হিগিন্স উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে অন্যরাও পৌঁছে গেল।

উঁচু একটা মেসায় উঠে এল ওরা। মাথা নিচু রেখে চারপাশে তাকাল কার্ল, দূরে খিলান আকৃতির জোড়া পাহাড় দেখে বুঝল কোথায় আছে। জায়গামতই পৌঁছেছে। লারামি ক্রসিঙের পিছনের ক্যানিয়নে চলে এসেছে ওরা। ক্যাম্পের উপর নজর পড়তে থমকে গেল ও। মূল ট্রেইল থেকে জায়গাটা বিচ্ছিন্ন, সাধারণত এত দূরে ক্যাম্প করে না কেউ।

কাদের প্রয়োজন পড়েছিল এত দূরে ক্যাম্প করার? দ্বিধা জন্ম নিল কার্লের মনে। খুঁটিয়ে দেখল, কিন্তু এতদূর থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না।

সাতসকালে বিগড়ে গেল মেজাজ। নিরস্ত্র আছে ওরা, এ-অবস্থায় ক্যাম্পে উপস্থিত হওয়া ঠিক হবে না। শূন্য হোলস্টার নিয়ে কোথাও উঁকি দিতে যায় না পশ্চিমের লোক। স্রোতের ধাক্কায় কখন কোল্ট আর কার্বাইন ওদের হাত থেকে ছুটে গেছে, কেউই টের পায়নি। আসলে প্রাণ বাঁচানো নিয়ে ব্যস্ত ছিল, অন্য কোন দিকে মনোযোগ দেওয়ার ফুরসত পায়নি।

দ্রুত আড়াল নিল ওরা। পুরো ক্যাম্প আর আশপাশ খুঁটিয়ে লক্ষ্য করল কার্ল, তারপর একটু একটু করে নামতে শুরু করল। একজনের নড়াচড়া আবিষ্কার করতে পেরেছে, তাবুর ওপাশে ছায়ায় বসে আছে লোকটা। একাধিক লোকের ক্যাম্প, তবে এই মুহূর্তে শুধু একজনই আছে। অন্যরা বোধহয় কোন কাজে বেরিয়েছে। যে-কোন মুহূর্তে চলে আসতে পারে, তাই যত দ্রুত সম্ভব ক্যাম্পে হানা দিতে ইচ্ছুক কার্ল।

পিছনে হালকা খুট শব্দ হতে চমকে ফিরে তাকাল ও, ডরোথিকে গড়ান দিয়ে এগোতে দেখে মেজাজ চড়ে গেল। হাত তুলে নিষেধ করল, কিন্তু কে শোনে কার কথা! তবে হিগিন্স ওর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে।

কার্লকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে ডরোথি। অগত্যা কার্লও পিছু নিল। ঝোপ-ঝাড় এড়িয়ে অপেক্ষাকৃত উঁচু একটা জায়গায়

পৌঁছল ওরা। ক্যাম্পের অনেক কাছে চলে এসেছে এখন। পঞ্চাশ গজ দূরে। এদিক থেকে ক্যাম্পে ঢুকতে হলে শেষ ত্রিশ গজ খোলা জায়গা পেরোতে হবে। বড্ড ঝুঁকি হয়ে যায়!

বেকায়দা অবস্থা। ডরোথির বদলে হিগিন্স এলে ভাল হত। দু'দিক থেকে এগোতে পারত দু'জন। উল্টো দিক থেকে হিগিন্স এঁকেবেঁকে খিঁচে দৌড় দিলে বেকায়দায় পড়ে যেত লোকটা। আর সেই সুযোগ কাজে লাগাত কার্ল, পিছন থেকে কজা করে ফেলত শত্রুকে।

'ওদিকে যাচ্ছি আমি,' দ্রুত বলল ডরোথি। 'তুমি দেখো এই ফাঁকে এদিক থেকে কিছু করতে পারো কি-না।' কার্লকে সুযোগই দিল না, কথা শেষ করে হাঁটতে শুরু করল।

প্রমাদ গুনল কার্ল। মেয়েটাকে ঠেকাতে গেলে দু'জনেই ধরা পড়ে যাবে লোকটার চোখে। ফাজিল মেয়ে তো! রাগে নিজের আঙুল কামড়াতে ইচ্ছে করছে ওর।

ততক্ষণে খোলা জায়গায় পৌঁছে গেছে ডরোথি। সাবলীল পায়ে কোণাকুণি এগিয়ে যাচ্ছে ক্যাম্পের দিকে। অগত্যা দ্রুত ক্রল করে এগোল কার্ল। উদ্বেগে ঘামতে শুরু করেছে। না-জানি কী ঘটে শেষে! নিরস্ত্র অবস্থায় নিজেকে আর কখনও এত অসহায় মনে হয়নি ওর। একা হলে উদ্বেগ বোধ করত না, কিন্তু ডরোথি এর সঙ্গে জড়িত। প্রথম ধাক্কাটা ডরোথির উপর দিয়ে যাবে।

রাইফেলের লেভার টানার শব্দে চমকে উঠল কার্ল। মাথা তুলতে স্পষ্ট দেখতে পেল লোকটাকে। কার্বাইন হাতে হাঁ করে দেখছে ডরোথিকে। মুখে বিচিত্র হাসি ফুটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা। এই বিপদেও গা জ্বলে গেল কার্লের, ডরোথির মুখে আমন্ত্রণের হাসি কিছুতে বরদাস্ত করতে পারছে না।

কিন্তু হাসিতেই কাজের কাজ হলো। উদ্ধত কার্বাইন সরিয়ে পিঠে তুলে রাখল লোকটা। চাহনিতে ফুটে উঠেছে উল্লাস আর দুনিয়া জয় করার আনন্দ। নির্জনে এমন সুন্দরী মেয়ে পাওয়া

চোদ্দগোষ্ঠির কপাল!

সম্মোহিত প্রহরীর পাঁচ গজের মধ্যে পৌঁছে গেছে ডরোথি, ঠিক তখনই "বেরসিকে"র মত নাক গলাল কার্ল। এমন পটেছে লোকটা যে কিছুই টের পায়নি। আঙুলের ডগা দিয়ে তার পিঠে গুঁতো মারল কার্ল, গম্ভীর স্বরে নির্দেশ দিল: 'এক চুল নড়বে না!'

জমে গেল লোকটা। সুন্দরীর চালাকি ধরতে বুদ্ধিমান হওয়ার দরকার পড়ে না। তবে দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে। পিঠের দখল চলে গেছে মেয়েটার সঙ্গীর কাছে, ঠিক শিরদাঁড়ার উপর স্থির হয়ে আছে কোল্টের নল। সামান্য বেতাল করলে গুড়ুম!

'উঁহুঁ, অস্ত্র ফেলার দরকার নেই,' পিছন থেকে বলল কার্ল। 'আমিই খুলে নিচ্ছি ওটা।'

কার্বাইনটা খসিয়ে ডরোথির উদ্দেশে বাড়িয়ে ধরল কার্ল, তার আগে লোকটার গানবেল্ট নিজের দখলে নিয়েছে।

'আগে বাড়ো।'

এগোল সে কয়েক পা। তারপর ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে ছানাবড়া হয়ে গেল চোখ। অন্ধ আক্রোশে পাগল হয়ে যাওয়ার দশা হলো। স্রেফ আঙুল ঠেকিয়ে তাকে বোকা বানিয়েছে কার্ল রিডল! ক্ষোভে-দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে। যাকে খুন করার জন্য ক'দিন ধরে এখানে গাঁট হয়ে বসে আছে, আর সেই কি-না নিরস্ত্র অবস্থায় ওর সব অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নিয়েছে! ফ্রাঙ্ক ওকে ক্ষমা করতে পারলেও নিজেকে কখনও ক্ষমা করতে পারবে না।

কষে লোকটার দুই হাত-পা বাঁধল হিগিন্স। তাঁবুর ভিতর থেকে হুইস্কির বোতল, মাংস, রুটি আর বিস্কুট বের করল। জেরা করতে সব তথ্য বেরিয়ে পড়ল।

লোকটার নাম বিলি কেনেডি। পাঁচ দিন ধরে এখানে আছে। মাঝে অন্যরা যাওয়া-আসা করলেও শুরু থেকে একই ধান্ধায় ছিল ওরা—রাইফেলের নলের আগায় কার্লকে পাওয়া।

'মিথ্যে বলে লাভ নেই, কাল বুঝতে পারছে ব্যাটা ত্যাঁদোড়, যতটা স্বীকার না-করলে চলছে না তাই বলছে। দরকারী কোন তথ্য দিচ্ছে না। ছুরি বের করে পড়ে থাকা কেনেডির গলায় ছোঁয়াল। 'ঘোড়ার ব্র্যান্ড দেখে চিনেছি তুমি শবারের নেড়ি কুকুর। এখন উগরে দাও তো সব! নইলে দেখবে জীবনেও মেয়েমানুষের কাছে যাওয়ার ইচ্ছে হবে না তোমার।'

'গরু চরাতে গেছে।'

বাঁকা হাসল কার্ল। 'বোঝা গেল আমার কথা বিশ্বাস করোনি। বেশ, বিশ্বাস করানোর ব্যবস্থা করছি।' বলে ছুরি দিয়ে লোকটার ট্রাউজার কোমর থেকে কাটতে শুরু করল। 'কী জানো, এক হাত দিয়ে এই কাজটা দিব্যি চালিয়ে যেতে পারি আমি। কয়েকবারই করেছি। বোতামের সুতা থেকে ট্রাউজার ও আন্ডারঅয়্যার কাটা পর্যন্ত, সবশেষে ওই জিনিসটা। বিশ্বাস করো, একবারও অন্য হাত কাজে লাগাব না। সব এই হাতে এবং আঙুলও কাজে লাগাব না। এক ছুরি দিয়ে যত কিছু!'

ঠিকরে বেরোনোর দশা হয়েছে কেনেডির চোখ। আতঙ্কে গোঁ গোঁ করতে শুরু করল। 'দোহাই তোমার! বলছি, সবই বলছি!'

'গরু চরাতে গেছে? এখানে গরু চরানোর মত জায়গা কোথায়? মস্করার আর জায়গা পেলে না?' পাশ থেকে মুখিয়ে উঠল টম হিগিন্স। সানন্দে হুইস্কির সদ্ব্যবহার করছে। 'আগে ওর কান দুটো খসাও, কার্ল। দেখবে গড়গড় করে সব বলে দিচ্ছে।

চুপ করে থাকল বিলি কেনেডি।

কঠিন হয়ে গেল কার্লের চোয়াল, ছুরি তুলল।

সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠল কেনেডি, থরথর করে কাঁপছে শরীর। চোখের সামনে ছুরি তুলতে ঝিক্ করে প্রতিফলন তুলল সকালের সূর্য। ভয়ে চোখ বুজে ফেলল সে। অনুভব করল ছুরির এক পোঁচে উড়ে চলে গেল ট্রাউজারের বোতাম। এবার কাপড় কাটবে!

'কয়েক সেকেন্ড পর মুখ খুললেও লাভ হবে না, উজবুক!'

ভর্ৎসনা হিগিন্সের কণ্ঠে। 'জলদি বলে ফেলো!'

কাঁপুনির সঙ্গে দরদর করে ঘামছে কেনেডি। চোখে উদ্‌ভ্রান্ত চাহনি। বুঝে গেছে দেরি করা ঠিক হবে না। যা বলছে সত্যি তাই করবে কার্ল রিডল। এমন মারমুখী লোক দেখেনি আর।

'তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম!'

'বাকিরা কোথায়?'

'ডেনভারে যাওয়ার ট্রেইলে ফাঁদ পেতে বসে আছে!' হাঁপাতে হাঁপাতে জানাল কেনেডি।

'কেন?'

'পিটার ব্রিসবিনের নাকি ওই পথে ডেনভার যাওয়ার কথা আজ...'

'উইল শবার কোথায় আছে?'

'র‍্যাঞ্চে,' একটুও দ্বিধা করল না কেনেডি, যমের ভয় পেয়েছে। 'কর্নেল হিরাম শাটনের সেবায় ব্যস্ত...'

'কী বললে?' বিস্ময়ে বেকুব বনে গেছে কার্ল। বিশ্বাস করতে পারছে না কথাটা।

'সত্যি বলছি! কর্নেল শাটন এসেছে র‍্যাঞ্চে। তাকে নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে উইল। কর্নেল মুখ ফুটে কিছু চাইতে দেরি কেবল, সঙ্গে সঙ্গে হাজির করছে ও। করবে না কেন? উইলের বুদ্ধিতে যা ঘাটতি আছে, তার সবই পুষিয়ে দিচ্ছে কর্নেল। ঘরে বসে সবকিছু কিনারা করে দিচ্ছে

ঝাড়া কয়েক মিনিট শুনে গেল কার্ল, তারপর আরও কয়েকটা প্রশ্ন করল কেনেডিকে। বক্স-এইচ র‍্যাঞ্চে কী হচ্ছে তার মোটামুটি একটা ছবি পেয়ে যেতে উঠে দাঁড়াল।

ডরোথিকে কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে ঘোড়ায় চাপল ও। ক্যাম্পে এসে ঘোড়া এবং প্রয়োজনীয় অস্ত্র সবই পেয়ে গেছে। ঘোড়া নিয়ে যায়নি কেনেডির সঙ্গীরা। সম্ভবত ট্রেইলটা কাছে, কিংবা ওখানে ঘোড়া লুকিয়ে রাখার মত জায়গা নেই।

স্যাডলব্যাগে হুইস্কির বোতল ঢুকিয়ে দ্রুত ঘোড়ায় চাপল টম হিগিন্স, কার্লের পিছু পিছু ছুটিয়ে দিল ঘোড়া।

কর্নেল হিরাম শাটন এখানে এসেছে? ঘোড়া ছোটানোর সময় আনমনে ভাবল কার্ল। অবিশ্বাস্য! উইল শবারের সঙ্গে যতই খাতির থাকুক, তাকে এখানে আশা করেনি কার্ল। নিশ্চয়ই বিরাট কোন লাভের ধান্ধায় এসেছে শয়তানটা। জেফারসন হলিস্টারের সম্পত্তি দখল করতে চাইলে এতটুকু অবাক হবে না কার্ল। কর্নেলের স্বভাবই এমন। সেনাবাহিনী থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায় সে, যেখানেই যায় বড়সড় কোন দাঁও মেরে চলে যায় অন্য কোথাও। এখানেও তার ব্যতিক্রম হবে না।

দৃঢ় হয়ে গেল কার্লের চোয়াল, দাঁতে দাঁত চাপল ও। উঁহুঁ, এবার ব্যতিক্রম হবে, মনে মনে শপথ করল, সব ঋণ শোধ করার আগে রিমরক ছাড়তে পারবে না ধুরন্ধর কর্নেল।

*

মেসার চূড়ায় উঠতে চোখে পড়ল ডেনভারের ট্রেইল। উইলো ঝাড়ের মাঝখান দিয়ে নীচের ঢালে নেমে এল ওরা। সতর্ক যাতে আকাশের পটভূমিতে ওদের অবয়ব ফুটে না-ওঠে। তবে স্বস্তির ব্যাপার, স্প্যানিশ ড্যাগার, ইউক্কা, ওকটিয়া ঝোপ আর জমাট বাঁধা লাভার স্রোতের মাঝে আলাদাভাবে ওদের স্পট করা কঠিন হবে। অন্যদিকে কিছুটা উঁচুতে থাকায় সামনের তামাম বিরান এলাকা খুঁটিয়ে দেখতে অসুবিধা হচ্ছে না।

দূরবীনের কাচে সূর্যের আলোর প্রতিফলন দেখে শত্রুপক্ষের অবস্থান জেনে গেল কার্ল।

রিমরকের ট্রেইল জরিপ করছে কেউ। চমৎকার জায়গা বেছে নিয়েছে ওরা। পাথর আর গ্র্যানিটের পটভূমিতে এক চিলতে নিচু জমি। আশপাশে মেস্কিট এবং উইলো ঝোপ পুরোপুরি আড়াল করেছে ট্রেইল থেকে। অ্যাম্বুশ করার জন্য জায়গাটা আদর্শ।

সময়মত পৌঁছেছে বলে স্বস্তি বোধ করছে কার্ল। ওদের আগে

পৌঁছায়নি পিটার ব্রিসবিন, নইলে আফসোস করতে হত এখন।

তৈরি হয়ে অপেক্ষায় থাকল ওরা।

বেশ কিছুক্ষণ পর দূরে কোচটা দেখা গেল। চার ঘোড়ায় টানা স্টেজকোচ। পাহাড়ের বাঁক পেরিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে। প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে আসছে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে। ড্রাইভারের আসনে দু'জন লোক বসে আছে।

ঝড়ের বেগে ভাবনা চলছে কার্লের মাথায়। পরিকল্পনা আগে থেকে ঠিক করে নেওয়া দরকার, নইলে ভরাডুবি হয়ে যাবে। কোচের লোকজন জানে না অ্যাম্বুশে পড়তে যাচ্ছে, তাই শত্রুদের ঘায়েল করার পাশাপাশি তাদেরও বাঁচাতে হবে। সম্ভব হলে আগে সতর্ক করে দিতে হবে।

কাজটা কঠিন হবে...

নিজেকে শত্রুর জায়গায় কল্পনা করল কার্ল। কোচের যা গতি, নিশ্চিত না-হয়ে গুলি করত না, তারমানে যথেষ্ট কাছে আসবে কোচ, তারপর গুলি করবে শত্রুরা। ধরা যাক, বিশ গজ। জায়গাটা অনুমান করল ও। পাহাড়ের ছোট্ট একটা বাঁক পেরোনোর পরপর হামলা আসবে।

ফাঁদের ঠিক পঞ্চাশ গজ দূরের কালো একটা পাথরকে চিহ্নিত করল মার্কার হিসাবে। হিগিন্সের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করল কোচ পাথর পেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে শত্রুপক্ষের উপর হামলা করবে ওরা। একসঙ্গে দুটো উদ্দেশ্য পূরণ হবে তা হলে—শত্রুপক্ষকে চমকে দেওয়া যাবে, আর এই ফাঁকে সতর্ক হয়ে যাবে কোচের লোকজন। বিপদ বুঝে পাল্টা গুলি করবে পিট ব্রিসবিন বা ড্রাইভার, নিশ্চয়ই তৈরি হয়ে এসেছে। সেক্ষেত্রে, দু'দিক থেকে আক্রমণে হয়তো দিশেহারা হয়ে পড়বে শত্রুরা।

ধুলোর মেঘ তুলে দ্রুত এগিয়ে আসছে কোচ। লাগাম টেনে আর স্পারের আলতো খোঁচায় ঘোড়া দুটোকে তৈরি রাখল ওরা, ধনুকের ছিলার মত টানটান হয়ে আছে ওগুলোর দেহ। সঙ্কেত

পাওয়ামাত্র তুফান বেগে ছুটবে। আর মাত্র দশ গজ।

কোচ কালো পাথর অতিক্রম ক ার সঙ্গে সঙ্গে লাগামে ঢিল দিল ওরা, লাফিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটল ঘোড়া দুটো।

ট্রিগার টিপল হিগিন্স। বাকশট। কেনেডিদের ক্যাম্পে পেয়েছে ওটা। বিশ ইঞ্চি নল উগরে দিল দুটো গোলা। পাথরের উপর শুয়ে থাকা এক শত্রুর দ্বিখণ্ডিত লাশ ঢাকা পড়ে গেল ধোঁয়ায়।

এবার গর্জে উঠল কার্লের পয়েন্ট ফোর-ফাইভ। মেস্কিট ঝোপ ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল একজন, পেট খামচে ধরেছে, পরের গুলি বিঁধতে সটান রুক্ষ মাটির বুকে আছড়ে পড়ল।

কোচ থামানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে শর্টি বিলিটো। ব্রেকের উপর দাঁড়িয়ে গেছে বলা চলে। কিন্তু গুলির শব্দে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে ঘোড়াগুলো, উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটছে। ঢালের উপর গর্জে উঠল শত্রুর রাইফেল। বুকে ধাক্কা খেল কী যেন, টের পেল শর্টি, অজান্তে লাগাম ছেড়ে বুক চেপে ধরল সে। অস্ফুট আর্তনাদটা পরের গুলিতে চাপা পড়ে গেল। গড়িয়ে পাদা রি উপর পড়ল তার লাশ।

বিপদ হতে পারে অনুমান করেছিল পিটার ব্রিসবিন। কোলে রাখা রাইফেল তুলে নিয়ে পাল্টা গুলি করল। কিন্তু লাগাতে পারল না। হঠাৎ ট্রেইল ছেড়ে ঢালের দিকে ছুটতে শুরু করল কোচ, তাল হারিয়ে ফেলেছে ঘোড়াগুলো। পাথরে লেগে হড়কে গেল একটা চাকা, চোখের নিমেষে এক দিকে কাৎ হয়ে গেল কোচ। এতেই বেঁচে গেল পিটার ব্রিসবিন। আরেক আততায়ীর পাঠানো গুলি তার হ্যাট ফুটো করল।

কোচ সমেত ভূপতিত হলো ওকিল।

বারবার গর্জে উঠল কার্লের পিস্তল। হিগিন্সও বসে নেই। শত্রুর অবস্থানে হানা দিল এবার। দরকার ছিল না। চারটা লাশ পড়ে আছে।

ঘরে ট্রেইলের দিকে যাবে, এসময় গর্জে উঠল একটা পিস্তল।

লাফিয়ে উঠল কার্লের সোরেল। চোখের পলকে দু'পা শূন্যে তুলে ফেলল ঘোড়াটা। আচমকা লাফ দেওয়ায় ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে কার্ল, পিছলে পড়ে গেল স্যাডল থেকে। পা যাতে আটকে না-যায় তাই স্টিরাপ থেকে পা মুক্ত করে নিল ও, মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে সরে গেল কয়েক গজ।

খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে ফ্রাঙ্ক টেলর। অন্যদের চেয়ে একটু পাশে অবস্থান নিয়েছিল সে। কার্লদের চোখ এড়িয়ে গেছে তাই। খুনে চাহনিতে টার্গেট খুঁজে বেড়াচ্ছে সে। পাথরের আড়ালে চলে গেছে কার্ল, দেখতে পায়নি।

প্রমাদ গুনল কার্ল। আড়চোখে দেখল ট্রেইলে চলে গেছে টম হিগিন্স। কাৎ হয়ে যাওয়া কোচের নীচে চাপা পড়ে গিয়েছিল বুড়ো উকিল, তাকে টেনে বের করে আনল। উঠে দাঁড়িয়ে গা থেকে ধুলো ঝাড়ল উকিল, দেখে মনে হচ্ছে হাত-পা অক্ষত আছে।

আঁতিপাতি করে পাহাড়ী ঢালে কার্লকে খুঁজছে ফ্রাঙ্ক টেলরের চোখ। ট্রেইল বা উকিলের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। জানে কার্ল রয়েছে, সুতরাং ওকে খুন করাই প্রথম কর্তব্য মনে করেছে।

ঘাপটি মেরে পড়ে আছে কার্ল, জানে উঠে দাঁড়ানো মাত্র ওকে গুলি করবে লোকটা, সামান্য সুযোগ দেবে না। উঠে দাঁড়াবে ও, তবে একটু পর, যখন একতরফা সুযোগ পাবে না টেলর।

ধৈর্য হারিয়ে তীব্র খিস্তি আওড়াল সে। রিডল?' চড়া স্বরে ডাকল কার্লকে।

'আছি আমি।'

'বেরিয়ে এসো! পুরুষ মানুষ এভাবে লুকিয়ে থাকে নাকি?'

"পিস্তলটা আগে হোলস্টারে ঢোকাও, তারপর আমাকে দেখতে পাবে। ডুয়েল লড়বে নাকি?'

'যাবই যখন, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে মন্দ হয় না,' হেসে উঠল টেলর। 'খুব নাম শুনেছি তোমার, পিস্তলে নাকি চালু হাত। কথাটা আমার বিশ্বাস হয় না। প্রমাণ দেবে?'

'মরবে তুমি!'

'এখান থেকে জীবিত ফিরে যেতে পারব না, সেটা আমি ভাল করে জানি। খালি পায়ে কতদূর যেতে পারব? ঠিকই আমাকে ধরে ফেলবে তোমার বন্ধু। কিন্তু তোমাকে যদি আগেই পাঠিয়ে দেওয়া যায়, নরকে গিয়েও শান্তি পাব।'

বেশ তো।'

পিস্তল হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল সে। অপেক্ষায় থাকল।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল কার্ল। ফ্রাঙ্ক টেলর যেখানে ভেবেছিল সেখানে নয়, বরং তার কিছুটা বাম দিকে ওর অবস্থান।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। ধীরে ধীরে বদলে গেল টেলরের চাহনি। খুনের নেশা জেগে উঠল চোখে। সাপের মত ছোবল মারল হোলস্টারে, নিমেষে উঠে এল পিস্তলটা।

ক্রূর হাসি ফুটে উঠল টেলরের ঠোঁটে, কোমরের কাছ থেকে গুলি করল। হাসিটা চোখ স্পর্শ করার আগেই হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল সে, মুক্ত বাম হাত দিয়ে খামচে ধরল বুকের বাম পাশ। হাতটা চোখের সামনে মেলে ধরার আগেই নিভে গেল তার দৃষ্টি। শুধু অনুভব করল হেরে গেছে সে। হৃৎপিণ্ড এফোঁড়ওফোঁড় করে দিয়েছে কার্ল রিডলের বুলেট।

ছাব্বিশ

ক্যাম্পে পৌছতে ছুটে এল ডরোথি। পিটার ব্রিসবিনের সঙ্গে তাকে পরিচয় করিয়ে দিল কার্ল। উচ্ছল হাসি-খুশি মেয়েটিকে দেখে খুশি হলো বৃদ্ধ, মুগ্ধ হলো ডরোথির সরল দৃষ্টি দেখে। চোখ দেখে চেনা

যায় অ্যাঞ্জেলিনার বোন সে, চেহারায়ও প্রচুর মিল রয়েছে। সন্দেহ থাকল না এই মেয়ে জেফ হলিস্টারের হারিয়ে যাওয়া নাতনিদের বড়জন।

এতক্ষণ ঠিক টের না-পেলেও বাম কাঁধে কিছুটা আড়ষ্টতা অনুভব করছে কার্ল, ঘোড়া থেকে পড়ে মচকে গিয়েছিল বোধহয়। নাড়তে গেলে তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে পুরো হাতে। ডরোথির জন্য একটা ঘোড়ায় স্যাডল সাজাল ও।

'এত তাড়া কীসের, কার্ল? কোথায় যাবে?' জানতে চাইল টম হিগিন্স।

'এখনই রিমরকের উদ্দেশে রওনা হব।'

'কেন?'

'আজ রাতে অ্যাঞ্জেলিনার উপর আঘাত হানবে ওরা।'

'তুমি কীভাবে জানলে?' এবার বুড়ো উকিলের প্রশ্ন।

'মি. ব্রিসবিন, সকাল পর্যন্ত তুমিই ছিলে ওদের পথের কাঁটা। ওরা নিশ্চিত জানে ফ্রাঙ্ক টেলর এতক্ষণে তোমার লাশ মাটিতে পুঁতে ফেলেছে। তাই অ্যাঞ্জেলিনাকে খুন করা ওদের জন্য কোন সমস্যাই নয় এখন।'

'কিন্তু কালই তো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, এই অবস্থায় নিশ্চয়ই অতবড় ঝুঁকি নেবে না ওরা?' ফাঁকা স্বরে জানতে চাইল বুড়ো।

'কেন নেবে না? কাল কী হবে, তাতে কিছু আসে-যায় ওদের? জেফ হলিস্টারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যদি তার নাতনি মারা যায়, তাতে ওদের লাভ ছাড়া ক্ষতি তো হবে না।'

'ঠিকই বলেছ,' ডেনভারে পৌঁছানোর কথা মনে পড়ল তার। 'তুমি র‍্যাঞ্চে ফিরছ, তাই নিশ্চিন্তে ডেনভার যেতে পারব এখন।'

'ডেনভারে? তুমি তা হলে অনুষ্ঠানে থাকছ না?'

'না। কাল একটা গুরুত্বপূর্ণ মামলার শেষ শুনানি হবে। ওতে আমার উপস্থিত না-থাকলেই নয়। আমি অনুপস্থিত থাকলে হয়তো আদালতে এক তরফা ডিক্রী পেয়ে যাবে বাদী পক্ষ।'

'শুনানির তারিখটা কি কালই ছিল?'

'না। হঠাৎ তারিখটা দুই সপ্তাহ কী কারণে যে এগিয়ে আনা হলো, বুঝতে পারছি না। এমন হয় না কখনও। গতকাল কোর্ট থেকে একটা সমন পেলাম। সাধারণত দুই পক্ষের মতামতের ভিত্তিতে শুনানির দিনক্ষণ ঠিক বা পরিবর্তন হয়।'

মৃদু হাসল কার্ল, দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়েছে। 'কর্নেল হিরাম শাটনকে চেন তুমি? আচ্ছা, দেখাও হয়েছে তা হলে! আমার তো মনে হয় তোমাকে র‍্যাঞ্চ থেকে তাড়ানোর চমৎকার ফন্দিটা তার।'

'বলতে চাও সমনটা ভুয়া?' চোখ কপালে উঠতে বাকি বুড়ো উকিলের।

'তা হয়তো নয়। তবে প্রভাব খাটিয়ে তারিখ এগিয়ে আনা কঠিন নয়। কর্নেল শাটনের জন্য এটা ডালভাত। নানান জায়গায় যোগাযোগ আছে লোকটার।'

'তারমানে জজকে প্রভাবিত করে আমার জন্য আগাম সমন জারি করেছে ওই ব্যাটা শাটন?'

'হ্যাঁ, তাই হয়েছে বোধহয়।'

চুপ হয়ে গেল বুড়ো। মনে ভয়ানক ওলটপালট চলছে। একজন বিচারকও যে বিক্রি হয়ে যেতে পারে, এমন ধারণা ছিল না তার। আগাগোড়া ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করল ব্রিসবিন, যত ভাবছে ততই মনে হচ্ছে কার্লের সন্দেহই ঠিক।

'এক কাজ করা যাক,' সমস্যার সমাধান বাতলে দিল কার্ল। 'টম হিগিন্সকে ডেনভারে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমার প্রতিনিধি হয়ে তারিখটা পিছানোর জন্য কোর্টে দরখাস্ত দেবে ও। অবশ্য আরও ভাল হয় যদি সিনেটরকে একটা চিঠি লিখে দাও তুমি। তোমার অসুস্থতা আর বন্ধুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিতির অপরিহার্যতা, সব মিলিয়ে তুমি নাচার। যদ্দূর জানি, ডেনভারের সিনেটর তোমার বন্ধু, মি. ব্রিসবিন।'

'তাই তো! আমার অসুখের খবর জানলে বাকিটা সেই সামাল

দেবে।' উজ্জ্বল হয়ে গেল তার মুখ, বুক থেকে দুশ্চিন্তার পাষাণ ভার নেমে গেছে। 'তবে সকালের মধ্যে আদালতে আমার দরখাস্ত না-পৌছলে শেষরক্ষা হবে না।'

'নিশ্চিন্ত থাকো, মি. ব্রিসবিন,' আশ্বস্ত করল টম হিগিন্স।

'আরও একটা চিঠি দেব,' হিগিন্সের উদ্দেশে বলল বুড়ো। 'ওরিয়েন্টাল মাইনের অফিসে গিয়ে স্যার নিলস সোয়েনসনকে দিতে হবে ওটা।'

'ইচ্ছে করলে যেতে পারো টমের সঙ্গে,' পিটার ব্রিসবিনকে বলল কার্ল। 'তবে এসময়ে তুমি র‍্যাঞ্চে থাকলে জেফ হলিস্টারের আত্মা বোধহয় শান্তি পেত।'

'অবশ্যই! ওই সমন না-এলে আমাকে দড়ি দিয়ে টেনেও বক্স-এইচ থেকে সরাতে পারত না কেউ। ঠিকই বলেছ, কালকের অনুষ্ঠানে আমার না-থাকলে চলবে না। মেয়ে দুটোকে সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়ার প্রথম ধাপটা আমার হাতে আটকে আছে।'

'বেশ, এবার কাজের কথায় আসা যাক। টম, কোচটার ক্ষতি হয়নি তো? রিমরক পর্যন্ত যাওয়া যাবে?' হিগিন্স মাথা ঝাঁকাতে খেই ধরল। 'মি. ব্রিসবিন, ডরোথিকে নিয়ে সরাসরি র‍্যাঞ্চে ফিরে যাবে তুমি। আমি যাব অন্য পথে। একসঙ্গে সবার চেহারা না-দেখানোই ভাল। তোমাদের আগেই পৌছে যাব।'

'ওই ব্যাটার কী হবে?' পড়ে থাকা কেনেডির দিকে ইশারা করল হিগিন্স।

'ওর ব্যবস্থাও ভেবে রেখেছি।'

শঙ্কিত দৃষ্টিতে কার্লের দিকে তাকাল ডরোথি, মৃদু হেসে ওকে আশ্বস্ত করল কার্ল।

মিনিট পাঁচ পর তিনটা চিঠি নিয়ে ডেনভারের উদ্দেশে যাত্রা করল টম হিগিন্স। সুইট অ্যালিস পর্বতমালা হয়ে যাওয়ার একটা গোপন ও সংক্ষিপ্ত পথ তাকে বাতলে দিয়েছে কার্ল, আশা করছে ভোরের দিকে পৌছে যাবে সে।

ডরোথি আর বুড়ো উকিলকে কোচে তুলে দেওয়ার সময় জামার আস্তিনে লেগে থাকা রক্তের দাগ চোখে পড়ল কার্লের। এখনও জ্বলজ্বল করছে শর্টি বিলিটোর রক্ত। কবর খুঁড়ে মাটিতে শুইয়ে দেওয়ার সময় রক্তে ভিজে গিয়েছিল ওর হাত। কোচের পাদানিতেও রক্ত লেগে আছে। রক্তের দাগ মুছে দিলেও স্মৃতিতে আজীবনের জন্য তরতাজা হিসাবে জমা থাকল শর্টির প্রাণবন্ত মুখ।

কোচটা চোখের আড়াল হয়ে যেতে একা হয়ে পড়ল কার্ল। ঘোড়াগুলো ঠিকমত ছুটলে কাল সকালে র‍্যাঞ্চে পৌঁছে যাবে ওরা। তবে তার আগেই পৌঁছতে হবে ওকে। গুনে গুনে বদলা নিতে হবে। ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি এত তাড়াতাড়ি কর্নেল হিরাম শাটনের মুখোমুখি হতে পারবে। সুযোগ যখন এসে গেছে, দেরি করতে রাজি নয় কার্ল।

বাড়তি কয়েকটা ঘোড়া ছিল ক্যাম্পে। নিজের জন্য একটা রেখে বাকিগুলোর বাঁধন খুলে দিল ও। তারপর শটগান তুলে ফাঁকা গুলি করল। বাকশটের কান-ফাটানো শব্দে হন্যে হয়ে ছুট লাগাল প্রাণীগুলো। ওগুলোর কোন একটাকে পায়ে হেঁটে ধরতে গেলে সম্ভবত এক সপ্তাহ লেগে যাবে।

শেষ কাজটা বাকি। মৃদু পায়ে বন্দির সামনে এসে দাঁড়াল ও। ওকে দেখেই শিউরে উঠল কেনেডি, আতঙ্কে কোটর থেকে ঠিকরে বের হয়ে যেতে চাইছে চোখজোড়া। অগত্যা চোখ বুজে ফেলল সে।

সড়াৎ করে শব্দ হতে দৃষ্টি মেলে তাকাল বিলি কেনেডি। কার্লের হাতে ছুরি দেখে জান উবে যাওয়ার দশা। গলাটা বুজে আসছে তার। চেঁচাতে চাইল, অনুনয় করবে, কিন্তু টুঁ শব্দও বেরোল না। স্রেফ বোবা হয়ে পড়ে থাকল, জানে এখনই ঝলসে উঠবে ইস্পাতফলা।

শুধু হাতের বাঁধনটা কেটে দিল কার্ল। বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে মুক্ত দু'হাতের দিকে তাকিয়ে থাকল কেনেডি, বুঝতে পারল প্রাণে বেঁচে

গেছে, কার্ল তাকে খুন করবে না। পাগলা উচ্ছ্বাস ভর করল ওর মনে, আবেগে বুজে এল গলা, কিছু বলতে গিয়েও পারল না।

'আপাতত পায়ে হেঁটে রিমরকে পৌঁছতে হবে তোমাকে,' মৃদু স্বরে বলল কার্ল। বাড়তি কোল্টটা ছুঁড়ে দিল কয়েক হাত দূরে। 'পথে বুনো কোন প্রাণীর সামনে পড়ে যেতে পারো, তাই এটা রেখে গেলাম। হিসাব করে বুলেট খরচ কোরো।'

কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকা সোরেলের পিঠে চাপল কার্ল। হালকা চালে ছুটিয়ে দিল ঘোড়া। একবারও পিছন ফিরে তাকাল না, জানে অন্তত এখন পিছন থেকে ওকে গুলি করবে না বিলি কেনেডি। উইল শবারের স্যাঙাৎ হলেও অতটা নীচ নয় সে।

*

রোদ তেতে ওঠার আগেই র‍্যাঞ্চে পৌঁছল উইল শবার। কাপড় বদল করার ঝামেলায় গেল না সে, সরাসরি র‍্যাঞ্চ হাউসে ঢুকল। কর্নেলের সঙ্গে দেখা করা জরুরি।

আর্ম-চেয়ারে বসে চুরুট টানছিল কর্নেল, শিষ্যকে দেখে তার মৃতপ্রায় চোখে সামান্য হাসি ঝিলিক মারল। 'রিডলকে ফাঁসিতে ঝোলানোর আগে আমার নামটা ওর কানে উচ্চারণ করেছিলে?'

'বয়েড আর স্টুয়ার্টকে খুন করে পালিয়ে গেছে ও। তবে মনে হয় না শেষরক্ষা করতে পেরেছে। ব্লাইন্ড ক্যানিয়নে ঢুকেছিল ও, রাতে তুমুল বৃষ্টি হয়েছে। ওই বৃষ্টিতে...' কর্নেলের মুখ দেখে থেমে গেল উইল।

চেয়ারের হাতল খামচে ধরেছে গুরু। গালের ভাঁজটা কুঁচকে যেতে মুহূর্তে বিকৃত হয়ে গেল চেহারা, এত ভয়ঙ্কর যে দেখে একটা হৃৎস্পন্দন মিস্ করল উইল। ভয়ে অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল ওর। আজকের আগে কর্নেলের নির্লিপ্ত মুখ এভাবে বদলে যেতে দেখেনি।

'যিশুর কসম, স্যার, সত্যি বলছি! ব্লাইন্ড ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোন রাস্তা নেই। হেল'স হোল থেকে ফ্রোমের শাস্তি

লোকজন ধাওয়া করায় তাড়াহুড়ো করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছিল ওরা, না-জেনেই ঢুকে পড়েছিল কানা ক্যানিয়নে। গতরাতে যে ঢল নেমেছে, তার তোড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার কথা ওদের।'

'প্রার্থনা করো যেন তাই হয়,' নিস্পৃহ স্বরে বলল কর্নেল। 'আরেকটা কথা, আজই সরিয়ে ফেলতে হবে মেয়েটাকে। আর দেরি করা যায় না। ফ্রাঙ্ক যদি ব্রিসবিনকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়, নির্ঘাত ফাঁসিতে ঝুলবে তুমি।'

'ব্যর্থ হবে না ফ্রাঙ্ক,' দৃঢ় স্বরে ঘোষণা করল উইল।

'রিডলের ব্যাপারেও তাই বলেছিলে তুমি।'

উত্তর খুঁজে পেল না বক্স-এইচ ফোরম্যান। একটু পর সাহস সঞ্চয় করে বলল, 'ব্লাইন্ড ক্যানিয়ন থেকে আজ পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে পারেনি কেউ।'

'রিডলের জায়গায় অন্য কেউ হলে কথাটা বিশ্বাস করতাম। কিন্তু ওর কথা আলাদা। সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ পাওয়া লোক, আর দশজনের চেয়ে ওর দক্ষতা বা সামর্থ্য অনেক বেশি।'

নিরুত্তর থাকল উইল। এক রত্তি বাড়িয়ে বলেনি কর্নেল, কথাটা সেও জানে।

'অ্যাঞ্জেলিনার ভার আমি নিচ্ছি,' ফের বুনো উন্মাদনা দেখা গেল কর্নেলের চোখে। 'ফোরম্যান হিসাবে তোমার দায়িত্ব বেশি, তাই অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ত থাকবে তুমি। অতিথিদের অযত্ন যেন না-হয়। আর এই ফাঁকে মেয়েটাকে সরিয়ে ফেলব আমি।'

'অতিথিরা যখন জানবে মেয়েটা খুন হয়েছে...' কথাটা শেষ করতে পারল না উইল, কর্নেলের চোখের দিকে তাকাতে গলায় আটকা পড়ে গেল শব্দগুলো।

'যা বললাম তাই করো!' খেঁকিয়ে উঠল কর্নেল শাটন। 'আমি যে এখানে আছি, তোমার লোকজন ছাড়া আর কেউ জানে? না। অ্যাঞ্জেলিনাকে খুন করেই গা ঢাকা দেব। তবে যাওয়ার আগে বেন লুডলোর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা সেই ওয়্যাগনটার হদিশ জেনে

শাস্তি

নিতে হবে।'

'বিলিয়ন?' আনন্দে নেচে উঠল উইলের চোখ।

'হ্যাঁ।'

'তা হলে তো আরও একটা খুন করতে হবে আপনাকে।'

সামান্য বাঁকা হাসি ফুটল কর্নেলের ঠোঁটে। 'কী আর করা! বেন লুডলোকে মরতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত।'

সাতাশ

গতকাল সন্ধ্যা থেকে একেবারে গম্ভীর হয়ে গেছে বেন লুডলো। পিটার ব্রিসবিন আর শর্টি বিলিটোর অনুপস্থিতি প্রচণ্ড চাপ তৈরি করছে ওর মনে। উকিল ডেনভারের উদ্দেশে রওনা হওয়ার পর থেকে প্রতিটি মুহূর্ত সীমাহীন উদ্বেগ এবং অস্বস্তি নিয়ে কাটছে। তলে তলে আতঙ্কে ভুগছে।

এক মুহূর্তের জন্যও অ্যাঞ্জেলিনার কাছ ছাড়া হয়নি ও। পুরো রাত ক্লান্তি আর ঘুমের বিরুদ্ধে লড়ে সজাগ ছিল। উইল শবারের অনুপস্থিতি ওর উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। আবার কোন্ চক্রান্ত করতে গেছে হারামজাদা? পাঁচদিন আগে রিডলকে ধাওয়া করে যারা র‍্যাঞ্চ ছেড়েছিল, তাদের কেউ এখনও ফিরে আসেনি। তা হলে কি রিডল ধরা পড়েছে ওদের হাতে, সেই খবর পেয়ে বেরিয়ে গেছে উইল? যদি তাই না হবে, তা হলে কোন্ চুলোয় গেছে হারামীটা?

সারারাত ভেবেও এই দুই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায়নি ও।

রিডলকে ধরতে পারলে যে খুন করে ফেলবে তাতে কোন

সন্দেহ নেই, সেক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাঞ্জেলিনাকে মেরে ফেলতে চাইবে ওরা। আর এটাই মোক্ষম সময়। কারণ হলিস্টারের বিশ্বস্ত উকিল ডেনভারে গেছে, সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়বে না শত্রুপক্ষ।

এতগুলো লোককে কীভাবে একা মোকাবিলা করবে সে? তায় ওদের নেতৃত্বে রয়েছে কর্নেল শাটনের মত ক্ষুরধার বুদ্ধির লোক। সাক্ষাৎ শয়তান লোকটা। নামটা মনে পড়লে প্রতিবার নিজেকে অসুস্থ মনে হয় বেনের। কর্নেলের অতীত না-জানলেও স্রেফ চোখের দিকে তাকালে তার জাত বুঝে ফেলবে যে-কেউ। খোদ কয়োটের চোখও এমন ভয়ঙ্কর শীতল নয়।

'কী ভাবছ?' অসন্তোষের সুরে জানতে চাইল অ্যাঞ্জেলিনা। 'সেই কাল থেকে মুখ গোমড়া করে বসে কী যেন ভাবছ। আমার সঙ্গে কয়টা কথা বলেছ, মনে আছে? মাত্র তিনবার।'

মাথা ঝাঁকাল বেন। স্থির দৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখল কিছুক্ষণ, সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাস্তবতার মুখোমুখি করবে অ্যাঞ্জেলিনাকে। চেপে রাখার মানে নেই আর। দৃঢ়তার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে। 'উইল শবার কী উদ্দেশে বাইরে গেছে জানি না,' শান্ত স্বরে বলল ও। 'তবে ও ফিরে এলে যে আমাদের উপর হামলা আসবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল মেয়েটা, মুখে কথা সরছে না। পরিস্থিতি ওকে বিমূঢ় করে দিয়েছে।

'এটা নিছক অনুমান হলে আমি খুশি হতাম,' বলে গেল বেন। 'কিন্তু তা নয়। জেফের সম্মানে হাজির হয়ে গেছে অনেক অতিথি, সামনাসামনি কাউকে খুন করার সাহস না-হলেও আড়াল থেকে গুলি করতে ওদের বাধবে না। তারপর দোষটা রিডলের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে। আরও দশ হাজার ডলার বাড়িয়ে দেবে পুরস্কারের টাকা। আর এরমধ্যে যদি রিডলকে কব্জা করে ফেলতে পারে, তা হলে তো কথাই নেই। সব দিক দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে ওরা।

কার্ল রিডলের ভূত এসে প্রমাণ করতে পারবে না আসলে উইল শবারই আসল খুনী।'

'রিডলের ভূত মানে?' বিস্ফারিত হলো অ্যাঞ্জেলিনার চোখ।

'তিনদিন ধরে ওদের যে তোড়জোড় দেখেছি, তাতে রিডলের বেঁচে থাকার পক্ষে বাজি ধরব না আমি। প্রায় দশজন লোক বেরিয়ে গিয়েছিল ওর পিছে। গতকাল হাঙ্ক লুইস এসেছিল। বিশ্রাম না-নিয়ে তাজা একটা ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে গেছে আবার। তারপর মি. ব্রিসবিন বেরিয়ে যাওয়ার পরপরই নিরুদ্দেশ হলো উইল। নিশ্চয়ই রিডলের কোন খবর বয়ে এনেছিল লুইস। নইলে জেফের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত থাকার চেয়ে ফোরম্যান হিসাবে আর কী গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে ওর কাছে?'

বুকের ভিতরটা শূন্য মনে হচ্ছে অ্যাঞ্জেলিনার। শঙ্কায় কেঁপে উঠল চোখ। কার্লের জন্য ভয় তো আছেই, একইসঙ্গে ডরোথির জন্যও ভয় লাগছে। কারণ কার্লের বাঁচা-মরার উপর নির্ভর করছে ডরোথির জীবন-মৃত্যু।

কান্নায় ভরে গেল ওর দু'চোখ। অব্যক্ত এক যন্ত্রণায় হারিয়ে ফেলল বাক্‌শক্তি। বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বেনের দিকে।

'এখানে আর থাকা যাবে না। সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা গেস্ট হাউস। অন্যদের ধারে-কাছে থাকলে বিপদের সম্ভাবনা কম হবে। হুট করে কিছু করার সাহস পাবে না ওরা।' অ্যাঞ্জেলিনার হাত মুঠোয় ভরে দরজার দিকে এগোল বেন লুডলো।

সন্ধ্যার আঁধার তখন নামতে শুরু করেছে। মূল বাড়ি থেকে প্রায় তিনশো গজ দূরে গেস্ট হাউস। হেঁটে যাওয়া যাবে। ঘোড়ায় চড়লে অযথা অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে শুধু। তা ছাড়া, এতে সময়ও নষ্ট হবে। যত দ্রুত সম্ভব গেস্ট হাউসে পৌঁছে গেলে নিশ্চিন্ত বোধ করবে বেন।

প্রায় দেড়শো গজ যাওয়ার পর সেতুর গোড়ায় পৌঁছল ওরা। কৃত্রিম ক্রীকের উপর তৈরি হয়েছে কাঠের সুদৃশ্য সেতু। পাশে

ঝর্নার ধারা নেমে এসেছে পাহাড় থেকে। দেড়শো গজ দূরে পাহাড়ের কোলে দাঁড়িয়ে আছে আলীশান বাড়ি।

অর্ধেক পথ আসতে উদ্বেগ অর্ধেকে নেমে এল। কেন যেন শুরু থেকে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছিল বেন, কিন্তু গেস্ট হাউসের কাঠামো চোখে পড়া মাত্র নিজেকে হালকা বোধ হলো।

'কোথায় যাচ্ছ, বেন?'

চমকে উঠল ও। কটনউডের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে দু'জন লোক। উইল শবার আর কর্নেল শাটন।

'ইচ্ছে হলে পিস্তল বের করতে পারো, তবে আমি বলি কী,' হাসতে হাসতে বলল কর্নেল শাটন। 'আশপাশ ভাল করে একবার দেখে নাও।'

পিছনে না-তাকিয়েও লোকজনের উপস্থিতি টের পাচ্ছে বেন। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বশে হোলস্টারের কাছে চলে গিয়েছিল হাত, তিক্ত মনে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল। ড্র করার আগেই পিছন থেকে ওর মাথা গুঁড়িয়ে দেবে শবারের লোকজন।

'কী চাও তুমি?' ঠাণ্ডা সুরে জানতে চাইল বেন।

'জরুরি কিছু আলাপ ছিল তোমার সঙ্গে। নিভৃতে।'

'আপত্তি নেই আমার। তবে অ্যাঞ্জেলিনাকে ছেড়ে দিতে হবে। যেখানে যাচ্ছিল যাক ও।'

'তাই কি হয়?' তীক্ষ্ণ হলো কর্নেলের ঠাণ্ডা চাহনি। 'সহজ ব্যাপারটা তোমার মাথায় ঢোকেনি? আমি বললেই কি তুমি কথা বলবে? তোমার মুখে কথার খৈ ফোটানোর জন্য ও-ই হবে আমার অস্ত্র।'

'কী জানতে চাও, বলে ফেলো।'

'আহ্হা, এত তাড়া কীসের? সারা রাত পড়ে আছে আলাপের জন্য। তুমি কী বলো, অ্যাঞ্জেলিনা?' মেয়েটির ভরাট শরীর ছুঁয়ে গেল কর্নেলের লোভী দৃষ্টি।

শিরদাঁড়ায় পিস্তলের নলের গুঁতো পড়তে আগে বাড়তে বাধ্য

হলো বেন। সেতুর পাশ দিয়ে চলে যাওয়া পথ ধরে এগোল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল মাথা নিচু করে ওকে অনুসরণ করছে অ্যাঞ্জেলিনা। ওদের সামনে-পিছনে গুরু-শিষ্য ছাড়াও অন্তত পাঁচজন অস্ত্রধারী রয়েছে।

তিক্ত হাসি ফুটল বেনের মুখে। এরা সবাই বক্স-এইচ ক্রু। একসঙ্গে কাজ করেছে বটে, কিন্তু এদের আসল রূপ ধরতে পারেনি। হয়তো টাকার লোভ দেখিয়ে ওদের হাত করেছে উইল, কিংবা আগে থেকে দহরম-মহরম ছিল। স্রেফ অনুকূল সময়ের জন্য এতদিন মুখোশ পরে ছিল।

*

ছুটছে কার্লের কালো সোরেল। ট্রেইল নিয়ে ভাবছে না ও, বরং নাক বরাবর রিমরকের দিকে ঘোড়া ছুটিয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব পৌঁছতে হবে। ভাগ্যিস, ঘোড়াটা তেজী, একটানা ছুটতেও পারে অনেকক্ষণ। সন্ধ্যার আগে পৌঁছতে হবে।

ক্যানিয়ন পেরিয়ে আসার পরপরই সন্ধ্যা নেমে এল চরাচরে। চোখে স্রেফ অন্ধকার দেখল কার্ল। পথটা ওর অচেনা। শুরুতে হতাশ হয়ে পড়লেও ঘোড়ার উপর ভরসা রাখল। পথ চিনলে ভাল কথা, না-চিনলে ক্যাম্প করবে। অচেনা পথ ধরে আসার জন্য নিজেকে চড়াতে ইচ্ছে করছে ওর, কিন্তু এও ঠিক যে কম সময়ে আসার অন্য কোন উপায়ও ছিল না।

আপন মর্জিতে এগোচ্ছে সোরেল।

খোলা প্রান্তরে এসে পৌঁছতে খুশিতে শিস বাজাল ও, ঘোড়ার পিঠ চাপড়ে দিল। এবার আর অসুবিধা নেই। চিনতে পারছে। তুফান বেগে বক্স-এইচের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। উপত্যকার ওপাশে জোনাকির মত মিটমিটে আলো জ্বলছে। র‍্যাঞ্চের আলো।

উপত্যকা পেরোতে ঝাড়া আধ-ঘণ্টা লাগল। গতি কমিয়ে দিয়েছে কার্ল, নিজের উপস্থিতি কাউকে জানতে দিতে অনিচ্ছুক। র‍্যাঞ্চের ফটক এড়িয়ে কোণাকণি এগোল ও, পাশ থেকে প্রবেশ

করবে র‍্যাঞ্চে, তারপর নাক বরাবর র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে যাবে।

উইল শবারকে আগাম সতর্ক করে দেওয়া মানে নিশ্চিত ভরাডুবি।

ক্রীক পেরিয়ে কটনউডের জঙ্গলে প্রবেশ করল কার্ল। ঘুটঘুটে অন্ধকার চারপাশে, কিন্তু সাবধানের মার নেই ভেবে স্যাডল-স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল তুলে নিল হাতে। অনুমান করল প্রাসাদ থেকে তিনশো গজ দূরে আছে। আর কিছুদূর এগোলে শুকনো পাতার সঙ্গে ঘোড়ার খুরের সংঘর্ষের খসখসে শব্দ শুনে ফেলবে কেউ। তবুও ঘোড়া ছাড়ল না কার্ল। এখন হাঁটছে সোরেলটা।

দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল ও। প্রেতপুরীর মত নির্জন আর পরিত্যক্ত মনে হচ্ছে বাড়িটা। কোথাও আলো জ্বলছে না, কোন নড়াচড়া বা শব্দ নেই। নিশ্চিত হওয়ার জন্য খুঁজে দেখা প্রয়োজন, তাই ভিতরে ঢুকতে মনস্থ করল কার্ল। আঙিনা টপকে চলে এল স্টেবলে। সোরেলটাকে বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ দিয়ে অন্য একটা ঘোড়া নিতে ইচ্ছুক।

স্টেবলে ঢুকেই অবাক হলো। মজুদ আছে সবক'টা ঘোড়া। তারমানে প্রাসাদ থেকে বেরোয়নি কেউ। অ্যাঞ্জেলিনা কোথায় আছে? প্রাসাদে? আলো না-জ্বালিয়ে দরজার খিল এঁটে বসে আছে?

পিছনের সিঁড়ির দিকে এগিয়েও নিরস্ত হলো কার্ল। শেষে তাগড়া একটা অ্যাপালুসার পিঠে চড়ে স্টেবল থেকে বেরিয়ে এল। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে—লুকোচুরির দিন শেষ। মুখোমুখি দাঁড়ানোর সময় এখন।

বন্দুক হাতে বাড়িতে ঢুকল ও। দরজা হাট হয়ে খোলা। শূন্য করিডর। অবস্থা দেখে দমে গেল কার্ল। অশুভ চিন্তা উঁকি দিচ্ছে মনে, খুন হয়ে যায়নি তো মেয়েটা?

বেশ কয়েকটা কামরায় ঢুঁ মারল ও, নিচু স্বরে ডাকল। কিন্তু কোন সাড়া এল না। দৃশ্যত, পুরো বাড়ি খালি পড়ে আছে। দোতলা, এমনকী নীচতলায়ও কেউ নেই।

তরতর করে সিঁড়ি টপকে নীচে নেমে এল কার্ল, এক লাফে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ছুটল। গেস্ট হাউস, অর্থাৎ কটেজ ওর আপাত গন্তব্য। কটেজে না-পেলে বাঙ্কহাউসে ঢুঁ মারবে।

সেতু পার হতে আলোয় ঝলমলে কটেজ চোখে পড়ল। চকিতে জেফারসন হলিস্টারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কথা মনে পড়ল। আগামীকালের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে নিশ্চয়ই বিশেষ অতিথিরা এসে পড়েছে। হয়তো অ্যাঞ্জেলিনাও আছে তাদের সঙ্গে। চিন্তাটা কিছুটা হলেও সান্ত্বনা যোগাল কার্লকে, যদিও মনের অস্বস্তি যাচ্ছে না।

দু'পাশে ফুলের বাগান, পিছনে নানা গাছগাছালি। আইল ধরে এগোল কার্ল, সতর্ক ও সজাগ। আপাতত মেয়েটাকে একনজর দেখার ইচ্ছে, অ্যাঞ্জেলিনা নিরাপদ আছে জানতে পারলে নিশ্চিন্ত বোধ করবে, তারপর মেসার চূড়ায় ফিরে যাবে ও, পরিশ্রান্ত দেহটাকে ঝরঝরে করার জন্য লম্বা ঘুম দেবে।

আশা করছে সকাল সকাল পৌঁছে যাবে পিটার ব্রিসবিন আর ডরোথি। সচরাচর ট্রেইল ধরে রওনা দিয়েছে বলে একটু বেশি সময় লাগার কথা ওদের।

পিটার ব্রিসবিনের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানে কার্ল। সকালের অনুষ্ঠানে অতিথিদের মধ্যে পরিচয় করিয়ে দেবে দুই বোনকে, তারপর জেফ হলিস্টারের উইল পড়ে শোনাবে। অ্যাঞ্জেলিনা এবং ডরোথির আনুষ্ঠানিক পরিচিতির জন্য এরচেয়ে মোক্ষম সময় আর হতে পারত না। হলিস্টারদের উত্তরসুরি হিসাবে সামাজিক মর্যাদা, অধিকার এবং স্বীকৃতি পেয়ে যাবে ওরা।

রূপকথার মতই একটা গল্প, আনমনে হাসল কার্ল, তবে এখন যতটা সুখের মনে হচ্ছে, এক যুগেরও বেশি সময় ততটাই কষ্টের মধ্যে কেটেছে দুই বোনের। তবুও, শেষপর্যন্ত যে ওরা স্বীকৃতি পাচ্ছে, এটাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার।

হঠাৎ ভূত দেখার মত চমকে উঠল কার্ল। দশ হাত তফাতে দাঁড়িয়ে আছে উইল শবার!

কালো পোশাক কার্লের পরনে। অন্ধকার আর গাছের আড়াল বাঁচিয়ে দিল ওকে। সরাসরি ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেও দেখতে পেল না ফোরম্যান। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল ও, মনে মনে নিজেকে গাল বকছে। এতটা অন্যমনস্ক হওয়া উচিত হয়নি। আরেকটু হলে সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছিল, শবার যদি আগেই ওকে দেখে ফেলত, লাশ হয়ে যেত এতক্ষণে!

গটগট করে হেঁটে চলে গেল ফোরম্যান, কোনদিকে তাকাল না আর। কী কারণে বাইরে এসেছিল, কেবল সে-ই জানে।

গেস্ট হাউসের প্রায় সামনে চলে এসেছে কার্ল, অন্যমনস্ক থাকায় খেয়াল করেনি। শবার সরে যেতে ফোঁস করে চেপে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়ল, হোলস্টার থেকে তুলে নেওয়া পিস্তল যথাস্থানে ফেরত পাঠাল, তারপর গাছের আড়াল ব্যবহার করে সন্তর্পণে এগোল। ঠিক করেছে পিছন দিক দিয়ে কটেজে ঢুকবে। সেজন্য ঘুরপথে যেতে হবে।

বাড়িটাকে ঘিরে অর্ধবৃত্তের ন্যায় চক্কর কাটল কার্ল। মিনিট দশ পর পিছনে পৌঁছল। বাড়ি থেকে বিশ হাত দূরে রান্নাঘর, পিছনে বলে নিরিবিলি।

বাড়ি থেকে লোকজনের কথাবার্তা আর হাসির শব্দ ভেসে আসছে। তুলনায় রান্নাঘর কম সরব। সাদা উর্দি পরা ওয়েটাররা ব্যস্ত, বাড়ি আর রান্নাঘরের মধ্যে যাতায়াত করছে। খাবার ভরা ট্রে বা ডিশ নিয়ে যাচ্ছে, খালি ট্রে নিয়ে ফিরছে।

গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পরিস্থিতি দেখল কার্ল। উঁহুঁ, কাউহ্যান্ডদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ডেনভারের শেফকে দেখেই চিনতে পারল, অ্যাঞ্জেলিনা আর ওকে প্রাসাদে খাবার পরিবেশন করেছিল লোকটা। হলিস্টারের অনুগত এবং ভালমানুষ বলে মনে হয়েছিল তাকে। তবে আজকের কথা ভিন্ন–হলিস্টার মৃত বলে হয়তো আনুগত্য বদলে ফেলেছে। অ্যাঞ্জেলিনা সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে কার্ল।

এক ফাঁকে রান্নাঘরে সেঁধিয়ে গেল ও। খাবারের সুঘ্রাণ আর অল্প ধোঁয়ায় ভরে আছে ঘরটা। একপাশে লম্বা টেবিলের উপর রাখা ট্রেতে খাবার তুলে দিচ্ছে একজন, ওখান থেকে তুলে নিয়ে কটেজে নিয়ে যাচ্ছে ওয়েটাররা। সবার মধ্যে ব্যস্ততা, তাই কে ঢুকল বা কে বেরোল দেখার ফুরসত নেই কারও।

সবার অগোচরে বাবুর্চির ঠিক পিছনে পৌঁছে গেল কার্ল।

'একটা কথা ছিল তোমার সঙ্গে, বন্ধু,' আলতো হাতে তার কাঁধ স্পর্শ করল ও। 'অ্যাঞ্জেলিনা কি কটেজে আছে?'

ঝট করে পিছন ফিরল সে, উনুনের উজ্জ্বল আলোয় কার্লের মুখ দেখে হাঁ হয়ে গেল।

'একটা প্রশ্ন করেছি তোমাকে,' নিচু স্বরে মনে করিয়ে দিল কার্ল।

ঢোক গিলল লোকটা। 'আমি জানি না।'

'প্রাসাদে আছে?'

'সকাল থেকে এখানে আছি আমি। যদ্দূর জানি এখানে নেই মিস্ অ্যাঞ্জেলিনা। প্রাসাদে...'

হোলস্টারে কার্লের হাত চলে যেতে ভয়ে এক পা পিছিয়ে গেল লোকটা। 'বিশ্বাস করো! কাল রাত থেকে প্রাসাদে ছিল বেন আর মিস্ অ্যাঞ্জেলিনা! দুপুরেও এক ওয়েটার ওদের খাইয়ে এসেছে। আ-আমি আর কিছু জ-জানি না!'

মিথ্যে বলছে না, অন্তত তাই মনে হলো কার্লের। আশপাশে তাকিয়ে দেখল টেবিলে ব্যস্ত আছে অন্যরা। এদিকে মনোযোগ নেই কারও।

'ধন্যবাদ। আরেকটা কথা, কর্নেল শাটনকে চেনো তুমি? বলতে পারো সে কোথায় আছে?'

মাথা এপাশ-ওপাশ করল সে, দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে কার্লের ডান হাতের দিকে।

'তুমি একটা মিথ্যুক!' চোখের পলকে ড্র করল কার্ল, তারপর

পিস্তলের নল দিয়ে খোঁচা দিল শেফের ভুঁড়িতে। উঁক্ শব্দ করে পিছিয়ে গেল লোকটা, আতঙ্কে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ, অস্ফুট স্বরে বলল কী যেন, এতটা ভয় পেয়েছে যে জিভের জোর হারিয়ে ফেলেছে।

'বিশ্বাস করো, আমি দেখিনি তাকে!' কার্লকে পিস্তল তুলতে দেখে গড়গড় করে বলল সে। 'তবে একটা ঘটনা জানি। প্রতিদিন উইল নিজ হাতে কার জন্য যেন খাবার নিয়ে যায়। জিজ্ঞেস করার সাহস হয়নি আমার। ইদানীং যা স্বভাব হয়েছে ওর, হয়তো আচ্ছা ধোলাই দিত আমাকে! ওই লোকটাই বোধহয় কর্নেল শাটন।'

'কোথায় খাবার নিয়ে যায়, জানো?' নিষ্ঠুর হাসি খেলে গেল কার্লের মুখে।

'উইলের কটেজে। বাঙ্কহাউসের পাশের বাড়িটা।'

আটাশ

দ্রুত পায়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল কার্ল, যা জানার জেনে নিয়েছে বাবুর্চির কাছ থেকে, তারপর দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়েছে। প্রাসাদে থাকা উচিত ছিল ওদের, কিন্তু কাউকে পায়নি কার্ল; সেক্ষেত্রে, ধরে নেওয়া যায় অ্যাঞ্জেলিনাকে বন্দি করে ফোরম্যানের কটেজে নিয়ে গেছে শত্রুপক্ষ।

কখন বন্দি হয়েছে অ্যাঞ্জেলিনা?

দুর্ভোগ আছে মেয়েটার কপালে। না-জানি ইতোমধ্যে চরম সর্বনাশ ঘটে গেছে কি-না! মেয়েদের নিয়ে কর্নেল শাটনের বিকৃত রুচি সম্পর্কে জানে কার্ল। প্রথমে ধর্ষণ করবে, তারপর কষ্ট দিয়ে

খুন করার পর বিকৃত করে ফেলবে লাশটা।

ইলেনের বীভৎস লাশ ভেসে উঠল ওর স্মৃতিতে। চারটা বছর হয়ে গেল, কিন্তু এখনও সবকিছু কত স্পষ্ট মনে হয়! বুকের গভীর থেকে উঠে আসা দীর্ঘশ্বাস চাপল কার্ল। জেদ আর প্রতিহিংসায় শক্ত হয়ে গেল চোয়াল।

নিজেকে সংযত করল ও। প্রতিশোধ নিতে হলে মাথা গরম করলে চলবে না। বড় ভয়ঙ্কর লোক কর্নেল শাটন। তাকে ওর চেয়ে বেশি আর কে চিনবে!

রেখে আসা ঘোড়ার কাছে চলে এল কার্ল। লাগাম ধরে হেঁটে এগোল। কটনউড বন হয়ে বেশ কিছুটা দূরত্বে এসে স্যাডলে চাপল, ক্রীক পেরিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের পিছনে সরু এক চিলতে জায়গা হয়ে বাঙ্কহাউসের দিকে এগোল। বাঙ্কহাউসের পাশে ফোরম্যানের কটেজ। দেড়শো গজ দূরত্ব। বাবুর্চি যদি ঠিক বলে থাকে তা হলে ওই অন্ধকার কটেজই কর্নেল শাটনের আস্তানা।

ঘোড়াকে হাঁটিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউস পেরিয়ে এল ও, তারপর আরও সতর্কতার সঙ্গে এগোল। গাছের আড়াল আর ছায়াময় জায়গা ব্যবহার করছে। স্ক্যাবার্ড থেকে তুলে নিয়েছে রাইফেল।

একশো গজ এগিয়ে একটা কটনউডের গুঁড়ির সঙ্গে ঘোড়ার লাগাম বাঁধল ও, তারপর নিঃশব্দে এগোল কটেজের দিকে। বাঙ্ক হাউস থেকে মৃদু কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে আসছে, হেঁড়ে গলায় গান ধরল এক কাউহ্যান্ড, থালা আর চামচের টুংটাং বাদ্যে তাল মেলাল আরেকজন। উচ্চস্বরে হেসে উঠল কেউ, গায়কের উদ্দেশে বিদ্রূপ করল অন্য একজন...

নিরাপদে বাঙ্কহাউস পেরিয়ে এল ও। রাইফেল স্যাডলে রেখে এসেছে কার্ল, হাতে উদ্যত কোল্ট। অল্প দূরত্বে পিস্তলেই সুবিধা।

বিশ গজ দূরে কটেজ। কোথাও আলো জ্বলছে না। ভিতরে কেউ আছে বলেও মনে হলো না। সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল কার্ল, বাবুর্চি কি ওকে বোকা বানিয়েছে? নাকি অ্যাঞ্জেলিনাকে নিয়ে অন্য কোথাও

সটকে পড়েছে কর্নেল?

প্রকাণ্ড এক সিডারের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে কার্ল, তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে বাড়ির উপর। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না কী করবে। কটেজে হানা দেবে, নাকি ফিরে গিয়ে গেস্ট হাউজে ঢুকে পড়বে?

এসেছে যখন, ঢুঁ মেরে দেখা যাক, সিদ্ধান্ত নিল কার্ল। পা বাড়াতে যাবে, তখনই ক্ষীণ একটা আর্তনাদ শুনে জমে গেল ও। কটেজ থেকে এসেছে। ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে আরও কয়েকটা মুহূর্ত্ত কাটিয়ে দিল, মনটা ক্রমে অস্থির হয়ে উঠছে। না-জানি কী অবর্ণনীয় কষ্ট পাচ্ছে মেয়েটা!

আরও কয়েক কদম পাশে সরল কার্ল। ঠিক জায়গায় এসেছে বুঝতে পেরে কিছুটা হলেও স্বস্তি লাগছে ওর। তীক্ষ্ণ চোখে পুরো বাড়ি পর্যবেক্ষণ করল, তন্নতন্ন করে প্রতিটি ছায়া, খিলান, কোণ জরিপ করল। পাহারায় থাকতে পারে কেউ। একটু খুঁজতে জেনে গেল একজনের অবস্থান।

মাত্র একজন? ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। আরও লোক থাকা স্বাভাবিক। জুনিপারের আড়ালে ওঁৎ পেতে বসে আছে লোকটা।

মুশকিলই হলো। লোকটাকে ফাঁকি দিয়ে কটেজে ঢোকা যাবে না। কটেজের পিছনে যেতে হলেও খোলা জায়গা পেরোতে হবে। তা ছাড়া, পিছনে কোন দরজা নাও থাকতে পারে। হয়তো সদর দরজাই একমাত্র পথ।

ঝুঁকিটা নিতে মনস্থ করল কার্ল। কটনউডের আড়াল থেকে বেরিয়ে দৃঢ় পায়ে হাঁটতে শুরু করল। লক্ষ্য সদর দরজা। আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল ছায়ামূর্তি। লোকটার ডান হাত লম্বা হয়ে যেতে দেখে কার্ল বুঝল শটগান তাক করেছে। আশার কথা কোন মানুষই টার্গেট সম্পর্কে নিশ্চিত না-হয়ে গুলি করে না। সেক্ষেত্রে প্রথমে ওকে চ্যালেঞ্জ করবে লোকটা, কারণ "ও" তাদের লোকও হতে পারে; তারপর বেচাল দেখলে ট্রিগার টানবে।

মনে সংশয় নিয়ে একই গতিতে এগোল কার্ল, বুক ধুকপুক করছে। জুয়ায় যদি হেরে যায়, যদি কিছু না-বলে গুলি করে বসে লোকটা? এখন আর উপায় নেই। খিঁচে দৌড় দিলেও পার পাবে না, বরং লোকটা নিশ্চিত হয়ে যাবে অনাহূত কেউ এসেছে।

কার্লের দৃঢ় ও দ্বিধাহীন পদক্ষেপ ধন্দে ফেলে দিল তাকে। নিজেদের একজন হতে পারে, সম্ভাবনাটা তার মাথায়ও এসেছে, নইলে খালি হাতে এভাবে এগোত না।

'কে, হার্পার নাকি?' জড়ানো গলায় জানতে চাইল কার্ল, যেন তামাক চিবুচ্ছে।

'কে, লুইস?' স্বস্তির সুরে পাল্টা জানতে চাইল লোকটা।

'হুঁ।'

দু'হাতের মধ্যে পৌঁছে গেছে কার্ল।

'আমি হার্পার নই, এনরিক।' নিঃসন্দেহ হতে শিথিল হয়ে গেল লোকটার দেহ, শটগানের নল মাটির দিকে নেমে গেল।

বিদ্যুৎ খেলে গেল কার্লের হাতে। চোখের নিমেষে ড্র করেছে, এনরিক কিছু বুঝে ওঠার আগেই পিস্তলের বাঁট নামিয়ে আনল তার মাথায়। ঠকাস্ শব্দের পরপরই ভোঁতা শব্দ হলো, মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে এনরিকের অজ্ঞান দেহ। হেঁচকা টানে তার হাত থেকে শটগানটা ছিনিয়ে নিল কার্ল।

দুই কব্জি চেপে ধরে ঝোপের আড়ালে এনরিকের দেহ টেনে নিয়ে এল ও। সিধে হয়ে আশপাশে একবার দৃষ্টি চালাল। উঁহুঁ, যেখানে যেমন ছিল তাই আছে। তারমানে মাত্র একজনই প্রহরী ছিল, নইলে এতক্ষণে আক্রান্ত হত।

দ্রুত পায়ে কটেজে পৌঁছে গেল কার্ল, ভেজানো দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ল। দেয়ালের সঙ্গে মিশে সেকেন্ড কয়েক দাঁড়িয়ে থেকে অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিল। বাইরের চেয়ে এখানে অন্ধকার বেশি। তারপর সন্তর্পণে এগোল, হাতে উদ্যত পিস্তল।

শূন্য দুটো কামরা পেরিয়ে তৃতীয়টার সামনে পৌঁছুল কার্ল।

ভিজিয়ে রাখা কবাটের সরু ফাঁক গলে আলো এসে পড়েছে বাইরে। দেয়ালের সঙ্গে মিশে গিয়ে এগোল ও।

'তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব ভাল লাগল, লুডলো,' ভিতর থেকে গম্ভীর একটা কণ্ঠ ভেসে এল। 'বেশ অনেকক্ষণ টিকে আছ দেখছি! ভাল ভাল। এই না-হলে পুরুষ মানুষ! সত্যি খুব আনন্দ হচ্ছে আমার।'

'কুত্তার বাচ্চা!'

ভয়ঙ্কর ক্রোধ আর জিঘাংসা আচ্ছন্ন করে ফেলেছে কার্লকে। কণ্ঠ শুনেই চিনেছে কর্নেল হিরাম শাটনকে। এই কণ্ঠ জীবনে কখনও ভুলবে না। কত বিনিদ্র রাত কণ্ঠটা তাড়িয়ে বেড়িয়েছে ওকে! মনে উন্মত্ত ক্রোধ জাগিয়েছে, অক্ষম রাগে অস্থির হয়েছে কার্ল, শপথ নিয়েছে কোন একদিন এই কণ্ঠের মানুষটার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। টেনে বের করে ফেলবে তার জিভ। চোখে চোখ রেখে খুন করবে তাকে, বলবে কেন তাকে মরতে হচ্ছে...

বেন লুডলোর উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়েছে, না-দেখেও অনুমান করতে পারছে ও। দাঁতে দাঁত চেপে তৈরি হলো কার্ল, নিজেকে শান্ত করে নিয়েছে। অস্থিরতা, শীতল ক্রোধ বা তপ্ত আক্রোশ...কোনটাই নেই এখন; বরং দৃঢ় আত্মবিশ্বাস আর প্রত্যয়ে দৃপ্ত।

আজ কড়ায়-গণ্ডায় উসুল করে নেবে এত বছর ধরে জমিয়ে রাখা কর্নেল শাটনের ঋণ!

দরজায় লাথি হাঁকাল কার্ল। সপাটে সরে গেল দুই কবাট, উজ্জ্বল কামরায় পা রাখল ও।

সবক'টা চোখ ঘুরে গেছে দরজার দিকে। আগন্তুককে চিনতে পেরে বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়ল, নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল ঝাড়া কয়েক সেকেন্ড। চমক সামলে নিয়ে সক্রিয় হবে, তখনই চোখে পড়ল কার্লের হাতে চকচকে পিস্তলটা। নিতান্ত অনিচ্ছায় নিরস্ত্র হলো সব ক'জন

'কেমন আছ, কার্ল?' ধাক্কা সামলে নিয়ে জানতে চাইল কর্নেল শাটন।

একে একে সবার উপর নজর চালাল কার্ল। ছাদ থেকে দড়ি নামিয়ে উল্টো করে বাঁধা হয়েছে বেন লুডলোকে। ফায়ারপ্লেসে পোকার-দণ্ড গরম করে ছ্যাঁকা দেওয়া হচ্ছে বেনের নগ্ন দেহে।

'কী আহম্মক, দেখো!' কৌতুক কর্নেলের কণ্ঠে। 'হলিস্টারের লুকিয়ে রাখা স্টেজ কোচটার খবর জানে এই ছোকরা, কিন্তু মুখ খুলছে না কিছুতেই!'

অ্যাঞ্জেলিনার দিকে চলে গেল কার্লের দৃষ্টি, একনজর দেখে চোখ সরিয়ে নিল। একটা থামের সঙ্গে পিছমোড়া করে বাঁধা হয়েছে মেয়েটাকে। কোমরের উপর এক চিলতে কাপড়ও নেই। লজ্জা আর অপমানে কুঁকড়ে আছে অ্যাঞ্জেলিনা। ফর্সা ভরাট স্তন থেকে গড়িয়ে রক্ত নামছে। চাবুক চালিয়েছে কেউ।

'মেয়েটাকে মারতে হলো বলে দুঃখিত,' চুকচুক স্বরে বিদ্রূপ করল কর্নেল। 'নেহাত বাধ্য হয়ে কাজটা করেছি। নইলে যে বেন লুডলো মুখ খুলছিল না!'

'বড় অসময়ে এসে পড়েছি দেখছি!' পাল্লা দিয়ে ঠাট্টা করল কার্ল। 'তোমাদের এত আয়োজন মাঠে মারা যাচ্ছে।'

ট্রিগার টানল কার্ল। দড়াম করে মেঝেয় আছড়ে পড়ল ফায়ারপ্লেসের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কাউহ্যান্ড। কার্লের মনোযোগ কর্নেলের দিকে চলে যাওয়ায় ভেবেছিল মোক্ষম সুযোগ পেয়েছে, তৎক্ষণাৎ ড্রও করেছিল। তিনটা চোখ নিয়ে মরার সৌভাগ্য হলো তার। মেঝেয় পড়ে তীব্র খিঁচুনি উঠল লোকটার দেহে, স্থির হওয়ার আগে ফায়ারপ্লেসের উপর পড়ল একটা হাত। ওভাবেই মারা গেল সে। মাংস পোড়ার উৎকট গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল পুরো ঘরে।

অতি সাহসী হয়ে উঠেছিল কার্লের বাম পাশে দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা। শটগান কোমর পর্যন্ত তুলে আনতে সক্ষম হলো সে, কার্লের পাঠানো দ্বিতীয় বুলেট এফোঁড়ওফোঁড় করে দিল

বুক। কাটা কলাগাছের মত মেঝেয় আছড়ে পড়ল ভারী দেহটা।

'আর কারও ইচ্ছে থাকলে চেষ্টা করে দেখতে পারো,' শান্ত স্বরে চ্যালেঞ্জ করল কার্ল।

'তোমার হাতের ধার দেখছি তেমনই আছে, হে!' অমায়িক হেসে প্রশংসা করল কর্নেল। 'মনে আছে, শূটিঙের বেশ কয়েকটা কৌশল আমি তোমাকে শিখিয়েছিলাম? মকশো করে হাত পাকিয়ে নিয়েছ বেশ!'

মানুষটা একটা পিশাচ। কত ভয়ঙ্কর আর শক্ত মনের লোক হলে নিজের সমূহ বিপদ জেনেও উপহাস করতে পারে! সে জানে কার্ল চাইলেই খুন হয়ে যাবে যে-কোন মুহূর্তে। তবে এটাও জানে ন্যায্য সুযোগ না-দিয়ে তাকে খুন করবে না কার্ল।

আরও সতর্ক হলো কার্ল। কর্নেলকে এতটুকু বিশ্বাস করে না। লোকটার পশমে পশমে শয়তানি লুকিয়ে থাকে। দাবার ছক উল্টে দেওয়ার আশায় আছে ধুরন্ধর লোকটা, বুঝতে পারল ও।

'ওদের বাঁধন খুলে দাও,' নির্দেশ দিল ও।

ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল দু'জন কাউহ্যান্ড। সরাসরি তাদের নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন পড়ল না, ঝটপট মিনিট খানেকের মধ্যে মুক্ত হয়ে গেল বেন আর অ্যাঞ্জেলিনা। ছুটে গিয়ে মেঝে থেকে ছিন্ন ব্লাউজ আর অন্তর্বাস তুলে নিয়ে গায়ে চাপাল মেয়েটা।

বেনের দিকে তাকাল কার্ল। নির্বিচারে চাবুক চালানো হয়েছে, ছুরিও বাদ যায়নি। ক্ষত-বিক্ষত শরীর বীভৎস চেহারা পেয়েছে। এত কিছুর মাঝেও জেগে আছে শুধু আশ্চর্য উজ্জ্বল দুটো চোখ। দৃঢ় প্রত্যয় আর আপসহীনতা ঠিকরে বেরোচ্ছে।

এগোতে গিয়ে টলে উঠল বেন লুডলো, কিন্তু অসামান্য দৃঢ়তায় নিজেকে সামলে নিল। কাপড় পরার পর ধীর পায়ে এগিয়ে গেল কর্নেল শার্টনের দিকে। টেবিলের পিছনে বসে ছিল সে। টেবিল থেকে হুইস্কির বোতল তুলে নিয়ে দু'তিন চুমুক দিল বেন, তারপর ফিরে যাওয়ার সময় কর্নেলের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা দ্বিতীয়

কাউহ্যান্ডের হাত থেকে শটগান নিয়ে নিল। কাউহ্যান্ডকে ইশারা করতে ছুটে ফায়ারপ্লেসের কাছে চলে গেল লোকটা।

কয়েক পা পিছিয়ে দেয়ালের কাছে চলে গেল বেন, কর্নেলের দিকে ফিরল। শটগানের ট্রিগারে আঙুল নিশপিশ করছে ওর, টিপে দিতে পারলে দুনিয়াতে ওর চেয়ে সুখী মানুষ আর কেউ হত না। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সামলে নিল।

দ্রুত পায়ে সরে এল অ্যাঞ্জেলিনা, পাশে এসে কার্লের বাহু চেপে ধরল। সজল চোখ তুলে তাকাতে পারছে না।

'তোমাকে বড় সুখ দেবে মেয়েটা!' অশ্লীল হাসি কর্নেলের মুখে। 'তুমি হুট করে এসে না-পড়লে ওকে নিয়ে বেশ মজা করা যেত সারারাত।'

নিজেকে আর সামলাতে পারল না বেন লুডলো। কয়েক পা ফেলে দ্রুত পৌঁছে গেল কর্নেলের সামনে, শটগানের বাঁট দিয়ে সজোরে মারল নাকে। মট্ শব্দে ভেঙে গেল নাকের নরম হাড়। অস্ফুট স্বরে ককিয়ে উঠল কর্নেল, সটান চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

কষে লাথি হাঁকাল বেন। পা হড়কে পিছিয়ে গেল কর্নেল, তাল সামলাতে না-পেরে দেয়ালে গিয়ে পড়ল, তারপর মেঝেয়। পরের লাথি পড়ল পেটে।

'আহা! সম্মানিত একজন কর্নেলকে এভাবে মারছ!' বেনকে ফের পা তুলতে দেখে অনুযোগ করল কার্ল। সন্তুষ্টির চোখে কর্নেলের কুঁকড়ে থাকা দেহটা দেখল। 'ওর একটা ইজ্জত আছে না? বাদ দাও, বেন।'

নিরস্ত হলো বেন, তবে তৃতীয় লাথি হাঁকানোর পর। কড়াৎ শব্দে মুখের একটা হাড় ভাঙল।

'আমার জন্য কিছু বাকি রাখবে না?' ফের অনুযোগ করল কার্ল। দেখল বেনকে টেনে সরিয়ে নিয়ে এসেছে অ্যাঞ্জেলিনা। মৃদু হেসে কর্নেলের দিকে ফিরল ও। 'উঠে দাঁড়ানোর জন্য সাহায্য

লাগবে, স্যার?'

কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়াল সে। দু'পা ফাঁক করে কোনরকমে ধরে রাখল শরীরের ভার। মাথায় লাগাতার যন্ত্রণা বোধ করছে। দরদর করে রক্ত ঝরছে ভাঙা নাক থেকে। মুখের নীচের অংশ আর বুক রক্তে সয়লাব হয়ে গেছে। অদ্ভুতভাবে বেঁকে গেছে এক চোয়াল।

'আয়নায় একবার দেখে নাও মুখটা, বড় সুন্দর দেখাচ্ছে!'

কার্লের বিদ্রূপে ম্লান হলো না কর্নেল স্পেটের হাসি, শুধু আরও বেশি ঠাণ্ডা দেখাল চোখজোড়া।

'কী বললাম, কানে যায়নি? যাও, আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াও!'

কয়েক মুহূর্ত চোখে-চোখে তাকিয়ে থাকল কর্নেল। দৃষ্টি দিয়ে যেন ভস্ম করে দেবে কার্লকে। ঠাণ্ডা ঘোলাটে দৃষ্টি, ঠিক লাশের মত। রক্তাক্ত মুখে একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ল হাসিটা। তা দেখে ছলকে উঠল কার্লের বুকের রক্ত, ঘৃণায় শিউরে উঠল ও।

'ভাবছ এখনও সুন্দর হয়নি তোমার চেহারা?' এগিয়ে গিয়ে ফায়ারপ্লেস থেকে উত্তপ্ত পোকার-দণ্ডটা তুলে নিল কার্ল, তারপর ধীর পায়ে কর্নেলের সামনে চলে এল। 'তোমার মুখে একটা দাগ আঁকলে কেমন হয়? তখন আয়নার সামনে দাঁড়ালেও জাত যাবে না তোমার।'

তীব্র আক্রোশ নিয়ে দণ্ডটা চালাল কার্ল।

টলে উঠল কর্নেল। তার অপার্থিব আর্তনাদে শিউরে উঠল অন্যরা। গালের অর্ধেক থেকে চামড়া সরে গিয়ে সাদা হাড় উঁকি দিচ্ছে। দগদগে ক্ষত খামচে ধরল সে। পোড়া চামড়ার কটু গন্ধে ভরে গেল কামরা।

'এবার কি দয়া করে আয়নার সামনে যাবে?' শীতল, ভয়ঙ্কর শোনাল কার্লের কণ্ঠ।

অপ্রকৃতিস্থের মত এগোল কর্নেল শাটন। দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেই এখন। পরাজিত, পরিশ্রান্ত এক সৈনিক। আয়নার সামনে গিয়ে

মাথা নিচু করে ফেলল।

'এবার তাকাও।'

ব্যথায় কুঁকড়ে যাওয়া চোখ মেলে তাকাতে ভূত দেখার মত চমকে উঠল সে। ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে এল দুই কদম। রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডের মত দেখাচ্ছে থেঁতলে যাওয়া মুখ।

'তোমার চেহারাটা আসলে এরকমই হওয়া উচিত ছিল,' মৃদু হেসে বলল কার্ল। 'দেখো, তোমার চরিত্রের সঙ্গে আদলটা কেমন মিলে যাচ্ছে!'

চোখ বন্ধ করে ফেলেছে কর্নেল। ভয়ঙ্কর কাঁপুনিতে আক্রান্ত হয়েছে, পুরো শরীর দুলছে। চোখ বুজে লাভ হলো না, বীভৎস মুখটা ঠিকই তাড়া করছে তাকে। ভয়ের সঙ্গে পরিচয় ছিল না তার, নতুন এই উপলব্ধি তাকে উন্মাদ করে তুলল। ধনুকের ছিলার মত বাঁকা হয়ে গেল দেহ।

কৌতূহল মিশ্রিত বিস্ময় নিয়ে কর্নেলের অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা দেখছিল কার্ল আর অন্যরা, কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই বুটের কাছে হাঁটুতে লুকিয়ে রাখা ছুরিটা বের করে সিধে হলো কর্নেল। হৃৎপিণ্ডে বসিয়ে দিতে যাচ্ছিল সে, ততক্ষণে চমক সামলে নিয়ে ট্রিগার টিপেছে কার্ল। বিইঙ্ শব্দে কর্নেলের হাত থেকে ছুটে গেল ছুরিটা, মেঝেয় পড়ে সশব্দে পিছলে চলে গেল কয়েক গজ।

'এত তাড়া কীসের, স্যার? আত্মহত্যা কাপুরুষের কাজ!' শ্লেষ ঝরে পড়ল কার্লের কণ্ঠে। 'একটু ধৈর্য ধরো, চমৎকার একটা মৃত্যু তুলে রেখেছি তোমার জন্য!' কর্নেলের প্রিয় কথাটা ঝেড়ে দিল ও। 'কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে রাখব প্রথমে, তারপর চাবুক চালাব। কথা দিচ্ছি, প্রয়োজনে সারারাত জেগে থাকব তোমার পাশে। মৃত্যুর জন্য যদি সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, আপত্তি নেই আমার। তবে একটু দূরে থাকাই ভাল হবে বোধহয়, ক্যানিয়নের ধেড়ে ইঁদুরগুলো তোমাকে নিয়ে কী করে দেখতে নিশ্চয়ই খারাপ লাগবে না! যদ্দূর জানি, তাজা মাংস খুব পছন্দ ওদের।'

'অস্ত্র ফেলে মাথার উপর হাত তোলো সবাই!' পিছন থেকে তীক্ষ্ণ স্বরে নির্দেশ দিল কেউ।

হতাশ বোধ করল কার্ল। দাবার ছক পাল্টে গেছে! নিজেকে দোষ দেওয়া ছাড়া উপায় নেই ওর, যে-মানুষটাকে নিজ হাতে খুন করবে বলে চারটা বছর বুকে প্রতিহিংসা লালন করে এসেছে, তাকে চোখের সামনে পেয়ে একটু অসতর্ক হয়ে উঠেছিল। সেটাই কাল হয়েছে।

তৎক্ষণাৎ নির্দেশ তামিল করল ও।

'শটগান ফেলে দাও, বেন! দ্বিতীয়বার বলেছি, এই যথেষ্ট। এরপর কিন্তু গুলি করব।'

আর দ্বিধা করল না বেন লুডলো।

দরজার ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল লোকটা। হাতে প্রকাণ্ড পয়েন্ট ফোর-ফাইভ।

'সবখানেই বড় দেরিতে পৌছাও তুমি, উইল!' সক্ষোভে অভিযোগ করল কর্নেল হিরাম শাটন, যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেছে কণ্ঠ।

কিন্তু সেদিকে মনোযোগ নেই বক্স-এইচ ফোরম্যানের। গুরুর উপর চোখ পড়তে স্থাণুর মত ঠায় দাঁড়িয়ে পড়ল, বজ্রাহত হয়েছে যেন, নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। অজান্তে শিউরে উঠল সে। বীভৎস মুখটা দেখে মেরুদণ্ডে বয়ে গেল শীতল স্রোত। এক পা পিছিয়ে গেল উইল শবার।

'তোমার জন্য আফসোস হচ্ছে, লেফটেন্যান্ট, এবারও হেরে গেলে!' যন্ত্রণাক্লিষ্ট কণ্ঠে বলল কর্নেল, ঠোঁট নাড়লেও তীব্র ব্যথা অনুভব করছে। 'ইলেনকে মনে আছে? থাকারই কথা। খাসা ছিল মেয়েটা!'

কঠোর হয়ে গেল কার্লের মুখ, দৃষ্টিতে শীতল তাচ্ছিল্য। দৃঢ় চোয়াল, পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসেছে ঠোঁটজোড়া। নীরবে হজম করল অশ্লীল ইঙ্গিতটা।

এবার কর্নেল শাটনের পালা, জানে কার্ল। মনকে শক্ত করল ও।

উত্তপ্ত পোকার-দণ্ডটা তুলে নিল কর্নেল, বাতাসে বাড়ি মেরে হাতের জোর পরীক্ষা করল নাকি কার্লকে ভয় পাইয়ে দিতে চাইল, বোঝা গেল না। ধীর পায়ে এগিয়ে এল সে, আগের মত দৃঢ়তা নেই পদক্ষেপে।

আঘাত করল কর্নেল।

তৈরি ছিল কার্ল, হাত দিয়ে ঠেকাতে চাইল, কিন্তু পুরোপুরি সফল হলো না। কনুইয়ে এসে পড়ল। এত জোরে মেরেছে যে টলে উঠল কার্ল। অনুভব করল অন্তত এক ছটাক মাংস বাহু থেকে খসিয়ে নিয়ে গেছে পোকার-দণ্ডটা।

'এখনও কি মনে করতে পারোনি ইলেনকে?' শীতল জিঘাংসা কর্নেলের কণ্ঠে। 'জবাব না-পেলে কিন্তু তোমার মুখটাও ভর্তা বানাব!'

'ওকে কথা বলানোর দায়িত্ব আমাকে দিন, স্যার,' উৎসাহ দেখাল উইল শবার, কণ্ঠে উত্তেজনা। 'বড় খুশি হতাম, স্যার! আপনি ক্লান্ত, অযথা হয়রান না-হয়ে আমার হাতের কাজ একবার দেখুন না!'

'মঞ্জুর করলাম!' অনুমতি দিয়ে টলতে টলতে চেয়ারের কাছে চলে গেল সে, ধপ করে বসে পড়ল। শিষ্যকে চাবুক হাতে কার্লের দিকে এগোতে দেখে কয়োটের উল্লাস ফুটে উঠল তার মরা চোখে।

ইতোমধ্যে যার যার অস্ত্র দখল করে নিয়েছে দুই কাউহ্যান্ড। কার্ল আর বেনকে কাভার করে রেখেছে। আগ্রহ ভরে উইলের দিকে তাকাল ওরা, অস্ত্রের নল এতটুকু নড়ল না কারও।

চাবুক চালানোয় যে-কারও সমকক্ষ উইল শবার। নিখুঁত লক্ষ্য আর অসীম নিষ্ঠুরতা নিয়ে চালাচ্ছে সে। নিমেষে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল বার্কস্কিনের শার্ট, প্রতিটি আঘাত এরপর চামড়া কেটে বসে গেল বুকে-পিঠে। দু'মিনিট পেরোতে রক্তের চাদরে লেপ্টে গেল কার্ল।

ক্ষান্ত দিল বক্স-এইচ ফোরম্যান। হাঁপাচ্ছে সে, নিজের জন্য বিশ্রাম দরকার। বিশ্রাম দরকার নির্মম ডান হাতের।

'তবুও মনে করতে পারলে না ইলেনকে?' কার্লের নির্লিপ্ত মুখ কর্নেলের উল্লাসে ঘাটতি করতে পারল না। 'ধর্ষণের পর কি নিখুঁত ভাবে ওকে জবাই করেছিলাম, মনে আছে? আর সেই খুনের দায়ে কি-না তোমাকে যেতে হলো ফায়ারিং স্কোয়াডে! তবে সবচেয়ে অদ্ভুত আর আশ্চর্য ব্যাপার তোমার বেঁচে থাকা। আজ আমাদের দেখাও কম অদ্ভুত নয়। এমন একজন দুঃসাহসী লেফটেন্যান্টের মুখোমুখি হওয়ার রোমাঞ্চই আলাদা! কী বলো, উইল?'

'নিশ্চয়ই!' উল্লসিত দৃষ্টিতে কার্লের রক্তাক্ত শরীরে চোখ বুলাল বক্স-এইচ ফোরম্যান। 'এই, ফ্রেড, স্যারকে হুইস্কি দাও!' লাল-চুলো কাউহ্যান্ডকে নির্দেশ দিল সে। 'হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে আপনি চাঙা হয়ে নিন, স্যার। এই ফাঁকে দ্বিতীয় রাউন্ড সেরে ফেলছি আমি!'

চোখে খুনের নেশা নিয়ে এগিয়ে এল উইল শবার। 'বেশি দেরি হবে না, স্যার,' অনুনয়ের সুরে কর্নেলের উদ্দেশে বলল সে। 'মাত্র পাঁচটা মিনিট! এরপরও কার্ল রিডল নামে কেউ যদি দুনিয়ায় বেঁচে থাকে, তা হলে যা ইচ্ছে শাস্তি দেবেন আমাকে, স্যার!'

'বড্ড তাড়াহুড়ো করো তুমি!' ধমকে উঠল কর্নেল। 'উঁহুঁ, এত অল্পে ওকে ছাড়ছি না!' এবার কার্লের দিকে ফিরল সে। 'কী অবস্থা করেছে তোমার, আয়নায় যদি দেখতে! না, থাক, আয়নায় দেখতে হবে না। এরচেয়ে সরেস জিনিস দেখাব তোমাকে। আহ্, ইলেনকে নিয়ে আমি কী করেছি, শুধু ফলাফলটা দেখেছ, কার্ল। এবার দেখবে বাস্তব। ঠিক কীভাবে মেরেছিলাম ওকে, চাক্ষুষ দেখাব তোমাকে। মেয়েটাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে, উইল?' অ্যাঞ্জেলিনার দিকে তাকিয়ে হাসল সে, হাসিটায় প্রাণ নেই, বরং আছে শুধু পাশবিক নিষ্ঠুরতা।

চুলের গোছা ধরে হেঁচকা টানে অ্যাঞ্জেলিনাকে মেঝেয় আছড়ে

ফেলল উইল শবার। তারপর ছেঁচড়ে নিয়ে গেল গুরুর পায়ের কাছে। খপ করে ব্লাউজের প্রান্ত ধরল কর্নেল। তীক্ষ্ণ আর্তনাদ তুলল অ্যাঞ্জেলিনা। ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল বেন লুডলো, দু'হাতে তাকে ঝাপটে ধরে ঠেকাল কার্ল।

'ফের ওকে বাঁচিয়ে দিলে, কার্ল,' কোন কিছুই নজর এড়ায়নি কর্নেলের, গা জ্বালানো হাসি হাসল বেনের উদ্দেশে। 'মেয়েটাকে নিয়ে আমার খেলা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকার সৌভাগ্য হলো তোমার।' অ্যাঞ্জেলিনার শরীর উদোম করার ফাঁকে বলল সে।

অজান্তে চোখ বুজল কার্ল, সহ্য করতে পারছে না। সারা দেহ থরথর করে কাঁপছে নিষ্ফল আক্রোশে।

হো হো করে হেসে উঠল কর্নেল, হাসি থামিয়ে নতুন নির্দেশ দিল। 'কার্লের চোখ খোলা রাখার জন্য চাবুক চালাতে পারো, উইল।'

চোখ খোলার আগেই কেঁপে উঠল কার্ল, তীব্র যন্ত্রণায় ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেল পিঠ। নতুন উৎসাহে চাবুক চালিয়েছে উইল।

এদিকে অ্যাঞ্জেলিনাও রেহাই পেল না। কর্নেলের বুকের নীচ থেকে এঁকেবেঁকে নিজেকে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা ওর অপরাধ। গুনে গুনে চারটা চড় পড়ল ওর গালে। প্রতিরোধের স্পৃহা হারিয়ে গেল অ্যাঞ্জেলিনার। নীরব কান্নায় গাল বেয়ে জল ঝরছে।

'নাহ্, একে দেখছি শোয়াতেই হবে!' ত্যক্ত স্বরে বলল কর্নেল শাটন, উঠে দাঁড়াতে আঘাতটা এল। দু'হাতের মুঠি একত্র করে শরীরের সমস্ত জোর খাটিয়ে উরুসন্ধিতে আঘাত করেছে বিচ্ছু মেয়েটা। তীব্র যন্ত্রণায় ঝাঁকি খেল কর্নেলের দেহ, হাঁটু ভাঁজ করা অবস্থায় স্থির হয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত, মুখ হাঁ হয়ে আছে। ব্যথায় নীল হয়ে গেছে পুরো মুখমণ্ডল।

'কুত্তি!' গালের সঙ্গে পেটের সমস্ত বাতাস উগরে দিল কর্নেল, হাত বাড়িয়ে মেঝেয় পড়ে থাকা অ্যাঞ্জেলিনার চুল খামচে ধরল।

বদ্ধ ঘরে বোমা ফাটার শব্দে গর্জে উঠল একটা শটগান।

কার্লকে কাভার করে দাঁড়িয়ে ছিল লাল-চুলো কাউহ্যান্ড। বাকশটের আঘাতে পেট বরাবর শরীর দু'ভাগ হয়ে গেল তার, দুটো অংশ ছিটকে গিয়ে তিন হাত তফাতে মেঝেয় পড়ল।

পরপরই শটগানটা গর্জে উঠল আবার। এবার বেনের পিঠে মাযল ঠেকিয়ে দাঁড়ানো কাউহ্যান্ডের মাথা গুঁড়িয়ে গেল। দড়াম করে মেঝেয় আছড়ে পড়ল মুণ্ডহীন লাশটা।

বিমূঢ়, হতবিহ্বল ভাব কাটিয়ে উঠতে একটু দেরি হয়ে গেল উইল শবারের। বুঝতেই পারছে না কী ঘটে গেছে। পিছন ফিরে তাকানোর ঝামেলায় গেল না সে, ঝটিতি ড্র করল।

উইল শবারের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল কার্ল। ডাইভ দিয়ে বক্স-এইচ ফোরম্যানের উপর পড়ল ও। ধাক্কা খেয়ে বেসামাল হয়ে গেল শবার, হোলস্টারে হাত পৌঁছল না, বরং তার কব্জি কার্লের মুঠোয় আটকা পড়ল। বসে নেই কার্ল, শবারের পেটে বুট ঠেকিয়ে শোওয়া অবস্থায় ঝেড়ে লাথি হাঁকাল, একইসঙ্গে কব্জি ছেড়ে দিয়েছে।

মানুষ কীভাবে উড়তে পারে, দেখার মত একটা দৃশ্য হলো। দশ হাত দূরের দেয়ালে গিয়ে আছাড় খেল শবার, যাওয়ার সময় পুরো দূরত্ব হাত-পা ছুঁড়ল সে আর অসহায়ভাবে চিৎকার করল। কাঁধের সঙ্গে দেয়ালের সংঘর্ষে কলার বোন ভেঙে গেল। ময়দার বস্তার মত দেয়াল বেয়ে ছেঁচড়ে মেঝেয় পড়ল অজ্ঞান শরীরটা।

'অস্ত্র ফেলে দাও, ব্রিসবিন!' তীক্ষ্ণ স্বরে গর্জে উঠল কর্নেল, তার হাতের ছুরি অ্যাঞ্জেলিনার গলায় চেপে বসেছে।

'মেয়েটার গায়ে একটা আঁচড় কাটলে তোমাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারব আমি!' তপ্ত শপথ করল পিটার ব্রিসবিন।

ছুরিতে হাতের চাপ বাড়াল কর্নেল, মরিয়া হয়ে গেছে মুখ। অস্ফুট স্বরে গুঙিয়ে উঠল অ্যাঞ্জেলিনা, আতঙ্কে দুই চোখ কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসার দশা হয়েছে।

'অস্ত্রটা ফেলে দাও, মি. ব্রিসবিন!' অনুরোধ করল কার্ল।

কটমট করে তাকাল বুড়ো। সেকেন্ড কয়েক পর এই দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলল সে, শটগান ছেড়ে দিল হাত থেকে। নুয়ে পড়েছে বুড়ো মানুষটার কাঁধ।

অ্যাঞ্জেলিনাকে বুকের সঙ্গে লেপ্টে ধরে চেয়ার ছাড়ল কর্নেল। পায়ে পায়ে দরজার দিকে এগোল। দৃষ্টি কার্লের দিকে, নিরস্ত্র কার্ল, কিন্তু তারপরও বিশ্বাস করছে না।

'ওকে নিয়ে যাচ্ছ কেন, কর্নেল?' তিক্ত হেসে বলল কার্ল। 'বরং তোমার প্রিয় শিষ্যকে নিয়ে গেলে ভাল করতে না? তা হলে হয়তো তোমাকে অনুসরণ করার প্রয়োজন পড়ত না আমাদের। বুঝতেই পারছ, এ-অবস্থায় সবাই তোমার পিছনে ছুটবে।'

'নরক পর্যন্তও যদি তাড়া করো, আপত্তি নেই আমার!' খরখরে স্বরে হেসে উঠল কর্নেল। 'কিন্তু ভুলেও মেয়েটাকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা কোরো না, তা হলে ধড়টা পাবে!' খুনে দৃষ্টি তার চোখে। 'বেন, মেঝে থেকে শটগানটা তুলে আমার হাতে দাও।'

বেন লুডলোর দিকে সরে গেল কর্নেলের দৃষ্টি। ক্ষণিকের জন্য। সেকেন্ডের ভগ্নাংশ হবে। কার্লের জন্য তাই যথেষ্ট ছিল। বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর হাতে। কোমরে বেল্টের ভাঁজে ছোট্ট একটা পিস্তল ছিল, নিমেষে হাতে উঠে এল ওটা। এত ছোট যে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে কার্লের মুঠিতে। কম ক্যালিবারের নেভি কোল্ট। বিলি কেনেডির কাছ থেকে পেয়েছিল কোল্টটা।

'কর্নেলের শেষ ইচ্ছে পূরণ করো, বেন!' হেঁয়ালির সুরে বলল কার্ল।

ফাঁকিটা ধরতে পারল না কর্নেল, মনে করেছে হতাশায় শ্লেষ প্রকাশ করছে কার্ল।

'কোন্‌টা যে কার শেষ ইচ্ছে, কে জানে!' সন্তুষ্টির হাসি ফুটল কর্নেলের মুখে। 'কী হলো, বেন? মেয়েটাকে কোলে নিলাম যখন, খুব তো বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে, আর এখন দেখছি ওর গলা কেটে ফেললেও তোমার গায়ে লাগছে না?'

শটগানটা তোলার সময় কার্লের চোখে তাকাল বেন। অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হলো। স্পষ্ট বারণ করে দিয়েছে কার্ল! কোন চালাকি নয়। যারপরনাই হতাশ হলো বেন লুডলো।

'ব্যারেলের মাথা ধরে বাঁটটা আমার দিকে বাড়াও,' বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করল কর্নেল।

মনে মনে ঈশ্বরের কাছে আর আধ-সেকেন্ড ভিক্ষা চাইছে কার্ল। আশায় ছিল, তাই সুযোগটা আসতে লুফে নিতে সামান্যও দেরি করল না। পলকের জন্য চোখ ফিরিয়েছিল কর্নেল, বেনের বাড়িয়ে দেওয়া শটগানের দিকে চলে গেল দৃষ্টি।

এদিকে চোখে-চোখে কথা হলো দু'জনের। কার্লের ইশারা বুঝে নিল চতুর বেন। নিমেষে সক্রিয় হলো সে।

শটগানের বাঁট ততক্ষণে পৌঁছে গেছে কর্নেলের হাতে। হাত বদল হওয়ার মুহূর্তে হেঁচকা টান মারল বেন। টলে উঠল কর্নেল। অ্যাঞ্জেলিনার চেয়ে লম্বা সে, ঠিক পিছনে ছিল, কার্লের অবস্থানের উল্টোদিকে। সামান্য টলে যাওয়ায় মাথাটা কয়েক ইঞ্চি সরে গেল পাশে।

নেভি কোল্ট তুলেই গুলি করল কার্ল। জীবনের সবচেয়ে দুরূহ টার্গেট ভেদ করতে সফল হলো। শেষ মুহূর্তে, বোধহয় অবচেতন মনের তাড়নায় কিছু একটা সন্দেহ করেছিল কর্নেল, ঝটিতি পাশ ফিরতে চাইল। বুলেটটা কান দিয়ে ঢুকে মগজে চলে গেল। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল কর্নেল হিরাম শাটনের লাশ, চোখ বিস্ফারিত, তারপর হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়ল মেঝেয়।

ভাঙা কাঁধ নিয়ে জেগে উঠেছে উইল শবার। চোখে দুনিয়ার অবিশ্বাস নিয়ে গুরুর লাশটা দেখল। শিউরে উঠল একবার।

চকিতে নিজের প্রাণের মায়ায় মরিয়া হয়ে উঠল সে। দেখল কারও খেয়াল নেই ওর দিকে। বুকে বুক মেলাচ্ছে বেন আর কার্ল। প্রায় নগ্ন অ্যাঞ্জেলিনাকে জড়িয়ে ধরে আছে আরেকটা মেয়ে। খুশিতে চোখের জল মুছছে বুড়ো উকিল।

উঠতে গিয়ে কাঁধ সামান্য নড়ল, আর তাতেই ব্যথায় প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার দশা হলো উইলের। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করল ও, তারপর মরিয়া চেষ্টায় উঠে দাঁড়াল। বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছে উন্মাদ করে তুলল ওকে।

হঠাৎ কোল্টটা নজরে পড়ল। খসে পড়েছিল ওর হোলস্টার থেকে। নির্দ্বিধায় ঝাঁপ দিল উইল। কিন্তু অসাড় কাঁধটা বেঈমানি করল। ক'হাতই বা হবে, অথচ দু'হাতের বেশি পৌঁছতে পারল না! মেঝেয় মুখ থুবড়ে পড়ে মরিয়া চেষ্টায় হাত বাড়াল সে।

ততক্ষণে ওর উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে পড়েছে সবাই। দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল কার্ল। উইল সিক্সশূটার মুঠিতে নিয়েছে, আর তখনই সবুট পা দিয়ে চেপে ধরল মেঝের সঙ্গে। শরীরের ভার চাপিয়ে দিল কার্ল। গগনবিদারী আর্তনাদ বেরিয়ে এল বক্স-এইচ ফোরম্যানের গলা চিরে। মড়মড় করে প্রতিবাদ জানাল ভারী বুটের নীচে পিষে যাওয়া হাতের আঙুল।

'এত তাড়া কীসের, শবার?' কার্লের গলায় মেকী মমতা ঝরে পড়ল। 'চাবুকে আমার হাত কত নিখুঁত দেখতে চাও না? নিজের কারিশমা দেখিয়েছ তুমি, এবার তো আমার পালা।'

বুটের চাপ সরাল কার্ল।

বিক্ষত হাতের দিকে তাকাল উইল শবার, চোখ ফেটে কান্না গড়াচ্ছে। ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে সবক'টা আঙুল। পিস্তল ধরার সামর্থ্য নেই। তীব্র...অসহ্য ব্যথা হাতে। আর সইতে পারছে না। দাঁত দিয়ে কামড়ে ঠোঁট কেটে ফেলল। ঈশ্বরের কাছে এই প্রথম প্রার্থনা করল সে–নিজের মৃত্যুর জন্য।

'বেশ, তোমাকে বেশি কষ্ট দেব না,' হাসতে হাসতে বলল

কার্ল, দূর থেকে কার্লের হিংস্র রূপ দেখে অজান্তে শিউরে উঠল ডরোথি। 'শুধু একবার চাবুকটা চালিয়ে দেখাতে চাই তোমাকে; নইলে হয়তো ভাববে তোমার মত দক্ষতা নেই আমার।'

চাবুক তুলে নিয়ে এগিয়ে গেল কার্ল। 'চাবুকের মাথায় গেঁথে তুলে আনতে চাই তোমার বাম চোখটা। যদি না-পারি তা হলে আমার একটা চোখ খুলে নেওয়ার সুযোগ দেব তোমাকে।'

আতঙ্কে ঠিকরে বেরিয়ে পড়তে চাইছে শবারের চোখ। 'নাহ্!' বলে গলা ফাটাল সে, হাত দিয়ে চোখ আড়াল করার প্রয়াস পেল। কিন্তু এখানেও ব্যর্থ হলো অচল দুই হাতের কারণে।

বাতাসে শিস্ কাটল তার নিজেরই চাবুক। তারপর তীরবেগে নিখুঁত নিশানায় ছুটে এল—বাম চোখে। শরীরের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে মাথা সরানোর প্রাণপণ চেষ্টা করল উইল, কিন্তু গজব ঠিকই নেমে এল। চাবুকের প্রান্ত আঘাত করল মণিতে! পলকে কোটর ছেড়ে বেরিয়ে গেল বাম চোখটা। ভয়াবহ চিৎকার করে জ্ঞান হারাল উইল শবার।

বিড়বিড় করে প্রার্থনা করছে বুড়ো উকিল, চোখ বুজে বুকে ক্রস আঁকল। দৃশ্যটা সহ্য করতে পারেনি অ্যাঞ্জেলিনা, জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল বেনের গায়ে। বজ্রাহতের মত উপড়ে আসা চোখটার দিকে তাকিয়ে আছে ডরোথি আতঙ্কে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ।

বাইরে শোরগোল শুনতে পেয়ে হুঁশ হলো সবার বেরিয়ে এসে দেখতে পেল কটেজ পর্যন্ত চলে এসেছে উদ্বিগ্ন অতিথিদের কেউ কেউ। গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেয়েছে তারা।

প্রায় সবাই প্রশ্ন করছে, কিন্তু জবাব দিল না কেউ। হাত তুলে তাদের শান্ত করল বুড়ো উকিল। 'কষ্ট করে গেস্ট হাউসে এসো তোমরা,' বলল পিটার ব্রিসবিন। 'সবকিছু ব্যাখ্যা করব।'

বুড়োর পিছু নিয়ে চলে গেল সবাই।

গেস্ট হাউসের হলরূমে এসে বসল ওরা। প্রায় বিশ জন।

সবাইকে যার যার পছন্দ অনুযায়ী ড্রিঙ্ক পরিবেশন করা হলো। নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করছে কেউ কেউ, এখনও বয়ান শুরু করেনি বুড়ো উকিল। আসলে মেয়েদের আসার অপেক্ষায় রয়েছে সে। হাত-মুখ ধুয়ে, নতুন কাপড় পরে আসবে অ্যাঞ্জেলিনা।

দশ মিনিট পর এল দুই বোন। ওদের দেখে গুঞ্জন শুরু হলো। কারও কারও কানে গেছে কথাটা, তবে নিশ্চিতভাবে জানে না কেউই।

'ভদ্র মহোদয়গণ,' উঠে দাঁড়িয়ে বলল বুড়ো উকিল। 'অনেক রাত হয়েছে, তাই কোন ভূমিকায় যাচ্ছি না আমি। সরাসরি আসল ঘটনা জানিয়ে দিচ্ছি। আমার পাশে বসা দুই লেডি হচ্ছে ছোটবেলায় হারিয়ে যাওয়া জেফের দুই নাতনি। গল্পটা আপনাদের অনেকে জানেন। প্রায় পনেরো বছর আগে রল্টদের সঙ্গে হলিস্টারদের যুদ্ধের সময় হারিয়ে গিয়েছিল এরা।

'বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়ে জেফ জানতে পারে যে এরা বেঁচে আছে, যদিও এতগুলো বছর নিজেকে স্বজনহীন বলে জানত ও। বিশেষ কারণে ব্যাপারটা গোপন রাখে জেফ, দুই নাতনিকে খুঁজে বের করার জন্য কার্ল রিডলকে দায়িত্ব দেয়। রিডল যে সফল হয়েছে তা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন।'

'কার্ল রিডল!' আঁতকে উঠল কেউ কেউ। দু'একজন শিউরে উঠে আশপাশে তাকাল।

'অর্থই যত অনর্থের মূল। জেফের ক্ষেত্রেও এটা নিয়তি হয়ে দেখা দিয়েছিল। জেফ যদিও মনে করেছিল ওর দুই নাতনির খবর কেউ জানে না কিন্তু ওর ঘরেই খবরটা গোপন থাকেনি। কীভাবে যেন জেনে গিয়েছিল ফোরম্যান উইল শবার। শবারের হাতে খুন হয়ে যায় জেফ। দায়টা কার্ল রিডলের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল শবার আর কর্নেল শাটন। দুর্ভাগ্য শবারের যা চায়নি সে, ঠিক তাই ঘটেছিল—মৃত্যুর আগে দুই নাতনির নামে উইল

পরিবর্তন করেছিল জেফ। কিন্তু নতুন উইলের কথা জানত না শবার।'

'নতুন উইল!?'

'দুই নাতনিকে খুঁজে পাবে রিডল, আগাগোড়া এমন বিশ্বাসই ছিল জেফের। তাই রিডল ওদের খোঁজে বেরিয়ে পড়ার পরপরই আমাকে ডেকে এনে পুরানো উইল পাল্টে ফেলে জেফ।'

'কিন্তু ফেরারী একজন লোক! এটা কিছুতে মেনে নেওয়া যায় না!' প্রতিবাদের ঝড় উঠল অতিথিদের মধ্যে।

সায় জানাল কেউ কেউ।

'কার্ল রিডল আসলে পরিস্থিতির শিকার। যে-খুনের কারণে সে ফেরারী ছিল, আদপে খুনটা ও করেনি। আমি নিজের কানে কর্নেল শাটনের স্বীকারোক্তি শুনেছি। ইলেন ও'নীলকে নিজেই খুন করেছিল কর্নেল, কিন্তু ঘটনা এমনভাবে সাজিয়েছিল যে দোষটা ইলেনের প্রেমিক কার্ল রিডলের ঘাড়ে গিয়ে চাপে। কোর্ট মার্শালে বিচারক ছিল কর্নেল নিজে। ফায়ারিং স্কোয়াডে পাঠানো হয় কার্ল রিডলকে।'

ফের গুঞ্জন শুরু হলো, বেশিরভাগ লোক ঘটনা বিশ্বাস করতে পারছে না।

'আরও কয়েকজন সাক্ষী আছে,' যোগ করল পিটার ব্রিসবিন। এরাও কর্নেল শাটনের কথা শুনেছে।'

'হ্যাঁ, আমরাও কর্নেল শাটনকে এ-কথা বলতে শুনেছি!' প্রায় একযোগে সায় জানাল অ্যাঞ্জেলিনা আর বেন লুডলো।

এতেও যদি কারও মনে দ্বিধা থাকে, তা হলে উইল শবারকে জেরা করা যেতে পারে। র‍্যাঞ্চে বন্দি আছে সে। সকালে তার স্বীকারোক্তি নিয়ে নেব আমি।' থেমে একে একে সব অতিথিদের মুখ নিরীখ করল বুড়ো, তারপর হেসে ঘোষণা করল: 'এবার কার্ল রিডলের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, ভদ্র মহোদয়গণ।'

দুই বোনের আন্তরিক সেবায় অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠল কার্ল, কিন্তু তিনটা দিন না-পেরোতেই অস্থির হয়ে গেল। এত লোকের মধ্যে নিজেকে অবাঞ্ছিত মনে হচ্ছে ওর, হাঁপিয়ে উঠেছে বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে।

পরদিন কাউকে না-জানিয়ে বেরিয়ে পড়ল ও। স্টেবলে এসে ঘোড়ায় স্যাডল পরাল। স্টেবল থেকে বেরিয়ে আসামাত্র ধরা পড়ে গেল।

পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে ডরোথি।

বিব্রত হাসল কার্ল। মেয়েটির চোখে তীব্র ভর্ৎসনা ফুটে উঠতে দেখে দ্রুত বলল: 'শুয়ে থেকে থেকে হাতে-পায়ে খিল ধরে গেছে, ওগুলো ছাড়ানো দরকার।'

সবজান্তা মার্কা হাসি ফুটল ডরোথির মুখে। 'কী আশ্চর্য, আমিও তাই ভাবছিলাম!'

'বেশ তো, তুমি অপেক্ষা করো। একটা ঘোড়া তৈরি করে এখনই নিয়ে আসছি।'

স্যাডল ছাড়তে উদ্যত হলো কার্ল, কিন্তু হাত তুলে মানা করল ডরোথি। স্মিত হেসে এগিয়ে এল ও, কার্লের ঘোড়ার পাশে এসে হাত বাড়িয়ে দিল।

মেয়েটিকে স্যাডলে তুলে নিল কার্ল।

'কোন্ দিকে যাবে?' জানতে চাইল ডরোথি।

'ক্যানিয়নের ওদিকে যাই?'

'না!' আঁতকে উঠল মেয়েটা। 'ওদিকে ওরা গেছে।'

'ওরা?'

'অ্যাঞ্জি আর বেন। জানালা দিয়ে একটু আগে ওদের যেতে দেখেছি।'

কী যেন মনে পড়ায় স্মিত হাসল ডরোথি। ঘোড়াটা দুলকি চালে ছুটছে। হাওয়ায় ভেসে কার্লের গালে এসে পড়ছে রেশমি

সোনালি চুল।

'ধন্যবাদ তোমাকে, কার্ল।'

'কেন?'

'এই যে এভাবে চুরি করে বেরিয়ে এলে, তাই।

অবাক হলো কার্ল। 'তাতে কি তোমার মস্ত উপকার করা হয়েছে?'

'সত্যি তাই হয়েছে,' মুখ টিপে হাসল ডরোথি। 'বিশ্বাস করবে, ওদেরকে দেখে ঈর্ষা হচ্ছিল আমার? মনে হচ্ছিল আমিও বেরোতে পারলে ভাল হত। কিন্তু তুমি তো পুরোপুরি সুস্থ হওনি। যখন দেখলাম বেরিয়ে যাচ্ছ, এক ছুটে চলে এলাম। তবে আজই শেষ!'

'কেন?'

'ওমা! বিয়ের আগে কেউ এভাবে স্বামীর সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়? একটা নিয়ম আছে না? দু'দিন পরই তো আমাদের বিয়ে!'

***